ওঁ

ওঁ নমোভগবতে রামকৃষ্ণায়

(স্বামিরামকৃষ্ণানন্দবিরচিতশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিসমেতা)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশ সাহস্রী

(অনুবাদ সমেত)

মকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম,
বারাসত

বারাসত আশ্রম হতে প্রকাশিত
কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ।
স্বামী অপূর্বানন্দ লিখিত বা
সংকলিত :

১। শ্রীরামকৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রম্—
(সহস্রনামার্চনাসহিতম্)—
বাংলা অনুবাদ ও টীকা সমেত
বাংলা অক্ষরে ছাপা। ৯.৫০

২। ঐ—হিন্দী অনুবাদ ও টীকাসহ
হিন্দী অক্ষরে ছাপা। ১০.০০

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী
(স্বামিরামকৃষ্ণানন্দরচিতশ্রী
রামকৃষ্ণোপদেশাবলিসমেতা)
বাংলা অনুবাদসহ বাংলা
অক্ষরে ছাপা। ৯.০০

৪। ঐ – হিন্দী অনুবাদসহ হিন্দী
অক্ষরে ছাপা। ১০.০০

৫। দিব্যরামায়ণের সংস্কৃত
অনুবাদ — দিব্যরামায়ণম্ —
দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা।
লিম্প ১৫.০০ – বোর্ড ১৭.৫০

প্রাপ্তিস্থান :

(১) বারাসত আশ্রম (২)
মহেশ লাইব্রেরী, (৩) বেলুড়
ইণ্ডাস্ট্রিয়েল শো রুম। (৪) উদ্বোধন
কার্যালয় প্রভৃতি স্থান।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

(স্বামিরামকৃষ্ণানন্দবিরচিতশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিসমেতা)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশ সাহস্রী

"PRESENTED BY THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, GOVERNMENT OF INDIA"

গ্রন্থকার—অধ্যাপক ভণ্ডারকার উপনামক শ্রীত্র্যম্বক শর্মা, সাহিত্যাচার্য, এম এ, (ডবল)

সম্পাদক—আচার্য শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য, বেদান্তবাগীশ, সাহিত্যালঙ্কার, কবিতার্কিকচক্রবর্তী, প্রধান, প্রাচ্যসংস্কৃতবিভাগ, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুবাদক—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্তী বেদান্ত-শাস্ত্রী, বারাণসী।

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

(স্বামিরামকৃষ্ণানন্দবিরচিতশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিসমেতা)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী

[বঙ্গানুবাদ সহ]

গ্রন্থকার—অধ্যাপক ভণ্ডারকার উপনামক শ্রীত্র্যম্বক শর্মা,
সাহিত্যাচার্য, এম এ, (ডবল)

সম্পাদক—আচার্য শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য, বেদান্তবাগীশ,
সাহিত্যালঙ্কার, কবিতার্কিকচক্রবর্তী, প্রধান,
প্রাচ্যসংস্কৃতবিভাগ, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুবাদক—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্তী বেদান্ত-
শাস্ত্রী, বারাণসী।

রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত

প্রকাশক :
সম্পাদক : রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম,
পোঃ বারাসত, জিলা—২৪ পরগণা।

উপস্থাপক—স্বামী অপূর্বানন্দ

এ গ্রন্থের সমগ্র আয় বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় ব্যয়িত হবে।

প্রথম সংস্করণ—জুন–১৯৭৭

মূল্য—লিম্প–৯-০০, বোর্ড–১০-০০

প্রচ্ছদপত্র—দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিঃ, বারাণসী

মুদ্রক : শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত
দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ (প্রাঃ) লিঃ
গোধুলিয়া, বারাণসী-১ (ইউ. পি.)

প্রকাশকের নিবেদন

করুণাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের অসীম কৃপায় তাঁর শ্রীমুখকথিত বাণী ও উপদেশাবলী বাংলা অনুবাদসহ সংস্কৃত ভাষায় সুললিত ছন্দে প্রায় বার শত শ্লোকে ১৮ অধ্যায়ে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী" নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল।

এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন—বারাণসীর প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক ভণ্ডারকার উপনামক শ্রীত্র্যম্বকশর্মা, সাহিত্যাচার্য, এম্.এ (ডবল); এবং গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন—আচার্য শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য, বেদান্তবাগীশ, প্রাচ্য-সংস্কৃত-বিভাগ, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি একটি সুচিন্তিত সম্পাদকীয় নিবন্ধদ্বারাও গ্রন্থটিকে সুসমৃদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন কাশীর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী বেদান্তশাস্ত্রী। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণবাণী ও উপদেশ হতে এ গ্রন্থের মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন স্বামী অপূর্বানন্দ মহারাজ। আমরা—গ্রন্থকার, সম্পাদক, গ্রন্থের অনুবাদক ও সংকলক—প্রত্যেককেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, শ্রীভগবানের বিশেষ আশীর্বাদে গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-বিরচিত "শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিঃ" শীর্ষক প্রবন্ধের কিয়দংশ তৎকৃত ইংরাজী অনুবাদ ও সংস্কৃত টীকা সমেত প্রকাশ করা হল। এই দুর্লভ সুযোগের জন্য নিজেদের গৌরবান্বিত ও ধন্য মনে করছি। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ ইংরাজী ১৮৯৬-৯৭ সালে বঙ্গদেশের তদানীন্তন একমাত্র সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা 'বিদ্যোদয়'-এর কয়েকটি সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কতিপয় উপদেশ সংস্কৃত শ্লোকাকারে প্রকাশ করেছিলেন।......দীর্ঘ

অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি কলিকাতা 'জাতীয় গ্রন্থাগারে' 'বিদ্যোদয়' পত্রিকার ৩টি সংখ্যায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিঃ'র পঞ্চাশাধিক শ্লোক ইংরাজী অনুবাদ ও সংস্কৃত টীকা সমেত পাওয়া গিয়েছে। এ অনুসন্ধান কাজটিতে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীশৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি প্রভূত ক্লেশস্বীকার করে— কলিকাতা 'জাতীয় গ্রন্থাগারের' কর্তৃপক্ষের অনুমতি ক্রমে আমাদের এই গ্রন্থটির জন্য অনুবাদ সহ শ্লোকগুলি যথাযথ লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা এই অমূল্য সাহায্যের জন্য 'জাতীয় গ্রন্থাগারের' কর্তৃপক্ষ ও শ্রীযুত শৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

*　　　*　　　*

সুপ্রাচীন বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ-মহাভারতে, কালিদাস প্রমুখ মহাকবি বিরচিত লৌকিক কাব্যসম্ভার ইত্যাদিতে যুগ যুগ ধরে অমূল্য তত্ত্ব ও তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হয়ে আজও সেগুলি সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ ও প্রেরণার উৎসরূপে বর্তমান। তা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলীর প্রয়োজন লক্ষিত হচ্ছে। তার প্রধান কারণ বর্তমান পৃথিবীর মৌল সমস্যা-সমূহের সমাধান এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির চরম লক্ষ্য-নির্দেশে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হল শ্রীরামকৃষ্ণবাণী ও উপদেশ। সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও সুললিত অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়ে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী" অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষেও সহজবোধ্য, অতীব উপাদেয় ও পরমকল্যাণের নিদানরূপে গণ্য হবে।

সর্বজাতীয় উপযোগিতার কথা স্মরণ রেখে গ্রন্থটি বাংলা অনুবাদ ও হিন্দী অনুবাদ সহ দু'টি সংস্করণে প্রকাশিত হল। ভবিষ্যতে ইংরাজী ও অন্যান্য ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাতে গ্রন্থটি প্রকাশের ইচ্ছাও আমাদের আছে।

আশা করি শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যানুরাগী সংস্কৃত-রসিক ও বিদ্বজ্জনেরা "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী" গ্রন্থকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা সহ গ্রহণের দ্বারা সংস্কৃত ভাষা-চর্চা এবং তার মাধ্যমে ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য স্মরণ ও জাতীয় সংহতি রক্ষায় এগিয়ে যাবেন।

এ গ্রন্থ-প্রকাশে অনেকের কাছেই নানাবিধ অমূল্য ও অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি—যা গ্রন্থ-প্রকাশের পক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ সব সাহায্য স্মরণ করে এ সুযোগে তাঁদের সকলের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে তাঁদের পরম কল্যাণ কামনা করি।

স্বামী অপূর্বানন্দ মহারাজ গ্রন্থটির সমগ্র লভ্যাংশ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ শিবানন্দ আশ্রমে ঠাকুর-সেবায় উৎসর্গ করে আমাদের বিশেষ বাধিত করেছেন

ইতি—

বিনীত—প্রকাশক।

গ্রন্থের পূর্বাভাস

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের জীবনী-গ্রন্থে পড়েছিলাম যে, তিনি শ্রীঠাকুরের গৃহীভক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ" শীর্ষক বাংলা গ্রন্থ হতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলী সংস্কৃত শ্লোকে অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচনা করে 'বিদ্যোদয়' নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

তখন 'বিদ্যোদয়'ই ছিল বঙ্গদেশে একমাত্র সংস্কৃত পত্রিকা। ঐ বিবরণ আমার মনে সবিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং 'বিদ্যোদয়' পত্রিকায় সংস্কৃত শ্লোকে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলী পাঠের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনকে ব্যাকুল করে।

ঐ ঘটনা হতে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর প্রাণে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ প্রকাশ করার ইচ্ছা যে জেগেছিল, তা আমরা জান্‌তে পারি। তিনি তাঁর ঐ সংকল্প কতটা কাজে পরিণত করেছিলেন, তা জানবার কোন সুযোগ হয় নি।

পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ শেষ-জীবনে কয়েকবার স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, "......শশী সংস্কৃত খুব ভাল জান্‌ত। এক সময়ে তার শ্রীঠাকুরের উপদেশ সংস্কৃতে রচনা করার ইচ্ছা হয়েছিল। দুপুর বেলা বিশ্রাম না করে সে বসে বসে শ্রীঠাকুরের উপদেশ সংস্কৃত শ্লোকে রচনা করত এবং আমাদের পড়ে শোনাত। আমাদেরও খুব ভাল লাগত। শুনে সকলেই খুব প্রসংশা করত। সে সেগুলি একটা সংস্কৃত পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ছাপাত। ঐ পত্রিকা আলমবাজার মঠে অনেক দিন যাবৎ এসেছিল। তারপরে শশী মাদ্রাজে চলে যাওয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়।" তখন

মহাপুরুষজীর কথা শুনে মনে হয়েছিল যে পূজনীয় শশী মহারাজ অনেকগুলি উপদেশই সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন।

ঈশ্বরেচ্ছায়ই যে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের প্রাণে শ্রীঠাকুরের উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশের বাসনা জেগেছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কয়েক বৎসর যাবৎ 'বিদ্যোদয়' পত্রিকা সংগ্রহের চেষ্টা নানাভাবে করা সত্ত্বেও তা সফল হয় নি। কিন্তু তখন থেকে শ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী সংস্কৃতে প্রকাশের ইচ্ছাটি প্রদীপের অনির্বাণ শিখার মত আমার অন্তরে দেদীপ্যমান ছিল। সম্প্রতি প্রায় বার তের বৎসরের চেষ্টার ফলে শ্রীভগবানের আশীর্বাদে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী'রূপে সেই ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলী সংস্কৃতে প্রকাশের কাজটি প্রথম আরম্ভ করেন শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ। কিন্তু তিনি সে কাজ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

স্বামিজীর শতবার্ষিকী উৎসবের সময় পুণ্যশ্লোক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর আরব্ধ কাজটির আংশিক সম্পূর্তির সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তাতে নিজেকে ধন্য মনে করি। স্বামী বিবেকানন্দ যে শুধু সংস্কৃত-প্রেমিক ছিলেন তা নয়, দেশ-বিদেশে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচারও তাঁর কাম্য ছিল। তিনি আরও বলে গিয়েছেন যে, পুণ্যভূমি ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সংস্কৃত-ভাষার বহুল প্রচারের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। স্বামিজীর এই বাণী স্মরণ করে শতবার্ষিকী কমিটির প্রধান সচিব 'শতবার্ষিকী-স্মারক-গ্রন্থ'রূপে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামিজীর জীবনী-বাণী—প্রকাশের ভার আমার উপর অর্পণ করেন। যথাসময়ে 'বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণঃ' (৩০০ পৃষ্ঠা) ও "যুগাচার্য বিবেকানন্দঃ" (৪০০ পৃষ্ঠা) এই দুটি গ্রন্থ ছাপিয়ে শতবার্ষিকী কমিটির হাতে অর্পণ করি।

'বেদমূর্তি-শ্রীরামকৃষ্ণঃ' গ্রন্থকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও অধিকতর উপযোগী করার ইচ্ছায় ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দুইশত বাণী শ্লোকাকারে

সন্নিবেশিত হয়েছিল। এখন মনে হয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের শুভ ইচ্ছাই আমাদের ঐ কাজে প্রণোদিত করেছিল। ঐ কাজের জন্য প্রায় চারিশত উপদেশ বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে ৺কাশীর পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক টি. এ ভণ্ডারকর (Prof. T. A. Bhandarkar) সাহিত্যাচার্য মহাশয়কে ঐ উপদেশগুলি সংস্কৃত শ্লোকাকারে রচনা করতে অনুরোধ করাতে তিনি সানন্দে ঐ কাজে ব্রতী হ'ন এবং কয়েকমাসের মধ্যেই বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত দুইশত উপদেশ শ্লোকাকারে রচনা করেন। ঐ শ্লোকগুলি 'বেদমূর্তি-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে "শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশদ্বিশতী" নামক অধ্যায়ে সংযোজিত হয়ে বিদগ্ধ-সমাজে বিশেষ ভাবে আদরণীয় হয়। 'শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশদ্বিশতী'র রচনা-শৈলী এত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে তা আমাদিগকে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী" গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে আশান্বিত করে। আমাদের পরিকল্পনা পণ্ডিতজীকে জানাতে, তিনি সানন্দে ঐ কাজটি হাতে নিতে রাজী হন। ঐ কাজের জন্য আমরা বাংলা ও ইংরাজীতে লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণবাণী ও উপদেশ রূপে প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্য হতে প্রায় দেড় হাজার উপদেশ সংগ্রহ করে পণ্ডিতজীর হাতে দিই। তিনি ঐ উপদেশগুলিকে আঠার অধ্যায়ে ভাগ করে শ্লোক রচনার কাজে ব্রতী হ'ন এবং দু বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন ছন্দে প্রায় বারো শত শ্লোকে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী" গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। তারপর বিভিন্ন পণ্ডিতের দ্বারা সম্পাদনা, বাংলা ও হিন্দী দু ভাষাতে অনুবাদ ও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ইত্যাদিতে বেশ সময় লেগে যায়। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী" যে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে, সেজন্য আমরা শ্রীভগবানের চরণকমলে চিরকৃতজ্ঞ।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী" গ্রন্থদ্বারা সমগ্র ভারত, বিশেষতঃ অবাঙ্গালীরাও যাতে উপকৃত হতে পারেন, সেজন্য গ্রন্থটির যুগপৎ দুটি ভাষাতে

(version) প্রকাশিত হ'ল বাংলা অনুবাদ সহ বাংলা অক্ষরে এবং হিন্দী অনুবাদ সহ হিন্দী অক্ষরে।......

অতি পুরাকাল হতে মুনিঋষিদের অনেক উপদেশ ও নীতিকথা সংস্কৃত ভাষার মধ্যে সুরক্ষিত হয়েছে। আর্য-মুনিঋষিদের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধর্মসাহিত্য, স্মৃতিশাস্ত্র ও অনুশাসন সমূহ হিন্দুজাতির ধর্মজীবনকে আজও নিয়ন্ত্রিত করছে। বেদ-উপনিষদ্-গীতা-ভাগবত-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত থেকে আরম্ভ করে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতির উপদেশ, শুধু হিন্দুজাতিকে নয়, সমগ্র মানব-সভ্যতা ও মানব-ধর্মকে প্রভাবান্বিত করে প্রগতির পথে চালিত করছে শত শত শতাব্দী ধরে। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব, শান্তিপর্ব এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে বিবৃত সমাজতন্ত্র, রাজনীতি, আপদ্ধর্ম, দণ্ডনীতি, বর্ণাশ্রমধর্ম, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির উপায়, ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রম-ধর্ম প্রভৃতি এবং অতীতে বিভিন্ন অবতার ও সাধুসন্তের এবং মহাপুরুষদের আবির্ভাবের প্রভাব বিদগ্ধদের সুবিদিত। এত সব অমূল্য রত্নরাজি ও আদর্শ বর্তমান থাকতেও প্রায় নিরক্ষর, দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। তার কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলিতে সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে নূতন ছাঁচে; এবং ঐ উপদেশগুলি তাঁর নিজ অনুভূতি-প্রসূত এবং দেশকালোপযোগী উপাদানে গঠিত। তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে সকল স্তরের মানব পেয়েছে ভগবৎ-প্রাপ্তির সরল পথের সন্ধান, সকল সমস্যার সমাধান, অগ্রগতির সঙ্কেত ও আশার আলো।

* * *

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী"—গ্রন্থটি প্রেসে দেওয়া হয়েছে প্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গেই 'বিদ্যোদয়' পত্রিকার অনুসন্ধান চলতে থাকে, বিশেষ করে কলিকাতার বড় বড় লাইব্রেরী ও পুরাতন পুস্তকের দোকানে।

শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপায় সম্প্রতি, প্রায় দশ মাস পূর্বে কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে (Calcutta National Libraryতে) 'বিদ্যোদয়' মাসিক পত্রিকার ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ ইং সালের কয়েকটি সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে। এই দুরূহ অনুসন্ধানের কাজটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করেছেন Prof. Soutir Kishore Chatterjee, Department of Statistics, Calcutta University। 'বিদ্যোদয়ে'র এই সন্ধানের জন্য আমরা সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলী এবং সংস্কৃতপ্রেমিক পাঠকগণ শ্রীশৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

তিনি 'বিদ্যোদয়' পত্রিকার (১) ১৮৯৬ ইং আষাঢ় সংখ্যার ১৪৪-১৫৭ পৃষ্ঠা, (২) ১৮৯৬—ভাদ্র সংখ্যার ১৯৩-১৯৯ পৃষ্ঠা, (৩) ১৮৯৭—মাঘ সংখ্যার ১১-১৬ পৃষ্ঠা—এই তিন সংখ্যাতে 'শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিঃ' যেমনটি ও যতটা পেয়েছেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে তা নকল করে এনেছেন। ঐ উপদেশাবলির মুখবন্ধ বা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা থেকে মনে হয় ১৮৯৬—আষাঢ় সংখ্যাতেই 'উপদেশাবলিঃ' প্রথম ছাপা হয়। National Libraryতে যে তিনটি সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি যথাযথভাবে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশ-সাহস্রী' গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হল।

১৮৯৬ আষাঢ় সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, শ্লোকাকারে গ্রথিত উপদেশ ও তার সংস্কৃত ব্যাখ্যা এইরূপে চার পৃষ্ঠা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৬ ভাদ্র সংখ্যায় শ্লোক ও তার ইংরাজী অনুবাদ—সাত পৃষ্ঠায় এবং ১৮৯৭ মাঘ সংখ্যায় শ্লোক ও তার ইংরাজী অনুবাদ ছ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিদ্যোদয়ে'র পরবর্তী আর কোনও সংখ্যায় "শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিঃ" প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তার সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কথাপ্রসঙ্গ হ'তে জানা যায় যে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মাদ্রাজে চলে যাবার পরে ঐ কাজটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পূজনীয় রামকৃষ্ণানন্দজী মাদ্রাজ যাত্রা করেন ১৮৯৭, মার্চ মাসে। তাতে মনে হয়, তিনি তাঁর শেষ যে রচনাটি "বিদ্যোদয়ে" পাঠিয়েছিলেন, তা ১৮৯৭ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ঐ পত্রিকা সম্বন্ধে শ্রীশৌটীর-কিশোর বাবু আরও যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাও নিম্নে প্রদত্ত হল :—

"বিদ্যোদয়ঃ" সংস্কৃতমাসিকপত্রম্

The Sanskrit Critical Journal of the OrientalNobility Institute
Edited byPandit Hrisikes Sastri, Bhatpara, 24 Parganas.
(Printed by B. N. Nandi at the Valmiki Press, Calcutta).

Annual Subscription including Postage : Rs. 3 - 0 - 0
For India : Rs. 2 - 0 - 0

বিদ্যোদয়ঃ, Vol XXVI, April, 1897, No. IV পৃষ্ঠা ১১৯-১২৮ এ 'বিবেকানন্দস্বামিনঃ প্রত্যাবৃত্তিঃ'—নামক একটি নিবন্ধ আছে। ঐ নিবন্ধটি সম্পাদকীয় বলে মনে হয়। Calcutta National Libraryতে বিদ্যোদয়ে'র —1893, VOl. 22, 1894 VOl. 23, 1895, VOl 24. পাওয়া গিয়েছে; কিন্তু তাতে "শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিঃ" বা ঐ জাতীয় কোন প্রবন্ধ নেই।

এই গ্রন্থটি আমরা পরম শ্রদ্ধা সহকারে পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্পণ করলাম। এই গ্রন্থের সমগ্র আয় বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-সেবায় ব্যয়িত হ'বে। ইতি

বিনীত উপস্থাপক
স্বামী অপূর্বানন্দ

সম্পাদকীয়

গ্রন্থ-রচনা ও সম্পাদনার পরম্পরাটি বহু প্রাচীন। যদিও গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশ করার বর্তমান ধারাটি অপেক্ষাকৃত নূতন; সুতরাং কালস্রোতে বহু গ্রন্থ ভেসে গিয়ে থাকলেও গ্রন্থের বাহুল্য স্বাভাবিক। কিন্তু "পাবক", অর্থাৎ যা পবিত্র করে, এমন গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় বিরল। পাবক অগ্নি যেমন— সব বস্তুকে প্রকাশ করে, তেমনি সেখানে সে তৎসম্পর্কিত সব কিছুকে পবিত্রও করে থাকে—তাদের সর্বপ্রকারে দোষমুক্ত করে এবং সকল গুণের উৎকর্ষ সাধনও করে, এটি প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

কোনও গ্রন্থের এইরূপ মাহাত্ম্যের একমাত্র কারণ তার প্রামাণ্য বিষয়-বস্তুটির পবিত্রতা। এই কারণে বিখ্যাত মহাকবি শ্রীহর্ষ তাঁর অপূর্ব মহাকাব্য "নৈষধীয়-চরিতে" ক্ষিতিরক্ষী (জগতের ত্রাণকর্তা) পূতজীবন নলের বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন যে :—

(১)

নিপীয় যস্য ক্ষিতিরক্ষিণঃ কথা-
স্তথাঽঽদ্রিয়ন্তে ন বুধাঃ সুধামপি।
নলঃ সিতচ্ছত্রিত কীর্তিমণ্ডলঃ
স রাশিরাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ॥

(২)

পবিত্রমত্রাঽঽতনুতে জগদ্যুগে
স্মৃতা রসক্ষালনয়েব যৎকথা।
কথং ন সা মদ্গিরমাবিলামপি
স্বসেবিনীমেব পবিত্রয়িষ্যতি॥

ক্ষিতিরক্ষী অর্থাৎ সমাজের বাস্তবিক রক্ষাকর্তা তো কেবলমাত্র লৌকিক শাসক নন। যাঁর ইঙ্গিত বিনা সামান্য পাতাটিও নড়ে না সেই অলৌকিক শাসক এবং তাঁর প্রতিটি অংশাবতার, যাঁরা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণার্থ লীলাবিগ্রহ ধারণ পূর্বক নিজ আচরণ অথবা উপদেশ দ্বারা মানবসমাজকে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর করেন ; তাঁরা সবাই প্রকৃত ক্ষিতিরক্ষী অথবা ত্রাণকর্তা। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জন্ম এবং লীলার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে একজন বিশিষ্ট অংশাবতার রূপে স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে অবতার-বরিষ্ঠ বলেছেন—তা আমি একটি স্তোত্রে অন্যত্র প্রকাশ করেছি। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্ ॥

এই উক্তি অনুযায়ী "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী" যে "জ্ঞাপক" ও "পাবক" দুইই, একথা অনস্বীকার্য। সুতরাং এই গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, মূল বাংলা ভাষার গ্রন্থগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহকারী এবং অসংখ্য পাঠক, এমন কি আমার মত সম্পাদক—সবাই এই গ্রন্থের সাথে যুক্ত হয়ে নিঃসন্দেহে পবিত্র বলে গণ্য হবে।

এই গ্রন্থের নাম "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী" সম্পূর্ণ সার্থক এবং বিষয়বস্তুর অনুরূপ। কারণ এটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া এক সহস্র উপদেশের প্রামাণিক সঙ্কলন। পরমহংসদেবের সব উপদেশগুলিই বাংলা ভাষায় কথিত, ফলে তাঁর উপদেশের ব্যাপক সংগ্রহ এবং প্রকাশ বাংলা ভাষাতেই হয়েছে। তারই থেকে স্বামী অপূর্বানন্দ সেই উপদেশ-মুক্তাবলী চয়ন করে গ্রন্থকারকে দিয়েছেন। সেইগুলিকেই এই সংস্কৃত গ্রন্থরচনার উপাদানরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই মূল সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত প্রোফেসার টি. এ. ভণ্ডারকার, সাহিত্যাচার্য ; এবং বাংলায় এটি অনুবাদ করেছেন পণ্ডিত শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী, বেদান্তশাস্ত্রী।

কোনও গ্রন্থের—"সাহস্রী" কিংবা "উপদেশসাহস্রী"—এই ধরণের নামকরণ কিছু নতুন ব্যাপার নয়। উদাহরণ-স্বরূপ জৈন-দর্শনগ্রন্থ "অষ্টসাহস্রী" এবং আচার্য শঙ্কর-রচিত বেদান্ত-দর্শনের "উপদেশসাহস্রীর" কথা বলা যেতে পারে। মনে হয় এই ধারার অনুসরণ করেই মূল সংস্কৃত গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী"। এমন কি আমি নিজেই স্বরচিত একটি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম দিয়েছি "ধ্বনি-সাহস্রী"।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশগুলি যে কত মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী এবং সুন্দর-সুন্দর উদাহরণ-সমৃদ্ধ বলে কি রকম সৎ-যুক্তিপূর্ণ তা পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলাই বাহুল্য।

মুল সংস্কৃত গ্রন্থটি ও তার অনুবাদ—এ দুয়েরই শৈলী সহজ, সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন। এতে সম্পাদনার কাজটি সহজ হয়েছে।

গ্রন্থমাত্রেই, তা যতই বিপুল-কলেবর হোক্ না কেন একটি মূলভূত মহাবাক্য থাকে এবং তার থেকেই গ্রন্থটির মর্মার্থ উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রীর" সহজ ও সংক্ষিপ্ত সারকথা হ'ল—পরমশান্তি-লাভের একমাত্র উপায় ঈশ্বরলাভ এবং ঐ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্মে নির্দেশিত ও পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ সদুপদেশগুলির যথাযথ গ্রহণ ও পালন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সামান্য অক্ষরজ্ঞান মাত্র ছিল। তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত কিংবা সুবক্তা কিছুই ছিলেন না। তিনি নিজের জীবনে বিভিন্ন ধর্মীয় সাধনা সমূহের আচরণ দ্বারা যে পরম সত্যটি উপলব্ধি

করেছিলেন নিঃস্বার্থ লোককল্যাণে 'সেই বাণী ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে। সুতরাং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী" সেই পরম সত্যেরই প্রতিপাদক এবং উৎকৃষ্ট পথনির্দেশক।

এই গ্রন্থটি বাস্তবিক উপনিষদ্‌গুলির প্রতিবিম্বস্বরূপ। উপনিষদ যেমন প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বাণী, পরমহংসদেবের দিব্য উপদেশগুলিও ঠিক তেমনই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

সবশেষে সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে এই নিবেদন যে তাঁরা যেন মুদ্রণ-জাত ত্রুটি মার্জনা করে তা সংশোধন করে নেন, কারণ অনেক সাবধনতা সত্ত্বেও কোনও ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়।

ইতি—

আনন্দ ঝা

প্রধান,

২৫-১২-১৯৭৩

প্রাচ্য সংস্কৃত বিভাগ,

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘস্তোত্রম্*

সর্বধর্মস্থাপকস্ত্বং সর্বধর্মস্বরূপকঃ।
আচার্যানাং মহাচার্যো রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥১॥

যথাগ্নের্দাহিকাশক্তী রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্ ॥২॥

পরতত্ত্বে সদা লীনোরামকৃষ্ণসমাজ্ঞয়া।
যো ধর্মস্থাপনাপরো বীরেশং তং নমাম্যহম্ ॥৩॥

কালিন্দীফুল্লকমলে মাধবেন ক্রীড়ারতঃ।
ব্রহ্মানন্দ! নমস্তুভ্যং সদ্গুরো লোকনায়কঃ ॥৪॥

যোগানন্দঃ প্রেমানন্দশ্চান্যে বৈ যে চ পার্ষদাঃ।
রামকৃষ্ণগতপ্রাণাঃ সর্বান্ তান্ প্রণমাম্যহম্ ॥৫॥

ইতি স্বামিসারদানন্দ-বিরচিতম্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘস্তোত্রম্।

হে রামকৃষ্ণ! তুমি সর্বধর্মের স্থাপক, সর্বধর্মস্বরূপ এবং আচার্যগণের মধ্যেও মহান্ আচার্য, তোমাকে নমস্কার করি ॥১॥

অগ্নির দাহিকা শক্তির মতো যিনি সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণে অবস্থান করেন এবং যিনি সর্ববিদ্যাস্বরূপিণী সেই সারদাদেবীকে আমি প্রণাম করি ॥২॥

যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে সর্বদা পরমতত্ত্বে লীন থাকতেন এবং যিনি সর্বদা ধর্মস্থাপন-পরায়ণ ছিলেন সেই বীরেশকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) আমি নমস্কার করি ॥৩॥

যমুনার প্রস্ফুটিত কমল-বনে মাধবের সঙ্গে ক্রীড়াপরায়ণ হে সদ্গুরু, হে লোকনায়ক ব্রহ্মানন্দ! তোমাকে নমস্কার করি ॥৪॥

রামকৃষ্ণগতপ্রাণ যোগানন্দ প্রেমানন্দ প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল পার্ষদগণ আছেন, তাঁদের সকলকে প্রণাম করি ॥৫॥

স্বামী সারদানন্দ-বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র সমাপ্ত।

---

* ব্রহ্মচারী জ্ঞান কর্তৃক প্রকাশিত রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ-প্রচার—"অঞ্জলি" পুস্তিকা হতে গৃহীত। —প্রকাশক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী

অথ সাকারো নিরাকারশ্চ নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণো মনুজাকৃতিঃ ক্বচিদসৌ সাকারতামাশ্রয়ে-
নানারূপধরো ভবেৎ ক্বচিদয়ং ভক্তস্য দৃগ্‌গোচরঃ।
সচ্চিৎসৌখ্যময়োঽপ্যসৌ যদি নিরাকারোঽস্তি সর্বং তথা।
'সাকারোঽপি নিরাকৃতিঃ' শ্রুতিরিদং ব্রূতে গুণীর্নির্গুণঃ ॥১॥

ভক্ত্যা ভবেৎ স সাকারো জ্ঞানেন চ নিরাকৃতিঃ।
শৈত্যেঽম্ভো হিমতামেতি হিমং চার্কেণ নীরতাম্ ॥২॥

ভক্তিশৈত্যাদ্ধিমীভূতঃ সচ্চিদানন্দসাগরঃ।
সাকারত্বমিদং তস্য নানারূপধরো ভবেৎ ॥৩॥

কখনো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষের রূপ ধরে সাকার হয়ে আসেন, কখনো তিনি নানারূপ ধারণ করে ভক্তকে দর্শন দেন। তিনি সচ্চিদানন্দরূপে নিরাকার হয়ে থাকলেও তাঁর এই সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবই সত্য। কারণ বেদে তাঁকে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ—উভয় ভাবেই বর্ণন করা হয়েছে।১।

ভক্তিতে ভগবান সাকাররূপ ধারণ করেন আর জ্ঞানীর পক্ষে তিনি নিরাকার। যেমন শৈত্য-প্রভাবে জল জমে বরফ হয়ে যায়, তারপর ঐ বরফ আবার সূর্য্য-কিরণে গলে জলে পরিণত হয়।২।

যেমন সচ্চিদানন্দরূপ মহাসাগর ভক্তির হিমে জমে বরফ হয়ে যায়, সেরূপ সচ্চিদানন্দ নিরাকার ভগবানও ভক্তের জন্য নানারূপ ধরে সাকার হন।৩।

পক্বাপক্বৌ নিরাকারৌ পক্বে সর্বোচ্চভাবনাঃ।
পক্বঃ সাকারতঃ প্রাপ্যোঽপক্বোঽজ্ঞানতমোময়ঃ ॥৪॥

নানারূপধরস্যাপি হিমস্যান্তর্বহির্জলম্।
জলমাকারশূন্যং তু সমে সাকৃত্যনাকৃতী ॥৫॥

নাস্তি রূপাদিকং কিঞ্চিদ্ বেদান্তস্য বিচারতঃ।
"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" নামরূপাত্মকং তথা ॥৬॥

ঈশং করোতি সাকারং 'ভক্তোঽহ'মিতি ভাবনা।
ভক্তস্যাহং তথা কিঞ্চিৎ দূরং স্থাপয়তীশ্বরম্ ॥৭॥

দূরাদেব হরিন্নীলং কৃষ্ণং বা দীর্ঘিকাজলম্।
হস্তেনোদ্ধৃত্য দৃষ্টং চেন্নরূপং তৎ স্বরূপতঃ ॥৮॥

নিরাকার ভাবনাও দুই প্রকার—পক্ব ও অপক্ব। পাকা নিরাকার ভাবনাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তা সাকার ভাব হতেই লাভ হয়। অপক্ব ভাব অজ্ঞান রূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন।৪।

বরফের নানাবিধ আকার হলেও তার ভিতরে বাইরে সর্ব্বত্রই জল। কিন্তু জলের কোনই আকার নেই। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সাকার, নিরাকার উভয়ই সমান।৫।

বেদান্তবিচারে ব্রহ্মের নামরূপ কিছুই নাই। ব্রহ্মই সত্য বস্তু, আর নাম-রূপাত্মক জগৎ মিথ্যা।৬।

আমি ভক্ত ও আমার ঈশ্বর পৃথক—এই প্রকার দ্বৈত ভাবনার ফলে ঈশ্বর ভক্তের নিকট সাকার রূপে প্রতীয়মান হন, কিন্তু ভক্তের এই অহংকার ঈশ্বরকে ভক্তের কাছে একটু দূরে রাখে।৭।

দীঘির জল দূর থেকে সবুজ, নীল বা কালো দেখায়, কিন্তু হাতে তুললে তাতে কোনই রং দেখা যায় না।৮।

নীলং দূরান্নভো দৃশ্যমরূপং তু সমীপতঃ।
এবং দূরাৎ স সাকারো নিরাকারঃ সমীপতঃ ॥৯॥

নির্গুণং ব্রহ্ম বেদান্তেঽনির্বাচ্যং তৎ স্বরূপতঃ।
সত্যে ত্বয়ি জগৎ সত্যং সত্যং ব্যক্তিত্বমীশ্বরে ॥১০॥

"অহমেকং পৃথগ্‌বস্তু জগন্মত্তঃ পৃথক্ তথা"।
ভক্তো ব্রূতে তদর্থং স 'সাকারো' ভবতি প্রভুঃ ॥১১॥

"জ্ঞানী ব্রূতে জগন্মিথ্যা স্বপ্নতুল্যমহং তথা।"
তৎকৃতেঽয়ং নিরাকারো নামরূপ-বিবর্জিতঃ ॥১২॥

'ইতি' মানং কথং শক্যমনির্বাচ্যস্য বস্তুনঃ।
বদন্তি নেতি নেতীতি নিত্যং বেদান্তবাদিনঃ ॥১৩॥

দূর থেকে আকাশ নীলবর্ণ দেখা যায়, কিন্তু কাছে এলে কোনই রং দেখতে পাওয়া যায় না। তেমনি ঈশ্বর দূর থেকে সাকার প্রতীয়মান হলেও তাদাত্ম্য জ্ঞান হলে নিরাকার হয়ে যান অর্থাৎ তাঁর কোন রূপ দেখতে পাওয়া যায় না।৯।

বেদান্তে ব্রহ্ম স্বভাবতঃ নির্গুণ এবং অনির্বচনীয়। তুমি ভক্তরূপে সত্য হলে জগৎও সত্য, তাই ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ সাকার ভাবও সত্য।১০।

যখন ভক্ত "আমি ঈশ্বর হ'তে পৃথক্ এবং জগৎ আমা হতে স্বতন্ত্র" এইরূপ ভাবেন তখন ভক্তের নিকট ঈশ্বরও সাকার প্রতীয়মান হন।১১।

যে জ্ঞানী বলেন, "জগৎ মিথ্যা আর আমার অহংভাবও স্বপ্নের ন্যায় মায়িক।" এইরূপ জ্ঞানীর পক্ষে ঈশ্বর নামরূপ-রহিত নিরাকার।১২।

যিনি অনির্বচনীয়, তাঁর সম্বন্ধে "তিনি এরূপ বা ওরূপ" কি করে বলা যায়? এইজন্য বেদান্তবাদীরা 'নেতি নেতি'—ন+ইতি, ন+ইতি—এরূপও নয়, ওরূপও নয়, এভাবে তাঁর বর্ণনা করে থাকেন।১৩।

অতিদুষ্করমস্মাকং নিরাকারস্য সাধনম্ ।

অন্তর্বহিঃ কষ্টসাধ্যস্ত্যাগো যত্রার্থকাময়োঃ ॥১৪॥

জ্ঞানযোগেন সম্বদ্ধা নিরাকারস্য সাধনা ।

'স্বপ্নবৎ সর্বমিত্যুক্তে' বৃথা সাকারভাবনা ॥১৫॥

সাকারসাধনং শ্রেয়ো ভক্তিং প্রাপ্য সুদুর্লভাম্ ।

সর্বং মিথ্যেতি চিন্তায়াং হানিঃ স্যাদুভয়োরপি ॥১৬॥

অন্তস্তত্ত্বমসীত্যুক্ত্যা বহির্ওঁতৎসদিত্যতঃ ।

অন্তর্বহিঃ স এবাস্তে মায়য়ানেকরূপতা ॥১৭॥

ঈশচিন্তাপরা নিত্যং জানন্ত্যেনং স্বরূপতঃ ।

সগুণো নির্গুণো বাপি নানারূপধরোঽথবা ॥১৮॥

নিরাকার সাধনা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কারণ এতে অর্থ ও কাম্য বস্তুকে মন থেকে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করতে হয়।১৪।

নিরাকার-সাধনা জ্ঞানযোগীর জন্য প্রশস্ত। সাকারবাদী এই সাংসারিক সমস্ত পদার্থই স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা একথা বললে তার পক্ষে সাকারোপাসনা ব্যর্থ হয়ে যায়।১৫।

সুদুর্লভ ভক্তি লাভ হলে সাকার সাধনা মঙ্গলজনক হয়। সমস্ত পদার্থই মিথ্যা, একথা চিন্তা করলে সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার সাধনেরই হানি হয়।১৬।

অন্তরে 'তত্ত্বমসি' ভাবনা আর বাইরে "ওঁ তৎসৎ" বললে অন্তর্বহিঃ বিরাজমান ব্রহ্মই প্রকাশিত হন। অনেক প্রকার রূপ মায়ার বিলাস মাত্র।১৭।

নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করলে তাঁর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়। তিনিই সগুণ, নির্গুণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন রূপে প্রকাশমান হন।১৮।

অবর্ণঃ সরটো নৈকবর্ণো বা বৃক্ষমাশ্রিতাঃ।
জনা জানন্তীতরে তু কেবলং বাদতৎপরাঃ ॥১৯॥

নানারূপবিহীনত্বমীশ্বরস্য সমীপতঃ।
স এব রূপহীনোঽপি সাকারো দূরতো ভবেৎ ॥২০॥

অরূপঃ স স্বরূপোঽপি সগুণোঽপি স নির্গুণঃ।
শক্তির্ব্রহ্ম ব্রহ্মশক্তিরুভয়োরপ্যভিন্নতা ॥২১॥

স এব সচ্চিদানন্দঃ সচ্চিৎসুখময়ী চ সঃ।
শ্যামৈব প্রকৃতিঃ খ্যাতা পুরুষঃ সৈব শাশ্বতঃ ॥২২॥

দণ্ডী যতিঃ কর্তুমৈচ্ছজ্জগন্নাথস্য দর্শনম্।
সন্দেহোঽভূদস্য 'নাথঃ সাকারো বা নিরাকৃতিঃ' ॥২৩॥

গাছে যে গিরগিটি বাস করে তার যথার্থ রং কি তা ঐ গাছের নীচে যে লোক থাকে সেই জানে। অপর লোকেরা ঐ গিরগিটির রং সম্বন্ধে বৃথাই তর্ক-বিতর্ক করে।১৯।

নিকট থেকে অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখলে ব্রহ্মের কোনোই রূপ দেখা যায় না। বাস্তবিক রূপরহিত হলেও দূর থেকে অর্থাৎ ভক্তিভাবে দেখলে তাঁকে সাকার বলেই মনে হয়।২০।

ভগবান রূপরহিত হলেও রূপবান এবং সগুণ হলেও নির্গুণ। শক্তিরূপিণী মায়াই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই মায়া। শক্তি আর শক্তিমানে কোনই ভেদ নেই।২১।

তিনিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, আবার সচ্চিদানন্দময়ী শক্তিও তিনিই। তিনি শ্যামা-রূপিণী প্রকৃতি আর তিনিই শাশ্বত পুরুষ।২২।

কোনো দণ্ডী সন্ন্যাসী জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে সন্দেহ হ'ল যে ভগবান সাকার কি নিরাকার।২৩।

হস্তস্থং ভ্রাময়ন্ দণ্ডমীশমূর্তাবিতস্ততঃ ।
অদৃশ্যাং মূর্তিমালোক্য 'নিরাকারোঽয়ম'ব্রবীৎ ।।২৪।।

পুনঃ স চালয়ন্ দণ্ডং বিগ্রহস্পর্শমন্বভূৎ ।
ততশ্চ নিশ্চিতং তেন সাকারোঽয়ং জগৎপ্রভুঃ ।।২৫।।

অবংশ্যাকারবংশো হি নালং রাগস্য সৃষ্টয়ে ।
বাদ্যভাবমবাপ্তোঽসৌ বিবিধান্ সৃজতি স্বরান্ ।।২৬।।

নিগুর্ণং কেবলং ব্রহ্ম ভাবশূন্যং নিরাকৃতি ।
শান্ত-বাৎসল্য সখ্যাদি-ভাবাঃ সাকারবাদিনাম্ ।।২৭।।

ধ্যানে সাক্ষান্ময়া দৃষ্টা শ্যামা মাতৃস্বরূপিণী ।
বক্তুং ন শক্যতে কস্মিন্ রূপে সা প্রকটীভবেৎ ।।২৮।।

সেই সন্ন্যাসী নিজের হাতের দণ্ড ভগবানের মূর্তির উপর এদিক সেদিক ঘোরাতে লাগলেন, কিন্তু যখন তিনি কোন মূর্তির স্পর্শ পেলেন না তখন স্থির করলেন যে ঈশ্বর নিরাকার ।২৪।

তখন ঐ দণ্ডীস্বামী আবার নিজের দণ্ড ঘোরাতে লাগলেন। যখন তিনি অনুভব করলেন যে দণ্ড মূর্তি স্পর্শ করছে, তখন তিনি বুঝলেন যে ভগবান সাকার ।২৫।

একখণ্ড বাঁশ বংশী রূপে পরিণত হবার পূর্বে সে কোনপ্রকার সুর উৎপন্ন করতে পারে না, কিন্তু ঐ বংশখণ্ড যখন বংশী রূপে পরিণত হয়, তখন তাতে নানারূপ সুর উৎপন্ন হয় ।২৬।

ব্রহ্ম বাস্তবিক নিগুর্ণ, উপাধি ও ভাবরহিত এবং নিরাকার, কিন্তু সাকার-বাদীদের পক্ষে তিনিই শান্ত, বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতি ভাবময় হয়ে থাকেন ।২৭।

ধ্যান করবার সময় আমি ঐ শ্যামা মাকে মাতৃরূপে দেখেছিলাম। কোন সময় তিনি কি রূপে আবির্ভূত হবেন তা বলা যায় না ।২৮।

ঈশ্বরে বিদ্যতে রূপং বিশ্বাসঃ ক্রিয়তামিহ।
যস্মিন্ রূপে ভবেৎ প্রেম ধ্যেয়ং তচ্ছ্রদ্ধয়া সহ ।।২৯।

যোগ্যতামনুসৃত্যায়মাত্মানং সাধকান্ প্রতি।
নানাভাবৈস্তথা নানারূপৈঃ স্বং দর্শয়েদ্ধরিঃ ।।৩০।।

যথা ভৃদ্রঞ্জকঃ কশ্চিদেকস্মাদেব ভাজনাৎ।
অরঞ্জয়দ্ যো বাসাংসি লোকরুচ্যনুসারতঃ ।।৩১।।

রক্তং পীতং চ নীলং চ চিত্রং বৈচ্ছৎ যথৈব যঃ।
রহস্যজ্ঞোঽব্রবীৎ কিন্তু রঞ্জয় ত্বং যদিচ্ছসি ।।৩২।।

অখিলং চেদিমং লোকং জগদ্ধাত্রী ন ধারয়েৎ।
আধাররহিতো নশ্যেদ্ রূপং শক্তে রতঃ স্থিতম্ ।।৩৩।।

ঈশ্বর সাকার ও রূপবিশিষ্ট একথা বিশ্বাস করে তাঁর যে রূপের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা হয়, সেই রূপেরই তুমি ধ্যান করবে ।২৯।

ভক্তদের প্রার্থনা ও অধিকার অনুসারে শ্রীভগবান নানাভাবে ও নানারূপে তাঁদের দর্শন দেন ।৩০।

কোন রঞ্জক একই পাত্র হতে বিভিন্ন লোকের রুচি অনুসারে তাদের কাপড় নানা রঙ্গে রঞ্জিত করে দেয় ।৩১।

যে ব্যক্তি যে রং চায়, সে তার ইচ্ছানুরূপ তাকে লাল, হলদে, নীল কিম্বা বিভিন্ন প্রকার রঙে কাপড় রঞ্জিত করে দিয়ে থাকে। কিন্তু যে এই রহস্যজ্ঞ সে ব্যক্তি বলে যে, তুমি যে রঙে ইচ্ছা সেই রঙে আমার কাপড় রঞ্জিত করে দিও ।৩২।

জগদ্ধাত্রী, মহামায়া যদি এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে না রাখতেন, তবে সমস্ত বিশ্ব নিরাধার হয়ে নষ্ট হয়ে যেত। এইজন্য শক্তিরও রূপ এবং প্রয়োজন আছে, একথা মানতে হয় ।৩৩।

দুর্নিগ্রহো মনোদন্তী বশমাপদ্যতে যদা ।
সাকারায়া জগদ্ধাত্র্যা উদয়ো হৃদয়ে তদা ।।৩৪।।
'ফোটো চিত্রং পিতুর্দৃষ্ট্বা যথা স্যাৎ পিতৃভাবনা ।
প্রতিমায়াস্তথা ধ্যানে সাক্ষাদ্রূপোদয়ো ভবেৎ ।।৩৫।।
জলরাশিতলে যদ্বদ্ বুদ্বুদানামুপক্রমঃ ।
চিদাকাশতলে তদ্বদ্ রূপোদ্ভূতির্বিলোক্যতে ।।৩৬।।
পরেশস্যাবতারোঽপি রূপং স্যাদেকমীদৃশম্ ।
আদ্যশক্তেরিদং সর্বং লীলাকৈবল্যমুচ্যতে ।।৩৭।।
মৃত্তিকাপ্রতিমাপূজা শক্তেঃ পূজনমিষ্যতে ।
কেবলং প্রতিমা নেয়ং সাক্ষাদাহূয়তে প্রভুঃ ।।৩৮।।
পূজকস্য পরা ভক্তিঃ প্রতিমাচারুতা তথা ।
স্বামিনঃ পরমা শ্রদ্ধাপেক্ষ্যা সাকারপূজনে ।।৩৯।।

মন রূপ করীকে বশে রাখা অত্যন্ত কঠিন, তবে যখন এই হাতী বশে আসে, তখন আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী সাকার রূপে (ভক্তের) হৃদয়ে আবির্ভূত হন ।৩৪।

যেমন পিতার ফটো দেখলে মনে পিতার চিন্তা উদিত হয়, সেরূপ কোনো প্রতিমার ধ্যান করলে ঐ দেবতার রূপের সাক্ষাৎ দর্শন হয় ।৩৫।

যেমন জলরাশির উপরি ভাগে অনেক বুদ্বুদ্ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চিদাকাশে (দেবতাদের) অনেক রূপ উদিত হয় ।৩৬।

ভগবানের অবতারও এই প্রকার তাঁর একটি রূপ। এসব সেই আদ্যা শক্তিরই লীলামাত্র ।৩৭।

মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা শক্তির পূজা বলে গণ্য করা বিধেয় । এ কেবল মাত্র প্রতিমার পূজা নয়, পরন্তু তা সাক্ষাৎ শ্রীপ্রভুরই পূজা ।৩৮।

পূজকের আন্তরিক ভক্তি, প্রতিমার সৌন্দর্য এবং গৃহস্বামীর শ্রদ্ধা—এই তিনটি অবস্থা সাকার পূজায় অত্যাবশ্যক অর্থাৎ তাহলেই ঐ পূজাতে ভগবান প্রীত হন ।৩৯।

তেন পূজাদিকং প্রোক্তং যেনেদং নির্মিতং জগৎ।
অধিকারিপ্রভেদেন যদ্বদন্নং যথারুচি ৪০॥

সাকারতা বাথ নিরাকৃতিত্বং ন নিশ্চয়শ্চেদ্‌বদ 'যাদৃশোঽসি।
ময়ি প্রভো ! ত্বং ভব সানুকম্পোঽরূপং ন জানে শরণাগতোঽস্মি'। ৪১॥

তোষো মহান্ সাকৃতিদর্শনানাং ক্রমেণ তে যান্তি নিরাকৃতিং চ।
নিরাকৃতিং কেবলমাশ্রয়ন্তো বাহ্যং ন জানন্তি ন চান্তরং চ ॥৪২॥

ইতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং "সাকারো নিরাকারশ্চ" নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

যে ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পূজাদির বিধানও তিনিই দিয়েছেন। যে প্রকার বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি অনুসারে নানারূপ অন্নাদি প্রস্তুত করা হয়, সেইরূপ অধিকারী-ভেদে উপাসনারও ভিন্ন ভিন্ন রূপ তিনিই প্রবর্তন করেছেন।৪০।

ভগবান সাকার কিম্বা নিরাকার এ বিষয়ে যদি তুমি স্থির করতে না পার তবে বলবে, হে ভগবান! তুমি যেরূপেই হও, আমার প্রতি কৃপা কর। আমি তোমার স্বরূপ জানি না, আমি তোমারই শরণাগত।৪১।

ভগবানকে যাঁরা সাকার রূপে দর্শন করেন, তাঁদের অন্তরে বিশেষ আনন্দ থাকে, আর তাঁরা সাকার থেকে নিরাকারে পৌঁছে যেতে পারেন; কিন্তু যাঁরা প্রথম থেকেই নিরাকারকে আশ্রয় করেন তাঁরা সাকার ভগবানে বিশ্বাসী হতে পারেন না।৪২।

সাকার-নিরাকার নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

শাস্ত্রং পাণ্ডিত্যং চ নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

বিবেক-বৈরাগ্য-শমাদি হীনৈঃ
প্রয়োজনং কেবলপণ্ডিতৈঃ কিম্ ।
যস্যেশভক্তির্ন সতোঽসতো বা
জ্ঞানং স বৈ পণ্ডিতম্মন্য এব ॥১॥

সংসারাসক্তচিত্তানামর্থকামানুসারিণাম্ ।
অপি কণ্ঠস্থশাস্ত্রাণাং জীবনং তু বিড়ম্বনা ॥২॥

মুখেন দীর্ঘং বক্তৃত্বং দৃষ্টিঃ কাঞ্চনভোগয়োঃ ।
গৃধ্রো নভসি যাত্যুচ্চৈঃ কুণপাসক্তলোচনঃ ॥৩॥

'নাস্তি বিদ্যামতিজ্ঞানং শাস্ত্রস্যাধ্যয়নং বিনা ।'
মন্যন্তে কেচিদিত্থং যন্ন তৎ সম্যগ্‌ বিভাতি মে ॥৪॥

যাদের বিবেক-বৈরাগ্য নেই ও শমদমাদি সাধনও নেই, এরূপ স্তাবক পাণ্ডিত্যাভিমানী দিয়ে কি প্রয়োজন ? যার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নেই এবং যে কোনটা সৎ কোনটা অসৎ সে জ্ঞানহীন এরূপ লোককে পণ্ডিত বলা যায় না ।১।

যারা সর্বদা সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত এবং কেবল অর্থ ও কামকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, সর্বশাস্ত্র কণ্ঠস্থ হলেও এরূপ লোকের জীবন-ধারণ বৃথা ।২।

শকুনি খুব উচ্চ আকাশে ওড়ে, কিন্তু তার দৃষ্টি ভাগাড়ের মড়ার দিকে পড়ে থাকে, তেমনি যারা শুধু শাস্ত্র উদ্ধৃত করে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, পণ্ডিত হলেও শকুনির মত তাদের দৃষ্টি সাংসারিক ভোগবিলাসের দিকেই ।৩।

কোনো কোনো লোকে বলে যে, শাস্ত্র অধ্যয়ন না করলে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান কিছুই পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার একথা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না ।৪।

পঠনাচ্ছ্রবণং শ্রেয়ঃ শ্রবণাদ্দর্শনং বরম্ ।
'কাশী'-পাঠশ্রুতীক্ষাসু বরং স্যাদুত্তরোত্তরম্ ।।৫।।

শাস্ত্রানুশীলনাদীশাস্তিত্ববুদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
পরং তদ্দর্শনানন্দঃ স্বয়ং মজ্জনতো ভবেৎ ।৬।

পঠ্যন্তাং শতশো গ্রন্থাঃ শ্লোকাশ্চাপি সহস্রশঃ ।
ঈশলাভো বিনা ন স্যাদ্ ব্যাকুলীভূয় মজ্জনাৎ ।।৭।।

অতঃ কেবল পাণ্ডিত্যং স্যাল্লোকাকৃষ্টিকারণম্ ।
পরং তেনেশলাভে ন কদাচিচ্ছক্যসম্ভবঃ । ৮।।

শাস্ত্রগ্রন্থস্য চাভ্যাসো নিষ্ফলস্তৎকৃপাং বিনা ।
ব্যাকুলীভূয় চেষ্টায়াং দর্শনালাপসম্ভবঃ ।।৯।।

কোন বস্তু সম্বন্ধে কেবল পড়া অপেক্ষা শোনা ভাল, আবার শোনা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ-দর্শন আরো ভাল । কাশী সম্বন্ধে পঠন, শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ-দর্শন পর পর শ্রেষ্ঠ বলা হয় ।৫।

শাস্ত্র-অধ্যয়ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের সহায়ক হয়, কিন্তু ভগবদ্দর্শনের আনন্দ নিজে সাধন-সমুদ্রে ডুব দিলেই পাওয়া যেতে পারে ।৬।

লোকে শত শত গ্রন্থ পড়ুক আর সহস্র সহস্র শ্লোক কণ্ঠস্থ করুক, কিন্তু ব্যাকুল ভাবে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না ।৭।

এই জন্য কেবল পাণ্ডিত্য লোকদের আকৃষ্ট করার পক্ষে প্রয়োজন হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে ঈশ্বর লাভ কখনই সম্ভব হতে পারে না ।৮।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন নিষ্ফল । ব্যাকুল হয়ে চেষ্টা করলে ঈশ্বরদর্শন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করা সম্ভব হতে পারে ।৯।

ঈশ্বরপ্রাপ্তয়েঽধ্বানঃ সন্তি শাস্ত্রেষ্বনেকশঃ।
মার্গজ্ঞানে তু কিং শাস্ত্রৈঃ সাক্ষাৎকারপরস্য তে ॥১০॥

শাস্ত্রং নাম বুধাঃ প্রাহুঃ সিতাসৈকতমিশ্রণম্।
সিকতাভ্যাসিতায়াস্তু দুষ্করাস্তি পৃথক্কৃতিঃ ॥১১॥

গুরুসাধুমুখাদাদৌ শাস্ত্রমর্ম শ্রুতং যদি।
ঈশস্য সুলভা প্রাপ্তিগ্রন্থৈঃ কিং তে প্রয়োজনম্ ॥১২॥

পত্রে লিখিতমাসীদ্যন্মিষ্টান্নং কিঞ্চিদাহরেঃ।
পঠিতং চেদ্ বৃথা পত্রং মিষ্টান্নেন প্রয়োজনম্ ॥১৩॥

সরস্যাং কুত্রচিৎ স্থানে কলশী পতিতা যদি।
নিশ্চিত্য প্রথমং স্থানং যুজ্যতেঽন্বেষণং ততঃ ॥১৪॥

শাস্ত্রে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য অনেক পথের উল্লেখ আছে। ঐ সকল পথের জ্ঞান এবং ঈশ্বরদর্শন হলে ঐ শাস্ত্রের কি প্রয়োজন ? ।১০।

জ্ঞানীরা বলেন যে শাস্ত্রে বালি ও চিনির সংমিশ্রণ আছে। বালি থেকে চিনি পৃথক করা কঠিন ।১১।

যদি তুমি গুরু ও সাধুসন্তের কাছ থেকে শাস্ত্রের মর্ম শুনে থাক তবে তোমার পক্ষে ঈশ্বরের প্রাপ্তি অতি সুলভ। এরূপ স্থলে আর শাস্ত্রপাঠের কি প্রয়োজন ।১২।

একজন অপরকে পত্র লিখেছিল যে, কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে আসবে। যখন সে ঐ পত্র পড়ে নিল তখন ঐ পত্রের আর কোনো প্রয়োজন রইল না, তখন শুধু মিষ্টান্ন আনাই প্রধান কাজ ।১৩।

যদি কোনো পুকুরে কলসী পড়ে গিয়ে থাকে তো প্রথমে কলসী কোথায় পড়েছে তা স্থির করাই প্রধান কাজ। তার পর কলসী খুঁজে বের করা কর্তব্য ।১৪।

শ্রুত্বা গুরুমুখাচ্ছাস্ত্রমর্ম সাধনমজ্জনম্ ।
তস্মিংস্তু সফলে জাতে প্রত্যক্ষদর্শনং ধ্রুবম্ ॥১৫॥
মজ্জনে ক্রোধকামাত্মতিমিনক্রাদিসঙ্কটম্ ।
চেদ্ বৈরাগ্যহরিদ্রাক্তকায়ঃ সন্মজ্জনং কুরু ॥১৬॥
শব্দার্থোঽথ রহস্যার্থঃ শাস্ত্রার্থো দ্বিবিধো মতঃ ।
পত্রেণ তুল্যঃ শব্দার্থো মর্মার্থো মৌখিকোক্তিবৎ ॥১৭॥
গ্রন্থানুসারং শংসন্তি কাশীং কেবলপণ্ডিতাঃ ।
যেন দৃষ্টা পরং কাশী প্রমাণং তদ্বচঃ শৃণু ॥১৮॥
জগন্মিথ্যেতি যৈর্জ্ঞাতং যে চ বৈরাগ্যশালিনঃ ।
ত এব গুরবঃ সন্তি নার্থঃ কেবলপণ্ডিতৈঃ ॥১৯॥
"বেদাঃ পুরাণশাস্ত্রাণি তন্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
যানি, তেষাং রহস্যং কিং" মাতরং পৃষ্টবানহম্ ॥২০॥

গুরুমুখ হতে শাস্ত্রমর্ম জেনে সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। গুরুর উপাদেশ শুনে সে অনুসারে আন্তরিক সাধন করলে ভগবানেব প্রত্যক্ষ দর্শন সুনিশ্চিত ।১৫।

যদি সাধন–সমুদ্রে ডুব দেবার সময় কাম ক্রোধ রূপ ভয়ঙ্কর জলজন্তুর ভয় হয়, তাহলে বৈরাগ্য রূপ হলুদ গায়ে মেখে নির্ভয়ে ডুব দাও ।১৬।

শাস্ত্রের অর্থ দুই প্রাকার—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। শব্দার্থ সাধারণ লিখিত পত্রের তুল্য আর মর্মার্থ গুরুমুখে উচ্চারিত উপদেশের তুল্য ।১৭।

পণ্ডিতগণ কেবল গ্রন্থ অনুসারে কাশীর বর্ণন করেন, কিন্তু যাঁরা কাশী প্রত্যক্ষ দেখেছেন তাঁদের কথাই প্রমাণ বলে গ্রহণ করা উচিত ।১৮।

যাঁরা জগতকে মিথ্যা বলে জেনেছেন আর যাঁরা বৈরাগ্যবান তাঁরাই গুরু হবার যোগ্য । শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হয় ? ।১৯।

কোনো সময় আমি জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— "বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র ও তন্ত্রগ্রন্থ রয়েছে, সেগুলির মর্ম কি ?" ।২০।

তয়োক্তং "বেদতত্ত্বং যদ্ ব্রহ্ম সত্যমসজ্জগৎ।"
তদেব সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম বেদান্তকীর্তিতম্ ॥২১॥
তন্ত্রেষু সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ স ইতি বর্ণিতঃ।
'সচ্চিদানন্দকৃষ্ণোঽয়ম্ পুরাণেষু প্রকীর্তিতঃ ॥২২॥
আত্মেত্যুক্তস্তু গীতায়াং জানীহি ননু পুত্রক।
তস্য তত্ত্বস্য লাভেঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥২৩॥
ব্যাকুলত্বমুপায়ঃ স্যাদ্ যেন লাভঃ সুনিশ্চিতঃ।
বেদশাস্ত্রানেকতন্ত্রপুরাণানি বৃথা তদা ॥২৪॥
ভক্তো মূর্খঃ পণ্ডিতো বা সর্বস্মিন্ স্নেহবান্ প্রভুঃ।
যথা সর্বেষু পুত্রেষু তুল্যপ্রেমা পিতাঽনিশম্ ॥২৫॥
জ্যেষ্ঠো 'বাবা'-পদং ব্রূতে মধ্যমো 'বা'-পদং তথা।
কনিষ্ঠো 'পা'–পদং চেতি পিতুরাকারণে রতঃ ॥২৬॥

মা বললেন—"ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা।" এটিই বেদের তত্ত্ব; আর বেদান্তে তা-ই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদিত হয়েছেন।২১।

তন্ত্রে শিবকে সচ্চিদানন্দ বলে বর্ণন করা হয়েছে। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ রূপে কীর্তিত। ২২।

হে বৎস, গীতাতে এঁকেই আত্মা বলা হয়েছে। এই তত্ত্বের জ্ঞান হলে অন্য কোনো জ্ঞাতব্য বিষয় বাকী থাকে না। ২৩।

আন্তরিক ব্যাকুলতাই একমাত্র উপায়, যদ্দ্বারা নিশ্চয়ই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে। বেদ, শাস্ত্র, অনেক তন্ত্র, বিবিধ পুরাণের কি প্রয়োজন? ২৪।

যেমন পিতা সকল পুত্রকেই সমান ভালোবাসেন, সেরূপ শ্রীভগবান পণ্ডিত বা মূর্খ সকল প্রকার ভক্তের প্রতিই সমভাবে স্নেহ-বর্ষন করেন।২৫।

জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতাকে 'বাবা', মধ্যম পুত্র কেবল 'বা' আর কনিষ্ঠ পুত্র বাবাকে কেবল 'পা' বলে ডাকে।২৬।

সর্বেষ্বপি হি পুত্রেষু তুল্যস্নেহকরঃ পিতা।
ন চিন্তয়তি তেষাং বৈ জ্যেষ্ঠতাং বা কনিষ্ঠতাম্ ॥২৭॥

বরং যত্নঃ প্রভোর্লাভে শুষ্কশাস্ত্রবিচারতঃ।
উপায়ঃ পরমৌৎকণ্ঠ্যং বিশ্বাসশ্চ গুরূক্তিষু ॥২৮॥

ঈশঃ স্বয়ং জ্ঞানদাতা শাস্ত্রং কিং তে করিষ্যতি।
ঈশ্বরে হার্দিকং প্রেম স্থাপনীয়ং কিমাগমৈঃ ॥২৯॥

হট্টপ্রবেশ এব স্যান্ নৈকবস্তুপদর্শনম্।
কেবলং বাহ্যতো 'হো-'হো'-শব্দশ্রবণমন্যথা ॥৩০॥

সমুদ্রে চ মহাঞ্ছব্দঃ শ্রূয়তে দূরতঃ পরম্।
তৎসমীপে নৌতরঙ্গপক্ষিণাং দর্শনং ভবেৎ ॥৩১॥

ধনিনা সার্ধমালাপো মুখ্যোঽন্যদ্গৌণমুচ্যতে।
কিয়দ্ধনং গৃহং কুত্র কতি বোপবনানি চ ॥৩২॥

কিন্তু পিতা সকল পুত্রের প্রতিই সমান স্নেহশীল। কে বড় আর কে ছোট তিনি তার বিচার করেন না।২৭।

কেবল শুষ্ক শাস্ত্রবিচার না করে প্রভুকে লাভ করবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এর জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় হৃদয়ের ব্যাকুলতা এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাস।২৮।

ঈশ্বর স্বয়ং জ্ঞানদাত। শাস্ত্র তোমার কি সাহায্য করবে? শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বর লাভের বিশেষ সাহায্য হয় না। ভগবানের সঙ্গে মনকে সংযুক্ত রাখ।২৯।

বাজারে প্রবেশ করলেই বিভিন্ন বস্তু দেখা যায়। বাইরে থাকলে কেবল 'হো-হো' শব্দই শুনতে পাওয়া যায়।৩০।

দূর থেকে সমুদ্রের ঘোর গর্জন মাত্র শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিকটে গেলে সেখানে নৌকো, তরঙ্গ, পাখা প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তু দেখা যায় ।৩১।

ধনী লোকের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করাই প্রধান কাজ। তাঁর কতো ধন, কোথায় তাঁর বাড়ী, তাঁর বাগান কখানা এসব জানা অনাবশ্যক।৩২।

জ্ঞাতে তেন সহালাপে সেবকীয়া ন যন্ত্রণা।
মার্দবং বচনে তেষাং সাদরং প্রণমন্তি তে ॥৩৩॥
ঈশাপ্তৌ শুষ্কপাণ্ডিত্যাদ্ বরং ব্যাকুলতাত্মনঃ।
নানাবিষয়কং জ্ঞানং পণ্ডিতানাং নিরর্থকম্ ॥৩৪॥
শত্রুণা সহ যুদ্ধে তু খড়্গবর্মাদিমান্ ভবেঃ।
স্বকীয়ায় বিনাশায় নখকর্তকমপালম্ ॥৩৫॥
বিহায় বিবিধং জ্ঞানং পাণ্ডিত্যাধিগমং তথা।
কল্যাণসিদ্ধয়ে ত্বেকং সদ্গুরুং শরণং ব্রজ ॥৩৬॥
অন্যত্তু দর্শনং সাক্ষাদ্ অন্যচ্ছাস্ত্রানুশীলনম্।
নির্জনে বরমাহ্বানং শাস্ত্রৈর্নাস্তি প্রয়োজনম্ ॥৩৭॥
শর্করা গিরিমেত্যৈকং কণমত্তি পিপীলিকা।
'সর্বমদ্রিং হরিষ্যামি' ব্যর্থমিত্থং ব্রবীতি চেৎ ॥৩৮॥

তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলে তাঁর কর্মচারীরা বেশী কষ্ট দেয় না; বরং তারা মিষ্টি কথা বলে এবং সম্মানের সহিত প্রণামও করে।৩৩।

শুষ্ক পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবান লাভ হয় না। আন্তরিক ব্যাকুলতা দ্বারাই তিনি লভ্য। পণ্ডিতদের বহু বিষয়ের শুষ্ক জ্ঞান নিরর্থক।৩৪।

শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে ঢাল, তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে হয়, কিন্তু নিজেকে মারবার জন্য একটা নরুনই যথেষ্ট।৩৫।

বহুবিধ জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য অর্জনের চেষ্টা ত্যাগ করে আত্মকল্যাণ সিদ্ধ করবার জন্য একমাত্র সদ্গুরুর শরণাপন্ন হও।৩৬।

ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন এক কথা, আর কেবল শাস্ত্রানুশীলন অন্য কথা। নির্জনে বসে ভগবানকে ডাকাই শ্রেষ্ঠ কাজ। শুধু শাস্ত্রপাঠে কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।৩৭।

একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ের কাছে গিয়ে চিনির এক দানা খেতেই তার পেট ভরেগেল। তারপর যদি সে বলে—সমস্ত চিনির পাহাড় আমি নিয়ে যাব, তবে তা ব্যর্থ বাক্য।৩৮।

অধীত্য কিঞ্চিদ্ গীতায়াঃ কিঞ্চিদ্ভাগবতস্য চ।
কিঞ্চিদ্‌বেদান্তশাস্ত্রস্য সর্বজ্ঞোঽস্মীতি মন্যতে ॥৩৯॥
অস্মাকমন্তরাবিদ্ধং নিত্যশঃ কন্টকৈস্ত্রিভিঃ।
অহং গুরুরহং কর্তা তথাহং জনকো মহান্ ॥৪০॥
গুরুস্তু সচ্চিদানন্দঃ শিক্ষাদাতা স্বয়ং প্রভুঃ।
বয়ং তদ্বালকাঃ সর্বে কথং যামো গুরোঃ পদম্ ॥৪১॥
বাঞ্ছন্তি গুরুতাং সর্বে ন কোঽপীচ্ছতি শিষ্যতাম্।
সাক্ষাৎকৃতেস্তথাদেশাৎ গুরুত্বং ভজতে নরঃ ॥৪২॥
আদিষ্টাঃ প্রভুণা সাক্ষাৎ শুকনারদশঙ্করাঃ।
তদাদেশং বিনা কশ্চিন্ নোপদেশং শৃণোতি তে ॥৪৩॥

(বিবেকবৈরাগ্যহীন সাধারণ পণ্ডিত) কিঞ্চিৎ গীতা অধ্যায়ন করে এবং কয়েকটি গীতার শ্লোক কণ্ঠস্থ করে বা একটু ভাগবত পড়ে, অথবা কতকটা বেদান্তশাস্ত্র-আলোচনা করেই (অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে) নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করে ॥৩৯॥

আমি গুরু, আমি কর্তা, অথবা আমি সুযোগ্য পিতা, এই তিনটি কথা যখনই শুনি তখনই (আমি) অন্তরে কণ্টক-বিদ্ধ হবার মতো বেদনা অনুভব করি ॥৪০॥

(কারণ) সচ্চিদানন্দ ভগবানই প্রকৃত গুরু, তিনিই শিক্ষাদাতা। আমরা সকলে তাঁর সন্তান। আমরা নিজেদের কিরূপে গুরু বলি? ॥৪১॥

সকলেই গুরু হতে চায়, কেউ শিষ্য হতে চায় না। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হলে এবং তাঁর আদেশ পেলেই মানুষ গুরু হতে পারে ॥৪২॥

শুকদেব, নারদমুনি এবং শঙ্করাচার্য্য—এঁরা সকলেই ভগবানের প্রত্যক্ষ আদেশ পেয়েছিলেন। তাঁর আদেশ না পেলে তোমার উপদেশ কেউ শুনবে না ॥৪৩॥

বিনা দর্শনমাদেশো নাদেশো মনসা ক্বচিৎ।
বলবান্ দর্শনাদেশঃ কম্পয়েৎ পর্বতানপি ॥৪৪॥
ব্যাখ্যানং কেবলং ব্যর্থং ন কেনাপি শ্রুতং ভবেৎ।
শ্রুতমপ্যেককর্ণেন দ্বিতীয়েন বহির্ব্রজেৎ ॥৪৫॥
প্রাতর্যান্তি স্ম শৌচার্থং পুষ্করিণ্যাং ক্বচিজ্জনাঃ।
সজ্জনৈস্তিগ্মবচনৈর্নিষিদ্ধা অপি নিত্যশঃ ॥৪৬॥
ততঃ শাসনকর্তারঃ প্রার্থিতাঃ সরসোঽধিপৈঃ।
আদিষ্টঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ তত্রত্যৈরধিকারিভিঃ ॥৪৭॥
লিখিতং "তেন তীরেঽস্মিন্ যো নরঃ শৌচমাচরেৎ।
দণ্ডিতঃ স ভবেচ্ছীঘ্রং" ত্যক্তং শৌচং জনৈস্ততঃ ॥৪৮॥

এরূপ আদেশ তাঁর দর্শন বিনা পাওয়া যায় না। ঈশ্বর-দর্শন বিনা কেবল মনে মনে কখনো আদেশ হতে পারে না। দর্শনের পরে যে আদেশ প্রাপ্ত হয় তা এতই শক্তিশালী যে তাতে বড় বড় পাহাড়কেও যেন পাতিত করতে পারে ॥৪৪॥

এইরূপ ঈশ্বরের আদেশ না পেয়ে বক্তৃতা দেওয়া বৃথা, কেউ তা শোনেই না। যদি কেউ শোনেও তথাপি তা এক কান দিয়ে প্রবেশ ক'রে অপর কান দিয়ে বেরিয়ে যায় ॥৪৫॥

কোনো পুকুরের পারে লোকেরা রোজ সকালে শৌচে যেত। পুকুরের মালিকদের বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা তা শুনত না ॥৪৬॥

অবশেষে সরকারের কাছে প্রার্থনা জানাবার পর সেখান থেকে একজন রাজকর্মচারী পাঠাবার আদেশ হল ॥৪৭॥

ঐ কর্মচারী সেখানে গিয়ে একটি নোটিস টাঙিয়ে দিলেন,—"এই পুকুরের ধারে যে পায়খানা করবে তাকে দণ্ড দেওয়া হবে।" ফলে পরদিন হতে সেখানে লোকেরা শৌচে যাওয়া বন্ধ করল ॥৪৮॥

লোকশিক্ষাপরৈস্তৈবমাদেশোঽপেক্ষিতো ধ্রুবম্ ।
অন্যথাঽহংকৃতিঃ স্বান্তে কর্তাঽহমুপদেশকঃ ॥৪৯॥
উপদেশে বিনাদেশং বক্তা শ্রোতা চ হাস্যতাম্ ।
যাতো, দৃষ্টা নীয়মানা অন্ধেনান্ধাঃ কিমধ্বনি ॥৫০॥
ভগবল্লাভতোঽস্মাকমন্তর্দৃষ্টিঃ প্রজায়তে ।
লোকবৃত্ত্যনুসারং স্যাদ্ উপদেশস্য যোগ্যতা ॥৫১॥
'ঈশঃ কর্তাঽহমজ্ঞোঽস্মি জীবন্মুক্তবচোঽনিশম্ ।
অহন্তায়া মহৎ কষ্টমশান্তিশ্চ প্রজায়তে ॥৫২॥
সদ্গুরোর্দর্শনাদেব শিষ্যস্যা'হং' পলায়তে ।
অপক্কে তু গুরাবেতন্নোভয়োরপি যন্ত্রণা ॥৫৩॥

লোকশিক্ষা দেবার জন্য ভগবানের আদেশ-লাভ বিশেষ প্রয়োজন। অন্যথা লোকশিক্ষকের মনে অহঙ্কার-ভাব অর্থাৎ আমি কর্তা, আমি উপদেশক এরূপভাব উৎপন্ন হতে পারে ॥৪৯॥

এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার মত শ্রীভগবানের আদেশ না পেয়ে উপদেশ দিতে গেলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই হাস্যাস্পদ ও বিপদগ্রস্ত হয় ॥৫০॥

ভগবান্-লাভ হলে আমাদের দৃষ্টি অন্তর্মুখী হয়ে যায়। শ্রোতাদের গ্রহণ-সামর্থ্য অনুসারে উপদেশ দেবার যোগ্যতা হওয়া চাই ॥৫১॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বলে থাকেন— "ঈশ্বরই কর্তা, আমি নিতান্ত অজ্ঞ।" অহঙ্কার হতে অনেক কষ্ট ও অশান্তি উৎপন্ন হয় ॥৫২॥

সদ্গুরুর দর্শন হলেই শিষ্যের অহং নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু গুরু যদি তত্ত্বদর্শী না হন, তাহলে ওরূপ হতে পারে না। বরং তাতে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় ॥৫৩॥

লোকশিক্ষাপ্রদানার্হা দিব্যাদেশযুতা নরাঃ ।
তে হি জ্ঞানলবেনাপি পণ্ডিতানতিশেরতে ॥৫৪॥

শাস্ত্রান্বিতস্যাপ্যনবাপ্তদেবাদেশস্য কোঽন্বেতু কিলোপদেশম্ ।
অজ্ঞাত-শাস্ত্রপ্রসরোঽপি দিব্যসন্দেশবান্ জ্ঞাননিধির্মহাত্মা ॥৫৫॥

বিশন্তি দীপং জ্বলিতং পতঙ্গা অয়ঃ স্বয়ং কর্ষতি চুম্বকোঽপি ।
জনা বিনামন্ত্রণমন্ত্রতন্ত্রৈঃ প্রাপ্তেশ্বরাদেশমভিপ্রয়ান্তি ॥৫৬॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং "শাস্ত্রং পাণ্ডিত্যং চ নাম"
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানের আদেশ পেয়েছেন এমন ব্যক্তিই লোকশিক্ষা দিতে পারেন। তাঁরা ঈশ্বরলব্ধ নিজ জ্ঞানের সামান্য একটু অংশ দিয়েও বড় বড় পণ্ডিতদের হারিয়ে দিতে পারেন ॥৫৪॥

কোনো ব্যক্তি বহু শাস্ত্রজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু যদি সে ঈশ্বরের আদেশ না পেয়ে থাকে তবে সেই লোকের উপদেশ কে শুনবে? পক্ষান্তরে শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে যান, তবে তিনি জ্ঞানের পূর্ণ ভাণ্ডারস্বরূপ যথার্থ মহাপুরুষ ॥৫৫॥

পতঙ্গেরা প্রজ্বলিত দীপশিখায় প্রবেশ করে, চুম্বক লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, সেরূপ মন্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতি বিনাও লোকেরা আমন্ত্রিত না হয়েও শ্রীভগবানের আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুসরণ করে ॥৫৬॥

'শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য নামক' শ্রীরামকৃষ্ণউপদেশসাহস্রীর দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অবতারতত্ত্বং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

মঙ্গলাচরণম্

ত্যাগেন শান্তির্ভজনেন মুক্তির্ধর্মোপদেশেন নৃণাং হিতং স্যাৎ।
ইত্যেব হেতোর্ভুবি যোঽবতীর্ণঃ স রামকৃষ্ণস্তনুতাং শিবং নঃ॥

সাকারমাকারবিহীনমীশং দ্রষ্টুং দ্বিধা তং খলু পারয়ামঃ।
নিরাকৃতেশ্চিন্ময়রূপমস্য অন্যৎ তথা ভৌতিকদেহযুক্তম্ ॥১॥
যুগে যুগে মানুষরূপধারী স এব লোকেঽবতরেদ্ধিতার্থম্।
যদ্দর্শনং স্যাদবতারমূর্তেস্তদেব সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্য ॥২॥
নানারূপো নৈকলীলো বিশ্বলীলো জগৎপ্রভুঃ।
ঈশলীলো দেবলীলো নরলীলোঽপি তাদৃশঃ ॥৩॥

মঙ্গলাচরণ

ত্যাগে শান্তি, ভক্তিতে মুক্তি এবং ধর্মোপদেশে লোকের কল্যাণ হয়—কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়েই যিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই রামকৃষ্ণদেব আমাদের মঙ্গল করুন।

আমরা সাকার এবং নিরাকার দুই রূপেই ভগবানের ভাবনা করতে পারি। নিরাকাররূপ জ্ঞানময় ও চৈতন্যময় আর সাকাররূপ আমাদের মত পাঞ্চভৌতিক দেহধারী ॥১॥

প্রতি যুগে সেই ভগবান্ লোকহিতার্থ মনুষ্য-রূপ ধারণ করে এই ধরণীতে অবতীর্ণ হন। সেই অবতারকে দর্শন করাই সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনের তুল্য ॥২॥

এই জগতে প্রভু শ্রীভগবান্ অনন্ত লীলাময়, কখনো কখনো তিনি ঈশ্বর-রূপে, কখনো দেবতার রূপে আবার কখনো মনুষ্যরূপে লীলা করেন ॥৩॥

ভক্তিপ্রেমপ্রচারার্থং নররূপং বিধায় সঃ।
মুহুরাবির্ভবত্যস্মিঁল্লোকে চৈতন্যদেববৎ ॥৪॥
অনন্তাস্তস্য লীলাঃ স্যুর্ভক্তিপ্রেমাবতারতঃ।
ধেনোরঙ্গান্যনেকানি প্রাপ্যতে ক্ষীরমূধসঃ ॥৫॥
ঊধোঽবতারতুল্যং তৎ সারং তস্মান্নরোঽশ্নুতে।
কিং গোঃ শৃঙ্গেণ পুচ্ছেনাবতারঃ প্রেমভক্তিদঃ ॥৬॥
নৃদেহেনাবতীর্ণোঽসৌ যদ্যপ্যাস্তে স সর্বগঃ।
পূর্য্যতে জীবনাকাঙ্ক্ষাবতারেণৈব তত্ত্বতঃ ॥৭॥
লাঙ্গূল-শৃঙ্গ-সাস্নাদিস্পর্শো গো-স্পর্শ এব সঃ।
ঊধঃস্পর্শঃ পরং মুখ্যো যতঃ ক্ষীরমবাপ্যতে ॥৮॥

সেই ভগবান্ এই সংসারে ভক্তি ও প্রেম বিতরণের জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় অবতাররূপে বারবার অবতীর্ণ হন। ৪।

ভগবানের লীলা অসংখ্য, কিন্তু অবতার-লীলা থেকেই ভক্তি ও প্রেম প্রকটিত হয়। গরুর বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকলেও দুধ কেবল তার স্তন থেকেই পাওয়া যায় ।।৫।।

গরুর বাঁট অবতারতুল্য, কারণ সার বস্তু দুগ্ধ ঐ বাঁটের ভিতর দিয়েই পাওয়া যায়। গরুর শিং ও লেজ থেকে তো দুধ পাওয়া যায় না! অবতার থেকেই প্রেম, ভক্তি লাভ হয় ।।৬।।

শ্রীভগবান্ সর্বব্যাপী হ'লেও তিনি মানুষের রূপ ধরে আসেন। মানব-জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা যে প্রেমভক্তিলাভ, অবতার হ'তেই তা যথার্থরূপে পূর্ণ হয় ।।৭।।

গরুর লেজ, শিং, গলকম্বল প্রভৃতি অঙ্গ স্পর্শ করলে গরুকেই স্পর্শ করা হয়। কিন্তু তার স্তন স্পর্শ করাই প্রধান কাজ, যা' থেকে আমরা দুধ পেয়ে থাকি ।৮।।

ক্বচিদ্দশাবতারাঃ স্যুস্তে চতুর্বিংশতিঃ ক্বচিৎ।
অসংখ্যাশ্চাপি তে সন্তি নৃহিতং তৎপ্রয়োজনম্ ॥৯॥
"ত্বং তু সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম সগুণত্বং কুতস্তব।"
অর্জুনেনৈবমুক্তঃ সন্ শ্রীকৃষ্ণোঽপ্যেনমুক্তবান্ ॥১০॥
"এহি কৌন্তেয়! রূপং স্বং দর্শয়ামি যথার্থতঃ।"
ইত্যুক্ত্বা নীতবান্ পার্থং, সমীপং কস্যচিত্তরোঃ ॥১১॥
পক্বজম্বুফলাকারাস্তবকা যত্র লম্বিতাঃ।
উবাচ "নৈতে স্তবকা অসংখ্যা মূর্তয়ো মম" ॥১২॥
এবং পূর্ণব্রহ্মবৃক্ষাদবতারা অনেকশঃ।
জায়ন্তে যং নিরাকারং ব্রুবতে জ্ঞানিনঃ পরম্ ॥১৩॥

কখনো দশ অবতার, আর কোথাও চব্বিশ অবতারের বর্ণনা পাওয়া যায়; আবার অন্যত্র অসংখ্য অবতারের উল্লেখ আছে। এ সকল অবতারের আগমনের উদ্দেশ্য একমাত্র মানুষের কল্যাণসাধন ॥৯॥

কোনো সময়ে অর্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—"আপনি তো সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম, তথাপি আপনার সগুণরূপ কোথা থেকে হ'ল?" এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বল্‌লেন— ॥১০॥

"অর্জুন! এস, আমি তোমাকে নিজের স্বরূপ দেখাব।" একথা বলে ভগবান্ তাঁকে কোনো এক জাম গাছের নীচে নিয়ে গেলেন ।১১।

ঐ গাছে পাকা পাকা জামফলের অনেক (থলোথলো) গুচ্ছ ঝুলে ছিল। তার দিকে ইঙ্গিত করে' ভগবান্ বল্‌লেন,—'এ সব ফলের গুচ্ছ নয়, পরন্তু আমারই অসংখ্য মূর্তি' ॥১২॥

এরূপ পূর্ণব্রহ্মরূপ বৃক্ষ থেকে অনেক অবতার উৎপন্ন হ'য়ে থাকেন। তথাপি জ্ঞানী লোকেরা তাঁকে নিরাকারই বলেন ॥১৩॥

অংশতঃ পূর্ণতো বা যেঽবতারা ঈশকোটিকাঃ।
অন্যে সাধারণজনাঃ প্রারব্ধাজ্জীবকোটিকাঃ ॥১৪॥
করস্থীকৃত-সৎ-সপ্তচ্ছদপ্রাসাদকুঞ্চিকাঃ।
রাজপুত্রা ইব স্বেচ্ছাচারা ঈশ্বরকোটিকাঃ ॥১৫॥
কর্মচারিসমাঃ সন্তি যে জনা জীবকোটিকাঃ।
প্রাসাদস্য সমীপং তে গন্তুমর্হন্তি কেবলম্ ॥১৬॥
জীবা হি সাধনাদ্বারাঽধিগচ্ছন্তীশদর্শনম্।
নির্বিকল্প-সমাধিস্থা নাবর্তন্তে পুনর্ভুবি ॥১৭॥
অবতারা নরাকারাঃ স্বয়মীশ্বরকোটিকাঃ।
মুক্তিদাস্তে হি জীবানাং নিবর্তন্তে সমাধিতঃ ॥১৮॥

অবতার অংশাবতার রূপেই হউন, কিম্বা পূর্ণাবতাররূপে হউন, সবই ঈশ্বরকোটি অর্থাৎ পরমেশ্বরস্বরূপ। আর যারা সাধারণ মনুষ্য তারা প্রারব্ধবশে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের জীবকোটি বলা হয় ।।১৪।।

সাততলা প্রাসাদের চাবি যাঁর হাতে, স্বাধীন রাজপুত্রের ন্যায় স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বরেরই অংশাবতার কিম্বা পূর্ণাবতার হ'য়ে থাকেন ।।১৫।।

কিন্তু জীবকোটি-স্তরের মানব ভগবানের কর্মচারিতুল্য। এরা কেবলমাত্র তাঁর প্রাসাদের নিকটে যাবার অধিকারী, ভিতরে প্রবেশ ক'রতে পারে না ॥১৬॥

সাধারণ মানুষ সাধনা ক'রে (ঈশ্বরকৃপায়) ঈশ্বরের দর্শন লাভ করতে পারে। কিন্তু একবার নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলে তারা আর এই সংসারে ফিরে আসতে পারে না ।।১৭।।

কিন্তু মনুষ্যরূপধারী ভগবান্ অবতাররূপে জীবের মুক্তিদানের জন্য নির্বিকল্প-সমাধিভূমি হ'তে ব্যুত্থিত হ'য়ে জীবকল্যাণরূপ কার্য করেন ।।১৮।।

অহঙ্কারো ন দোষায় তেষাং সংসারিণাং যথা।
সংসারবন্ধনান্মুক্তাস্তে স্বচ্ছন্দং ভ্রমন্তি বৈ ॥১৯॥
স্থূলঃ সংসার্যহঙ্কারশ্চতুর্দিক্ক্লিষ্টকাবৃতিঃ।
শীর্ষোপরিচ্ছদিব্র্হ্মক্ষেত্রাণি শতশো বহিঃ ॥২০॥
ন সংসারী ক্ষমো দ্রষ্টুং বহিঃ কিঞ্চিদ্‌বৃতেঃ পরম্।
অবতারকৃতে দ্বারাণ্যাবৃতৌ সন্তি সন্ততম্ ॥২১॥
অহঙ্কারোঽবতারস্য বৃতৌ দ্বারমিবানিশম্।
যেনায়ং পশ্যতীশং চ করোতি চ গমাগমৌ ॥২২॥
কিন্তুসংসার্য্যহঙ্কারস্তথা বৃত্যাবৃতোঽনিশম্।
দ্রষ্টুমীশমনীশঃ স্যান্ন চ তস্যাবতারধীঃ ॥২৩॥

ঐসকল অবতারের 'অহং-ভাব' সংসারী লোকদের ন্যায় দোষের নয়। কারণ তাঁরা সংসার-বন্ধন থেকে চিরমুক্ত। তাঁরা জগতে স্বাধীনভাবে আনন্দে বিচরণ করেন ।।১৯।।

সংসারী মানব অহংভাবে বিশেষরূপে আচ্ছাদিত হ'য়ে যেন চারিদিকে ইষ্টকের দেওয়ালের আবরণের মধ্যে রয়েছে, আর মাথার উপরেও যেন ছাদের আচ্ছাদন আছে, আর বাহিরেও ব্রহ্মরূপী শত শত ক্ষেত ।।২০।।

সংসারী লোকেরা ঐ দেয়ালের বাইরে কিছুই দেখতে পায় না, কিন্তু অবতারদের জন্য ঐ আবরণের মধ্যে মধ্যে অনেক বাতায়ন আছে ।।২১।।

অবতারের অহং-ভাব দেওয়ালের মধ্যস্থ বড় কুটার মত, যার ভিতর দিয়ে তিনি ঈশ্বরকেও দেখতে পান, আর ভিতরে বাইরে গমনাগমনও করতে পারেন ॥২২॥

কিন্তু সংসারী লোকের 'অহংভাব' যেন দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সেখান থেকে সে ভগবান্‌কেও দেখতে পায় না, আর তাঁর অবতারকেও দেখতে পায় না ॥২৩॥

লীলাপরো ভক্তকৃতে স নিত্যো ভক্তোঽপি তং মানবরূপসংস্থম্ ।
বিলোক্য সস্নেহমনাঃ স্বভাবাত্তাতে সুতে ভ্রাতরি মাতরীব ॥২৪॥

সন্নেকোঽপ্যগ্নিবন্নূনং দ্বিধাঽসৌ বিস্ফুলিঙ্গবৎ ।
ভক্তার্থমবতারোঽস্য জ্ঞানিনাং পূর্ণ এব সঃ ॥২৫॥
কো হি পূর্ণতয়া জ্ঞাতুমলং তং বিদ্যতে জনঃ ।
ঈশদর্শনতুল্যং স্যাদবতারস্য দর্শনম্ ॥২৬॥
গঙ্গায়াস্তীরমাসাদ্য কৃতান্তঃস্পর্শনঃ ক্বচিৎ ।
ব্রূয়াৎ কশ্চিন্ময়া পুণ্যং গঙ্গায়া দর্শনং কৃতম ॥২৭॥
পরং তেন হরিদ্বারাদ্ আগঙ্গাসাগরং পুনঃ ।
ন কৃতং দর্শনং, তদ্বদ্ অবতারস্য দর্শনম্ ॥২৮॥

সেই ভগবান্ ভক্তদের জন্য অনেক প্রকার লীলা করেন। আর ভক্তও ভগবান্কে মানুষরূপে দেখেন এবং পিতা, মাতা, পুত্র, ভাইয়ের উপর যেরূপ ভালবাসা হ'য়ে থাকে সেরূপ ভগবানের প্রতিও ভক্ত অনুরক্ত হন ॥২৪॥

তিনি এক হ'লেও অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিবিধ রূপ ধারণ করেন। ভক্তদের জন্য তাঁর অবতাররূপ; কিন্তু জ্ঞানীদের জন্য তিনি পূর্ণব্রহ্ম ॥২৫॥

এমন লোক কে আছে যে পূর্ণরূপে তাঁকে জানতে পারে? অবতার-পুরুষকে দেখা ঈশ্বর-দর্শনেরই তুল্য মুক্তিপ্রদ ॥২৬॥

গঙ্গাতীরে এসে কেউ যদি কেবল জলস্পর্শ ক'রে বলে যে—আমি পবিত্র গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করলাম ॥২৭॥

কিন্তু সে ব্যক্তি হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র গঙ্গা তো দর্শন-স্পর্শন না করেও যেমন—গঙ্গা দর্শনের ফল পাবে, তেমনি অবতার-পুরুষের দর্শন করাও ঈশ্বরদর্শনতুল্য ফলপ্রদ ॥২৮॥

অন্বেষণীয়ো মনুজেষু দেবো হ্যত্রাধিকং তস্য ভবেৎ প্রকাশঃ।
যত্রোৎকটং প্রেম তথোচ্চভক্তির্জ্ঞেয়ঃ স তত্রৈব নরেঽবতীর্ণঃ ॥২৯॥

সোঽস্ত্যেব, পূর্ণা তচ্ছক্তিঃ কুত্রচিৎ ক্বচিদংশতঃ।
যত্র সা পূর্ণভাবেন সোঽবতার ইতি ধ্রুবম্ ॥৩০॥
মুক্তাফলান্যবাপ্যন্তে সমুদ্রান্তঃস্থ-শুক্তিষু।
কার্য্যমন্বেষণং সিন্ধাবর্থো মুক্তাফলৈর্যদি ॥৩১॥
ঈশ্বরান্বেষণং তদ্বদবতারান্তরে ভবেৎ।
তদর্থং পরমস্মাকং সাধনং সমপেক্ষিতম্ ॥৩২॥
নবনীতং পয়োলভ্যং প্রবালঃ প্রাপ্যতেঽর্ণবে।
সর্ষপেষু তথা তৈলং মন্থ-মজ্জন-পেষণৈঃ ॥৩৩॥

ঈশ্বরকে মানুষরূপেই দেখা সহজ, কারণ মানুষের মধ্যেই তাঁর বেশী প্রকাশ। যে মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম এবং রাগাত্মিকা ভক্তি দেখা যায়, তার মধ্যেই ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব হ'য়েছে বলে' মনে করতে হবে ।২৯।।

ঈশ্বর সব জীবের মধ্যে নিশ্চয় আছেন, কিন্তু তাঁর শক্তি কোথাও কোথাও কম বেশী প্রকাশিত। যেখানে তাঁর শক্তি পূর্ণভাবে প্রকাশিত, তাঁকেই অবতার বলে জানবে ।।৩০।।

সমুদ্রের অতল গভীরে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা থাকে। ঐ মুক্তা পেতে হ'লে সমুদ্রে ডুব দিয়ে ঐ ঝিনুকের সন্ধান ক'রতে হ'বে ।।৩১।।

সেইরূপ ঈশ্বরের অন্বেষণ অবতারের মধ্যেই করা আবশ্যক। কিন্তু তার জন্য বিশেষ সাধনার প্রয়োজন ।।৩২।।

দুগ্ধে নবনীত আছে, সমুদ্রে প্রবাল আছে এবং সরষেতে আছে তেল। কিন্তু নবনীত পেতে হ'লে দুগ্ধ মন্থন করতে হবে, প্রবালের জন্য সমুদ্রে ডুব দিতে হ'বে এবং তৈলনিষ্কাষণের জন্য সরষেকে ভাল ভাবে পেষণ করা চাই ।।৩৩।

নররূপাদিতঃ শ্রোতুং শক্নুমস্তৎকথা বয়ম্ ।
ভক্তেষু চাংশতস্তস্য প্রকাশ উপজায়তে ॥৩৪॥

শনৈঃ শনৈঃ রসস্যন্দশ্চোষণাদিক্ষুতো যথা ।
যথালেশ্চ কৃতে পুষ্পাচ্ছনৈর্মধুরসচ্যুতিঃ ॥৩৫॥

অবতারেঽপি দৃশ্যন্তে রোগ-শোক-ক্ষুদাদয়ঃ ।
যথা চিন্তাপরো জাতঃ সীতা শোকেন রাঘবঃ ॥৩৬॥

হিরণ্যাক্ষবধাৎ পূর্বং বরাহোঽভবদীশ্বরঃ ।
জাতে বধেঽপি মায়াংশান্নৈচ্ছদ্ গন্তুং স্বধাম সঃ ॥৩৭॥

আশ্চর্যেণাখিলা দেবা আগতাঃ শিবসন্নিধৌ ।
উচু"র্নারায়ণঃ সক্তো মায়ায়াম্ শিশুসংবৃতঃ" ॥৩৮॥

আমরা মানুষরূপধারী অবতারের কাছে ভগবানের কথা শুনতে পাই। ভক্তদের মধ্যেও ঐ ভগবানের অংশতঃ প্রকাশ অবশ্য থাকে ।।৩৪।।

আখ চিবোলে ধীরে ধীরে মধুর রস পাওয়া যায়। ফুলের মধ্য হ'তে ভ্রমরও মধু একটু একটু করে পেতে থাকে ।।৩৫।।

অবতারের মধ্যেও রোগ, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দেহধর্ম দেখা যায়। যেমন রামচন্দ্রও সীতার শোকে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হ'য়েছিলেন ।।৩৬।।

হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করবার পূর্বে ভগবান্ বরাহ-রূপ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু দৈত্যবধ করার পরেও লেশ অবিদ্যা বশতঃ তিনি স্বধামে যেতে ইচ্ছে করেন নি ॥৩৭॥

এই দেখে দেবতারা আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে মহাদেবের কাছে এসে বল্লেন,— "নারায়ণ তো পুত্র-পরিবার নিয়ে যেন মায়াসক্ত হ'য়ে পড়েছেন" ॥৩৮॥

শিবেন বিভিদে তস্য শরীরং শূলপাণিনা।
ততো বরাহরূপোঽসৌ স্বধাম গতবান্ প্রভুঃ ॥৩৯॥

নাবতর্তুমলং দেবঃ সম্রাট্ যশ্চ বিরাট্ স্বয়ং।
য আস্তে, শক্নুমো বক্তুং কিং বয়ং ক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ ॥৪০॥

দশদ্রোণমিতং দুগ্ধং দ্রোণপাত্রং কিমাশ্রয়েৎ।
সাধবো যে মহাত্মানস্তে তল্লীলাবিচারিণঃ ॥৪১॥

নাস্তি সত্ত্বাবতারাণামিত্যবোধস্য লক্ষণম্।
ন সর্বঃ সর্বদা জ্ঞাতুমবতারমলং যতঃ ॥৪২॥

তাই শুনে শূলপাণি মহাদেব ত্রিশূলের আঘাতে বরাহরূপধারী নারায়ণের শরীর দ্বিধা করলেন। তখন বরাহরূপী ভগবান্ স্বরূপ ধারণ করে' নিজধামে চলে' গেলেন ॥৩৯॥

যে ভগবান্ স্বয়ং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্, সর্বশক্তিমান্ ও বিরাট্ তিনি মানবরূপে অবতীর্ণ হ'তে পারেন না, একথা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের বলার সামর্থ্য আছে কি? ॥৪০॥

যে পাত্রে একসের দুধ ধরে, তা'তে দশসের দুধ কি ক'রে ধরবে? অর্থাৎ ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্‌কে কিরূপে বুঝবে? সাধু মহাত্মারাই ভগবানের লীলা কিছুটা বুঝতে পারেন ॥৪১॥

এ সংসারে ভগবান্ মানুষরূপে অবতীর্ণ হন না একথা বলা অজ্ঞানেরই লক্ষণ। অবতারতত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হবার শক্তি কোন মানুষেরই নাই ॥৪২॥

অবতাররহস্যজ্ঞাঃ কেবলং পঞ্চষা জনাঃ।
ভারদ্বাজাদিকাঃ কেচিদ্ রামো ব্রহ্মেত্যুপাদিশন্ ॥৪৩॥

সাধারণজনা রামমবলোক্য তু মানুষম্।
পুত্রো দশরথস্যায়ং নিত্যমেবেত্থমূচিরে ॥৪৪॥

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং রামমূচু-র্মহর্ষয়ঃ।
যঃ স্বমায়াং সমাশ্রিত্য নররূপেণ দৃশ্যতে ॥৪৫॥

একদা নারদো রামদর্শনার্থং গতোঽভবৎ।
দৃষ্ট্বৈব তং রঘুশ্রেষ্ঠঃ স্বাসনাদুত্থিতঃ স্বয়ম্ ॥৪৬॥

সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাহ "বয়ং সংসারিণঃ প্রভো!
ভবদ্বিধানাং সাধূনাং দর্শনেনৈব নির্মলাঃ" ॥৪৭॥

রাম অবতারের সময় অবতারের রহস্য জানতে পারে এমন লোক কয়েকজন ঋষিমাত্র ছিলেন। ভরদ্বাজ মুনি প্রভৃতি মাত্র কয়েকজন ঋষি রামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম বলেছিলেন ।।৪৩।।

সাধারণ অন্য ঋষিগণ রামচন্দ্রকে মানুষরূপে দেখে সর্বদাই বল্‌তেন যে,—ইনি রাজা দশরথের পুত্র ।।৪৪।।

কিন্তু মহর্ষিরা রামচন্দ্রকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই বলতেন, যিনি নিজ মায়া আশ্রয় করে মানুষরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন ।।৪৫।।

এক সময় নারদমুনি শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখেই রঘুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র নিজ সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন ॥৪৬॥

নারদকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে' তিনি বল্লেন,—"প্রভু! আমরা সাধারণ সংসারী জীব। আপনাদের মত মহাত্মাকে দর্শন করলেই আমরা নির্মলচিত্ত হ'য়ে যাই" ।।৪৭।।

যদা তু ঘোরং বিপিনং প্রয়াতঃ পিতুর্বচঃ পালনতৎপরোঽয়ম্।
পৌরাস্তদা ত্যক্তনিজান্নপানাঃ ব্রহ্মৈব রামো ননু বিস্মরন্তঃ ॥৪৮॥

অবতারবিচারেষু রামকৃষ্ণাদিকান্ স্মরেৎ।
নরলীলাবিধানার্থমীশ একো নৃরূপধৃক্ ॥৪৯॥

ছদের্জলং যথা বেগাৎ প্রণালীতঃ পতত্যধঃ।
তথৈবাবতরত্যত্র ভগবান্ ভক্তিমার্গতঃ ॥৫০॥

কামকাঞ্চনয়োস্ত্যাগং বিনা স্যান্নাবতারবিৎ।
কথং বৃন্তাক-বিক্রেতা মূল্যং বজ্রমণের্বদেৎ ॥৫১॥

ইহাগতানাং বালানাং নার্থঃ কোঽপ্যন্যসাধনৈঃ।
'কোঽহং কে বা জনা অন্যে জ্ঞাতব্যং দ্বয়মেব তৈঃ ॥৫২॥

যখন শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য ঘোর বনে চলে গিয়েছিলেন, তখন প্রজাগণ তাঁর প্রতি অত্যধিক ভালবাসার জন্য আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ত্যাগ করেছিল, কিন্তু রাম যে স্বয়ং পরব্রহ্ম তা তারা একেবারে ভুলে গিয়েছিল ।।৪৮।।

অবতার সম্বন্ধে বিচার করবার সময় রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতিকে স্মরণ করা উচিত। সেই একমাত্র ভগবানই নরলীলা করবার জন্য মনুষ্যরূপ ধারণ করেন ।।৪৯।।

যেমন ছাদের জল প্রণালীপথে নীচে পতিত হয়, তেমনি ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে ভগবান্ এই সংসারে অবতীর্ণ হন ।।৫০।।

বেগুন-বিক্রেতা হীরার মূল্য যেমন জানেনা, সেইরূপ কামকাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তিও অবতারকে জানতে পারে না ।।৫১।।

যে সকল বালক ভক্ত আমার কাছে এখানে আসে, তাদের অন্য কোন সাধনের আবশ্যকতা নেই। কেননা তাদের দু'টি বিষয় মাত্র জানা দরকার— আমি কে? এবং তারা কে—অর্থাৎ তাদের নিজস্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান হলেই হল ।।৫২।।

আন্তরাঃ কেচিদেতেষু যেষাং মুক্তির্ন ভাবিনী।
বায়ুকোণে ময়াঽপি স্যাৎ কর্তব্যং দেহধারণম্ ॥৫৩॥
ধৃতদেহে লোকহেতোরীশে ভক্তগণা অপি।
দ্বিবিধা বহিরঙ্গাশ্চান্তরঙ্গাশ্চানুযান্তি তম্ ॥৫৪॥
ত্যক্তসংসারবন্ধা যে সেবকাস্তেঽন্তরঙ্গিণঃ।
কুশলং যে প্রপৃচ্ছন্তি বহিরঙ্গাস্ত এব মে ॥৫৫॥
গয়ায়াং জনকং স্বপ্নেঽব্রবীদেবং গদাধরঃ।
অবতীর্ণো ভবিষ্যামি পুত্ররূপেণ তেঽনঘ ॥৫৬॥
তাতেনোক্তং 'দরিদ্রোঽহং সেবিষ্যে ভগবন্ কথম্'।
'সর্বং সম্যগ্‌ভবেদিত্থং জনকং বিষ্ণুরব্রবীৎ ॥৫৭॥

এই বালক ভক্তদের মধ্যে কয়েকজন অন্তরঙ্গ আছে, যাদের মুক্তি হ'বেনা। আমাকেও বায়ুকোণে পুনঃ দেহ-ধারণ করতে হ'বে ।।৫৩।।

লোক-কল্যাণের জন্য যখন ভগবান্ মনুষ্য-দেহ-ধারণ করেন, তখন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় প্রকারের ভক্তেরা তাঁর অনুগমন করে ।।৫৪।।

যে সকল ভক্ত সংসার-বন্ধন ত্যাগ করে আমার সেবাতে ব্রতী হ'য়েছে তারাই অন্তরঙ্গ। আর যারা কেবলমাত্র কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চলে' যায়— তাদেরই (আমার) বহিরঙ্গ ভক্ত বলে' জানবে ।।৫৫।।

আমার বাবা যখন গয়াধামে গিয়েছিলেন তখন স্বপ্নে গদাধর বিষ্ণু তাঁকে দর্শন দিয়ে বলে'ছিলেন,—"হে পুণ্যাত্মা! আমি তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হব" ।।৫৬।।

বাবা ব'ললেন,—"হে ভগবন্! আমি বড় গরীব, কেমন করে' আপনার সেবা করব?" ভগবান্ বিষ্ণু পিতাকে ব'ললেন,—"কোনো ভয় নেই, সব ঠিক হ'য়ে যাবে" ।।৫৭।।

কদাপি সচ্চিদানন্দঃ শরীরাৎ বহিরাগতঃ।
ব্রূতে "পূর্ণোঽবতীর্ণোঽস্মি, লোককল্যাণহেতবে" ॥৫৮॥

সকৃদেব প্রদত্তং চেদ্ সর্বং জ্ঞানং পুনস্তদা।
কিমর্থমাগমিষ্যন্তি সমীপং মম পার্ষদাঃ ॥৫৯॥

ভক্তাঃ সমায়ান্ত্যবতারপার্শ্বং পরস্পরং ভাবিতবন্ধুভাবাঃ।
আকৃষ্যমাণঃ পরিতঃ কুতশ্চিদ্ যথা কলম্বী-ব্রততীপ্রতানঃ ॥৬০॥

"য এব রামোঽস্তি য এব কৃষ্ণোঽধুনা স এবাজনি রামকৃষ্ণঃ"।
বেদান্তদৃষ্ট্যা ন খলূক্তমেতচ্ছিষ্যং যথার্থং ভগবানুবাচ ॥৬১॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং অবতারতত্ত্বং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

কোন সময়ে সচ্চিদানন্দ ভগবান এ শরীরের বাইরে এসে বললেন,—"আমি পূর্ণ ভগবান হ'লেও লোকের কল্যাণের জন্য অবতাররূপে বার বার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকি।" ॥৫৮॥

যদি আমি পূর্ণ জ্ঞান একেবারেই দিয়ে দেই, তা'হলে এই সকল পার্ষদ-ভক্তরা বারবার আমার কাছে কি জন্যে আসবে? ॥৫৯॥

যেমন কলমী শাকের একটি লতাকে টানলে সবগুলি একসঙ্গে এসে যায়, সেইরূপ বন্ধুভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ চারিদিক হ'তে অবতারের কাছে এসে সমবেত হয় ॥৬০॥

"যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ; তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণ হ'য়েছেন। কিন্তু এ কথা বেদান্তের দৃষ্টিতে নয়।" একথা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন ॥৬১॥

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশসাহস্রীর 'অবতারতত্ত্ব' নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ত্যাগোনাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

অধঃস্থিতং বস্ত্বধিগন্তুমাদৌ ত্যাজ্যং কিল স্যাদুপরিস্থিতং যৎ ।
অন্তঃস্থিতেশাধিগমায় ভৌত বাহ্যাবৃতেস্ত্যাগ উপায়ভূতঃ ॥১॥

ত্যাগং বিনেশস্য ভবেন্ন লাভো বচো মদীয়ং শৃণুয়াৎ পরং কঃ ।
বিদন্তি যে তত্ত্বমিদং জনাস্তান্ অহং দিদৃক্ষুঃ সুচিরাৎ স্বতুল্যান্ ॥২॥

বর্দ্ধন্তে বাসনা নিত্যং যাবদেকৈকশোঽহনিশম্ ।
ন ত্যজ্যন্তে তাবদাশা কা শান্তের্ভক্তিবর্ত্মনি ॥৩॥

দশবারান্ মুখেন ত্বং 'গীতা' গীতেতি চেদ্বদেঃ ।
"ত্যাগী ত্যাগী" শ্রুতিঃ শ্রোত্রে গীতাপাঠস্য তৎফলম্ ॥৪॥

যদি এক বস্তুর উপর অন্য বস্তু থাকে আর সেই বস্তু নেবার প্রয়োজন হয় তাহলে উপরের বস্তু সরিয়ে ফেলতে হয়। এরূপ অন্তরস্থিত পরমাত্মাকে লাভ করতে হলে বাহ্য জগতের আবরণ পরিত্যাগ করাই একমাত্র উপায় ।।১।।

এই 'ত্যাগ' বিনা ঈশ্বর-লাভ হয় না। আমার একথা গ্রহণ করবার যোগ্য অধিকারী কে ? যারা এই তত্ত্ব অর্থাৎ ত্যাগের মহিমা জানে ঐ প্রকার ভক্তদের আমি অন্বেষণ করছি ।।২।।

বাসনা নিরন্তর বাড়তে থাকে। যতদিন ঐ সকল বাসনা একটি একটি করে ত্যাগ করা না হয়, ততদিন ভক্তিমার্গে শান্তি লাভের আশা কোথায় ? অর্থাৎ বাসনা ত্যাগেই একমাত্র শান্তি ।।৩।।

যদি তুমি দশবার "গীতা গীতা" শব্দ দ্রুত উচ্চারণ কর, তবে তাগী তাগী শব্দ শোনা যাবে। গীতা পাঠের মর্মার্থ 'ত্যাগ'। এটিই গীতার মর্মার্থ ॥৪।।

যঃ সংসৃতাবনাসক্তঃ কামকাঞ্চননিস্পৃহঃ।
স এব গীতাতত্ত্বজ্ঞঃ স ত্যাগী শুদ্ধভক্তিমান্ ॥৫॥

সম্পূর্ণগীতাগ্রন্থস্য তাৎপর্যং ত্যাগবান্ ভবেঃ।
অতস্তে ত্যাগশীলস্য গীতাপাঠঃ সহায়কৃৎ ॥৬॥

অপি ভাব-সমাধিস্থাৎ সম্যক্ ত্যাগী বিশিষ্যতে।
কিয়ানস্য 'নরেন্দ্র'স্য ত্যাগো নিষ্ঠা মনোবলম্ ॥৭॥

ত্যাগী তু পুরুষঃ কোঽপি কাম-কাঞ্চনবর্জিতঃ।
ঈশাসক্তমনা ধন্যো নিত্যং দিব্যরসং পিবেৎ ॥৮॥

অন্তরেণেশ্বরং নিত্যং নাসৌ কিমপি সেবতে।
বিরজেদ্বিষয়াসক্তেরীশবার্তাসু তৎপরঃ ॥৯॥

যে ব্যক্তি সংসারে আসক্ত নয় এবং ভোগবিলাস ও ধনে নিঃস্পৃহ, সেই ব্যক্তিই গীতা-তত্ত্বজ্ঞ, আর সে-ই ত্যাগী এবং শুদ্ধ ভক্তিমান্ ॥৫॥

সমগ্র গীতাগ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—সকলে ত্যাগী হবে। অতএব ত্যাগী পুরুষের পক্ষে গীতাপাঠ বিশেষ সহায়ক হয় ॥৬॥

ঈশ্বরভাবে তন্ময় হয়ে ভাবসমাধিতে লীন ব্যক্তি অপেক্ষাও ত্যাগী শ্রেষ্ঠ। দেখনা, 'নরেন্দ্রে'র ত্যাগ, নিষ্ঠা ও মনোবল কত বেশী ॥৭॥

কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তাঁর চিত্ত সর্বদা ঈশ্বরে অনুরক্ত থাকে। তিনি ধন্য, কারণ তিনি সর্বদা অলৌকিক দিব্যরস পান করে থাকেন ॥৮॥

ঐরূপ ত্যাগী ব্যক্তি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছুতেই আসক্ত হন না। বিষয়াসক্তিতে বিরক্ত থেকে তিনি নিরন্তর ঈশ্বরীয় বার্তায় নিরত থাকেন ॥৯॥

চিত্তে ন ত্যাগিনঃ কিঞ্চিদ্ভগবচ্চিন্তনাৎ পরম্ ।
সরঘা সুমনঃসংস্থা মধুবর্জং কিমিচ্ছতি ? ॥১০॥

অসাবধানং হি মনো দূরাদ্ বিষয়গামি যৎ ।
সাবধানমতঃ কার্য্যং ন ভয়ং ত্যাগশালিনাম্ ॥১১॥

স্থাপয়েৎ পৃথগাত্মানং ত্যাগী কাঞ্চনকামতঃ ।
ঈশাসক্তমনা নিত্যং সাধনেন সমন্বিতঃ ॥১২॥

সংসারাসক্তচিত্তস্য ক্বচিদেবেশ্বরং প্রতি ।
প্রবৃত্তিমন্মনঃ প্রায়ো বিষয়ানেব সেবতে ॥১৩॥

মক্ষিকোপবিশেৎক্বাপি মিষ্টান্নেঽবকরে ব্রণে ।
তিষ্ঠেৎ পরং মধুন্যেব কেবলং মধুমক্ষিকা ॥১৪॥

ত্যাগী ব্যক্তির মনে ভগবানের চিন্তা ছাড়া অন্য কিছু থাকেনা। যে মৌমাছি সদা ফুলের উপর বসে সে মধু ছেড়ে আর কোন কিছু চায় কি ? ॥১০॥

অসাবধান চিত্ত দূর থেকে বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়, এজন্য সর্বদা চিত্তকে সাবধান ও সংযত রাখা কর্তব্য। ত্যাগীর পক্ষে কোনই ভয় নেই ॥১১॥

ত্যাগী ব্যক্তি কাম-কাঞ্চন থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। তিনি নিজের মনকে সর্বদা ভগবানে সংলগ্ন রাখেন এবং সতত সাধন-ভজন করতে থাকেন ॥১২॥

সংসারাসক্ত ব্যক্তির মন কদাচিৎ ঈশ্বরের দিকে যায়। কারণ সেই মন কেবল বিষয়েরই সেবা করে ॥১৩॥

সাধারণ মাছি মিষ্টান্ন, আবর্জনা ও পচা ঘা প্রভৃতি যে কোনো স্থানে বস্তে পারে, কিন্তু মৌমাছি কেবল মধু-ভরা ফুলেই বসে ॥১৪॥

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মনো বিষয়-কর্দমাৎ।
উদ্ধৃত্যেশ্বরচিন্তায়াং কর্তব্যং কালযাপনম্ ॥১৫॥

যদ্ যদ্ দৃষ্টং শ্রুতং চৈব চিন্তিতং বাখিলং জগৎ।
অর্থকামস্বরূপত্বান্মায়াবরণমেব তৎ ॥১৬॥

মিষ্টাস্বাদোঽস্তু তাম্বূলং তৈলদানং শিরোরুহে।
কিমেতত্ত্যাগতস্ত্যাগঃ কামকাঞ্চনয়োর্মহান্ ॥১৭॥

সাধনে ভজনে সক্তা যে গৃহস্থাঃ সুনির্জনে।
তেষাং মানসিকস্ত্যাগোবাহ্যত্যাগো ন বিদ্যতে ॥১৮॥

অন্তর্বহিশ্চ সন্ন্যাসী ভবেৎ ত্যাগসমন্বিতঃ।
মায়াময়ং জগদ্ দৃষ্ট্বা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥১৯॥

এইজন্য বিশেষ চেষ্টা করে মনকে বিষয়রূপ কর্দম হতে উদ্ধার করা উচিত। তারপর (শান্তভাবে) বিষয়কর্দমমুক্ত মন নিয়ে ভগবদ আরাধনাতে কালযাপন করা কর্তব্য ॥১৫॥

সংসারে যে যে বস্তু দেখা যায়, শোনা যায় কিম্বা যে সকল বিষয় চিন্তা করা যায়, সেই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই অর্থ ও কামরূপ মায়ার আবরণমাত্র ॥১৬॥

মিষ্টান্ন বা পান খাওয়া এবং মাথায় তেলমাখা ইত্যাদি ত্যাগ করাকে প্রকৃত ত্যাগ বলা যায় না। কাম-কাঞ্চন ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ ॥১৭॥

যে গৃহস্থ ব্যক্তি নির্জনে গিয়ে সাধন ভজন করে, তার আন্তর ত্যাগ কেবল মানসিক, তাতে বাহ্যত্যাগ হয় না ॥১৮॥

আন্তরিক ও বাহ্যিক ত্যাগ করলেই লোক প্রকৃত ত্যাগী সন্ন্যাসী হতে পারে। সংসারকে মায়াময় দেখে মনে মনেও তার চিন্তা করা উচিত নয় ॥১৯॥

জ্ঞানং সদসতোঃ সম্যক্ বিবেক ইতি বিশ্রুতঃ।
সাংসারিক-দ্রব্যবৃন্দেঽরতির্বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥২০॥
পরমেতৎ কষ্টসাধ্যং সকৃদেব ন লভ্যতে।
উভয়ং লভ্যতে নিত্যমভ্যাসেন ধ্রুবং নরঃ ॥২১॥
ইচ্ছাবিভবয়োস্ত্যাগো মনসাভ্যাসতো ভবেৎ।
অন্তস্ত্যাগবশান্নূনং বহিস্ত্যাগস্য সম্ভবঃ ॥২২॥
কেবলং মনসা ত্যাগো ন ত্যাগঃ পূর্ণতাং ব্রজেৎ।
সপ্রারব্ধা হি সংস্কারা মার্গে বাধাং প্রকুর্বতে ॥২৩॥
"ভগবচ্চিন্তনাসক্তো মৎসমীপে স্থিতোভবান্।
ভবেন্নিরন্তরং শান্ত্যৈ" ত্যাগী কোঽপ্যুক্তবান্নৃপম্ ॥২৪॥

সৎ ও অসতের সম্যক্ জ্ঞানকেই বিবেক বলা হয়; এবং সাংসারিক বস্তু মাত্রতেই অনাসক্তির নামই বৈরাগ্য ॥২০॥

কিন্তু এ বিবেক-বৈরাগ্য লাভ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, কেবল একবার মাত্র চেষ্টা করলেই তা লাভ করা যায়না। সতত অভ্যাস করলে লোকে এই বিবেক ও বৈরাগ্য নিশ্চয় লাভ করতে পারে ॥২১॥

অভ্যাসের দ্বারাই পুত্রৈষণা ইত্যাদিরূপ বাসনা ও ঐশ্বর্যভোগ মনে ত্যাগ হওয়া সম্ভব। এইরূপ মানসিক ত্যাগে সাফল্য প্রাপ্ত হলেই বাহ্য-ত্যাগ হওয়াও সম্ভব ॥২২॥

কেবল মানসিক ত্যাগে ত্যাগ পূর্ণ হয় না। পূর্ব জন্মের সংস্কাররূপ প্রারব্ধ কর্মও ঐ শুভ পথে বাধা উৎপন্ন করে ॥২৩॥

কোন এক ত্যাগী ব্যক্তি এক রাজাকে বলেছিলেন যে—"তুমি যদি সর্বদা আমার কাছে থেকে ভগবানের ভজন করতে থাক, তবে তুমি শান্তি পেতে পার" ॥২৪॥

"ত্বৎসমীপে স্থিতস্যাপি ভোগান্মুক্তিরসম্ভবা।
কাননে বসতোঽপ্যস্য রাজ্যং মে স্যান্নৃ"পোঽব্রবীৎ ॥২৫॥

প্রায়ো মনুষ্যাশ্চিরশান্তয়েঽস্মিল্লোঁকে চতুর্দিক্ষু নিশং ভ্রমন্তঃ।
শ্রান্তাঃ পরং ভোগধনপ্রসক্তা অন্তে বিপদ্ভাজনতাং প্রয়ান্তি ॥২৬॥

অনেকভোগানুভবানুতপ্তাস্ত্যাগে বিরাগেঽপ্যথদত্তচিত্তাঃ।
ভবন্তি, ভোগেন বিনা কুতঃ স্যুঃ স্বয়ং জনাস্ত্যাগবিচারশীলাঃ ॥২৭॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশ সাহস্র্যাং 'ত্যাগো' নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

একথা শুনে রাজা বললেন—"আপনার কাছে থাকলেও ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব কারণ আমার এখনো অনেক ভোগ বাসনা আছে। আমি বনে থাকলেও সেখানেই আমার রাজ্য স্থাপিত হয়ে যাবে" ॥২৫॥

সাধারণতঃ মানুষ শান্তি ও সুখের সন্ধানে চারিদিকে নিরন্তর ভ্রমণ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং যথার্থ শান্তি না পেয়ে পুনরায় কাম-কাঞ্চনে আসক্ত হয় ও শেষে বিপদাপন্ন হয় ॥২৬॥

বিবিধ-প্রকার ভোগ করার পর লোকের অনুতাপ আসে এবং বৈরাগ্য ও ত্যাগের দিকে মন যায়। সাধারণতঃ এই নিয়ম যে ভোগ বিনা ত্যাগও বিচারশীল হওয়াও সম্ভব নয় ॥২৭॥

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ সাহস্রীতে "ত্যাগ" নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সংসারাশ্রমসাধনানাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অনেকবিঘ্নৈঃ পরিবারিতস্য সংসারসংস্থস্য সুখং ন যোগঃ।
দারিদ্র্যরোগৌ,কলহপ্রিয়াস্ত্রী গৃহেঽতিমূর্খস্তনয়োঽবিধেয়ঃ॥১॥

তথাপ্যুপায়স্তত্রাস্তে নির্জনে প্রার্থনা কচিৎ!
চেষ্টা চ তস্য লাভার্থমত্র কার্য্যা পুনঃ পুনঃ॥২॥

যেন সংসারসম্বন্ধঃ কিঞ্চিৎ কালং ন তে ভবেৎ।
সাংসারিকপ্রসঙ্গেষু নালাপশ্চ জনৈঃ সহ॥৩॥

সাধুভিঃ সহ সংসর্গঃ সাক্ষাৎকারস্য কারণম্।
গৃহেষু বিষয়াসক্তির্বার্তালাপস্তু কেবলম্॥৪॥

সংসারাসক্ত ব্যক্তি অনেক প্রকার বিঘ্নবেষ্টিত থাকে, এরূপ অবস্থায় তার মনে সুখ থাকে না। দারিদ্র্য, রোগ, কলহ-প্রিয়া স্ত্রী, অবাধ্য মূর্খ-পুত্র প্রভৃতিই সেই অশান্তির কারণ॥১॥

এসব সত্ত্বেও সুখশান্তি লাভের উপায় আছে। এ অবস্থায় নির্জন স্থানে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা এবং তাঁকে লাভ করবার জন্য বারংবার চেষ্টা করা উচিত॥২॥

সংসারের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কিছুকাল যেন না থাকে; আর অন্য লোকের সঙ্গেও তার সাংসারিক বিষয়ে কথাবার্তা যেন না হয়॥৩॥

সাধুসঙ্গে থাকলে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হতে পারে, কিন্তু বিষয়াসক্ত হয়ে গৃহে থাক্‌লে কেবল বিষয় সম্বন্ধেই কথাবার্তা হয়ে থাকে॥৪॥

ভবরোগবিনাশার্থং সৎসঙ্গোঽপেক্ষ্যতেঽনিশম্।
ভিষক্‌সাহায্যমপ্রাপ্য কুতো রোগনিবারণম্ ॥৫॥

অনিশং বৈদ্যসঙ্গত্যা নাড়ীজ্ঞানং প্রজায়তে।
বাতপিত্তকফাদীনাং ন্যূনাধিক্যমতিস্তথা ॥৬॥

ঈশ্বরং প্রতি সৎসঙ্গাদ্ অনুরাগোদ্ভবো ভবেৎ।
ক্রমেণ তস্য লাভার্থং ব্যাকুলং জায়তে মনঃ ॥৭॥

সাধুসঙ্গবশাদেব সদসদ্ভেদভাবনা।
ব্রহ্মৈব বস্তু সন্নিত্যং তদ্ভিন্নমসদুচ্যতে ॥৮॥

ভক্ষণে পরবৃক্ষস্য প্রসারিতকরঃ করী।
বার্যো নিষাদিনা, তদ্বন্মনোঽসৎপথগং ত্বয়া ॥৯॥

ভবরোগ নিবারণের জন্য সর্বদা সৎসঙ্গ আবশ্যক। চিকিৎসকের সাহায্য না পেলে রোগ দূর হবে কেমন করে? ।।৫।।

সর্বদা বৈদ্যের সঙ্গে থাকতে থাকতে নাড়ীজ্ঞান এবং বাত-পিত্ত-কফের তারতম্যবোধ হয়ে থাকে ।।৬।।

সৎসঙ্গ করলে ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মে। তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁকে লাভ করবার জন্য মন ব্যাকুল হয় ॥৭॥

সাধুসঙ্গের ফলে সৎ ও অসতের পার্থক্য জানা যায়। এ সংসারে কেবল ব্রহ্মই সত্য এবং নিত্যবস্তু আর সব অসৎ ও অনিত্য ॥৮॥

যেরূপ অন্যের বাগানের গাছ খেতে উদ্যত হাতীকে মাহুত অঙ্কুশের দ্বারা বশীভূত রাখে, সেইরূপ অসৎপথে গমনেচ্ছু মনকে তুমি সর্বদা বিচার দ্বারা সংযত রাখবে ॥৯॥

সাধৌ দৃষ্টে সাধুভাবঃ ফলে দৃষ্টে ভুজিস্পৃহা।
যুবতীদৃষ্টিতঃ কামঃ শান্তয়ে সাধুদর্শনম্ ॥১০॥
জলং শুষ্কং ক্রমেণ স্যাজ্জলপাত্রে পৃথক্ স্থিতে।
সরিদন্তর্গতং যৎ তন্ন শুষ্কং জায়তে জলম্ ॥১১॥
অয়স্তু লোহশালায়াং তপ্তং রক্তং ভবেদ্দৃশম্।
দাহশূন্যমতঃ শান্তং তদেব স্থাপিতং পৃথক্ ॥১২॥
মানসং স্থিতমেকান্তে গচ্ছেদাসক্তিশূন্যতাম্।
অশান্তং সংসৃতৌ মগ্নং জ্বালামালাভিরাকুলম্ ॥১৩॥
সদ্ভিঃ সঙ্গো গুরোঃ সেবা মনসঃ শান্তিকারণম্।
ন চ দোষাবহং তৎ স্যাচ্ছান্তং সৎ সংসৃতৌ স্থিতম্ ॥১৪॥

সাধুদর্শন হলে মনে সাধুভাব উৎপন্ন হয়। ফল দেখলে তা খেতে ইচ্ছা হয়। সুন্দরী যুবতীকে দেখলে মনে ভোগবাসনা জাগে। সুতরাং সাধুদর্শনই শান্তির কারণ ॥১০॥

পাত্রে জল রেখে দিলে তা ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়। আর যদি ঐ জলপাত্র নদীগর্ভে রাখা যায় তবে ঐ জল শুষ্ক হতে পারে না ॥১১॥

কামারশালায় পোড়ানর সময় লোহা অত্যন্ত গরম ও লাল হয়ে যায়, আর যদি ঐ লোহাকে পৃথক্ স্থানে রাখা হয়, তখন তা কিছুকাল পরে ঠাণ্ডা হয়ে যায় ॥১২॥

নির্জনে থাক্‌লে লোকের চিত্ত আসক্তিশূন্য হয়, কিন্তু চিত্ত সংসারে বিষয়াসক্ত হয়ে থাকলে বিষয় চিন্তার জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে ॥১৩॥

সাধুসঙ্গ ও গুরুসেবা দ্বারা মনে শান্তি আসে। যদি সংসারে থেকেও মন শান্ত রাখা যায়, তবে তা দোষের নয় ॥১৪॥

জলেন তুল্যঃ সংসারো মনঃ ক্ষীরসমং পুনঃ।
চেজ্জলে স্থাপিতং ক্ষীরমেকতাং তেন গচ্ছতি ॥১৫॥
দধ্নঃ ক্ষীরবিকারা চেন্নবনীতং পৃথক্ কৃতম্।
অম্ভসি স্থাপিতং ক্বাপি নৈতি তেন সমানতাম্ ॥১৬॥
মানবো নির্বিকারঃ স্যাৎ শুষ্ক পত্রং তরোর্যথা।
পত্রং তয়া দিশা ধাবেৎ বাতি বায়ুর্যয়া দিশা ॥১৭॥
ক্বচিৎ পতেৎ সুখস্থানে সংকরেঽপি পতেৎ ক্বচিৎ।
যত্র ত্বং স্থাপিতস্তেন স্থাতব্যং তত্র পত্রবৎ ॥১৮॥
যদি তৎস্থানতোঽন্যত্র স্থানে সংস্থাপয়েৎ প্রভুঃ।
তস্মিন্নপি ত্বয়া স্থেয়মীশ্বরেচ্ছা বলীয়সী ॥১৯॥

সংসার জলের তুল্য, আর মন দুধের সমান। যদি জলে দুধ ঢেলে দেওয়া যায়, তাহলে উভয়ে এক হয়ে যায় ॥১৫॥

দুধের বিকাররূপ দই থেকে মাখন তুলে নিয়ে জলে রাখলে তা জলের সঙ্গে মেশে না ॥১৬॥

মানুষকে সংসারে বৃক্ষের শুকনো পাতার মত নির্বিকার অবস্থায় থাকতে হবে। বায়ু যে দিকে চালিত করে সে দিকেই শুকনো পাতা যেমন উড়ে যায় (তেমন মানুষকে শ্রীভগবান যে অবস্থাতে রাখেন তাতেই তৃপ্ত থাকা উচিত) ॥১৭॥

কখনো ঐ শুকনো পাতা (বায়ুবাহিত হয়ে) নির্মলস্থানে পতিত হয় আবার কখনো বা তা আবর্জনায় গিয়ে পড়ে (পাতার তাতে কোন বিকার হয়না), সেরূপ ভগবান তোমাকে যেখানে রাখেন সেখানেই শুকনো পাতার মত পড়ে থাকা উচিত ॥১৮॥

যদি ভগবান তোমাকে ঐ ভাল স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে রাখেন, তাহলে সে স্থানেই তোমার শান্ত থাকা উচিত, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছাই বলবতী ॥১৯॥

ধনেন কেবলং লোকো ন মহান্ ভবতি ক্বচিৎ।
হৃদি প্রকাশঃ সর্বত্র লক্ষণং মহতাং মতম্ ॥২০॥
নির্ধনানাং গৃহং তৈলাভাবেন তমসাবৃতম্।
কিন্তু জ্ঞানপ্রকাশেন পূর্ণং তদ্দেহমন্দিরম্ ॥২১॥
একপ্রকারতঃ সর্বৈরন্তে গন্তব্যমেব হি।
কর্মভূমৌ ভবেদ্ বাসো কিয়ন্ত্যেব দিনানি নঃ ॥২২॥
কর্তব্যমেব নঃ কর্ম দেশে দেশে গৃহে গৃহে।
সমাপ্যৈব নিজং কার্যং গন্তব্যং স্বপদং ভবেৎ ॥২৩॥
স্বুবর্ণকারঃ সংগৃহ্য নলিকাব্যজনাদিকম্।
সমাধুক্ষ্য প্রদীপ্যাগ্নিং দ্রাবয়েদ্ধেম যত্নতঃ ॥২৪॥

এ সংসারে কেবল ধনের দ্বারা কেউ মহৎ হতে পারে না। হৃদয়ে সর্বদা আত্মজ্ঞানের প্রকাশই মহতের লক্ষণ ।।২০।।

নির্ধন ব্যক্তির ঘরে তেল না থাকায় প্রদীপের অভাবে ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু সেই নির্ধনেরও যদি ভক্তি থাকে তো তার দেহমন্দির জ্ঞানের প্রকাশে পরিপূর্ণ হতে পারে ।।২১।।

অন্তকালে সকল প্রাণীকেই একই সত্য পথে যেতে হবে। এই কর্মভূমি-রূপ সংসারে (অনন্তকালের তুলনায়) অতি অল্প দিনই আমাদের থাকতে হয় ।।২২।।

আমাদের প্রত্যেককেই নিজ দেশের প্রতি ও গৃহের প্রতি যা কর্তব্য আছে তা করতে হবে। ঐ কার্য শেষ হলে অন্তে সকলকেই নিজ ধামে অর্থাৎ মুক্তিধামে যেতে হবে ।।২৩।।

স্বর্ণকার আগুনে ফুঁৎকার দিয়ে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করার জন্য নল, পাখা প্রভৃতি সংগ্রহ করে তীব্র অগ্নি জ্বালিয়ে সোনাকে দ্রব করে ।।২৪।।

অসমাপিতকর্মাসৌ শ্রমশীকরমণ্ডিতঃ ।
বিরম্য দ্বিগুণোৎসাহঃ কার্যান্তমধিগচ্ছতি ॥২৫॥
বোধপ্রতিজ্ঞে সুদৃঢ়েঽপেক্ষ্যেতে সাধ্যসাধনে ।
করুণাবশতস্তস্য সফলীভবতি শ্রমঃ ॥২৬॥
নামবীজে মহাশক্তিরবিদ্যানাশকারণম্ ।
বীজাঙ্কুরং সমুদ্‌ যাতি দৃঢ়ামুদ্ভিদ্য মৃত্তিকাম্ ॥২৭॥
লোকসঙ্গপ্রসঙ্গেষু দুর্গুণেভ্যঃ স্বরক্ষণে ।
কিঞ্চিত্তমোগুণাপেক্ষা তদনিষ্টধিয়ং বিনা ॥২৮॥
সহস্বয়েশভক্তেনাপবাদোঽসজ্জনৈঃ কৃতঃ ॥
অসজ্জনানাং মধ্যেঽপি শক্যমীশ্বরচিন্তনম্ ॥২৯॥

এইরূপ পাখা চালান ও ফুঁ দিতে দিতে যখন শ্রান্ত হয়ে ঘাম বেরোয়—তখন সে স্বর্ণকার একটু বিশ্রাম নিয়ে পরে দ্বিগুণ উৎসাহে সোনা গলান রূপ কাজ সমাপ্ত করে ।।২৫।।

ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য সাধন করতে হলে সাধ্য বস্তু ও সাধন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবশ্যক এবং তাহলে ভগবানের কৃপায় সাধকের পরিশ্রম সার্থক হয় ।।২৬।।

ভগবানের নামে মহাশক্তি নিহিত আছে এবং উহা দ্বারা অজ্ঞান (অবিদ্যা) নষ্ট হয়। যেমন একটি কোমল বীজাঙ্কুর কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করেও উদ্গমন করে ।।২৭।

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় দুষ্ট লোকের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হ'লে—তাদের অনিষ্ট না করেও কিছুটা তমগুণের প্রকাশ দেখান যেতে পারে ।।২৮।।

ভগবদ্ভক্তের পক্ষে দুষ্ট লোকের অপবাদ ও নিন্দা সহ্য করা উচিত। তাতে তার ভক্তির কোন হানি হবে না। ওরূপ অসৎ লোকের সঙ্গে বাস করেও ভক্তের পক্ষে ভগবানের চিন্তা করা সম্ভব ।।২৯।।

মুনয়ো ব্যাঘ্রভল্লুকৈর্হিংস্রৈঃ পশুভিরাবৃতাঃ ।
ঈশচিন্তাপরা হ্যাসন্ শান্ত্যা কাননবাসিনঃ ॥৩০॥
উপেক্ষমাণো বুক্কারান্ শুনাং তদনুসারিণাম্ ।
গচ্ছত্যেব গজো, লোকনিন্দোপেক্ষ্যা ত্বয়া তথা ॥৩১॥
আদাবীশ্বরসংপ্রাপ্তির্জীবসেবাদিকং পুনঃ ।
চিত্তশুদ্ধ্যর্থমেব স্যাদীশপ্রাপ্তিসহায়কম্ ॥৩২॥
তাবৎ কুটুম্বচিন্তা তে যাবন্নোদ্যমিনঃ সুতাঃ ।
স্বভক্ষ্যার্জনযোগ্যা হি ত্যজ্যন্তে শিশবোহণ্ডজৈঃ ॥৩৩॥
উক্তং চৈতন্যদেবেন দয়া জীবেষু, কীর্তনম্ ।
বৈষ্ণবানাং তথা সেবা কার্যং সংসারিণামিদম্ ॥৩৪॥

বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সঙ্গে একত্র বাস করে মুনিঋষিরা শান্তিতে বনে বাস করে ভগচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন ।।৩০।।

অনুসরণকারী কুকুর প্রভৃতি পশুদের চীৎকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে হাতী যেমন এগিয়ে চলে যায়, সেরূপ তোমার পক্ষেও লোকনিন্দা উপেক্ষা করা উচিত ।।৩১।।

প্রথমেই ঈশ্বর-লাভের চেষ্টা করা উচিত । জীবসেবা প্রভৃতি কার্য চিত্তশুদ্ধির জন্যই প্রয়োজন । এবং ঐ সব সৎকার্য ঈশ্বর লাভের সহায়করূপে করণীয় ।।৩২।।

যতদিন পরিজনবর্গ উপার্জনক্ষম না হয়, ততদিন তাদের ভরণপোষণের চিন্তা করা উচিত । তারপরে তাদের স্বাবলম্বী হতে দেওয়াই ভাল, যেমন পাখীরা বাচ্চা উড়ে খাদ্যসংগ্রহ করতে পারলেই তাদের ত্যাগ করে ।।৩৩।।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন—জীবে দয়া, ভগবানের নামকীর্তন এবং বিষ্ণুভক্তদের সেবা—এই তিনটি কাজ সংসারাশ্রমীদের অবশ্য কর্তব্য ।।৩৪।।

গণিকাপ্যাকুলস্বান্তা ভবাদাত্মানমুদ্ধরেৎ।
'নাতঃ পরং' বদন্তীত্থং কেবলং হরিনামতঃ ॥৩৫॥
কামা নাদৃশ্যতাং যান্তি ভগবদ্দর্শনং বিনা।
ঈশে দৃষ্টে স্পৃহাল্পা তে প্রারব্ধান্নাস্তি দোষভাক্ ॥৩৬॥
ক্বচিচ্চেৎ কুৎসিতো ভাবঃ সমুদেতি হৃদি ক্ষণম্।
হরিং সংস্মৃত্য নিষ্কাস্যো স বহির্মলমূত্রবৎ ॥৩৭॥
আহারশুদ্ধ্যাচারেষু যাবদাবশ্যকং চরেৎ।
ন জ্ঞানং দীর্ঘসূত্রে স্যাৎ অতি সর্বত্র বর্জয়েৎ ॥৩৮॥
হস্তে ধৃতদৃতিং কশ্চিৎ জলদানোদ্যতং জনম্।
তৃষ্ণাকুলোঽব্রবীৎ কশ্চিৎ "পাত্রং চর্মময়ং তব" ॥৩৯॥

পাপকর্মা গণিকা ও নিজেকে উদ্ধার করতে পারে যদি সে অনুতপ্ত হয়ে বলে যে আর এমন কাজ করব না এবং যদি সে কেবল ভগবানের নাম করতে থাকে ।।৩৫।।

ভগবদ্দর্শন বিনা কামনা-বাসনা নষ্ট হয় না। ভগবানকে দর্শনের পরও প্রারব্ধবশতঃ যদি ক্ষুদ্র বাসনা থাকে, তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না ॥ ৩৬।।

যদি কখনো মনে কুভাব উৎপন্ন হয় তো শ্রীভগবানকে স্মরণ করে, (শরীর হতে) মলমূত্র ত্যাগের মত, ঐসব কুভাবনা মন থেকে বের করে দিতে হয় ।।৩৭।।

পানাহার, দেহশুদ্ধি ও আচার-বিচার যতটা আবশ্যক ততটাই করা উচিত। সর্বত্র দীর্ঘসূত্রী—অর্থাৎ অতিভাব বর্জন করা কর্তব্য। দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞানের লক্ষণ নয়, অতএব ত্যাগ করা উচিত ॥৩৮।।

কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি মশক হাতে নিয়ে জলদানে উদ্যত ভিস্তিকে বলল যে তোমার মশক চামড়ার তৈরী, আমি এ জল কি করে খাই ?৩৯॥

তৃষ্ণার্তং দৃতিমানাহ "মৎপাত্রং পশ্য নির্মলম্।
অপবিত্রং তু তে পাত্রং মলমূত্রাদিসংকুলম্" ॥৪০॥

মানসং নির্মলীকর্তুং কার্যমেকাদশীব্রতম্।
যাতে বয়সি সংসারত্যাগেনেশ্বরচিন্তনম্ ॥৪১॥

অপরৈঃ সহ সংগম্য প্রেমভাবং প্রদর্শয়।
একীভূয়েব বর্তেথাস্ত্যক্ত্বা বিদ্বেষভাবনাম্ ॥৪২॥

সাকারাং মন্যতেঽয়ং না ন নিরাকারমীশ্বরম্।
অয়ং পুনর্নিরাকারং তং, সাকারবিরোধবান্ ॥৪৩॥

অয়ং হিন্দুরয়ং মৌহম্মদঃ খ্রিস্তমতস্ত্বয়ম্।
ঘৃণাভাবেন মাদ্রাক্ষীর্নাসাসংকোচপূর্বকম্ ॥৪৪॥

ঐ মশকধারী তৃষ্ণার্ত লোকটিকে বলল—"আমার পাত্রটি দেখ, কত নির্মল! মলমূত্রাদিপূর্ণ তোমার (দেহ) পাত্রই অপবিত্র" ॥৪০॥

মনকে পবিত্র করতে হলে একাদশী-ব্রত উপবাস করা উচিত; তেমনি বয়স বেশী হলে সংসার চিন্তা ছেড়ে একমাত্র ঈশ্বর চিন্তা করা আবশ্যক ॥৪১॥

অন্য লোকের সঙ্গে মিশে ভালবাসা দেখাও। বিদ্বেষভাবে পরিত্যাগ ক'রে সকলের সঙ্গে একত্র হয়ে সদ্ভাবে থাকতে চেষ্টা কর ॥৪২॥

একব্যক্তি ঈশ্বর সাকারই মনে করে, তিনি যে নিরাকার তা বিশ্বাস করেনা। অন্যলোক ঈশ্বরকে নিরাকার মনে করে এবং সাকারভাব বিরোধ-দৃষ্টিতে দেখে ॥৪৩॥

এ হিন্দু, এ মুসলমান আর সে খৃষ্টান্—অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি এরূপ ঘৃণাভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করে দেখা উচিত নয় ॥৪৪॥

পৃথক্প্রকৃতিরেতেষামেকীভাবোঽস্ত তৈস্তব ।
যেনাগারগতৈঃ শান্তিরানন্দশ্চানুভূয়তে ॥৪৫॥

গোপেন গোচরং নীতা গাবো নৈকীভবন্তি কিম্ ।
সায়ং গৃহং তু গচ্ছন্ত্যঃ পুনর্যান্তি পৃথক্ পৃথক্ ॥৪৬॥

ন প্রয়ান্তি সুখেনাশু কামক্রোধাদয়োঽরয়ঃ ।
উপায়স্তত্র তানন্যৈর্মার্গৈর্লোকঃ প্রবাহয়েৎ ॥৪৭॥

ঈশ্বরাপ্তৌ স্পৃহা কার্যা ভবেৎ সচ্চিৎসুখে রতিঃ ।
ন প্রয়াতি যদি ক্রোধো ভক্ত্যমর্ষং সমাশ্রয় ॥৪৮॥

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের সঙ্গে একত্রবাস সম্ভব হতে পারে। এভাবে পরস্পরে মিলেমিশে থাকলে সকলের পক্ষেই নিজ নিজ গৃহে শান্তি ও আনন্দ সম্ভোগ করা সম্ভব ॥৪৫॥

গোয়ালারা মাঠে গরু চরাতে নিয়ে যায়। সেখানে অনেক লোকের গরু একসঙ্গে চরে বেড়ায় না কি? তারপর সন্ধ্যাকালে ঐ গরুগুলি আবার আলাদা হয়ে নিজ নিজ বাড়ি চলে যায় ॥৪৬॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপু সহজে কখনো নষ্ট হয় না। এ জন্য সকল রিপুর মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে অন্য পথে চালিত করার চেষ্টা করা উচিত ॥৪৭॥

ভগবান-লাভের জন্যই কামনা করা কর্তব্য, আবার তেমনি সচ্চিদানন্দ ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হওয়া উচিত। যদি ক্রোধ যেতে না চায়, তো ঐ ক্রোধকে ভক্তির ক্রোধে রূপান্তরিত কর ॥৪৮॥

"আঃ ! কথং চণ্ডিকানাম্না নোদ্ধারোঽদ্যাপি জায়তে ।
কিং ময়া চরিতং পাপং কিং মে বন্ধন-কারণম্" ॥৪৯॥
লোভোঽপীশ্বরলাভেঽস্তু মোহোঽস্ত্বীশস্বরূপতঃ ।
'নিত্যমীশ্বরদাসোঽহমাত্মজোঽপি প্রভোরহম্ ॥৫০॥
"পুণ্যবানস্মি তদ্ভক্ত্যা ধন্যোঽহং নাস্তি মৎসমঃ ।"
ষণ্ণামেবং রিপূণাং ত্বমধ্বানং পরিবর্তয় ॥৫১॥
ভক্তিমার্গেনাপি লভ্যস্তন্নামগুণকীর্তনাৎ ।
নাত্রেন্দ্রিয়জয়ে চিন্তা রিপুনাশঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥৫২॥
অনুরাগস্বরূপেণ ব্যাঘ্রেণাশু স্বয়ং হতাঃ ।
মুখং ব্যাদায় ভক্ষ্যন্তে কামক্রোধাদয়ো মৃগাঃ ॥৫৩॥

(ঐ ক্রোধ এইরূপ) আঃ ! এ কেমন হল, দুর্গানাম জপ করেও আমার উদ্ধার হল না? আমি এমন কি পাপ করেছি, আমার বন্ধনের কি কারণ হতে পারে? ৪৯॥

লোভও ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য করা উচিত। শ্রীভগবানের অনিন্দ্যসুন্দর রূপের প্রতি মোহ হওয়া কর্তব্য। আমি সদা ঈশ্বরের দাস এবং তাঁর সন্তান—এরূপ ভাবনা কল্যাণের কারণ হয় ॥৫০॥

"তাঁকে ভক্তি করে আমি পুণ্যবান ও ধন্য হয়েছি, আমার সমান আর কেউ নেই," এরূপ মাৎসর্য ভাব থাকা ভাল। এভাবে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য এই ষড়রিপুর গতিপথ পরিবর্তন করে দাও ॥৫১॥

ভক্তিভাবে তাঁর নামগুণকীর্তন করলে ভগবৎপ্রাপ্তি হতে পারে। এ পথে ইন্দ্রিয়-জয়ের চিন্তা করবার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবানের নাম করলে ইন্দ্রিয়-জয় আপনা-আপনি হয়ে যায় ।।৫২।।

ভগবানে অনুরাগরূপী ব্যাঘ্র কাম ক্রোধাদিরূপ হরিণদের মুখব্যাদান করে খেয়ে ফেলে ।।৫৩।।

সহজঃ প্রেমমার্গেঽস্মিন্নান্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।
ন রোচতে নরায়াত্র বিষয়াণাং সুখং যতঃ ॥৫৪॥
কুপথে তু প্রবৃত্তস্য সন্মার্গে দুষ্করং গতম্ ।
গুরূপদেশঃ শ্রোতব্যঃ সর্বেষাং মুক্তিরিষ্যতে ॥৫৫॥
নেয়ং মুক্তিঃ পরং সিদ্ধ্যেদ্ একস্মিন্নেব জন্মনি ।
অনেকজন্মনামন্তে প্রাপ্যতে সা পরা গতিঃ ।৫৬॥
গুর্জর্যাতু যথা যান্ত্যা বহন্ত্যা সজলাং ঘটীম্ ।
আলপন্ত্যা হসন্ত্যা চ দীর্ঘাভ্যাসেন গম্যতে ॥৫৭॥
জনকঃ কর্মসক্তোঽভূদ্ ধ্যায়ন্নপি মহেশ্বরম্ ।
এবমীশপদাসক্তো সংসারস্থো ন লিপ্যতে ॥৫৮॥

এই রাগাত্মিকা ভক্তিমার্গে বা প্রেমমার্গে অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ সহজে হয়ে যায়। কারণ এরূপ ভক্তের মনে বিষয়সুখ কোনপ্রকার আনন্দ দিতে পারে না ॥৫৪॥

অসৎ পথে চলে চলে পরে সৎ পথে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। গুরুর উপদেশ শোনা উচিত। সকলের জন্যই মুক্তির পথ খোলা আছে ॥৫৫॥

কিন্তু কেবল এক জন্মেই মুক্তি পাওয়া যায় না। অনেক জন্মের সাধনায় মুক্তিরূপ পরমগতি লাভ হয় ॥৫৬॥

যেরূপ গুজরাট দেশের অর্থাৎ সৌরাষ্ট্রের স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘ অভ্যাসের ফলস্বরূপ জলপূর্ণ অনেক কলসী উপরে উপরে মাথায় নিয়ে হাসতে হাসতে ও কথা বলতে বলতে আনন্দে নিজ গৃহে চলে যায়, তেমনি সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের ভিতর ও দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে শ্রীভগবানে মন রাখা সম্ভব ॥৫৭॥

রাজা জনক ভগবানের ধ্যান-ভজনাদি করেও রাজকার্যাদি পরিচালনা করতেন, তদ্রূপ ভগবানের চরণকমলে অনুরক্ত ব্যক্তি সংসারে থেকেও তাতে আসক্ত হয় না ॥৫৮॥

'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি' জ্ঞানমাপ্নোতি মানবঃ।
সংসৃতিঃ কর্মণো ভূমিঃ কর্ম চাকামমাচরেৎ ॥৫৯॥
কিং কার্যং কিমকার্যং চ জ্ঞেয়ং সদ্গুরুশাসনাৎ।
ধ্রুবং মনোমলো নশ্যেৎ কর্মাচরণতঃ শনৈঃ ॥৬০॥
ভিষগ্বরো গদং হন্তুং দদাত্যৌষধমুত্তমম্।
যাবন্ন রোগী নীরোগস্তাবদ্ বৈদ্যো ন তং ত্যজেৎ ॥৬১॥
মনো দোষাৎ ক্ষতির্যাস্তে সংসারস্থস্য নিত্যশঃ।
সা ক্ষতিঃ পূর্যতে সম্যক্ সন্ন্যাসাশ্রয়তঃ পুনঃ ॥৬২॥
জনকাৎ প্রথমং জন্ম দ্বিতীয়মুপনায়নাৎ।
সংন্যাসেন তৃতীয়ং চ ত্রিবিধং জন্ম জীবনে ॥৬৩॥

সংসারে কর্ম করতে করতেও মানুষ পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। কারণ সংসার কর্মভূমি; পরন্তু সংসারের যাবতীয় কর্মই নিষ্কাম ভাবে করা চাই ॥৫৯॥

সদ্গুরুর উপদেশে কর্ম ও অকর্মের জ্ঞান হয়ে থাকে। সৎকর্ম করতে করতে ধীরে ধীরে মনের ময়লা নিশ্চয়ই দূর হয়ে যায় ॥৬০॥

শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রোগমুক্তির জন্য উত্তম ঔষধ দেন। যতদিন পর্যন্ত রোগী নীরোগ না হয়, ততদিন ঐ চিকিৎসক রোগীকে পরিত্যাগ করেন না ॥৬১॥

সংসারী লোকের পাপচিন্তারূপ মনের দোষে সর্বদা যে ক্ষতি হয়, সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে সন্ন্যাসী হলে ঐ ক্ষতির সম্যক্ পূরণ হয়ে থাকে ॥৬২॥

মানব জীবনে তিন প্রকার জন্ম হয়ে থাকে—প্রথম জন্ম পিতামাতা হতে, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন সংস্কারে আর তৃতীয় জন্ম সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করলে হয়ে থাকে ॥৬৩॥

সত্যং নিখিলভূতানাং হৃদয়স্থোজনার্দনঃ।
তথাপি সজ্জনৈঃ সঙ্গঃ কর্তব্যো ন তু দুর্জনৈঃ ॥৬৪॥
গজং নারায়ণং মত্বা কস্তস্যালিঙ্গনে রতঃ।
যো ব্রূতেঽ'তঃ পলায়স্ব' তস্মিন্নপি ন কিং হরিঃ ? ॥৬৫॥
আপো নারায়ণঃ সত্যং পূজায়াং পাত্রমার্জনে।
বাসসাং ক্ষালনে কিন্তু ভিন্নং জলমপেক্ষ্যতে ॥৬৬॥
ভক্তাভক্তৌ সাধ্বসাধূ উভৌ নারায়ণাত্মকৌ।
তথাপি সাধুভির্ভক্তৈরিষ্টঃ সঙ্গো ন দুর্জনৈঃ ॥৬৭॥
অভীষ্টা সঙ্গতিঃ কৈশ্চিৎ বার্তালাপশ্চ কৈরপি।
ক্বচিৎ সোঽপীষ্যতে বর্জ্যো ন সর্বৈঃ সর্বদৈকতা ॥৬৮॥

একথা সত্য যে (সৎ-অসৎ) সকল প্রকার জীবের হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন। কিন্তু আমাদের কেবল সৎলোকের সঙ্গই করা কর্তব্য, অসৎলোকের সঙ্গ করা উচিত নয় ।।৬৪।।

হাতীকে নারায়ণ মনে করে কে তাকে আলিঙ্গন করে ? মত্তহস্তী সামনে এলে মাহুত যে 'পালিয়ে যাও' বলে তার ভিতরও তো নারায়ণ আছেন, তার কথাও মানতে হয় ॥৬৫॥

জল নারায়ণ-স্বরূপ—একথা সত্য জেনেও—একই জল সব কাজে লাগান যায় না। (সেজন্যই) পূজা, বাসন মাজা, এবং কাপড় কাচার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জল ব্যবহার করা হয় ॥৬৬॥

ভক্ত অভক্ত, সাধু অসাধু সবই নারায়ণস্বরূপ। তাহলেও সাধু ও ভক্তদের সঙ্গেই সম্বন্ধ রাখা উচিত, দুর্জনের সঙ্গে নয় ।।৬৭।।

সংসারে কোন কোন লোকের সঙ্গে মিত্রতা করলেও ক্ষতির আশঙ্কা নেই, আবার কোন কোন লোকের সঙ্গে কেবল কথা বলা চলে, আবার এমন লোকও সংসারে আছে যাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও অনিষ্টকর। অতএব সকলের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় ।।৬৮।।

আগত্য বিষয়াসক্তাঃ শংসন্তি স্তুতিপাঠকাঃ ।
"ভবানেবাত্র তু ধ্যান-দান-জ্ঞান-পরায়ণঃ" ॥৬৯॥
পরং তেষাং স্তুতিঃ শীর্ষে দণ্ডাঘাতো বিভাব্যতাম্ ।
আয়ান্তি তে সমন্তাদ্ধি গৃধ্রাদ্যাঃ কুণপং যথা ॥৭০॥
ঈশলাভপথে বিঘ্নং যা করোতি ন সা প্রসূঃ ।
ন ভবেৎ কোঽপি দোষস্তদ্‌বচনাশ্রবণে তব ॥৭১॥
নাপি দোষো গুরোর্বাক্যলঙ্ঘনে ভগবৎকৃতে ।
লঙ্ঘিতং ভরতেনাসীদ্ রামার্থং জননীবচঃ ॥৭২॥
গোপ্যো ন মেনিরে বাক্যং পতীনাং কৃষ্ণদর্শনে ।
হরিহেতোর্ন শুশ্রাব প্রহ্লাদো বচনং পিতুঃ ॥৭৩॥

বিষয়াসক্ত ও স্বার্থপর খোসামুদে লোক তোমার কাছে এসে প্রশংসা করে বলবে যে আপনিই একমাত্র সংসারে দানী ধ্যানী ও জ্ঞানী ব্যক্তি ।।৬৯।।

কিন্তু তাদের এরূপ স্তুতিবাক্যে তোমার মনে করা উচিত যে, যেন তোমার মাথায় লাঠীর আঘাত পড়ল। শকুনি প্রভৃতি পক্ষী যেমন মড়ার দিকেই যায় তেমনি এসব স্বার্থপর স্তুতিকারী লোকও নিজস্বার্থসিদ্ধির জন্য চারদিক থেকে তোমার কাছে আসে ।।৭০।।

যে মাতা পুত্রকে ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে যেতে বাধা দেন, সে মা মাই নন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁর কথা না শুনলে তোমার কোন দোষ হবে না ।।৭১।।

তেমনি ভগবানের পথে যেতে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করলেও কোন ক্ষতি হয় না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জন্য ভরত নিজ জননীর বাক্য লঙ্ঘন করেছিলেন ।।৭২।।

শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য গোপীরা পতিদের নিষেধ মানেন নি। ভগবানের জন্য ভক্তপ্রহ্লাদ পিতার বাক্য শোনেন নি ।।৭৩।।

গুরোঃ শুক্রস্য বচনং বামনপ্রীতয়ে বলিঃ।
তিরশ্চক্রেঽথ রামার্থং ভ্রাতৃবাক্যং বিভীষণঃ ॥৭৪॥

"মা গা ঈশ্বরমার্গেণ" বর্জয়িত্বা ত্বিদং বচঃ।
শ্রোতব্যং সর্বমন্যত্তে প্রাপ্তিঃ সর্বোত্তমা হরেঃ ॥৭৫॥

ঋষীণাং পিতৃদেবানামৃণৈর্মর্ত্যোঽত্র জায়তে।
ঋণদ্বয়ং তথৈবান্যৎ জননীপরিবারয়োঃ ॥৭৬॥

পরিবারস্য ভার্যায়া উপবাসেন মানবঃ।
ইচ্ছেদাত্মহিতং যস্তু সোঽধমঃ প্রোচ্যতে গৃহী ॥৭৭॥

জীবনং সফলং সূনো ঋণে মাতুরপাকৃতে।
ত্যক্তসঙ্গোঽপি চৈতন্যপ্রভুরানর্চ মাতরম্ ॥৭৮॥

রাজা বলি ভগবান বামনকে প্রসন্ন করার জন্য গুরু শুক্রাচার্যের বাক্য অগ্রাহ্য করেছিলেন। বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য বড় ভাই রাবণের কথা অমান্য করেন ॥৭৪॥

"ঈশ্বর লাভের পথে যেও না"—একথা ছাড়া গুরুজনের আর সকল কথাই শুনবে। কেন না ভগবান-লাভ সকল কর্মের শ্রেষ্ঠ ॥৭৫॥

সংসারে মানুষ ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তা ছাড়া মাতৃঋন ও পরিবারকুটুম্বঋন নামক আরো দুটি ঋণও আছে ॥৭৬॥

যে লোক নিজ স্ত্রী ও পরিজনবর্গকে উপবাসী রেখেও নিজ উদরপূর্তিরূপ কল্যাণ চায়, তাকে অধম গৃহী বলা হয়েছে ॥৭৭॥

(শুধু) মাতৃ-ঋণ পরিশোধ করতে পারলেও পুত্রের জীবন সফল হতে পারে। চৈতন্যদেব সর্বসঙ্গ-পরিত্যাগী হয়েও নিজ জননীর সেবা-পূজা করেছিলেন ॥৭৮॥

আত্মা বৈ জায়তে পুত্রো ন ভেদঃ পিতৃপুত্রয়োঃ ।
পুত্ররূপেণ যো ভক্তো ভোগী স পিতৃরূপতঃ ॥৭৯॥

সচ্চরিত্রসুতপ্রাপ্তিঃ পিতুঃ পুণ্যস্য লক্ষণম্ ।
কর্তুং পুণ্যফলং যদ্বৎ শুদ্ধং পুষ্করিণীজলম্ ॥৮০॥

শিবপূজারতা লোকাঃ পুষ্পচন্দনতৎপরাঃ ।
ক্রোধহিংসাকুবুদ্ধিভ্যো মোচয়েয়ুঃ স্বমানসম্ ॥৮১॥

জননী যাবদাস্তেঽত্র তাবত্তৎপোষণাদিকম্ ।
চিন্তনীয়ং কুটুম্বস্য ভারো হি নিহিতস্ত্বয়ি ॥৮২॥

পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন ; এজন্য পিতা ও পুত্রের কোন ভেদ নেই। ঐ পিতাই পুত্ররূপে পিতৃভক্ত হয় এবং ঐ আত্মাই পিতারূপে পুত্রোৎপাদনের কারণ হয় ।।৭৯।।

সচ্চরিত্র পুত্র লাভ করা পিতার পূর্বজন্মের পুণ্যফলেই সম্ভব হয়। যদি কোন পুকুরের জল নির্মল হয় তবে তা খননকারীর পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যফলে হয়েছে বলা হয়ে থাকে ।।৮০।।

যে লোক শিবপূজায় রত থাকে তাদের ফুল-চন্দনাদি সংগ্রহ করতেই অনেক সময় কেটে যায়। তার ফলে তারা নিজ নিজ অন্তঃকরণ ক্রোধ হিংসাদি কুবাসনা থেকে মুক্ত রাখতে পারে ।।৮১।।

যতদিন পর্যন্ত গর্ভধারিণী জননী জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁর ভরণ-পোষণের চিন্তা করা উচিত ; এবং সমস্ত পরিজনবর্গের পালন-পোষণের ভারও তোমারি উপর রয়েছে, তাদের সম্বন্ধেও চিন্তা করা কর্তব্য ।।৮২।।

ঈশ্বরো ধারয়েদ্ভারং ত্বয়ি বোঢ়ুমনীশ্বরে।
ভক্তানামসমর্থানাং যোগক্ষেমৌ বহেৎ প্রভুঃ ॥৮৩॥
পিত্রোস্ত্যাগো ন কর্তব্যঃ সর্বাবস্থাসু সূনুনা।
অপ্রসন্নৌ যদি স্যাতাং তৌ, তে ধর্মো বৃথা ভবেৎ ॥৮৪॥
নশ্যদ্ধনং বাদ-কুপুত্র-চোর-বৈদ্যাদিমার্গৈঃ খলু রক্ষণীয়ম্।
ত্যাগেন পাত্রে পুরুষার্থসিদ্ধ্যৈ জলং তড়াগস্য যথা প্রণাল্যা ॥৮৫॥
পুত্রাদিষ্বধিকা প্রীতির্নেষ্টা গার্হস্থ্যজীবনে।
ঈশ্বরীয়কথাসঙ্গাচ্ছান্তিস্তত্রাধিগম্যতে ॥৮৬॥
প্রথমং নাবমারোহেদবরোহেত্ততোঽন্ততঃ।
দ্রষ্টব্যং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রমাদাদ্ বিস্মৃতং কিমু ॥৮৭॥

নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তা-পরায়ণ ভক্তের ভার স্বয়ং ঈশ্বরই বহন করেন। ঐ সকল অনন্য ভক্তদের যোগ ও ক্ষেম এর সব দায়িত্ব শ্রীপ্রভুই গ্রহণ করেন—গীতাতেও বলা হয়েছে ।।৮৩।।

কোন অবস্থাতেই পিতা-মাতাকে ত্যাগ করা পুত্রের কর্তব্য নয়। যদি তাঁরা অসন্তুষ্ট হন তা হলে তোমার সব ধর্ম-কর্মই নিষ্ফল হবে ।।৮৪।।

কলহ, কুপুত্র, চোর, কুচিকিৎসক প্রভৃতি ধননাশের কারণ, সুতরাং এদের হাত থেকে সর্বতোভাবে ধন রক্ষা করা উচিত। যেমন পুকুরের জল নালা কেটে শস্য উৎপাদনের জন্য ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া হয়—তেমনি সর্বোত্তম পুরুষার্থ লাভের জন্য সৎপাত্রে ঐ ধন দান করা কর্তব্য ।।৮৫।।

গার্হস্থ্য-জীবনে পুত্র-কলত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহ ভাল নয়। এই গৃহস্থাশ্রমেই ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গ দ্বারা মনে শান্তি লাভ সম্ভব ।।৮৬।।

নৌকা প্রভৃতি যানে সকলের প্রথমে উঠবে ও সর্বশেষে ঐ যান থেকে নামবে। কোন জিনিস পড়ে রইল কিনা তা দেখে নেওয়া দরকার ।।৮৭।।

ভবেৎ সর্বত্র কুশলং সুকৃতিন্যাগতে গৃহম্।
কুৎসিতে পরমায়াতে জায়তে সর্বতোঽশুভম্॥৮৮॥
"অসাধ্বন্নগ্রহঃ শীর্ষশূলদো" নানকোঽব্রবীৎ।
অসদ্‌ব্যাপারতঃ প্রাপ্তং ন যচ্ছেৎ সাধবে ধনম্॥৮৯॥
গুরুস্তু সচ্চিদানন্দো ন মন্তব্যঃ স মানুষঃ।
মন্ত্রসিদ্ধিরনেনৈব বিশ্বাসঃ সিদ্ধি-কারণম্॥৯০॥
শিষ্যঃ শূদ্রোপ্যেকলব্যো বিশ্বাসেনৈব মানসে।
দ্রোণং সম্পূজ্য মৃন্মূর্তৌ ধনুর্বিদ্যাচণোঽজনি॥৯১॥
বণিগ্‌ভ্যঃ ক্রীতবস্তূনি বীক্ষ্য মূল্যং সমর্পয়েৎ।
প্রতারণা তচ্ছদ্মেষু তে সর্বে ন হি ধার্মিকাঃ॥৯২॥

পুণ্যবান লোক গৃহে পদার্পণ করলে তার ফলে সর্বত্র মঙ্গলই হয়ে থাকে। আর যদি কোনো দুষ্ট লোক ঘরে আসে, তো সবদিকেই অশুভের আশঙ্কা হয়॥৮৮॥

সাধু নানক বলেছিলেন "দুষ্ট লোকের অন্ন গ্রহণ করলে মাথাধরার মত কষ্ট হয়,"। অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ সাধুসেবায় দেওয়া উচিত নয়॥৮৯॥

গুরু সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁকে মানুষ মনে করবে না। কারণ তাঁর সাহায্যে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে অর্থাৎ জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর-বুদ্ধিতে গুরুর উপর পূর্ণ বিশ্বাস দ্বারাই জীবনে সিদ্ধিলাভ সম্ভব॥৯০॥

একলব্য নামক শূদ্র শিষ্য মনের ঐকান্তিক বিশ্বাসের বলেই দ্রোণাচার্যের মৃন্ময়ী মূর্তি পূজা করেও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিল॥৯১॥

বেনের দোকান থেকে কোন জিনিষ কিনে তা ভাল করে দেখে নিয়ে তার দাম দেওয়া উচিত। কারণ তারা প্রতারণা করে; বণিকরা সকলেই ধার্মিক হয় না॥৯২॥

ধূমাবতী ষোড়শী চ তারাথ ভুবনেশ্বরী।
এতা গৃহেষূগ্রকাল্যো ন রক্ষ্যাঃ পূজনং বিনা ॥৯৩॥
চিরং যত্র তপোধ্যানজপোপাস্তিপরা নরাঃ।
তত্রেশ্বরীয়ভাবানাং রাশিস্তস্যামলা চ ভা ॥৯৪॥
পুরা তীর্থেষু সদ্-ভক্তা সিদ্ধা ঈশ্বরমীক্ষিতুম্।
আগত্য ত্যক্তসর্বস্বাদর্শনানন্দমাপ্নুবন্ ॥৯৫॥
ইতরস্থানতস্তীর্থান্যূচুর্গুরুতরাণ্যতঃ।
সর্বত্রাবস্থিতেঽপীশে তৎকান্তিস্তত্র ভূয়সী ॥৯৬॥
সর্বত্র ভুমি-খননে জলং যদ্যপি লভ্যতে।
হ্রদপুষ্করসান্নিধ্যে প্রাপ্যমল্পপ্রযত্নতঃ ॥৯৭॥

দশমহাবিদ্যার মধ্যে ধূমাবতী, ষোড়শী, তারা ও ভুবনেশ্বরী এঁরা চার জন উগ্রকালীমূর্তি; গৃহে রাখলে অবশ্য এঁদের পূজা করা উচিত (পূজা না করলে গৃহস্থের তাতে অনিষ্ট হয়) ॥৯৩॥

যে স্থানে লোকে বহুদিন পর্যন্ত তপস্যা, ধ্যান, জপ ও উপাসনা ইত্যাদি করে থাকে, সেখানে ঈশ্বরীয় ভাব বিশেষরূপে প্রকটিত হয় এবং সেখানে ভগবানের পবিত্র প্রভাবও উপলব্ধ হয়ে থাকে ॥৯৪॥

প্রাচীনকালে সাধু মহাত্মা ও ভক্তগণ ভগবান-লাভেরজন্য ধনাদি সর্বস্বত্যাগ করে বিভিন্ন তীর্থে আসতেন এবং ঈশ্বরদর্শন করে পরমানন্দ লাভ করতেন ॥৯৫॥

সেজন্য সাধারণ স্থানের চেয়ে তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য অনেক বেশী। সর্বব্যাপী ভগবান সবস্থানে থাকলেও তীর্থস্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ ॥৯৬॥

মাটি খুঁড়লে সবস্থানেই জল পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু হ্রদ ও পুকুরের ধারে খুঁড়লে অল্প চেষ্টাতেই জল পাওয়া যায় অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বব্যাপী হলেও তীর্থস্থানাদিতে সহজেই তাঁর দর্শনলাভ সম্ভব ॥৯৭॥

অত্রৈব যদি বাসেন ভক্তিলাভো ভবেত্তব।
কিং কাশী-যাত্রয়া যত্র ভক্তিস্তত্রৈব কাশিকা ॥৯৮॥

সদ্‌ঘাসাধিকভক্ষণেন পরিতস্তুষ্টং যথা ধেনুকম্।
শান্তং স্থানমথাধিগম্য সসুখং রোমন্থমভ্যস্যতি ॥
এবং নির্মলপুণ্যতীর্থসদৃশস্থানানি বীক্ষ্যাদরাদ্
একান্তে ভবভাবভাবিত-মনা-বাসং সুখেনাচর ॥৯৯॥

মগ্নং মনোরূপরসাদিবৃন্দেহলগ্নং চিরং যৎপরমেশভাবে।
তীর্থামরস্থানবিলোকনেন তদ্ভক্তিমার্গপ্রবণং বিধেয়ম্ ॥১০০॥

"কাশীং গতোহং মনিকর্ণিকায়ামদ্রাক্ষমেকং পুরুষং মহান্তম্।
শুভ্রাকৃতিং পীতজটাকলাপং শান্তং শ্মশানক্রমতৎপরাজ্ঘ্রিম্" ॥১০১॥

এ স্থানে থেকেই যদি তোমার ভগবানে ভক্তিলাভ হয়, তাহলে কাশী যাওয়ার কি প্রয়োজন? যে হৃদয়ে ভক্তি আছে সে হৃদয়ই কাশীতুল্য ।।৯৮।।

যেমন পেটভরে ঘাস খেয়ে ধেনু তৃপ্ত হয়ে কোন নির্জন স্থানে গিয়ে আরাম ক'রে জাবর কাটতে থাকে, তেমনি পবিত্র পুণ্যতীর্থ সকল দর্শন ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে ঈশ্বরভাব-ভাবিত-চিত্ত হয়ে আনন্দে নির্জন স্থানে বাস করবে ।।৯৯।।

মন স্বভাবতঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে এবং ভগবদ্ভাবে কিছুকালও সংলগ্ন হতে চায় না। সেজন্য পুণ্যতীর্থ ও দেবমন্দির প্রভৃতি দর্শন করে মনকে ভক্তিপথে চালিত করা উচিত ।।১০০।।

যখন আমি কাশী গিয়েছিলাম তখন মণিকর্ণিকায় শুভ্রবর্ণ, পীতজটাধারী, শ্মশানচারী এক শান্ত জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখেছিলাম ।।১০১।।

"আগত্য স প্রতিচিতিং শ্রবণে সযত্নমুত্থাপ্য দেহিনমুপাদিশদগ্র্যমন্ত্রম্।
দেবী চ পার্শ্বমুপগম্য শরীরিজাগ্রদুৎস্বপ্নসুপ্তিভববন্ধন-
মোচিকাসীৎ" ॥১০২॥

প্রায়ো বদন্তি মনুজাঃ 'স্বয়মীশ্বরেচ্ছা সংসার এব পরমঃ পুরুষার্থ 'ইত্থম্।
ইষ্টাস্তি মূঢ়পশুবদ্ভুবি কেবলং তৎকামস্য পূর্তিরিতি সাধুবিচার-
ণীয়ম্ ॥১০৩॥

মৃতেষু বন্ধুষ্বথবা বুভুক্ষাখিন্নেষু কিং স্যাদ্ভগবৎসদিচ্ছা।
স্ত্রীবন্ধুপুত্রার্থগৃহেষু নিত্যং মায়াবশাত্ত্বং মমতাপরীতঃ ॥১০৪॥

ঐ দিব্যপুরুষ প্রত্যেক চিতার পাশে এসে প্রত্যেক দেহীকে যত্ন পূর্বক উত্তোলন করে তার কানে শ্রেষ্ঠ (মুক্তিপ্রদ) তারকব্রহ্ম-মন্ত্র-দান করছেন। আর সর্বশক্তিময়ী ভগবতী কালীও শবদেহের পাশে বসে দেহীর জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়-রূপ-সংসার-বন্ধন মুক্ত করে দেহীর জন্য নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে লাগলেন ।।১০২।।

লোকে প্রায় বলে থাকে—"সংসারই পরমপুরুষার্থ—এই ঈশ্বরের ইচ্ছা।" কিন্তু মূঢ় পশুর মত কেবল কামভোগবাসনা পুরণের জন্যই কি মানব জন্ম, এ বিষয়টি সাধুগণের বিশেষ বিচারণীয় ।।১০৩।।

যদি তোমার আত্মীয়স্বজন মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা ক্ষুধার তাড়নায় ব্যাকুল হয়, তখন সে অবস্থাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে গ্রহণ করবে কি ? মায়াবশে তুমি সর্বদা পত্নীপুত্রগৃহজমি প্রভৃতির প্রতি মমত্ববুদ্ধির বন্ধনে কষ্ট পাচ্ছ ।।১০৪।।

ন মায়য়াস্তে সদসদ্বিবেকস্তথৈব কর্তাহমিতি ভ্রমোহয়ম্ ।
তত্ত্যাগবান্ স্যাঃ সময়ে তথাপি ন যুজ্যতে ত্যাগবিধির্বলেন ॥১০৫॥

ভোগাসক্তিবিনাশপূর্বমনিশং ত্বৎপাদপদ্মে রতিঃ
স্যাদিত্থং পরমেশ্বরস্য পুরতঃ কার্যা ত্বয়াহভ্যর্থনা ।
আকাশে শকুনিশ্চরত্যথ-ধরা-নীড়ে মনঃ স্থাপয়ন্
কুর্বংস্তৎস্মরণং বিধেহি বিধিবৎ সংসারকার্যাণ্যপি ॥১০৬॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং সংসারাশ্রমসাধনা-
নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

এই মায়াচ্ছন্ন বুদ্ধির জন্যই সৎ ও অসৎ বস্তুর ভেদজ্ঞান থাকে না। এরই জন্য আমি কর্তা ও ভোক্তা এরূপ ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব সময় থাকতে তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য অনাসক্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু জোর করে অনাসক্তি আসে না ॥১০৫॥

ভোগবাসনা ত্যাগ করে, 'হে ভগবান্ তোমার চরণকমলেই ভক্তি দাও' এইরূপ প্রার্থনা করা উচিত। যেরূপ কোনো পক্ষী আকাশে উড়লেও মাটিতে তার নীড়স্থ শাবকের প্রতি মন পড়ে থাকে তেমনি ভগবানে মন রেখে সংসারের কাজ করা কর্তব্য ॥১০৬॥

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশসাহস্রীর সংসারাশ্রমসাধনা নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অথ গৃহস্থাশ্রমোনাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

সংসারজালে পতিতাঃ পুমাংসঃ স্বাত্মানমেবং ন বিভাবয়ন্তঃ।
দূরং প্রয়ান্তীশকথাপ্রসঙ্গাদিয়ান্ন নঃ কাল ইতি ব্রুবন্তঃ ॥১॥
শোকাকুলাঃ পুত্রকদম্বকার্থং ভবেৎ কিমেষামিতি চিন্তয়ন্তঃ।
কৃতেন যেনানুভবন্তি দুঃখং তদেব কুর্বন্ত্যনিশং বিমূঢ়াঃ ॥২॥
ক্রমেলকঃ কন্টকভক্ষণেনানিশং স্রবদ্রক্তরসাক্তবক্ত্রঃ।
ত্যজেন্ন তত্তক্ষণলক্ষণং সং ক্ষণং বৃথাত্যন্তমদান্বিতত্বাৎ ॥৩॥
ক্বচিন্নরঃ পুত্রবিনাশখিন্নঃ ক্বচিৎ সুতোদ্বাহবিচারমগ্নঃ।
তথাপি পুত্রাঁল্লভতেঽনুবর্ষং ব্রূতে চ সর্বোঽয়মদৃষ্টদোষঃ ॥৪॥

সংসার-জালে আবদ্ধ ব্যক্তি স্বস্বরূপ জানতে পারে না, তারা ভগবৎকথা-প্রসঙ্গ হতেও দূরে থাকে, আর বলে যে ওসব কথা শুনবার আমাদের অত সময় কোথায়? ।।১।।

নিজের পুত্র-কন্যাদের জন্য তারা অত্যন্ত চিন্তিত থাকে আর ভাবে যে—"আমার অবর্তমানে এদের কি অবস্থা হবে"? যে কাজ করলে দুঃখ হয় সেই কাজই অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ সর্বদা করে ।।২।।

উঁট সর্বদা কাঁটা ঘাস খেয়ে মুখ হতে রক্ত পড়তে থাকলেও বিশেষ অজ্ঞ ও মদান্বিত থাকার দরুণ ক্ষণকালের জন্যও সে কাঁটা ঘাস খাওয়া ত্যাগ করে না ।।৩।।

কোথাও লোকে পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত আবার কোথাও কন্যার বিবাহের চিন্তায় মগ্ন। তা সত্ত্বেও (তার ঘরে) বছর বছর প্রজা বৃদ্ধি হয়—আর বলে এসব অদৃষ্টের দোষ ।।৪।।

তীর্থাটনেঽপীশ্বরচিন্তনার্থং সংসারিণো নাবসরঃ কদাচিৎ।
কুটুম্বভারোদ্বহন-প্রযত্নৈর্যতো গতপ্রাণ ইবাল্পবুদ্ধিঃ ॥৫॥

কদাপি দেবালয়মেত্য দৈবাৎ স্বাপত্যকল্যাণকৃতে বিলুণ্ঠ্য
গৃহ্নন্ প্রসাদং বহুশোঽভিধত্তে "পুত্রা মমৈতে সুখিনো ভবন্তু" ॥৬॥

স্বদার-পুত্রোদরপূর্তিহেতোঃ সেবাপ্রশংসানৃতবঞ্চনাভিঃ।
ধনাগমেচ্ছুঃ খলু বদ্ধজীবঃ পরেশ-ভক্তান্ বদতীহ মূঢ়ান্ ॥৭॥

সংসারবার্তাপ্রবণস্য পুংসোবাহ্যৈর্ব্রতস্নানজপাদিভিঃ কিম্?
প্রয়াণকালে বিষয়ং স্মরেচ্চেদবশ্যমস্যেহজনির্লোকে ॥৮॥

সংসারী লোকদের তীর্থ-পর্যটনের সময় ও ঈশ্বরচিন্তা করার কখনো সময় হয় না। সেই অল্পবুদ্ধি লোকদের পরিজনবর্গের ভরণপোষণের ভার বহন করতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় ॥৫॥

কখনও দৈবক্রমে দেবমন্দিরে গেলেও তারা কেবল পুত্র-পৌত্রাদির কল্যাণ চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। প্রসাদ গ্রহণের সময়ও প্রার্থনা করে "আমার এই সব ছেলে-মেয়ে যেন সুখে থাকে" ॥৬॥

সংসারবদ্ধ জীব নিজের নিজের স্ত্রী-পুত্রের উদর পূরণের জন্য ধনলাভার্থে অপরের দাসত্ব, তোষামোদ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ইত্যাদি কত উপায়ই না অবলম্বন করে। তারাই আবার ঈশ্বরে ভক্তি-পরায়ণ লোকদের বলে কিনা মূর্খ! ॥৭॥

যারা সাংসারিক চিন্তা ও কথাবার্তায় মত্ত থাকে তাদের ব্রত, স্নান, জপতপ, বাহ্য অনুষ্ঠানে কি লাভ? কেননা, মৃত্যুর সময় লোকে যে বিষয় চিন্তা করে পর জন্মে সেইরূপই তার জন্ম হবে। অতএব সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করা উচিত ॥৮॥

যং যং হি ভাবং মনুজোঽন্তকালে স্মরন্ জহাতীহ কলেবরং স্বম্।
তদ্বদ্ধচেতাঃ সমুপৈতি তং তং গীতাবাচোঽপ্যত্র ন কিং প্রমাণম্? ॥৯॥
হৃষ্টঃ শুকঃ কিং নিজপঞ্জরস্থো রামেতি কৃষ্ণেতি রটেন্ন নিত্যম্।
পরং বিড়ালেন ধৃতো যদায়ম্ করোতি 'কেঁ কেঁ' ইতি ভীতভীতঃ ॥১০॥
প্রিয়ং নিতান্তং ভরতঃ ক্ষিতীশো নিজান্তকালে হরিণং বিচিন্ত্য।
তমাহ্বয়ন্ স্নেহভরাদভীক্ষ্ণং স্বয়ং স লেভে হরিণস্য জন্ম ॥১১॥
কামেন বদ্ধোঽপ্যথ কাঞ্চনেন সংসারবাঙ্শৃঙ্খলিতাখিলাঙ্গঃ।
স্থিতঃ সুখং নির্ভয়তামুপেত্য বন্ধং ন জানাতি বিনাশহেতুম্ ॥১২॥

মৃত্যুর সময় মানুষ যে যে বিষয় চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করে তাতেই মন আবদ্ধ থাকার দরুণ পরবর্তী জন্মে সে তা-ই হয়—এ বিষয়ে গীতার (৮।৬) বাক্যই প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় কি ?॥৯॥

নিজ খাঁচায় বসে শুক পাখী আনন্দে 'রাম রাম' 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ; কিন্তু যখন তাকে বিড়ালে ধরে তখন সেই (টীয়া পাখী) ভয়ে 'টেঁ টেঁ' ক'রে চীৎকার করে ॥১০॥

ভারত নামক রাজা মৃত্যুকালে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় হরিণশাবকের চিন্তা করতে করতে এবং তাকে ডেকে ডেকে প্রাণ ত্যাগ করার ফলে পরবর্তী জন্মে হরিণ হয়ে জন্ম লাভ করেছিলেন ॥১১॥

বিষয়াসক্ত সংসারী লোক কাম-কাঞ্চনের (ভোগবাসনার) জালে এমনই আবদ্ধ থাকে যেন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শৃঙ্খলাবদ্ধ ; অথচ সেখানেই সে এমন নির্ভয়ে আর আনন্দে থাকে যে বুঝতেই পারে না এই বন্ধনই সর্বনাশের কারণ ॥১২॥

ন চাস্য যোগো হরিচিন্তনেঽস্তি বৃথা বিলাসে সময়ঃ প্রযাতি।
তস্যান্তকালে পরিবারবর্গো ব্রূতে "কৃতং কিং ভবতা, কৃতে নঃ" ॥১৩॥

যৎ কাক-চঞ্চ্বাল্লিখিতং ফলং তদ্ যোগ্যং কথং দেব-নিবেদনার্থম্।
সংসারসক্তোঽপি নরস্তথৈবং কুতো মহৎ কার্যমুপক্রমেত ॥১৪॥

নির্মায় কীটঃ স্বগৃহং মৃদংশৈরিহ স্বমাবদ্ধ-মহো বিধত্তে !
নালং মমত্বাদ্ বহিরেতুমন্তং প্রয়াতি তদ্বদ্ভববদ্ধজীবঃ ॥১৫॥

কদাপি কুর্যাদয়মীশ-চিন্তাং সংদিগ্ধমেবাস্য মনস্তথাপি ।
আকৃষ্যতে সংসৃতি-ভাববন্ধৈঃ পুনঃ পুনর্বিস্মৃত-দিব্য-তেজাঃ ॥১৬॥

এইরূপ (সংসারী) লোকের মন কখনও ভগবানের চিন্তায় সংলগ্ন হয় না। তার সমস্ত সময় বিষয় বিলাসে নষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যুকালে তার পরিজনেরাই বলে "আপনি আমাদের জন্য কি করলেন" ॥১৩॥

কাকে ঠোক্‌রান (উচ্ছিষ্ট) ফল যেমন দেবতার ভোগে লাগে না, সেইরূপ সংসারাসক্ত ব্যক্তি কি করে ভগবান লাভের চেষ্টা করবে ? ॥১৪॥

কীট মাটির কণা দিয়ে নিজের ঘর বানায় আর সেই ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে ; সেই ঘরের মায়ায় সে আর ঐ ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে পারে না—তার মধ্যেই পড়ে থাকে। বদ্ধ জীবের অবস্থাও ঠিক ঐরূপ। নিজের হাতেই নিজের বন্ধন রচনা করে ও তাতে আবদ্ধ হয়ে থাকে ॥১৫॥

যদি বা কখনও ঐরূপ লোকের মনে ঈশ্বর-চিন্তা করার প্রবৃত্তি আসে কিন্তু তার মনের সংশয় তাতে দূর হয় না। সাংসারিক বিষয়েই তার মন আকৃষ্ট হতে থাকে, এবং সে ঈশ্বরের মহিমা ভুলে গিয়ে সংসারেই লিপ্ত হয়ে যায় ॥১৬॥

করীকৃত-স্নানবিধির্বিধত্তে গাত্রং পুনঃ কর্দমধূলিসঙ্গম্ ।
আলানবদ্ধস্তদনন্তরং চেৎ তিষ্ঠত্যয়ং নির্মলকায় এব ॥১৭॥
ভোগে সমাসক্তিকৃতে কথঞ্চিৎ বিশুদ্ধ-হৃন্নাবসরং লভেত।
শ্রদ্ধেশ্বরে জীবনশুদ্ধিহেতুঃ শ্রদ্ধাবিহীনস্য হি কর্ম-ভোগঃ ॥১৮॥
ভবেদ্ গরীয়ান্ খলু কোঽভ্যুপায়ো যেনান্তকালে প্রভুচিন্তনাশা।
অভ্যাসযোগে ক্রিয়তাং প্রযত্নস্তেনাবশিষ্টে সময়ে স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥১৯॥
ধীমানহং সংসৃতি-খেলনেঽস্মিন্ ব্রূতে ; ন চাবৈতি গতিং পরেষাম্।
তিষ্ঠেদনাসক্তমনাঃ পরং যস্ত্যাগী তটস্থোঽন্যগতিং স বেত্তি ॥২০॥

হাতী জলে স্নান করেও আবার নিজের শরীরে ধূলা-কাদা মাখে। কিন্তু স্নানের পর যদি তাকে খুঁটোতে বেঁধে রাখা যায় তবে তার শরীর নির্মল থাকতে পারে, সে তখন আর ধূলামাখার সুযোগ পায় না ॥১৭॥

যার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়ে গেছে তার ভোগবিলাসে আসক্তি হবার ভয় থাকে না। সেরূপ ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাই চিত্তশুদ্ধির কারণ। শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্মভোগই সার হয় ॥১৮॥

এমন কোন শ্রেষ্ঠ বা সহজ উপায় আছে কি যাতে সারা জীবন তাঁর চিন্তা না করেও অন্তকালে ভগবানের চিন্তা আসতে পারে? একমাত্র উপায় নিরন্তর অভ্যাস-যোগ অবলম্বন করার চেষ্টা—তাহলেই মৃত্যুকালে ভগবানের স্মরণ হবে ॥১৯॥

অহংকৃত মানুষ মনে করে যে এই সংসারের খেলায় সে সর্বাপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকার দরুণ অন্য খেলুড়ের গতিবিধি সে কিছুই লক্ষ্য করে না। আর যে ব্যক্তি খেলায় যোগ না দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে খেলা লক্ষ্য করে সেই খেলার ভুল ত্রুটী বুঝতে পারে। অতএব সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকাই উচিত ॥২০॥

কশ্চিজ্জলার্থং খননে প্রবৃত্তো বীক্ষ্যাশ্মনো বা সিকাতাস্তরং বা।
নিবর্ততে ; যত্নপরস্তথাস্তে ক্বাচিৎকবাধো বিষয়ী জনোঽপি ॥২১॥
কীলাহতেঃ কিং ফলমশ্মভিত্তৌ খড়্গাহতের্বা মকরস্য পৃষ্ঠে।
রাগান্ধজীবেঽপ্যুপদেশবাক্যসহস্রমেবং পরিণামশূন্যম্ ॥২২॥
সাধোশ্চতুর্ধাম-কৃতাধিবাসা তুম্বী নিজাং কিং কটুতাং জহাতি ?
আসক্তিমন্তঃকরণাবলম্বাং ত্যজেন্ন তদ্বদ্বিষয়ী জনোঽপি ॥২৩॥
স্থাতুং ন চালং প্রপতন্ন-ভীক্ষ্ণং প্রযত্নবান্ প্রোত্থিতিমেতি বালঃ।
জীবস্তথৈবাত্মহিতং বিধাতুং সশ্রদ্ধযত্নৈরনিশং সমর্থঃ ॥২৪॥

কোন কোন লোক জলের জন্য মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পাথর বা বালি পেলে খননে নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ সংসারী বিষয়ী লোক ভগবান-লাভে সামান্য বাধা পেলেই ঐ চেষ্টা ছেড়ে দেয় ॥২১॥

পাথরের ভিতর পেরেক ঠুকলে পেরেকই ভেঙ্গে যায়, কুমীরের পীঠে তরোয়ালের আঘাত করলে কুমীরের কোন ক্ষতি হয় না বরং তাতে তলোয়ালের ধার নষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ সংসারাসক্ত মানুষের কাছে হাজার উপদেশেও কোন ফল হয় না—সব ব্যর্থ হয়ে যায় ॥২২॥

তেতো লাউএর কমণ্ডলু সাধুর সঙ্গে চার ধাম (পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা, বদ্রিনাথ) ঘুরে এলেও যেমন তেতো তেমনি তেতোই থাকে। সেই রকম বিষয়ী লোক অনেক সাধুসঙ্গ করলেও নিজ অন্তরের আসক্তি ত্যাগ করতে পারে না ॥২৩॥

ছোট শিশু হাটতে আরম্ভ করে প্রথম প্রথম দাঁড়াতে পারে না—দাঁড়াতে গিয়ে বার বার পড়ে যায়। তার পর চেষ্টা করতে করতে ঠিক দাঁড়াতে পারে (এবং হাঁটতে পারে)। সেরূপ মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে চেষ্টা করলে ভগবানে ভক্তি লাভ রূপ নিজ নিজ কল্যাণ সাধন করতে পারে ॥২৪॥

আসক্তজীবঃ ক্বচিদীশভক্তঃ ক্বচিদ্বিলাসী বিলসেদ্ যথেষ্টম্ ।
ব্রণে পুরীষে মধুরে তথান্নে কিং মক্ষিকা নোপবিশেৎ কৃতার্থা ॥২৫॥
সুখং পরং সিদ্ধ্যতি ভোগহানাদনর্থবীজং বিভবা ভবন্তি।
সহোদরাঃ শান্তিপরা বসেয়ুঃ সম্পত্তিমূলঃ কলহস্তু তেষাম্ ॥২৬॥
সুসঙ্গতাঃ পশ্যত সারমেয়াঃ পরস্পরং স্নেহবশা লিহন্তি।
পরং পুরোঽন্নং সমবেক্ষ্য সর্বেঽপ্যন্যোন্যমেতে কলহপ্রসক্তাঃ ॥২৭॥
গৃহীতমীনং কিল চিল্লমেকং কাকাঃ সহস্রং গগনেঽনুযাতাঃ।
ত্যক্তেঽথ তস্মিন্ প্রবিহায় চিল্লং ধাবন্তি তে খাদ্যমনুপ্রসন্নাঃ ॥২৮॥

মাছি কখনও ঘায়ে, কখনও বিষ্ঠায়, আবার কখনও বা মিষ্টান্নে বসে; সেইরূপ সংসারে আসক্ত জীব কখনও ঈশ্বরে মন দেয়, আবার পরক্ষণেই ভোগবিলাসে মত্ত হয়, পুরোপুরি মন ঈশ্বরে দিতে পারে না ।।২৫।।

বিষয়-বাসনা ত্যাগ করলে পরমানন্দ লাভ হতে পারে। কারণ, ধন-সম্পত্তিই অশান্তির মূল। সহোদর ভাইয়েরা পরস্পরে বেশ শান্তিতে বসবাস করতে পারে; কিন্তু বিষয় সম্পত্তির জন্য কলহ ক'রে অনর্থক দুঃখ পায়— ধনসম্পত্তিই তাদের কলহের কারণ ।।২৬।।

দেখা যায় কুকুরেরা একসঙ্গে বাস করে এবং পরস্পর ভালবেসে গা চাটা-চাটি করে; কিন্তু সামনে খাদ্য বস্তু এলেই তারা গা চাটাচাটি ভুলে পরস্পর ঝগড়া ও কামড়াকামড়ি আরম্ভ করে ।।২৭।।

কোন এক চিল একটি মাছ মুখে নিয়ে উড়ে যায়, তা দেখতে পেয়ে তখন তার পিছনে হাজার হাজার কাক তাকে তাড়া করতে থাকে; কিন্তু যখন চিল ঐ মাছটি মুখ থেকে ফেলে দেয় তখন কাকগুলি চিলকে ছেড়ে ঐ মাছের দিকে যেতে আরম্ভ করে ।।২৮।।

সংত্যজ্য মৎস্যং সুখমাপ পক্ষী জাতোঽবধূতস্য গুরুঃ স তেন।
ত্যাগেন শান্তিঃ খলু ভোগযোগাচ্চিন্তেতি দত্তেন যতো গৃহীতম্ ॥২৯॥

লজ্জাঘৃণা-জাতিভয়াভিমানাঃ শরীরিণাং বন্ধন-পাশ-তুল্যাঃ।
যেষাং সমেষাং চ বিনা বিনাশং কুতো ভবেত্তে ভবমুক্তিলাভঃ ॥৩০॥

'ভবেঃ প্রমগ্নো হরিপাদপদ্মেঽখিলং বিহায়েত্যুপদেশরত্নম্।
ন কোঽপ্যলং শ্রোতুমিদং বিদিত্বা গৌরঃ সবন্ধুঃ কৃতবানুপায়ম্ ॥৩১॥

"সন্মৎস্যসূপং তরুণীজনাঙ্কং প্রাপ্তুং কুরুধ্বং হরিণামগানম্।"
শ্রুত্বা তয়োর্বাক্যমিদং প্রলোভাদারেভিরে তে হরিনাম গাতুম্ ॥৩২॥

চিল ঐ মৎস্যরূপ খাদ্যবস্তু ত্যাগ করে সুখী হল। তাই দেখে অবধূত দত্তাত্রেয় ঐ চিলকে গুরুত্বে বরণ করলেন। কারণ, ঐ চিলের কাছ থেকে অবধূত শিখলেন যে ত্যাগেই শান্তি আর ভোগেই অশান্তি ।।২৯।।

লজ্জা, ঘৃণা, জাত্যভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি মানুষের পাশ-তুল্য বন্ধন। এগুলি বিনষ্ট না হলে তোমার সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি হবে কিরূপে? ।।৩০।।

"সমস্ত ত্যাগ ক'রে ভগবানের চরণ-ধ্যানে মন দাও" এই রত্নতুল্য উপদেশ কেউ শুনতে রাজি নয় জেনে গৌরাঙ্গদেব নিজ পার্ষদদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন ।।৩১।।

তিনি ঘোষণা করেন – "উত্তম মাছের ঝোল আর যুবতী স্ত্রীর কোল-রূপভোগ যদি চাও তবে হরিনাম গান কর।" এই ঘোষণা শুনে লোকেরা লোভে পড়ে হরিনাম গান করতে আরম্ভ করল ।।৩২।।

এতে শনৈর্নাম-সুধারসজ্ঞা গৌরাঙ্গবাচাং বুবুধুর্ রহস্যম্ ।
সূপো হরিপ্রেমজমশ্রুতোয়ং ভূলুণ্ঠনং স্যাদ্ যুবতীজনাঙ্কঃ ॥৩৩॥
যেষাং কৃতেঽস্মদ্হৃদয়ে মমত্বং কে তেন বিদ্মঃ কিল সংস্থতৌ নঃ ।
আয়ান্তি যান্তীহ নরাঃ কিয়ন্তঃ কুর্যাদপুত্রো নিজপৌত্র-চিন্তাম্ ॥৩৪॥
স্বনির্মিতে সদ্মনি কীট-মৃত্যুর্মৎস্যঃ স্বয়ং বন্ধনদুঃখপাত্রম্ ।
বিলোক্য সংসারমসারমিত্থমাসক্তিবর্জং স্থিতিমত্র কুর্য্যাঃ ॥৩৫॥
"বিভাব্য মিথ্যেতি ভবস্বভাবং বনং সমায়াহি ময়া সহ ত্বম্ ।"
শিষ্যোগুরোর্বাক্যমিদং নিশম্য ব্রূতে "কথং স্ত্রীতনয়া ভবেয়ুঃ" ॥৩৬॥

তারা ধীরে ধীরে ভগবানের নামের সুধারস পান করে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের ঐ কথার রহস্য বুঝতে পারল। ভগবানের জন্য যে প্রেম-অশ্রু তাহাই মাছের ঝোলের মত আনন্দের আর তাঁর নামগানে মেতে গিয়ে ভূলুণ্ঠনই যুবতীর কোল ॥৩৩॥

যাদের জন্য আমার হৃদয়ে এই মমতা তারা আমার কে তা আমরা জানি না। সংসারে কত লোক আসে আর কত লোক চলে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ভগবানকে ভুলে অপুত্রক ব্যক্তিও ভবিষ্যৎ পৌত্রের কথা চিন্তা করে ॥৩৪॥

নিজের তৈরী ঘরে আবদ্ধ হয়ে কীট-বিশেষ মরে যায়। মাছ জালে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ পায়। এইরূপ সংসারকে অসার জেনে আসক্তি পরিত্যাগ করে সংসারে বাস করা কর্তব্য ॥৩৫॥

"সংসার মিথ্যা, অতএব তুমি এ সংসার ছেড়ে আমার সঙ্গে বনে চলো," এই কথা গুরুর মুখে শুনে শিষ্য বলল "কিন্তু আমার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের কি হবে, তাদের কে দেখা-শুনা করবে ? ॥৩৬॥

"বৃথৈব তে স্ত্রীতনয়াদিচিন্তা প্রায়ো জনাঃ স্বার্থপরা ভবন্তি" !
ব্রুবন্ গুরুর্দর্শয়িতুং তদস্মৈ দদৌ বটীং কামপি ভক্ষণার্থম্ ॥৩৭॥
শ্রোতুং সমর্থোঽন্য-বচঃ পরন্তু তদন্যদৃষ্টৌ স মৃতোঽথ তেন ।
শোকাকুলাস্তৎকুলজা অভূবন্ "হা! হা! গতোঽয়ং সকলান্ বিহায়" ॥৩৮॥

অস্মিন্ ক্ষণে কোঽপি সমেত্য সাধুঃ প্রোবাচ "জীবেদয়মাশু জীবঃ ।
চেৎ স্ত্রী প্রসূর্বাস্য কৃতেঽসুখার্তা প্রাণাংস্ত্যজেৎ প্রেমবশা কৃতার্থা" ॥৩৯॥
"কা প্রস্থিতায়াং ময়ি শংস সাধো! কুটুম্বভারোদ্বহন-প্রযত্না" ?
ব্রূতেঽস্য মাতা "সুখদুঃখবার্তাং শ্রোতুং সমর্থাস্ম্যহমেব তেষাম্" ॥৪০॥

"বৃথাই তুমি পত্নী পুত্রাদির জন্য চিন্তা করছ। সকলেই বিশেষ স্বার্থপর হয়।" এই প্রমাণ দেখাবার জন্য গুরু শিষ্যকে একটি ঔষধের বড়ি খেতে দিলেন ॥৩৭॥

বড়িটি খেয়ে শিষ্য নিজে মৃতবৎ অচেতন হয়ে পড়ে রইল, কিন্তু সে অপরের কথাবার্তা শুনতে পেত। তার পরিবারের লোকেরা তাকে (মৃতবৎ) ঐ অবস্থায় দেখে শোকাকুল হয়ে, বলতে লাগল "হায়! হায়! আমাদের সকলকে ছেড়ে সে একাই চলে গেল" ॥৩৮॥

এমনি সময় ঐ গুরু সাধুর বেশে এসে বললেন—"যদি স্ত্রী বা মা এর প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা বশতঃ নিজ প্রাণ ত্যাগ করে তবে এই লোকটি আবার বেঁচে উঠবে" ॥৩৯॥

তার মা বললেন—"হে সাধু, যদি আমি এর জন্য প্রাণ ত্যাগ করি তাহ'লে সমস্ত পরিবারের ভার কে নেবে? কারণ সকলের সুখদুঃখের ব্যবস্থা করার সামর্থ্য শুধু আমারই আছে ॥৪০॥

অথাহ পত্নী "কিমিদং! তনূজাঃ পুত্রাশ্চ মে সন্তি নিতান্তমজ্ঞাঃ।
মৃতাস্মি চেত্তেঽপি মৃতাঃ স্যু''রিত্থং নিশম্য শিষ্যো গুরুণা সহাগাৎ ॥৪১॥

একং করং কেশবপাদপদ্মে কুরু দ্বিতীয়ং ভবকার্যজাতে।
বিস্মৃত্য দেবং মমতাপরীতঃ সংসারমার্গে সফলঃ কথং স্যাঃ ॥৪২॥

মায়াবশঃ সংসৃতিভোগকৃষ্টঃ স্পৃষ্টো বিলাসৈরধিকং নিমগ্নঃ।
অজ্ঞানতঃ সত্যপি মুক্তিমার্গে পলায়িতুং নেচ্ছতি বুদ্ধিশূন্যঃ ॥৪৩॥

ত্যাগস্ত্বয়া পূর্ণতয়া ন কার্যঃ সংসারযাত্রাকরণে ন দোষঃ।
পরং মুকুন্দস্য পদারবিন্দে নিবেশ্য চিত্তং সকলং বিধেয়ম্ ॥৪৪॥

অনন্তর পত্নী বললে, "হায়! হায়! একি হ'ল? আমার ছোট ছোট নাবালক পুত্রকন্যা রয়েছে, যদি আমি মরে যাই তবে ওদের কে দেখবে, এরাও যে মরবে।" এই কথা শুনে শিষ্য তখনই ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ল আর গুরুর সঙ্গে চলে গেল ॥৪১॥

তোমার এক হাত ভগবানের চরণপদ্মে রেখে অন্য হাত দিয়ে সংসারের সব কাজ করতে থাক। ভগবানকে ভুলে মমতাবশে সংসার-পথে চললে উদ্দেশ্য সফল হবে কি করে?॥৪২॥

মায়াবশে লোক সাংসারিক ভোগসুখে আকৃষ্ট হয়, আর অত্যন্ত ভোগ-বিলাসী হয়ে পড়ে। মুক্তির পথ খোলা থাক্‌লেও অজ্ঞান ও বুদ্ধিহীন হবার দরুণ সে পথে সে যায় না ॥৪৩॥

সম্পূর্ণরূপে সংসারত্যাগ করার কোনো দরকার নেই। সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেও কোনো দোষ নেই। কিন্তু আসল কথা এই যে নিজের মন ভগবানের চরণে রেখে সব কাজ করা উচিত ॥৪৪॥

"লাভে প্রভোর্নাস্তি কিমপ্যসারং সংসারকার্যে" বিদিতং তু যস্য।
জীবো জগচ্চাপি স এব সর্বং পুত্রাদি-সেবাস্য মুকুন্দসেবা ॥৪৫॥

জায়াপতিশ্চাপি নিবৃত্তভোগাবুভৌ স্থিতাবীশকথাপ্রসঙ্গে।
সদ্ভক্তসেবোভয়চিত্তসাম্যং কল্যাণমার্গোঽস্ত্যুভয়োঃ সমানঃ ॥৪৬॥

অর্থৈস্তবার্থোঽস্তি নিবাসবাসঃ পানান্নলাভায় ততঃ পরং কিম্?
অনিত্যমন্যৎ কিল সত্যমীশতত্ত্বং পরস্তত্ত্ববিচার এষঃ ॥৪৭॥

কিমস্থিমজ্জামলমূত্রসংঘে দেহে বৃথৈব ক্রিয়তে ত্বয়াস্থা।
সংত্যজ্য সর্বত্রগতিং পরেশং প্রেমাস্থিরে বস্তুনি নোচিতং তে ॥৪৮॥

ঈশ্বর-লাভ হলে সংসারের কোনো কার্যই অসার নয়—একথা যে জেনেছে সে দেখতে পায় যে ভগবানই জীব ও জগৎরূপে হয়েছেন। সুতরাং অনাসক্ত ভাবে পুত্রাদির সেবাও ভগবানেরই সেবা ।।৪৫।।

পতি ও পত্নী উভয়ে দৈহিক ভোগে নিবৃত্ত হয়ে ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গে কাল যাপন করুক। উভয়ের মনোবৃত্তি সমান হোক আর দুজনে মিলে উত্তম ভক্তদের সেবা করুক। এই তাদের পক্ষে যথার্থ কল্যাণের পথ। ৪৬।।

জীবনধারণের জন্য নিবাসস্থান, বস্ত্র, অন্ন, পানীয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে তোমার অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু তারপর কি হবে? সবই যে অনিত্য, কেবল ঈশ্বরই সত্য। একেই যথার্থ তত্ত্ববিচার বলে ।।৪৭।।

হাড়, মাংস, মজ্জা, মল, মূত্রের সমষ্টি রূপ এই শরীরে তোমার আসক্তি করা বৃথা। সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বব্যাপী ভগবান্‌কে ছেড়ে এই সকল ক্ষণভঙ্গুর জাগতিক বস্তুতে আসক্তি করা উচিত নয় ।।৪৮।।

যথাঞ্জনে সদ্মনি কালচিহ্নং ভবে ভবেদেবমশান্তিযোগঃ।
দুঃখং সুখং চাপি, সহস্ততালং কার্যং ত্বয়াতঃ প্রভুনামগানম্ ॥৪৯॥
"ভূমির্মমেয়ং তব চেয়"মিত্থং বৃথা মিথঃ সোদরয়োর্বিবাদম্।
বিলোক্য লোকে হসতি প্রকাশং জগৎসমুৎপত্তিনিদানমীশঃ ॥৫০॥
পুনর্হসত্যেষ বিনাশহেতুরাসন্নমৃত্যুং তনয়ং বিলোক্য।
প্রসূং রুদন্তীং ভিষগাহ যত্তৎ, সঞ্জীবয়িষ্যামি সুতং তবৈনম্ ॥৫১॥
মায়াবশাদ্বন্ধনমেতি জীবো 'দয়া'বশাদস্য সমেতি মুক্তিম্।
এবং প্রভুর্বন্ধনমুক্তিহেতুঃ সৃষ্টিস্ত্বিয়ং কেবলমস্য লীলা ॥৫২॥

যেমন কাজলের ঘরে থাকলে শরীরে কিছু না কিছু কাজলের দাগ লেগেই যায়, সেরূপ সংসারে থাকলে অশান্তি ও সুখদুঃখের সংযোগ হয়েই থাকে। এইজন্য হাতে তালি দিয়ে আপনমনে (সকাল সন্ধ্যা) হরি-নামগান করা উচিত ।।৪৯।।

"এই জমি আমার আর ওটা তোমার" এরূপ দু'ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া দেখে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর হাস্য করেন। কারণ যে জমি ভগবানের, তা নিজের বলা অজ্ঞতার লক্ষণ ।।৫০।।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ভগবান্ আর একবার হাসেন, যখন তিনি দেখেন যে আসন্ন-মৃত্যু পুত্রকে দেখে চিকিৎসক মাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে যে "আমি তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেব।" জন্ম, মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে; মৃত্যুপথযাত্রীকে মানুষ বাঁচাবে কেমন করে ?৫১।।

জীব মায়ার বশে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের দয়া হলে সে মুক্তিলাভ করতে পারে। তিনিই ঐ বন্ধন ও মুক্তির কারণ। সৃষ্টি কেবল তাঁর লীলা মাত্র ।।৫২।।

স এব শক্তির্ভবতারিণী যা লীলাময়ী বন্ধনহারিণী চ।
ইচ্ছাময়ী মোদময়ী তদীয়া চিরং চলত্যেব হি সৃষ্টিলীলা ॥৫৩॥

স্থাণুং স্পৃশন্তঃ কিল খেলনেঽস্মিন্ বালা ভবন্তি ভ্রমণাদ্বিমুক্তাঃ।
স্থাণুঃ পরং নেচ্ছতি সর্বমুক্তিং ক্রীড়া চলেদ্ যেন সুদীর্ঘকালম্ ॥৫৪॥

পরঃ সহস্রেষু পরং নরাণাম্ একো বিমুচ্যেত ভবস্য পাশাৎ।
চেত্তৎ প্রসাদাদ্বিষয়ান্নিবৃত্তং লগ্নং মনস্তচ্চরণারবিন্দে ॥৫৫॥

ব্যক্তস্তথা গুপ্ত ইতি দ্বিধায়ং ত্যাগী বিজানাতি জনো ন গুপ্তম্।
ত্যাগো গৃহস্থস্য হৃদৈব যোগ্যো হঠাদয়ং চেৎ ক্রিয়তে ন ভব্যঃ ॥৫৬॥

ঈশ্বরের শক্তিই ভবতারিণী, লীলাময়ী, বন্ধনহারিণী, ইচ্ছাময়ী এবং আনন্দময়ী নামে খ্যাত, তাঁর এই সৃষ্টিরূপ খেলা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে ॥৫৩॥

এই খেলায় যে বালক খুঁটি ধরে থাকতে পারে, সে এদিক ওদিক পড়ে যাওয়া রূপ বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করে, কিন্তু খুঁটি"রূপ (এই লীলাময়ী মা) সকলের মুক্তি চান না। তাঁর ইচ্ছা যে এই খেলা অনন্ত কাল চলুক ॥৫৪॥

হাজার হাজার লোকের মধ্যে কদাচিৎ একজন ভববন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে। যদি শ্রীভগবানের কৃপায় মন বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে তাঁরই চরণারবিন্দে মগ্ন হয়, তবেই মুক্তি সম্ভব ॥৫৫॥

ত্যাগী দু প্রকার—ব্যক্ত ও গুপ্ত। তাদের মধ্যে গুপ্তত্যাগীকে লোকে চিনতে পারে না। গৃহস্থের পক্ষে মনে ত্যাগ হওয়াই উচিত। জোর করে হটাৎ যদি কেউ সংসার ত্যাগ করে তাতে ফল ভাল হয় না ॥৫৬॥

'সংসারতঃ সিদ্ধ্যতি ধর্মলাভো' বদন্তি কেচিৎ পরমেকবারম্ ।
লব্ধেশ্বরানন্দধনো নরশ্চেন্নরোচতেঽন্যৎ কিমপীহ তস্মৈ ॥৫৭॥
ভক্তঃ সুখং মার্গয়তেঽনিশং তদ্ যস্যাগ্রতস্তুচ্ছ ইবাস্তি ভোগঃ ।
প্রাপ্তে তু তস্মিন্ ভবপাশবিঘ্নঃ পলায়িতঃ স্যাদিব ভীতভীতঃ ॥৫৮॥
যথোশিতুঃ সদ্মনি কার্যসক্তাস্তৎপুত্রকন্যাসু মমত্ববত্যঃ ।
দাস্যো ভবন্ত্যাত্মজগেহসক্তা জানন্তি যত্তে ন হি কোঽপি তাসাম্ ॥৫৯॥
তথৈব দারাত্মজমাতৃবৃন্দে সেবাবিচারেণ চরন্ বসেত্ত্বম্ ।
নিবেশিতান্তঃকরণঃ পরেশে গৃহে পরিত্যজ্য মমত্ববুদ্ধিম্ ॥৬০॥

কেউ বলে 'ধর্মলাভ সংসারে থেকেই হতে পারে'—কিন্তু এ কথা ঠিক নয়, কারণ তা হওয়া বড় কঠিন। কোন লোক যদি একবারও ভগবদ্-আনন্দরূপ ধন প্রাপ্ত হয়, তা'হলে সংসারে অন্য কোন বস্তুই তার ভাল লাগে না, সবই আলুনি মনে হয় ।।৫৭।।

প্রকৃত ভক্ত সর্বদা সেই শাশ্বত আনন্দ পেতে চায়, তার নিকট ভোগ-বিলাস তুচ্ছ। এই আনন্দ পেলে ভববন্ধনরূপ বিঘ্ন নিজেই ভয়ে পলায়ন করে ।।৫৮।।

যেরূপ বড়লোকের বাড়ীতে দাসীরা বাহ্যতঃ প্রভুর পুত্র-কন্যার প্রতি অত্যন্ত স্নেহভাব দেখায়, কিন্তু তাদের মন পড়ে থাকে নিজ গৃহে। মনিবের ছেলেদের সঙ্গে যে কোন সম্বন্ধই নেই একথা তারা ভালভাবেই জানে ।।৫৯।।

এইরূপ এই সংসারেও অনাসক্ত হয়ে স্ত্রী, পুত্র, মাতা প্রভৃতির সেবা করা উচিত। নিজ গৃহে মমত্ববুদ্ধিরূপ আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের চরণে চিত্তকে সংলগ্ন রাখা কর্তব্য ॥৬০॥

ভবেঽন্বিতেঽস্মিন্ বিবিধান্তরায়ৈর্বাসো জনানামতিদুষ্করোঽস্তি।
তথাপি পঙ্কস্থিতমীনতুল্যো নির্লেপভাবৈশ্চরিতুং যতেথাঃ ॥৬১॥

ভোগোপভোগ-প্রিয়তা-কুপথ্যৈর্ভবেদ্ভবোন্মাদনিবারণং কিম্ ?
কিং তিন্তিড়ী ব্যঞ্জনমাঠতোয়ৈঃ শক্যাস্ত্যপস্মারগদস্য শান্তিঃ ॥৬২॥

চৈতন্যলাভাৎ পরমেব সম্যক্ সংসারকার্যে বিহিতে ন দোষঃ।
প্রযত্নলব্ধং কনকং হি পাত্রে ভূমৌ জলে বা বিকৃতিং ন যাতি ॥৬৩॥

তৈলাক্তহস্তেন যথা জনেন সুখেন খণ্ড্যঃ পনসস্তথৈব।
মনোঽপ্যনাসক্তিযুতং ভবেঽস্মিন্ স্থাপ্যং ন চেত্তন্মলিনং ততঃ স্যাৎ ॥৬৪॥

বিবিধ বিঘ্নপূর্ণ এই সংসারে শান্তিতে থাকা অতি দুষ্কর। তথাপি পাঁকের ভিতরে মাছ থাকলেও যেমন তার গায়ে পাঁক লাগে না, তেমনি নির্লিপ্তভাবে সংসার করতে চেষ্টা কর ।।৬১।।

ভোগবিলাসে উন্মত্ত থাকিলে আর বিষয়রূপ কুপথ্য সেবন করলে সাংসারিক উন্মত্ততা দূর হওয়া সম্ভব নয়। তেঁতুল, আচার ও মাটির কলসীর ঠাণ্ডা জল খেলে কি মৃগী রোগ আরাম হয়? ॥৬২॥

চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর লাভের পর সাংসারিক কার্য করলে তাতে কোনো দোষ হয় না। পরিশ্রম করে স্বর্ণ পাওয়া গেলে তাকে বাক্সে, মাটির তলায়, কিম্বা জলের মধ্যেই রাখ তাতে সোনা আদৌ বিকৃত হবে না ।।৬৩।।

কাঁটাল ভাঙ্গতে গেলে আগে হাতে তেল মেখে নিতে হয় তাতে হাতে কাঁটালের আঁটা লাগে না। সেইরূপ মনকে অনাসক্ত করে এই সংসারে থাকতে হয়, অন্যথা মন সংসারে লিপ্ত ও মলিন হয়ে যায় ।।৬৪।।

দুগ্ধং জলে ক্ষিপ্তমথৈকরূপং পৃথক্ পরং তন্নবনীতমাস্তে।
মনোঽপ্যপক্বং ভবসাগরেঽস্মিন্ ভবেদ্বিলীনং ন তথামলং চেৎ ॥৬৫॥

গৃহং ধনং বা পরিবারবর্গো ন তেঽস্তি কিঞ্চিৎ পরমীশ্বরস্য।
তব প্রভোরন্তিক এব বাসস্ত্বং ব্যাকুলশ্চেদ্ ভগবৎকৃপার্থম্ ॥৬৬॥

সংসারিলোকো হরিনামসক্তঃ শূরো যথাভূজ্জনকো বিদেহঃ।
জ্ঞানাসিরেকেন করেণ তেন ধৃতো দ্বিতীয়েন চ কর্মখড়্গঃ ॥৬৭॥

স্বপূর্বজন্মার্জিতকর্মপাকৈঃ কশ্চিদ্ধনৈশ্বর্যযুতোঽপি ভক্তঃ।
যোগাৎ চ্যুতঃ সন্ ভবনে শুচীনাং জন্মেতি গীতাবচনং হি সত্যম্ ॥৬৮॥

যদি জলের সঙ্গে দুধ মিলিয়ে দেওয়া হয়, তবে দুধ ও জল এক হয়ে যায়, কিন্তু দুধ থেকে মাখন তুলে জলে ফেল্‌লে তা পৃথকই থাকে। মলিন মনই এই ভবসাগরে বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু নির্মল মন সংসার জলে মেশে না, মাখনের মতো জলের উপরে ভাসে।।৬৫।।

গৃহ, ধন কিম্বা পরিজনবর্গ কিছুই তোমার নিজের নয়। কারণ সবই ঈশ্বরের। তুমি ভগবানের অতি নিকটে রয়েছ। যদি নিরন্তর ব্যাকুল হও, তাহলে ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারবে।।৬৬।।

সংসারী লোক যদি হরিনামে অনুরক্ত হয়, তবে তাকে বীর ভক্ত বলা যেতে পারে—যেমন বিদেহরাজ জনক ছিলেন। তিনি একহাতে জ্ঞানের তলোয়ার আর অপর হাতে কর্মরূপ খড়্গ ধারণ করে থাকতেন।।৬৭।।

নিজ পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য কর্মের ফলে কোনো ভক্ত ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হয়। পূর্বজন্মের যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগ হতে চ্যুত হয়ে পবিত্র-হৃদয় লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে—এ গীতাবাক্য সর্বৈব সত্য ॥৬৮॥

আরম্ভতো বিষয়পঙ্কজসঙ্কটেঽস্মিন্ মগ্নং মনঃ স্বমবিতুং ভব সাবধানঃ।
মার্গস্থবালধরণীরুহরক্ষণার্থং গোভ্যো নৃভির্ন পরিতঃ ক্রিয়তে বৃতিঃ
কিম্ ॥৬৯॥

কালান্তরে যদি মহান্ বিটপী প্রবৃদ্ধো রক্ষার্থমস্য বৃতিকর্ম ভবেদপার্থম্।
তৎস্কন্ধদেশমভিতো গজবন্ধনেঽপি হানির্ন ; পক্কমতয়ো বিজিতাক্ষ-
বর্গাঃ ॥৭০॥

বদ্ধো ভবেৎ স্বমনসা মনসৈবমুক্তো যৎ সঙ্গতং ভবতি তৎ সদৃশং
মনোঽপি।
বাসঃ সিতং প্রথমতোঽস্তি বিভিন্নবর্ণৈঃ সদ্রঞ্জিতং হরিত-লোহিত-
পীতা-নীলম্ ৭১॥

যেরূপ রাস্তার ধারে লাগানো চারাগাছকে গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য লোকে তার চারদিকে বেড়া দেয়, তেমনি বিষয়পঙ্কে নিমগ্ন মনকে রক্ষা করবার জন্য প্রথম থেকেই সাবধান হও অর্থাৎ ভগবানের নামের বেড়া দেওয়া উচিত ॥৬৯॥

পরে যখন ঐ চারাগাছটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন তাকে রক্ষা করার জন্য কোন বেড়া দেবার আর প্রয়োজন থাকে না, বরং তার গুঁড়ির সঙ্গে হাতীকে বাঁধলেও ঐ গাছের কোন ক্ষতি হয় না। তেমনি যাদের বুদ্ধি পরিপক্ক এবং ইন্দ্রিয় বিজিত হয়েছে, তাদের মনে কখনই কোনপ্রকার বিকার উৎপন্ন হয় না ॥৭০॥

মানুষ নিজের মনেই বদ্ধ আর মনেই মুক্ত। মন যে পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। যেমন কাপড় স্বরূপতঃ সাদাই থাকে। কিন্তু সবুজ, লাল, হলদে বা নীল রং-এ রঞ্জিত হলে ঐ বিভিন্ন রং প্রাপ্ত হয় ॥৭১॥

যদ্বাংগ্লবাক্ পরিচিতো ধৃতসূট বূটঃ শূৎকারগানরতিরাংগ্লগিরা ব্রবীতি।
চেৎ পণ্ডিতঃ সদসি সংস্কৃতবাচমুচ্চৈরুচ্চারয়ন্নিজধিয়ং প্রকটীকরোতি ॥৭২॥

এবং মনো যদি কুসঙ্গরতং কৃতং তজ্জায়েত কুৎসিতবিচারযুতং তথৈব।
ভক্তৈঃ সহেশ্বরকথা সরসং সখিত্বং স্যাচ্ছীলসদ্গুণগণব্যসনৈর্নরাণাম্ ॥৭৩॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং 'গৃহস্থাশ্রমো' নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

যদি এদেশী লোকও ইংরাজী ভাষা শেখে, তা হলে সে স্যুট-বুট পরে আর মুখে শিস্ দিতে দিতে ইংরাজী কথাই বলে। তেমনি যদি কেউ পণ্ডিত হয় তো সভাতে নিজ-পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য সংস্কৃতই বলতে থাকে ॥৭২॥

এইপ্রকার যদি কেউ কুসঙ্গে রত হয়, তাহলে তার মন কুৎসিত ভাবেই পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আবার ঐ মন নিয়ে লোকে যদি ভক্তসঙ্গে থাকে, তাহলে তার মনে তখন ভগবদ্‌প্রসঙ্গই ভাল লাগে। সদ্‌ধর্ম আচরণ ও বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে ভক্তের প্রকৃত কল্যাণ হবে ॥৭৩॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ-সাহস্রীর গৃহস্থাশ্রম নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সন্ন্যাসাশ্রমোনাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

দেহপ্রাণমনাংসি যস্য ভগবচ্ছিন্তাপরাণ্যাদরাৎ
সর্বত্রেশ্বর-ভাবপাবনমতির্যো জীবসেবারতঃ।
নারীং মাতৃসমাং সমর্চনপদং যো মন্যতে মানবো
ধন্যঃ সোঽর্হতি সাধু সাধুপদবীং ত্যক্তার্থকামদ্বিকঃ ॥১॥

উন্মত্তকল্পঃ পরমেশভাবৈর্ন কেবলং বিস্মরতি প্রপঞ্চম্।
দেহে স্বকীয়েঽপি করোত্যনাস্থাং ন চাস্য লোকে কিমপীহ কার্যম্ ॥২॥
উত্তমাঃ সাধবো নিত্যং লোকেঽজগরবৃত্তয়ঃ।
ন প্রযত্নপরা হ্যেতে সন্তি স্বোদরপূরণে ॥৩॥

সন্ন্যাসাশ্রম

যাঁর দেহ, মন প্রাণ ভগবচ্চিন্তায় সশ্রদ্ধভাবে নিরত থাকে, ভগবান্ সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছেন এই পবিত্রভাবে যাঁর বুদ্ধি পূর্ণ, যিনি জীবের সেবায় রত, যিনি নারীমাত্রকে মায়ের মত পূজনীয় মনে করেন আর অর্থ ও কামকে পরিত্যাগ করেছেন তিনিই প্রকৃত সাধু ও ধন্য ॥১॥

ভগবানের ভাবে যিনি পাগল, তিনি কেবল সংসারকেই ভুলে যান না, নিজ শরীরের প্রতিও তাঁর মমতা থাকে না, আর তাঁর সংসারের প্রতিও কোনো কর্তব্য থাকতে পারে না ॥২॥

উত্তম সাধু সংসারে সর্বদা অজগরবৃত্তি অবলম্বন ক'রে থাকেন। নিজ উদরপূর্তির জন্যও তিনি কোনও প্রকার চেষ্টা করেন না ॥৩॥

মধ্যমা যতয়ঃ সন্তস্তে যে বৃত্ত্যর্থমুদ্যতাঃ।
'নমো নারায়ণায়ে'তি বদন্তো ভৈক্ষ্যচারিণঃ ॥৪॥
অধমা বৃত্ত্যলাভেন বিবদন্তঃ পরস্পরম্।
নিন্দাং কুর্বন্তি দাতৄণাং যতয়ঃ ত্রিবিধা মতাঃ ॥৫॥
কশ্চিদ্‌বালো ব্রহ্মচারী ভিক্ষাং প্রাপ্য স্ত্রিয়াঃ ক্বচিৎ।
বক্ষোজৌ বীক্ষ্য তস্যাশ্চ পৃষ্টবান্ স্ফোটকৌ কিমু ॥৬॥
বান্ধবা বর্ণিনং প্রোচুঃ "অন্তর্বত্নীয়মীদৃশী।
বালস্য জন্মনঃ পূর্বং তদ্বৃত্তিং সৃজতি প্রভুঃ" ॥৭॥
বালসাধুর্নিশম্যেদং "কিং ভৈক্ষ্যেণেত্যমন্যত।
মমাপি নির্মিতা বৃত্তিঃ পূর্বমেব জগৎকৃতা" ॥৮॥

যাঁরা মধ্যমশ্রেণীর সাধু তাঁরা উদরপূরণের জন্য সচেষ্ট থাকেন, আর ভিক্ষার্থ 'ওঁ নমো নারায়ণায়' ব'লতে ব'লতে গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়ান ॥৪॥

অধমশ্রেণীর সাধু ভিক্ষা না পেলে পরস্পরের মধ্যে কলহ ক'রে থাকেন—(এই ভাবে তিন শ্রেণীর সাধু দেখতে পাওয়া যায়।) ॥৫॥

কোনো বালক ব্রহ্মচারী এক স্ত্রীলোকের কাছ থেকে ভিক্ষা নেবার সময় তার স্তন দেখে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল—"আপনার বুকে ফোড়া হ'য়েছে কি" ॥৬॥

ঐ স্ত্রীলোকের বাড়ীর লোকেরা ব্রহ্মচারীকে বলল যে, এর ফোড়া হয় নি, পরন্তু স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী। তাই ছেলে হওয়ার আগেই ভগবান স্তনে দুগ্ধ দিয়ে সন্তানের খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন ॥৭॥

একথা শুনে ঐ বালক সাধুটি ভাবলেন যে, তবে তো আর আমার ভিক্ষা করবার কোনই প্রয়োজন নেই। আমার খাবার ব্যবস্থাও ভগবান আগে থেকেই তো করে রেখেছেন ॥৮॥

বহির্বেষোঽন্তরাসক্তির্ন সাধুত্বস্য লক্ষণম্।
বরং সাধারণং বস্ত্রং মিথ্যাবেষো ভয়ঙ্করঃ ॥৯॥
ললাটে ভস্মতিলকো রোগভূতাপহারকঃ।
আড়ম্বরযুতো লুব্ধোঽবিশ্বাস্যঃ সাধুরীদৃশঃ ॥১০॥
স্বকুক্ষিভরণে সাধুরীশার্পিতভরোঽনিশম।
পতত্রিণশ্চ সন্তশ্চ ন সঞ্চয়পরাঃ ক্বচিৎ ॥১১॥
অংশতঃ কর্মসু স্বান্তং সাধোরীশেঽধিকাধিকম্।
পুচ্ছভাগে ভুজঙ্গস্য পূর্বাংশাদধিকা চিতিঃ ॥১২॥
ভব সাধো! সাবধানো মায়ারূপার্থকামতঃ।
যদনিষ্টমিতো জাতং দেবৈরপি ন বার্যতে ॥১৩॥

বাইরে সাধুর পোষাক আর ভিতরে বিষয়ে আসক্তি, এটা সাধুর লক্ষণ নয়। বরং সাধারণ বেশে থাকা ভাল, কারণ মিথ্যা বেশ ধারণ অতি ভয়ঙ্কর ॥৯॥

কপালে ভস্মতিলক, রোগসারান ও ভূততাড়ান প্রভৃতি, ঔষধ-মন্ত্র-প্রয়োগ করা, আচরণে বাহ্য আড়ম্বর দেখানো, আর লোভ করা—এ সকল লক্ষণ যে সাধুর মধ্যে দেখা যায়, তাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে না ॥১০॥

প্রকৃত সাধু নিজ জীবিকার সমস্ত ভারও ভগবানে অর্পণ ক'রে শান্ত ভাবে থাকেন। পাখী ও সাধু কোথাও কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখে না ॥১১॥

সাধুদের মন বেশী সময় ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকে কখনও ক্ষণিকের জন্য শরীরাদি বিষয়ে আসে। যেমন সাপের মস্তকাদি সম্মুখ ভাগ অপেক্ষা লেজের দিকে বেশী চেতনা দেখা যায় ॥১২॥

হে সাধু! মায়ারূপ কাম-কাঞ্চন হ'তে সাবধান থেকো। ওতে যে অনিষ্ট হয় তা দেবতারাও নিবারণ ক'রতে পারেন না ॥১৩॥

ভোগাদ্দূরস্থিতির্মায়ানির্লেপত্বং দৃঢ়ব্রতম্ ।
ব্যাকুলত্বং বালসাধোঃ শুদ্ধের্নিকষ উচ্যতে ॥১৪॥
নীচস্থিতিরসৌসাধুর্জায়তে ভোগগোচরঃ ।
ভবতি ব্রতভঙ্গোঽস্য গাত্রং লাঞ্ছনসংবৃতম্ ॥১৫॥
এতদর্থং ময়া সর্বে নিষিদ্ধা বালসাধকাঃ ।
তেষাং পরিচয়াধিক্যং ন স্যান্মহিলয়া সহ ॥১৬॥
বালানাং সাধনাবস্থাঽতোঽত্র ত্যাগো বিশিষ্যতে ।
পশ্যেয়ুস্তে ন তন্নারীঃ ক্বচিচ্চিত্রগতা অপি ॥১৭॥
অপি ভক্তাভিরালপং কুর্যুস্তিষ্ঠন্ত এব তে ।
নোপবিশ্য স্বরক্ষার্থং লোকশিক্ষার্থমেব চ ॥১৮॥

ভোগ-বিলাস হ'তে দূরে থাকা, মায়ামোহে অনাসক্তি, ব্রতপালনে দৃঢ়তা এবং ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা, এইগুলি প্রবর্তক সাধুর পক্ষে চিত্তশুদ্ধির নিকষপাথর তুল্য ॥১৪॥

ভোগবিলাসে আসক্ত হ'লে সাধুর ব্রত ভঙ্গ হয় ও তার গায়ে কলঙ্কের ছাপ লাগে। অবশেষে তার পতন হয় ॥১৫॥

এইজন্য আমি বালক ও যুবক ভক্তদের যারা ত্যাগী হবে তাদের স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসা সম্বন্ধে নিষেধ ক'রে দিয়েছি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করা তাদের উচিত নয় ॥১৬॥

ঐ বালক ভক্তদের এটি সাধনাবস্থা—এইজন্য এ অবস্থায় তাদের ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। তাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের চিত্রের দিকেও তাকানো উচিত নয় ॥১৭॥

স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে হলে দাঁড়িয়েই কথা বলবে, (নির্জনে) তাদের কাছে ব'সে নয়। আত্মরক্ষা এবং লোকশিক্ষার জন্যই এরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য ॥১৮॥

সমীপমাগতাং নারীং ব্রবীম্যত্র ক্ষণাৎ পরম্ ।
'ভগবদ্দর্শনং কার্যং' প্রযামি স্বয়মেব বা ॥১৯॥
লোকানামীশ্বরে শ্রদ্ধা ভক্তির্বা স্যাত্তদা কথম্ ।
সাধবশ্চেন্নাচরেয়ুস্তন্নামগুণকীর্তনম্ ॥২০॥
সাধুঃ শুদ্ধোঽপি সিদ্ধোঽপি স্বাচারং ন পরিত্যজেৎ ।
অনিশং মার্জনং নোচেৎ কলশী মলিনা ভবেৎ ॥২১॥
স্বস্মিন্ স্ত্রীভারমারোপ্য সখীভাবেন সংস্থিতঃ ।
ধৃত-স্ত্রী-বস্ত্র-ভূষাদিরহমাসং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২২॥
দবাগ্নিঃ কালসর্পো বা সাধোর্ভবতি কামিনী ।
সৈবানন্দময়ী মাতা সিদ্ধস্যেশ্বরদর্শনে ॥২৩॥

আমার কাছে কোন মহিলাভক্ত এলে কিছুক্ষণ পরেই আমি বলি—'তোমরা এখন মন্দিরে গিয়ে দেবদর্শন কর' ; আর না হয় তো আমিই অন্যত্র চলে যাই ॥১৯॥

যদি সাধুরা সৎ আচরণ ও ভগবানের নাম-গুণকীর্তন না করেন, তা হ'লে সাধারণ লোকদের ঈশ্বরে শ্রদ্ধাভক্তি কিরূপে উৎপন্ন হবে ? ॥২০॥

সাধু শুদ্ধমন ও সিদ্ধ হ'লেও কখনো সদাচার পরিত্যাগ ক'রবেন না। কলসী রোজ না মাজলে মলিন হ'য়ে যায় ॥২১॥

আমি সাধনার অবস্থায় নিজের ওপর স্ত্রীভাব আরোপ ক'রে ভগবানের সঙ্গে সখীভাবে থাকতাম। স্ত্রীলোকের মত বসন-ভূষণ পরে জিতেন্দ্রিয় অবস্থায় ছিলাম ॥২২॥

সাধুর পক্ষে স্ত্রীলোক দাবানল অথবা কালসাপের তুল্য। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন ক'রে সিদ্ধ হ'লে ঐ সাধু স্ত্রীলোককে আনন্দময়ী মায়ের রূপে দেখেন ॥২৩॥

পরিহার্যঃ সমীরোঽপি ভোগিদেশাৎ সমাগতঃ।
বক্তব্যং দূরতস্তেভ্যঃ স্বাত্মরক্ষণসিদ্ধয়ে ॥২৪॥
দূরতঃ পরিহর্তব্যে সাধুভিঃ কামকাঞ্চনে।
তন্মায়া-পঙ্ক-মগ্নস্য ভগ্নৈবাশা সমুদ্ধৃতেঃ ॥২৫॥
স্ত্রীভ্যো যতির্ভবেদ্ভীতো ব্যাঘ্রীদর্শনতো যথা।
দ্রষ্টব্যানি তদঙ্গানি মাতুরঙ্গৈঃ সমং স্বয়ম্ ॥২৬॥
স্বসমীপং সমাগন্তুং নাদাং কামপি কামিনীম্।
জননীয়মিতি স্বান্তং সান্ত্বিতং বহুশঃ শনৈঃ ॥২৭॥
অবলোক্যানিশং দেবীস্বরূপেণ প্রযত্নতঃ।
তথাঽপি সাধুভির্ভক্তৈঃ পরিত্যাজ্যৈব সা মতা ॥২৮॥

সন্ন্যাসীর পক্ষে ভোগবিলাসীর গায়ের হাওয়াও পর্যন্ত পরিহার করা উচিত। দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গ করবে না—তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা কর্তব্য ।।২৪।।

সাধু কাম-কাঞ্চনকে দূর থেকেই পরিহার ক'রবেন। কারণ কাম-কাঞ্চনরূপ মায়াপঙ্কে নিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধারের কোনোই আশা নেই ।।২৫।।

বাঘিনীকে দেখলে মানুষ যেমন ভয় পায়, তেমনই স্ত্রীলোক দেখলে সন্ন্যাসীর ভীত হওয়া উচিত। স্ত্রীলোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ মায়ের অঙ্গের মত ব'লে মনে ক'রবে ।।২৬।।

প্রথম প্রথম আমি কোনও স্ত্রীলোককে নিজের কাছে আসতে দিতাম না। এলেও 'ইনি প্রত্যক্ষ জননীরূপ' এই ব'লে নিজের মনকে বোঝাতাম ।।২৭।।

স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হ'লে তাঁকে যথার্থ দেবীরূপে দেখা উচিত। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা পরিহার করাই কর্তব্য ।।২৮।।

যতিভিঃ পরিহর্তব্যা নিত্যং স্ত্রীসম্মুখস্থিতিঃ।
সা মন্যে তিন্তিণীতুল্যা যাং দৃষ্ট্বা সজলং মুখম্ ॥২৯॥
স্ত্রীরূপং চিন্তনং নেষ্টং যতেঃ স্বপ্নেঽথ জাগৃতৌ।
লোকশিক্ষা কথং সাধ্যা তস্মিন্ সত্যজিতেন্দ্রিয়ে ॥৩০॥
রামাবপুষি দুর্গন্ধিঃ সৌন্দর্যং ব্যর্থতাং নয়েৎ।
তথা ভোগমনোবৃত্ত্যা নিষ্ফলং জীবনং যতেঃ ॥৩১॥
সাধুবৃত্তৌ স্বীকৃতায়াং সাধ্বাচারো ভবেন্নরঃ।
নাটকেঽপি নৃপত্বেন সজ্জশ্চরতি রাজবৎ ॥৩২॥
বহুরূপধরঃ কশ্চিদ্ দ্রব্যলাভস্য কাঙ্ক্ষয়া।
গৃহীতসাধুবেষঃ সন্ ধনিকস্য গৃহং যযৌ ॥৩৩॥

সাধক যতিদের স্ত্রীলোকের সামনে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। কারণ স্ত্রীলোক তেঁতুলের (আচারের) মতন, তাকে নিকটে দেখলেই মুখে জল আসে অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য আসা স্বাভাবিক।।২৯।।

জাগ্রত বা স্বপ্ন অবস্থায়ও সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীরূপ ভাবনা অভীষ্ট নয়। সাধু যদি জিতেন্দ্রিয় না হয় তবে তার দ্বারা লোকশিক্ষা কিরূপে হবে? ।।৩০॥

যদি সুন্দরী স্ত্রীলোকের শরীর হ'তে দুর্গন্ধ বাহির হয় তবে তার সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়। সেইরূপ ভোগবিলাসের চিন্তাতে যতির জীবনও ব্যর্থ হ'য়ে যায়।।৩১।।

সন্ন্যাসী হ'লে তার সদাচারী হওয়া উচিত। নাটকে রাজার সাজে সজ্জিত ব্যক্তির ব্যবহারও রাজার মতই হওয়া শোভন হয়।।৩২।।

কোনও বহুরূপী অর্থ লাভের ইচ্ছায় সন্ন্যাসীর বেশ ধরে একজন ধনীর গৃহে গিয়েছিল।।৩৩।।

ধনিকোঽপি প্রসন্নোঽস্মৈ রূপ্যকং দাতুমুদ্যতঃ।
পরং সাধুস্তিরস্কৃত্য দানং স্বগৃহমাময়ৌ ॥৩৪॥
প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রিকরং তত্র বেষমুত্তার্য চাত্মনঃ।
প্রোবাচ পুনরাগত্য "যদ্দত্তং তৎ প্রদীয়তাম্ ॥৩৫॥
যাবদাসং যতের্বেষে দ্রব্যস্পর্শো ময়োজ্ঝিতঃ।
অধুনা নিজবেষোঽহম্ দানং কিমাপি দীয়তাম্" ॥৩৬॥
সত্যং পরমহংসোঽপি লিঙ্গবিচ্ছূন্যবালবৎ।
পরং লোকস্য শিক্ষার্থং সাবধানতয়া চরেৎ ॥৩৭॥
ত্যাগৈশ্চৈতন্যদেবেন জগচ্ছিক্ষার্থমাহিতঃ।
মঙ্গলার্থং সাধবোঽপি তত্যজুঃ কামকাঞ্চনে ॥৩৮॥

ঐ বহুরূপীর সাজ-সজ্জা ও অভিনয় দেখে ধনী ব্যক্তি খুশী হ'য়ে তাকে একটা টাকা দিতে উদ্যত হ'লেন, কিন্তু সাধু বেশধারী ঐ বহুরূপী সে দান তখনই না নিয়ে বাড়ি চলে গেল ॥৩৪॥

সে বাড়িতে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে নিজ সাধুবেশ ছেড়ে পুনরায় ঐ ধনীর কাছে গিয়ে বলল—"আপনি আমায় যা দিতে চেয়েছিলেন তা এখন দিন ॥৩৫॥

যতক্ষণ আমি সন্ন্যাসীর বেশে ছিলাম, ততক্ষণ টাকা পয়সা স্পর্শ করতে পারি নি। এখন আপনি যা কিছু দেবেন তা নেব—কারণ আমি এখন সাধুর বেশ ত্যাগ করে নিজের বেশ গ্রহণ করেছি" ॥৩৬॥

এ কথা সত্য যে পরমহংস সন্ন্যাসী বালকের মতো, স্ত্রী, পুরুষ বা লিঙ্গ-ভেদজ্ঞানশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তা সত্ত্বেও লোকশিক্ষার জন্য তাকে সর্বদা সাবধানে থাকা উচিত ॥৩৭॥

শ্রীচৈতন্যদেব জগতের শিক্ষার নিমিত্ত সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। জগতের মঙ্গলের জন্য সাধুদেরও কাম-কাঞ্চন পরিত্যাগ করা উচিত ॥৩৮॥

নির্লিপ্তাস্তে পরিত্যক্তভোগাঃ কল্যাণসিদ্ধয়ে ।
ন শৃণ্বন্তি তথাপ্যজ্ঞাঃ সুবচাংসি মহাত্মনাম্ ॥৩৯॥
ত্যাগী তথা চ সংসারী দ্বিবিধো ভক্ত উচ্যতে ।
তত্র ত্যাগী বিরক্তাত্মা সমাসক্তিমহাভয়াৎ ॥৪০॥
সরঘা মধুপানার্থং কেবলং সুমনঃস্থিতা ।
মধ্বাস্বাদং পরিত্যজ্য নাস্যৈ কিমপি রোচতে ॥৪১॥
ত্যাগী ভক্তোঽপীশভাবং বিনা কিমপি নেচ্ছতি ।
স্পৃহয়েন্নার্থ-কামাভ্যাং যশসেঽন্যসুখায় চ ॥৪২॥
চাতকঃ স্বাতি-নক্ষত্রজলমেব যথেচ্ছতি ।
সৎস্বনেকসমুদ্রেষু নদী-নদশতেষু চ ॥৪৩॥

প্রকৃত সন্ন্যাসী ভোগবাসনা ত্যাগ ক'রে জগৎকল্যাণ সাধনের জন্য সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে থাকেন। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিরা মহাত্মাদের উত্তম উপদেশও শোনে না ।।৩৯।।

ভক্ত দুই প্রকার—ত্যাগী ভক্ত ও সংসারী ভক্ত। তাঁদের মধ্যে ত্যাগী ভক্ত বৈরাগ্যবান, তাঁরা আসক্ত হবার ভয়ে সর্বদা বিষয় হ'তে দূরে থাকেন ।।৪০।।

মৌমাছি মধুপান করবার জন্যে কেবল ফুলের উপরই বসে। মধুর স্বাদ ছেড়ে অন্য কিছুই তার ভাল লাগে না ।।৪১।।

সেরূপ ত্যাগী ভক্তও ভগবানের সেবা ছেড়ে অন্য কিছুই কামনা করে না. ধন, কামিনী, কীর্তি, বা অন্য সুখ কিছুই তিনি চান না ।।৪২।।

চাতক পাখী অনেক নদ-নদী ও সমুদ্রের জল থাকতেও কেবল স্বাতি-নক্ষত্রের বৃষ্টির জলই চায় ।।৪৩।।

মক্ষিকোপবিশেৎ ক্বাপি মিষ্টান্নেঽবকরে ব্রণে।
তথা সংসারিভক্তোঽপি বিষয়েশোভয়স্থিতঃ ॥৪৪॥

দূষিতোদ্দেশ্যসংপৃক্তে নারীসংসর্গতোঽনিশম্।
বিপৎপরম্পরা দীর্ঘা জিতেন্দ্রিয়-যতাবপি ॥৪৫॥

রামায়াং ভক্তিযুক্তায়ামপি সাধৌ জিতেন্দ্রিয়ে।
উভয়োঃ পতনং চেত্তৎ স্যান্নিষ্ঠীবন-ভক্ষণম্ ॥৪৬॥

দ্রব্য-স্পর্শোঽপি সাধূনামাপদাং প্রভবো মহান্।
ক্রোধোঽহঙ্কারচিন্তানাং ধনমেকং হি কারণম্ ॥৪৭॥

যথার্ক-দর্শনাকাঙ্ক্ষা নশ্যেন্মেঘাবৃতেঽম্বরে।
তথা ধনাগমাশাভিঃ সাধনা বিলয়ং ব্রজেৎ ॥৪৮॥

সাধারণ মাছি মিষ্টান্ন, আবর্জনা বা ঘায়েও বসতে পারে। এইরূপ সংসারী ভক্ত বিষয়ে এবং ঈশ্বরে দু'দিকেই মন দিতে পারে ॥৪৪॥

সন্ন্যাসী-জিতেন্দ্রিয় হ'লেও অসৎ উদ্দেশ্যে আগত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। নচেৎ বহু বিপদের সম্ভাবনা ॥৪৫॥

স্ত্রী ভক্তিমতী এবং সাধু জিতেন্দ্রিয় হ'লেও পরস্পর থেকে সাবধান থাকা উচিত। কারণ উভয়েরই পতন থু থু চাটবার মত নিন্দনীয় ॥৪৬॥

সাধুদের পক্ষে টাকা-পয়সার সংস্পর্শ হ'তে অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে, কারণ ধনই ক্রোধ, অহঙ্কার ও দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ ॥৪৭॥

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'লে সূর্য দেখার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। সেইরূপ হৃদয়ে ধনাকাঙ্ক্ষা থাকলে সাধন-ভজন সব নিষ্ফল হ'য়ে যায় ॥৪৮॥

যমাদি-যোগতঃ কষ্টমুচ্যতে সাধুজীবনম্ ।
কিন্তু তত্রাত্মকল্যাণং লোকসংগ্রহ এব চ ॥৪৯॥
নির্লিপ্তোঽপি যতির্নিত্যং জিতেন্দ্রিয়গণোঽপি সন্ ।
লোকাদর্শকৃতে তিষ্ঠেদ্ভোগদ্রব্যবিবর্জিতঃ ॥৫০॥
সতাং পূর্ণতয়া ত্যাগং বীক্ষ্য সাধারণা জনাঃ ।
সন্মার্গমবলম্বন্তে সাধু কার্যমিদং মহৎ ॥৫১॥
দ্বিজস্য বিধবা কাপি ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিতা ।
হবিষ্যান্ন-পরা চেৎ স্যাৎ লোকসংগ্রহকারণম্ ॥৫২॥
অর্থ-কাম-সমাকৃষ্টো যতিশ্চেৎ স বিনশ্যতি ।
তস্য কাঞ্চনসংসর্গো বিষ-ভক্ষণবদ্ ভবেৎ ॥৫৩॥

যম-নিয়মাদি অভ্যাস করতে সাধুর জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। (অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এই পাঁচটি যম আর শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই পাঁচটি নিয়ম। তার সঙ্গে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—সর্বসমেত এই আটটি যোগের অঙ্গ)। তাতে আত্মকল্যাণ ও লোকসংগ্রহ হ'য়ে থাকে ॥৪৯॥

সন্ন্যাসী নির্লিপ্ত ও জিতেন্দ্রিয় হ'লেও লোকেদের সামনে আদর্শ দেখাবার জন্যও ভোগবিলাস ত্যাগ করা কর্তব্য ॥৫০।

মহাত্মাদের পূর্ণ ত্যাগ দেখে সাধারণ লোকেরা সৎপথ অবলম্বন করে। সাধুদের এই কার্য মহৎ ॥৫১॥

কোনও ত্রৈবর্ণের বিধবা যদি ব্রহ্মচর্যব্রত পালন ও হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে তবে তার ঐ সংযত জীবন সমাজের কল্যাণের কারণ হয় ॥৫২॥

ধন-ভোগ-লালসায় আকৃষ্ট যতির বিনাশ নিশ্চয়ই হ'য়ে থাকে। তার কাঞ্চন-সম্পর্ক বিষ-ভক্ষণের তুল্য মারাত্মক ॥৫৩॥

তস্মাদ্ যতিঃ স্ব-রক্ষার্থমেকান্ত-স্থানমাশ্রয়েৎ।
যত্র তচ্চিত্তসংক্ষোভসম্ভবো ন ভবেৎ ক্বচিৎ ॥৫৪॥
সন্ন্যাসিনাং কৃতে নিত্যং বিষবৎ কামবাসনা।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন স্থেয়ং দূরং যতঃ স্পৃহা ॥৫৫॥
সমীপস্থে ধনে সৌখ্যলাভেচ্ছা বর্ধতে শনৈঃ।
রজস্তমোভ্যাং সত্ত্বাংশো নশ্যেদ্ যেনেশবিস্মৃতিঃ ॥৫৬॥
আচার্যস্ত্রিবিধঃ প্রোক্ত উত্তমো মধ্যমোঽধমঃ।
উত্তমঃ স্থাপয়েচ্ছিষ্যং বলাদপি সতাং পথি ॥৫৭॥
মধ্যমো বোধয়েচ্ছিষ্যং যেন তস্য শিবং ভবেৎ।
অধমে তূপদেশস্য ফলং প্রতি তটস্থতা ॥৫৮॥

এইহেতু যতি আত্মরক্ষার জন্য এমন নির্জন স্থান আশ্রয় ক'রবে, যেখানে তার অন্তরে কোনো প্রকার কুভাব উৎপন্ন না হয় ।।৫৪।।

সন্ন্যাসীর পক্ষে কাম-কাঞ্চন-বাসনা সর্বদাই বিষতুল্য, এইজন্য সন্ন্যাসীর পক্ষে বিশেষ ক'রে যাতে বাসনার উদয় হয়, এমন বস্তু ও স্থান হ'তে দূরে থাকা কর্তব্য ।।৫৫।।

যদি কাছে ধন থাকে, তবে ক্রমশঃ সুখভোগের ইচ্ছা বাড়ে; এবং তার ফলে রজোগুণ ও তমোগুণ প্রবল হ'য়ে সত্ত্বগুণকে নষ্ট করে ফেলে, এবং ঈশ্বরকেও লোকে ভুলে যায় ।।৫৬।।

আচার্য তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। উত্তম গুরু শিষ্যকে বলপ্রয়োগ করেও সৎপথে স্থাপিত করেন ।।৫৭।।

মধ্যমশ্রেণীর গুরু শিষ্যের কল্যাণের জন্য সদুপদেশ দেন। কিন্তু অধম-শ্রেণীর গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন বটে কিন্তু উপদেশের ফলের প্রতি উদাসীন থাকেন ।।১৮।।

লোকে পরমহংসা যে জ্ঞানিনঃ প্রেমিণশ্চ তে।
যতন্তে জ্ঞানিনস্তত্র কেবলং স্বাত্মমুক্তয়ে ॥৫৯॥
স্বয়ং লব্ধেশ্বরসুখা জগৎকল্যাণকাঙ্ক্ষিণঃ।
শুকদেবাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রেমিণোঽন্যনিজার্থিনঃ ॥৬০॥
আস্বাদ্য কেচিদাম্রাণি মুখ-প্রোঞ্ছন-তৎপরাঃ।
অপরে তু পরেভ্যোঽপি যচ্ছন্তি সুখপূর্বকম্ ॥৬১॥
কূপং খাতুং গতঃ কশ্চিৎ খনিত্রপিটকং বহন্।
সমাপ্তে কর্মণি ক্ষিপ্ত্বা কূপে সর্বং গৃহং যযৌ ॥৬২॥
অন্যঃ কশ্চিৎ খনিত্রাদি পরৈরপ্যুপযোক্ষ্যতে।
ইতি মত্বা খাতকূপস্তত্রৈব ত্যক্তবানিদম্ ॥৬৩॥

সংসারে দুই শ্রেণীর পরমহংস সন্ন্যাসী আছেন—জ্ঞানী ও প্রেমী। তাদের মধ্যে জ্ঞানী কেবল নিজ মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন ।।৫৯।।

শুকদেব প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ প্রেমিক পরমহংস নিজকল্যাণের সঙ্গে পরোপকারও ক'রতেন। তাঁরা নিজে ব্রহ্মানন্দ অনুভব ক'রে অন্যকেও ব্রহ্মানন্দ লাভের পথের সন্ধান দিতেন ।।৬০।।

কোনও কোনও লোক আম খেয়ে মুখ মুছে ফেলে। আবার এমন লোকও আছে যারা নিজে আম খেয়ে আনন্দের সঙ্গে অপরকেও আম খেতে দেয় ।। ৬১।।

কোনও লোক কূপখননের জন্য ঝুড়ি-কোদাল প্রভৃতি নিয়ে যায়। কূপ খনন হ'য়ে গেলে ঐ সব ঝুড়ি কোদাল কূপ ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যায় ।।৬২।।

আবার এমন লোকও আছে যারা ঐ খনিত্রাদি যন্ত্রগুলি অপর কারো কাজে আসতে পারে মনে ক'রে কূপ খনন হ'য়ে গেলে সেখানেই ছেড়ে আসে ।।৬৩।।

শুকদেবাদিভির্দত্তমাত্মসিদ্ধেরনন্তরম্।
লোকোপকারসিদ্ধ্যর্থমুপদেশামৃতং বচঃ ॥৬৪॥
পরেশ্বরো লোকশিক্ষাং যৈর্দাপয়িতুমিচ্ছতি।
অর্থ-কাম-সমাসক্তি-রহিতাংস্তান্ করোতি সঃ ॥৬৫॥
এতেষামুপদেষ্টৄণাং ত্যাগঃ কেবলমান্তরঃ।
ন যোগ্যঃ স্যাদ্ বহিরপি ব্যর্থা শিক্ষান্যথা ভবেৎ ॥৬৬॥
লোকোঽন্যথা বদেৎ সাধুরয়ং ত্যাগোপদেশকৃৎ।
পরং স্বয়ং ভোগপরঃ শ্রাব্যমস্য কথং বচঃ ॥৬৭॥
বিনান্তর-বহিস্ত্যাগং লোকশিক্ষাপ্যসম্ভবা।
'গুডং মাত্থা' বদেদজ্ঞো গুড়ং রহসি ভক্ষয়ন্ ॥৬৮॥

এইরূপ শুকাদব প্রভৃতি মহাত্মারা সিদ্ধিলাভ করার পরে পরোপকারের জন্য সদুপদেশ দিয়েছেন অর্থাৎ লোককল্যাণের জন্য অনেক উপদেশ রেখে গিয়েছেন ।।৬৪।।

ভগবান যাদের দ্বারা লোকশিক্ষা দিতে চান তাদের তিনি কাম-কাঞ্চন ত্যাগী করেন ।।৬৫।।

এই সকল আচার্যদের কেবল মনের ত্যাগ করলেই চলবে না তাদের বাহ্য ত্যাগও করতে হবে। অন্যথা লোকশিক্ষা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে ।।৬৬।।

তা না হলে লোকে ব'লবে যে এই আচার্য কেবল পরের ত্যাগের জন্যই উপদেশ দেন, কিন্তু নিজে ভোগে আসক্ত, অতএব এঁর কথা আমরা কেমন করে গ্রহণ ক'রব ? ।।৬৭।।

বাহ্য ও আন্তর এই দুই প্রকার ত্যাগ না ক'রলে আচার্য অপরকে শিক্ষা দেওয়ার যোগ্য হয় না। যে অপরকে গুড় খেয়ো না ব'লে কিন্তু নিজে গোপনে গুড় খায়, এরূপ উপদেষ্টাকে অজ্ঞানী মনে করা উচিত ।।৬৮।।

ত্যাগেন মানসেনাপি সন্ন্যাসী জায়তে ধ্রুবম্ ।
বাসনাস্বগ্নিপাতেন সন্ন্যাসে চরিতার্থতা ॥৬৯॥

মায়া-মেঘৈরাবৃতির্যাবদন্তর্ন স্যাত্তাবজ্জ্ঞান-সূর্যপ্রকাশঃ।
দূরীভূতে ছাদনেঽস্মিন্ন বিদ্যাধ্বান্তং নশ্যেজ্জ্ঞানমিত্রোদয়েন ॥৭০॥

গৃহাভ্যন্তরে সূর্যকান্তোঽপ্যকান্তিঃ সমর্থো ন দগ্ধুং ভবেল্লেখপত্রম্ ।
বহির্মিত্রভা-যোগতো দগ্ধুমীশস্তথা ভোগবাহ্যত্বসঙ্গাৎ প্রকাশঃ ॥৭১॥

পুনর্মেঘসত্ত্বে ন সূর্যপ্রকাশো ন চাপ্যর্ককান্তোঽত্র দগ্ধুং সমর্থঃ।
গতে মেঘবন্ধে জ্বলত্যেষ তদ্বৎ প্রয়াতে বিলাসে মনোমোহনাশঃ ॥৭২॥

এ কথা সত্য যে মানসিক ত্যাগেও সন্ন্যাসী হওয়া যায়। বাসনায় আগুন লাগিয়ে তাকে ভস্ম করতে পারলে সন্ন্যাস চরিতার্থ হয় ।।৬৯।।

যতদিন পর্যন্ত অন্তঃকরণ মায়ারূপ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ততদিন পর্যন্ত জ্ঞান-সূর্যের প্রকাশ হ'তে পারে না। ঐ আবরণ দূর হ'য়ে জ্ঞানরূপ সূর্যের উদয় হলে এই অবিদ্যারূপ অজ্ঞানান্ধকারকে নষ্ট ক'রে দেয় ।।৭০।।

অন্ধকার ঘরে সূর্যকান্ত মণির তেজ থাকে না, তখন সে কাগজ, তুলো প্রভৃতিকেও জ্বালাতে পারে না। কিন্তু বাইরে সূর্যকিরণের সঙ্গে সংযোগ হ'লে ঐ মণি অন্য জিনিষ জ্বালাতে পারে। এইরূপ ভোগ-বিলাসের কামনা-বাসনা দূর হ'লেই আত্মসূর্য প্রকাশিত হয় ।।৭১।।

আবার যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তখন সূর্যকিরণ আবৃত হয়ে যায়, এরূপ অবস্থায় সূর্যকান্তমণি অন্য জিনিষ দগ্ধ ক'রতে পারে না। ঐ মেঘ সরে গেলে এই সূর্যকান্তমণি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে এবং দাহ্য বস্তু দগ্ধ ক'রতে সমর্থ হয়। এইরূপ ভোগবিলাসের চিন্তা দূর হ'লে মনের অজ্ঞান নষ্ট হ'য়ে যায় অর্থাৎ আত্মসূর্য জ্যোতিষ্মান হয় ।৭২।

যথা প্রদীপ্তে জ্বলনে পতঙ্গাঃ পতন্ত্যমেয়াঃ স্বয়মেব ভূয়ঃ।
তথা হৃদিস্থে ভগবত্যনেকে জ্ঞানার্থমায়ান্তি জনাঃ সমীপম্ ॥৭৩॥

শুদ্ধং মনো ভবতু সাধকমানবানাং ভোগার্থ-সঙ্গম-যুত-মলিনী ভবেত্তৎ।
পাত্রে বিমর্দন-বশাল্লশুনস্য গন্ধো নশ্যেচ্চিরং ন, তদিদং পরিরক্ষণীয়ম্ ॥৭৪॥

কাকেন চঞ্চূল্লিখিতং ফলং যৎ ন দেবযোগ্যং ন মনুষ্য-ভোগ্যম্।
স্থাপ্যং ন দুগ্ধং দধিপাত্রমধ্যে শুদ্ধং মনোঽপি প্রভুবাসযোগ্যম্ ॥৭৫॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং "সন্ন্যাসাশ্রমো" নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

যেরূপ প্রদীপ্ত অগ্নির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অসংখ্য পতঙ্গ নিজেই এসে তাতে পতিত হয়, তাদের ডাকতে হয় না সেরূপ কেউ অন্তরে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে সমর্থ হ'লে—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবার জন্য বহু লোক তাঁর নিকট অনাহুত হয়েও আসে ॥৭৩॥

সাধকদের মন শুদ্ধ ও নির্মল হওয়া চাই, কারণ ভোগবিলাস ও অর্থের চিন্তা মনকে মলিন ক'রে দেয়। যেমন কোনও পাত্রে বিমর্দিত রসুন রাখলে তার দুর্গন্ধ দীর্ঘ সময়েও নষ্ট হয় না, সেইরূপ ভোগবিলাসে মগ্ন মনকে সহজে নির্মল করা যায় না অতএব ভোগবিলাসের বাসনা থেকে মনকে বিশেষ-রূপে রক্ষা করা আবশ্যক ॥৭৪॥

কাকে ঠোকরান ফল দেবসেবার যোগ্য হয় না, মানুষের খাবার কাজেও লাগান উচিত নয়। দই-এর পাত্রে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হ'য়ে যায়। মলিন মনে ভগবদ্ভাব পরিস্ফুট হয় না; অতএব মনের ময়লা ধুয়ে ফেললেই ঐ পরিশুদ্ধ মন ভগবানের বাসযোগ্য হয় অর্থাৎ শুদ্ধ মনে ভগবান বাস করেন ॥৭৫॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশসাহস্রীর সন্ন্যাস আশ্রম-নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

জ্ঞানাবস্থা নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানস্য সপ্ত ভূমিকাঃ

অধ্বন্যস্মিন্মনুজমনসোভূময়ঃ সপ্ত, লিঙ্গে
গুহ্যে নাভৌ বিষয়রসিকাস্তিস্র আদ্যা ভবন্তি।
বাসে জাতে হৃদি তু মনসঃ প্রেক্ষমাণঃ প্রকাশং
দিব্যং, চিত্রং স্বয়মনুভবেজ্জ্যোতিরেতৎ কিমাস্তে ॥১॥

ঊর্ধ্বং ভূয়ঃ প্রসরতি যদা মানসং কণ্ঠদেশে,
তত্র শ্রদ্ধা ভবতি সততং ভূয়সীশপ্রসঙ্গে।
ভ্রূমধ্যস্থে মনসি চ ভবেৎ সচ্চিদানন্দতেজ-
স্তস্যাশ্লেষে প্রভবতি সমীহা পরং নিষ্ফলা সা ॥২॥

জ্ঞানাবস্থা
(জ্ঞানের সপ্তভূমিকা)

এই জ্ঞানমার্গে মানুষের মনের ৭টি ভূমি বা অবস্থা আছে। তার মধ্যে প্রথম তিনটি লিঙ্গ, গুহ্য এবং নাভিতে—বিষয়-বিলাসের অবস্থা। কিন্তু যদি মন ঐ গুলির উপরে হৃদয়-কমলে অবস্থান করে তখন ঈশ্বরীয় জ্যোতি দর্শন হয়। আর সাধক আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বলে—"আহা, কি অপূর্ব জ্যোতি!" ॥১॥

হৃদয়কমল হতে যদি মন আবার কণ্ঠদেশে অবস্থান করে, তখন সর্বদা ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করতে বা শুনতে ইচ্ছা হয়। তারপরে মন ভ্রূমধ্যে গেলে সচ্চিদানন্দের জ্যোতি দর্শন হয়। ঐ সময় ঐ জ্যোতির সঙ্গে মিলে একহয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হয়, কিন্তু তখন ঐ ইচ্ছা সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না ॥২॥

জ্ঞানালোকঃ প্রসরতি পরং দর্শনং কেবলং, সঃ
স্পৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ মতিরিহ ভবেৎ স্পর্শনং নো তথাপি।
নষ্টোঽহং স্যান্মনসি চরমে ভূমিভাগে সমাধৌ,
বাচাং গম্যং ন হি সুখমিদং, বর্ণিতং যদ্দূরাপম্ ॥৩॥

জ্ঞাতুং মূর্তির্লবণরচিতা সিন্ধুগাম্ভীর্যমানং
কাচিদ্ যাতা জলধিসলিলে সৈব জাতা বিলীনা।
ব্রূয়ান্মানং ক ইব পরতো মানকর্ত্রীহ নোচে-
ন্নানন্দোঽস্মিন্ন চ ন বিষয়ঃ সপ্তমে ভূমিভাগে ॥৪॥

এই ষষ্ঠভূমিতে জ্ঞানালোক পরিব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে, কিন্তু সেখানে দর্শন-মাত্রই হয়। মনে হয় যেন আমি ঐ জ্যোতিতে নিমজ্জিত হচ্ছি। কিন্তু তখনও যথার্থ সে অনুভূতি হয় না। তারপরে সপ্তমভূমিতে মন সমাধিস্থ হ'লে অহংভাব একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। তখন নিজেই জ্ঞানস্বরূপ হয়ে যায়। বাক্যের দ্বারা সেই সমাধি-আনন্দ বর্ণনা করা যায় না। সেই আনন্দ অত্যন্ত দুর্লভ ॥৩॥

নূনের পুতুল সমুদ্রের গভীরতা মাপতে গেল। কিন্তু জলে প্রবিষ্ট হয়েই সে গলে গেল। তেমনি ব্রহ্মানন্দের গভীরতা মাপা বস্তুতঃ অসম্ভব। মাপবারলোকই যদি না রইল অর্থাৎ জলের সঙ্গে গলে এক হয়ে গেল তাহলে পরে কে এসে জলের পরিমাণ ব'লে দেবে? এইরূপ ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করে মন নিজেই লীন হ'য়ে যায়। এই জন্য সপ্তমভূমির আনন্দ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, ঐ অবস্থাকে 'অবাঙ্‌মনসগোচরং' বলা হয়েছে ॥৪॥

অহমেবাভিমানোঽয়ং ন কল্যাণকরো নৃণাম্ ।
অধঃপাতঃ ক্রমেণ স্যাৎ স্বপরেষাং প্রবঞ্চনা ॥৫॥

অবিদ্যা বিদ্যা তথা ব্রহ্ম ।

মায়াতীতং পরং ব্রহ্ম তদ্বিদ্যাবিদ্যয়োঃ পরম্ ।
বিদ্যাবিদ্যে তু মায়ায়া রূপে মায়াময়ং জগৎ ॥৬॥
বিদ্যায়াং 'সৎ' 'শিবং' 'জ্ঞানং' 'ভক্তি'শ্চেতি চতুষ্টয়ম্ ।
বিপরীতমবিদ্যায়াং নির্লিপ্তং ব্রহ্ম কেবলম্ ॥৭॥
নির্মলং ব্রহ্ম জীবে তু সদসচ্চাশিবং শিবম্ ।
গীতাপাঠো বঞ্চনা বা নির্দোষো দীপকঃ পুরঃ ॥৮॥

'অহং' এর অভিমান মানুষের পক্ষে কল্যাণকারী নয়। এতে ক্রমশ অধঃপতন হয়। এতে কেবল যে অপরকেই প্রবঞ্চনা করা হয় তা নয় বরং তাতে আত্মবঞ্চনাও হয়ে থাকে ॥৫॥

অবিদ্যা, বিদ্যা ও ব্রহ্ম ।

পরব্রহ্ম মায়াতীত এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার পরপারে অবস্থিত। কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা মায়ারই স্বরূপ, এমন কি সমস্ত জগৎই মায়াময় অসত্য ॥৬॥

বিদ্যা মায়ার মধ্যে সৎ, শিব (কল্যাণ), জ্ঞান ও ভক্তি এই চার তত্ত্ব থাকে। এর বিপরীত অবিদ্যা, মায়া বা অজ্ঞানের মধ্যে অসৎ অকল্যাণ, অজ্ঞান ও অভক্তি থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার পারে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিত ॥৭॥

কেবল ব্রহ্মই নির্মল বস্তু। কিন্তু জীবের মধ্যে সৎ, অসৎ, অমঙ্গল ও মঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়। প্রদীপের সামনে গীতাপাঠ হোক অথবা জাল করা হোক প্রদীপ তাতে নির্লিপ্তই থাকে। এইরূপ জীবের সদসৎ কার্যের দ্রষ্টারূপে ব্রহ্ম নির্লিপ্তই থাকেন ॥৮॥

অশিষ্টেষ্বথবা শিষ্টেষ্বালোকং কুরুতে রবিঃ।
স তু নির্লেপ এবাস্তে বিমলং ব্রহ্ম সর্বগম্ ॥৯॥
বিষং বিষধরস্যাস্যে ন তদ্বাধাকরং ভবেৎ।
বাধতেঽন্যং তথেশস্য মায়াঽকিঞ্চিৎ-করী ভবেৎ ॥১০॥

ব্রহ্ম বর্ণনাতীতম্।

সংসারে সর্বমুচ্ছিষ্টং বেদশাস্ত্রাদিকং পুনঃ।
কেবলং ব্রহ্ম নোচ্ছিষ্টং যৎ কেনাপি ন বর্ণিতম্ ॥১১॥
শর্করাগিরিমাহর্তুং বাঞ্ছেৎ কাপি পিপীলিকা।
ব্রহ্ম জ্ঞাতুং সমর্থোঽস্মি বদেদজ্ঞস্তথা বৃথা ॥১২॥

অশিষ্ট শিষ্ট নির্বিশেষে সূর্য আলোক প্রদান করেন। কিন্তু সূর্য লোকের দোষ-গুণ থেকে নির্লিপ্ত, এইরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম শুভাশুভ কর্ম বা সদসৎ চিন্তা হ'তে নির্লিপ্তই আছেন ॥৯॥

সাপের মুখে বিষ থাকে, তাতে তার কোনও অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ঐ বিষ অন্যের মৃত্যুর কারণ হয়। এইরূপ ঈশ্বরে মায়া আছে—কিন্তু ঐ মায়া ঈশ্বরের অনিষ্ট করতে পারে না, কারণ তিনি মায়াধীশ ॥১০॥

ব্রহ্ম বর্ণনাতীত।

এ সংসারে বেদাদিশাস্ত্র (বেদপুরাণতন্ত্র ইত্যাদি) সমস্তই উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। কারণ লোকে মুখে তা উচ্চারণ করেছে। একমাত্র ব্রহ্মই উচ্ছিষ্ট হন নি, কারণ আজ পর্যন্ত কেউই বাক্যদ্বারা তাঁর বর্ণনা করতে পারেনি, কারণ তিনি বাক্য ও মনের অগোচর ॥১১॥

যদি কোনও পিঁপড়ে চিনির পাহাড় তুলে নিয়ে যেতে চায়, তা সম্ভব হতে পারে না, সেইরূপ 'আমি ব্রহ্মকে জানতে সমর্থ' এ কথাও নিরর্থক অর্থাৎ ব্রহ্মকে কেউই জানতে পারে না ॥১২॥

ব্রহ্মানন্তং নিরাকারমবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌ ।
প্রাজ্ঞং মন্যোঽপ্যরূপং তৎ কো জানাতি যথার্থতঃ ॥১৩॥
অপারস্য কথং পারজ্ঞানং ভবতি তত্ত্বতঃ ।
উচ্চৈরপ্যুৎপতন্‌ পক্ষী খং পশ্যত্যুপরিস্থিতম্‌ ॥১৪॥
ব্রহ্মজ্ঞানং তু কল্পেত নির্বিকল্পসমাধয়ে !
জ্ঞানসূর্যপ্রভাপাতাদ্‌ অজ্ঞানহিমবিদ্রুতিঃ ॥১৫॥
বিষয়াক্তং মনো যাবৎ তাবন্নিত্যং ন লভ্যতে ।
জগদাসক্তিতো মুক্তং ন স্যাদ্বৈষয়িকং মনঃ ॥১৬॥
শব্দস্পর্শাদয়োঽক্ষাণাং বিষয়া দুস্ত্যজা ননু ।
বিষয়াদিপরিত্যাগাৎ ব্রহ্মজ্ঞানস্য সম্ভবঃ ॥১৭॥

ব্রহ্ম অনন্ত, নিরাকার ও বাক্য-মনের অগোচর। স্বয়ং পণ্ডিতম্মন্য হলেও অরূপ ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ কে জানতে পারে ? ॥১৩॥

যা অনন্ত অসীম তার অন্ত তত্ত্বতঃ কেমন করে জানা যায় ? যেমন পাখী আকাশে যতই উপরে ওঠে না কেন মাথার উপর আকাশই দেখতে পায়, অসীম অনন্ত আকাশের সীমা দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয় ॥১৪॥

ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি হয়ে ব্যষ্টি অজ্ঞান নষ্ট হ'লে নির্বিকল্প সমাধি হয়। যেমন সূর্যের প্রভায় বরফ গলে যায় তেমনই জ্ঞানসূর্যের প্রভায় অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হয় ॥১৫॥

যতদিন পর্যন্ত মন বিষয়াসক্ত থাকে ততদিন নিত্যবস্তু লাভ হ'তে পারে না, কারণ বিষয়াসক্ত মন জাগতিক বিষয়ের আসক্তি হতে মুক্ত নয় ॥১৬॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পক্ষে এই সকল বিষয় ত্যাগ করা কঠিন ; পরন্তু এই সকল বিষয় ত্যাগ হ'লেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়া সম্ভব ॥১৭॥

আত্মাত্মনৈব সংবেদ্যো নাশুদ্ধমনসা পুনঃ।
'শুদ্ধং মনো' বিশুদ্ধা ধী-'রাত্মা শুদ্ধঃ' সমং বচঃ ॥১৮॥

চক্ষুরালোকমনসামপেক্ষা বস্তু চাক্ষুষে।
তেম্বেকস্যাপ্যভাবেন তচ্চাক্ষুষমসম্ভবম্ ॥১৯॥

অহং নাস্মি জগন্নাস্তি বিচারোঽয়ং ন সম্ভবঃ।
যাবন্মনোঽথ তস্যাস্তেঽন্তঃ সঙ্কল্পবিকল্পয়োঃ ॥২০॥

পয়ঃপূর্ণো যথা কুম্ভঃ সর্বতঃ প্লাবিতে জলে।
তিষ্ঠেত্তথা'হ'মস্মাকমীশসত্তা-মহার্ণবে ॥২১॥

বিষয়াসক্ত অশুদ্ধ মন দ্বারা আত্মাকে জানা সম্ভব নয়; পরন্তু, আত্মা শুদ্ধ মনের গোচর। শুদ্ধ মন, বিশুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা একার্থবাচক শব্দ ॥১৮॥

কোনও বস্তুকে দেখতে হ'লে চক্ষু, আলোক ও মন এই তিনটি আবশ্যক। এর মধ্যে একটিরও অভাব হ'লে বস্তুর চাক্ষুষ জ্ঞান সম্ভব হতে পারে না ॥১৯॥

যতক্ষণ 'মন' আছে ততক্ষণ 'আমি নেই, জগৎ নেই' এরূপ কথা বলা যেতে পারে না। মনের বিলয় হ'লেই সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ বিচার শেষ হয়ে যায় ॥২০॥

জলপূর্ণ কলসী যদি জলপ্লাবিতস্থানে রাখা যায় তখন তার পৃথগস্তিত্ব দেখা যায় না। এইরূপ ঈশ্বর সত্তারূপ মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হলে আমাদের 'অহং'-এর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না ॥২১॥

সংসারঃ চিরপাকসদৃশঃ।

অধঃস্তাৎ সচ্চিদানন্দো বহ্নিঃ প্রজ্বলিতঃ স্থিতঃ।
উপরিষ্টাদ্‌দেহপাত্রং স্থাপিতং পাকসিদ্ধয়ে ॥২২॥
জলং মনোঽক্ষবিষয়াঃ কন্দ-দ্বিদল-তণ্ডুলাঃ।
অহং 'খদখদা'শব্দঃ পাকোঽয়ং জায়তে চিরাৎ ॥২৩॥

ঈশলাভো মুখ্যঃ।

আদৌ ভবত্বীশলাভো জগচ্ছাস্ত্রাদিকং ততঃ।
আদাবিভ্যেন সংভাষা ততো গৃহধনাদিবিৎ ॥২৪॥

সংসার চিরপাকসদৃশ।

সচ্চিদানন্দরূপ অগ্নি নীচে জ্বালানো হয়েছে। পাক কার্যের জন্য তার উপর পাঞ্চভৌতিক দেহরূপ পাত্র স্থাপিত আছে ॥২২॥

এই পাত্রে মন-রূপ জল, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বিষয় হ'ল আলু, ডাল, চাল প্রভৃতি পাকের বস্তু। ঐ সকল সিদ্ধ করার সময় যে 'খদ্‌ খদ্‌া' শব্দ হয় তা' অহং ভাবের আস্ফালন। এইরূপে অনাদি কাল হ'তে পাক-ক্রিয়া চলছে ॥২৩॥

ঈশ্বরলাভই প্রধান।

প্রথমে ঈশ্বর প্রাপ্তিই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। জগৎ-বিচার ও শাস্ত্রাধ্যয়ন তার পরে। প্রথমে জমিদারের দর্শন আবশ্যক, তার পরে তাঁর গৃহ, ধন প্রভৃতি বিষয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যেতে পারে ॥২৪॥

বাল্মীকিরুপদিষ্টোঽভূন্ নিত্যং বক্তুং 'মরা' 'মরা'।
'ম'ইতীশ্বর-নামাস্তি 'রা'-জগত্তদনন্তরম্ ॥২৫॥
বাল্মীকিবজ্জগত্ত্যাগো নির্জনে ব্যাকুলং মনঃ।
হেতুঃ পরেশলাভেঽস্ত্র তদন্যদ্গৌণমুচ্যতে ॥২৬॥

আত্মস্বরূপম্।

আত্মা শুদ্ধোঽস্তি নির্লিপ্তো ন দৃষ্টের্গোচরো ভবেৎ।
পৃথগ্‌রূপং ন দৃশ্যেত লবণং মিলিতং জলে ॥২৭॥
স্থূলঃ সূক্ষ্মঃ কারণং স মহাকারণমেব চ।
স্থূলো ভূতানি সূক্ষ্মস্তু বুদ্ধ্যহন্তা-মনস্ত্রিকম্ ॥২৮॥

বাল্মীকি এত পাপী ছিল যে রাম নাম উচ্চারণ করতে পারছিল না—তাই তাকে উপদেশ দেওয়া হ'য়েছিল যে তুমি 'মরা' 'মরা' জপ করতে থাক। বাল্মীকি "মরা-মরা" জপ করেও মুক্ত হয়ে গেল, কারণ তার মধ্যে 'ম' অক্ষরের অর্থ ঈশ্বর অর্থাৎ প্রথমে ভগবানের নামগ্রহণ ক'রতে হয়। তারপরে 'রা' অক্ষরের অর্থ জগৎ সম্বন্ধে বিচার ॥২৫॥

বাল্মীকির মত সংসার পরিত্যাগ করা এবং নির্জন স্থানে গিয়ে ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করা, এই দু'টি ভগবান লাভের প্রধান উপায়। অন্য সব গৌণ উপায় বলে জানবে ॥২৬॥

আত্মার স্বরূপ।

আত্মা শুদ্ধ ও নির্লিপ্ত এবং তা বাহ্যদৃষ্টির বিষয় নয়। যেমন লবণ জলে মিলিত হলে তার পৃথক্ রূপ দেখা যায় না, সেইরূপ জীব আত্মদর্শন করলে আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়, তার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না ॥২৭॥

তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর। মহকারণও তিনি। এর মধ্যে পাঞ্চভৌতিক দেহকে স্থূল শরীর বলা হয়। আর বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এ তিনটিকে সূক্ষ্ম দেহ বলা হয় ॥২৮॥

প্রকৃতির্যা শক্তিরাদ্যা সর্বকারণমুচ্যতে।
শুদ্ধ আত্মাঽথবা ব্রহ্ম কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥২৯॥
শুদ্ধ আত্মা স্বরূপং ন-স্তদ্‌বোধো 'জ্ঞান'সংজ্ঞিতঃ।
খাদ্যাখাদ্য-বিচারোঽপি ব্রহ্মজ্ঞানে সমাপ্যতে ॥৩০॥

ব্রহ্ম শক্তিশ্চ।

আদ্যা শক্তিঃ স্মৃতা কালী কালো ব্রহ্মৈকতা তয়োঃ।
কালেন রমতে কালী চিৎসুখানন্দরূপতঃ ॥৩১॥
শক্তিরাকার্যতে সৈব মাতরিত্থং ক্রিয়াপরা।
সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত হেতুর্যা প্রোচ্যতে ব্রহ্মনিষ্ক্রিয়ম্ ॥৩২॥
পারাবার-স্থিতং নীরং নানাবীচিভিরাবৃতম্।
এবমেবাদ্যয়া শক্ত্যা শান্তং ব্রহ্ম সমাবৃতম্ ॥৩৩॥

যে প্রকৃতি আদ্যাশক্তি তাঁকে সৃষ্টির কারণ বলা হয়। শুদ্ধ আত্মা অথবা ব্রহ্ম কারণসমূহেরও কারণ অর্থাৎ মহাকারণ ।।২৯।।

শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ, এইরূপ অনুভূতিকেই জ্ঞান বলা হয়। এই আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হলে খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকে না ।।৩০।।

ব্রহ্ম ও শক্তি।

আদ্যা শক্তিকে কালী বলা হয়। আর ব্রহ্মই কাল। উভয়ের একতা স্বতঃ সিদ্ধ। কালী নিরন্তর কালের সঙ্গে সচ্চিদানন্দ রূপে বিহার করেন ॥৩১॥

ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ কার্যে রত হলে তাঁকে আদ্যা শক্তি বা 'মাতঃ' বলা হয়, আর যখন তিনি নিষ্ক্রিয় হন তখন তাঁকে "ব্রহ্ম" বলা হয় ।।৩২।।

সমুদ্রের উপরি ভাগ যেমন অনেক ছোটবড় তরঙ্গে আবৃত থাকে, সেইরূপ আদ্যা শক্তি মহামায়া দ্বারা শান্ত ব্রহ্মও আবৃত থাকেন ।।৩৩।।

শুদ্ধং ব্রহ্মাবশিষ্যেত মায়াবৃতিনিবারণে ।
ত্বমেবাহমহং চ ত্বম্ ইতি জায়েত ভাবনা ॥৩৪॥

পূজ্যপূজকসম্বন্ধঃ ।

যাবদ্-দ্বৈতমতি'র্মাতঃ! পুত্রোঽহং তব কিঙ্করঃ' ।
পূজ্য-পূজক-ভাবোঽস্তু সেব্য-সেবকতাঽথবা ॥৩৫॥

দাসং সমীপমাগন্তুং স্বামী স্নেহাদ্বদেদপি ।
নাবয়োর্ভেদভাবোঽস্তি সমীপে মেঽনিশং বস ॥৩৬॥

সেব্যঃ প্রধানতাং যাতি গৌণত্বং সেবকঃ পুনঃ ।
তরঙ্গবান্ সমুদ্রোঽস্তি ন তরঙ্গঃ সমুদ্রবান্ ॥৩৭॥

মায়ারূপ আবরণ দূর হ'লে শুদ্ধ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। সেই সময় 'তুমিই আমি আর আমিই তুমি' এইরূপ জ্ঞান হয় ॥৩৪॥

পূজ্য ও পূজকের সম্বন্ধ ।

যতক্ষণ পর্যন্ত মনে দ্বৈত ভাব (ভক্ত ও ঈশ্বর) থাকে ততক্ষণ, 'হে মা, আমি তোমার পুত্র, তোমার দাস' এইরূপ পূজ্য ও পূজক অথবা সেব্য ও সেবক ভাব থাকা ভাল ॥৩৫।

প্রভু সেবকের উপর প্রসন্ন হলে স্নেহবশে তাকে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং বলেন—তুমি সব সময় আমার কাছে থেকো—তোমাতে ও আমাতে কোন ভেদ নেই ॥৩৬॥

সেব্য প্রভুই প্রধান আর সেবক গৌণ। সমুদ্রেরই তরঙ্গ, কিন্তু তরঙ্গ কখনও সমুদ্র হ'তে পারে না ॥৩৭॥

জ্ঞানী দীপাবৃতিং বস্ত্র-মিব মায়াং পরিত্যজেৎ।
তামেব শক্তিরূপেণ ভক্তোজ্ঞানায় পূজয়েৎ ॥৩৮॥
আদ্যা শক্তিস্তথা ব্রহ্ম দ্বে রূপে একবস্তুনঃ।
ভেদস্তু নামরূপাভ্যাং 'বাটর্'পানীতি শব্দবৎ ॥৩৯॥
এক এবেশ্বরো ব্রহ্ম 'গড্' 'অল্লে'ত্যুচ্যতে জনৈঃ।
ভাষা-ভেদোঽস্তু সর্বত্র বস্তুভেদো ন বিদ্যতে ॥৪০॥
শক্তিরাদ্যা গুণি ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারণম্।
গুণাতীতং নির্গুণং তন্ মনোবাচোঽতিবর্ততে ॥৪১॥
বিষয়েচ্ছাং ত্যজেজ্ জ্ঞানী নেতি নেতীতি ভাবয়ন্।
সমাধিং লভতে জানন্ ব্রহ্মৈবাস্তে চরাচরম্ ॥৪২॥

জ্ঞানী সাধক প্রদীপের আচ্ছাদন বস্ত্রের ন্যায় মায়াকে পরিত্যাগ করে—ব্রহ্মময় হয়ে যান। কিন্তু ভক্ত সাধক ঐ মায়াকেই শক্তিরূপে উপাসনা করে থাকেন এবং জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনাও করেন ।।৩৮।।

আদ্যা শক্তি ও পরম ব্রহ্ম একই বস্তুর দুই নাম ও রূপ। ভেদ কেবল নামরূপে। একই বস্তু জল, পানী, ওয়াটার প্রভৃতি নামে কথিত হয় ।।৩৯।।

একই ঈশ্বরকে ব্রহ্ম, গড্, আল্লা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে লোকেরা ডাকে। এক্ষেত্রে কেবল ভাষারই প্রভেদ। বস্তুর মধ্যে কখনও ভেদ নেই ।।৪০।।

আদ্যা শক্তি নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ স্বরূপ, তাই ঐ আদ্যা শক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। ব্রহ্ম গুণাতীত অর্থাৎ নির্গুণ; বাক্য ও মনের তিনি অগোচর ।।৪১।।

জ্ঞানী পুরুষ 'নেতি নেতি' বিচার করে বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করবেন। এই সমস্ত চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ—এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হ'লে সমাধি লাভ হ'য়ে থাকে ।।৪২।

প্রাসাদ-তলমারোঢ়ুং সোপানালিঃ প্রযুজ্যতে।
উভয়োরপ্যুপাদানমেকমেবেষ্টকাদিকম্ ॥৪৩॥

ভক্তিজ্ঞানয়োরভেদঃ।

ভক্তিজ্ঞানে বিভিন্নেঽপি লক্ষ্যমেকং তয়োর্ভবেৎ।
জ্ঞানমার্গে স্বয়ং নশ্যেদ্ ভাবনাপুচ্চনীচয়োঃ ॥৪৪॥
'অহং'সত্তা যাবদাস্তে তাবত্তে জগদাদিকম্।
জ্ঞানিভিস্ত্বতিবর্তান্তে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তয়ঃ ॥৪৫॥

জ্ঞানিনামবিদ্যাশ্রয়ণম্।

জ্ঞানবন্তোঽপি বিদ্যন্তে বিদ্যামায়াসমাশ্রিতাঃ।
প্রথমং লোকশিক্ষার্থং রসাস্বাদকৃতে ততঃ ॥৪৬॥

প্রাসাদের উপর ছাদে উঠতে হ'লে সিঁড়ির সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু সিঁড়ি ও ছাদ একই ইঁট, পাথর রূপ একই উপাদানে তৈরী ॥৪৩॥

ভক্তি ও জ্ঞান অভিন্ন।

ভক্তি ও জ্ঞান একই জিনিষ। জ্ঞানী ও ভক্তের একই লক্ষ্য—ঈশ্বর-প্রাপ্তি। জ্ঞান-মার্গে উচ্চ নীচের বোধ আপনা আপনিই নষ্ট হয়ে যায় এবং সমত্ব অনুভূত হয় ॥৪৪॥

যতক্ষণ পর্যন্ত 'অহংভাব' অর্থাৎ আমি আমার জ্ঞান বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ সাংসারিক পদার্থের অস্তিত্বও থাকে। জ্ঞানী অহংভাবযুক্ত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাকে অতিক্রম করে অহংজ্ঞানের অতীত তুরীয় অবস্থাতে পৌঁছে যান ॥৪৫॥

জ্ঞানীদের অবিদ্যা-আশ্রয়।

কিন্তু কখনও কখনও জ্ঞানী ব্যক্তিও (জ্ঞান লাভের পর) বিদ্যামায়াকে আশ্রয় করে সংসারে থাকেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা দেওয়া; তারপর ব্রহ্মানন্দ রসের আস্বাদ করাও আর এক উদ্দেশ্য ॥৪৬॥

ভক্তিমন্তো দয়াবন্তো তে ভবন্তি বিরাগিণঃ।
লোকশিক্ষা কথং শক্যা যদি তে মৌনমাশ্রিতাঃ ॥৪৭॥

অতঃ শ্রীশঙ্করাচার্যৈর্বিদ্যাহন্তাত্মসাৎকৃতা।
ভক্তেষ্বপি ঈশানন্দপ্রাপ্তয়েঽহং ন দোষভাক্ ॥৪৮॥

বালস্বভাব-সদৃশো মুকুরে প্রতিবিম্ববৎ।
শুদ্ধোঽহং নাস্তি দোষায় সোঽশুদ্ধো দূষিতঃ শ্রুতঃ ॥৪৯॥

বিদ্যামায়াশ্রয়ে নাম গানং ধ্যানং সুসংগতিঃ।
তথা বিবেকবৈরাগ্যে সর্বং 'বিজ্ঞান' সিদ্ধয়ে ॥৫০॥

এই রকম জ্ঞানী লোকেরা ভক্তিমান্ দয়ালু ও বিরাগী হ'য়ে থাকেন। যদি তাঁরা মৌন ব্রত ধারণ করে চুপচাপ বসে থাকেন, তবে লোকশিক্ষা কেমন করে হবে ?৪৭।।

এই উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন। এইরূপ ভক্তদের মধ্যে ভগবানের আনন্দ সম্ভোগ করবার জন্যে 'আমি ভক্ত' এইপ্রকার ভাব থাকলে তা দোষের নয়। ৪৮।।

তাঁদের সেই বিশুদ্ধ অহং ভাব বালকের অহং-এর ন্যায় নির্দোষ অর্থাৎ দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় নির্লিপ্ত। কিন্তু তার মধ্যে যদি জাগতিক অহংভাব থাকে, তবে তাকে দোষযুক্ত বলা যেতে পারে।।৪৯।।

বিদ্যামায়ার আশ্রয় গ্রহণ করলে (সাধক) ভগবানের নাম, গুণগান, ধ্যান, সাধুসঙ্গ, বিবেকবৈরাগ্য প্রভৃতি উত্তম গুণের অধিকারী হয়। এসকল বিজ্ঞান লাভেরই কারণস্বরূপ।।৫০।।

'অহং' জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধো নানিষ্টং কুরুতে ক্বচিৎ।
সর্পাকারা দগ্ধরজ্জুঃ ফূৎকারেণাপি নশ্যতি ॥৫১॥

লীলায়াং রমতে জ্ঞানী নিত্যপ্রাপ্তেরনন্তরম্।
উপরিষ্টাদধো যাতি লোকসংগ্রহহেতবে ॥৫২॥

পুনরাগমনং লোকে বিদ্যামায়াবলম্বিনাম্।
জন্মনে বাসনাল্পাপি বাসনান্তস্তু মুক্তিদঃ ॥৫৩॥

সিদ্ধানাং ন স্পৃহা মোক্ষে নাপি চিন্তা কুটুম্বিনাম্।
কুর্বন্তু লোক-কল্যাণং যান্তি তেঽবতরন্তি চ ॥৫৪॥

জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ অহঙ্কার কোনও অনিষ্টের কারণ হতে পারে না যেমন সর্পাকার দড়িকে দগ্ধ করে ফেললে তাতে সর্প ভয় তো নিবারিত হয়ই, অধিকন্তু ফু দিলে তা উড়ে নষ্ট হয়ে যায় ।।৫১।।

জ্ঞানী নিত্য-সত্যস্বরূপ ঈশ্বর লাভ করার পর সংসার-লীলায় লগ্ন হ'তে পারেন; তাতে কোনও দোষ নেই। লোক সংগ্রহের জন্য তিনি নিত্য থেকে লীলাতে নেমে আসেন ।।৫২।।

বিদ্যা মায়াকে যাঁরা অবলম্বন করেন, তাঁদের এই সংসারে লোকসংগ্রহের জন্য পুনরাগমন হ'তে পারে। কারণ সামান্য বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়। বাসনার সমাপ্তিই মুক্তি অর্থাৎ সমস্ত বাসনার পরিসমাপ্তি হলেই সাধক মুক্ত হয়ে যায় ।।৫৩।।

বিদ্যামায়াশ্রিত সিদ্ধ পুরুষদের মনে মুক্তিলাভের ইচ্ছাও থাকে না, পরিজন পরিপালনের চিন্তাও থাকতে পারে না। তাঁরা একমাত্র লোক-কল্যাণ-সাধনের জন্যই এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে থাকেন ।।৫৪।।

জগৎ ক্ষণ-স্থায়ি।

জনা জগতি জায়ন্তে কঞ্চিৎ কালং বসন্তি চ।
অন্তে পঞ্চত্বমায়ান্তি জীবিতং ত্বতি-ভঙ্গুরম্ ॥৫৫॥

দ্বিত্রাণ্যেবাত্রবস্তূনি নশ্বরাণ্যবলোকয়ন্।
নিশ্চিনোতি সমস্তস্য সংসারস্যাপ্যনিত্যতাম্ ॥৫৬॥

পশবস্তরবোঽপ্যেতে সন্ত্যেবাত্রাল্পজীবিনঃ।
তথৈব সূর্য-চন্দ্রাদি নামরূপাত্মকং জগৎ ॥৫৭॥

ভক্তস্য পচ্যমানস্য সিদ্ধতা বাপ্যসিদ্ধতা।
দ্বিত্রি তণ্ডুলংসংসিদ্ধিপরীক্ষ্যন্তেঽবগম্যতে॥৫৮॥
জগতোঽনিত্যতামেবং জ্ঞাত্বাঽসত্যত্বমেব চ।
আসক্তিরহিতং তত্র মনস্ত্যাগোন্মুখং ভবেৎ ॥৫৯॥

জগৎ ক্ষণস্থায়ী।

জীবগণ সংসারে জন্মগ্রহণ ক'রে, কিছুকাল এখানে বাসও করে, অবশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার জীবন অতিশয় অনিত্য ॥৫৫॥

বিচারশীল মনুষ্য সংসারে কয়েকটি নশ্বর বস্তু দেখেই সম্পূর্ণ সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয় করেন ॥৫৬॥

এ সংসারে পশু পক্ষী বৃক্ষ প্রভৃতি সব জীবই অল্পকাল-স্থায়ী। সেইরূপ সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি সমগ্র নামরূপাত্মক জগৎও নশ্বর ॥৫৭॥

উনুনে ভাত রান্নার সময় চাল সিদ্ধ হ'ল কিনা তা কেবল দু'তিনটি ভাত টিপে পরীক্ষা করে দেখলেই জানা যায় ॥৫৮॥

এইরূপে জগতের অনিত্যতা আর অসত্যতা জেনে বিবেকীর মন আসক্তি-রহিত ও ত্যাগোন্মুখ হয়ে যায় ॥৫৯॥

উদিতে তু জগত্ত্যাগে বিশ্বকারণমীশ্বরম্ ।
অলং জ্ঞাতুময়ং জীবো যাতি সর্বজ্ঞতাং ততঃ ॥৬০॥

জ্ঞানে সতীশ্বরো দৃশ্যঃ সামীপ্যেন ন দূরতঃ ।
ন সোঽস্তীতি তু ধীর্দূরাদ্ হৃদিস্থোঽয়ং জনার্দনঃ ॥৬১॥

জ্ঞানোন্মাদে ন কর্তব্যং কদাচিৎ শ্বোঽথ কিং ভবেৎ ।
স এব জ্ঞানিনামীশো যোগক্ষেমভরং বহেৎ ॥৬২॥

গুণস্বভাবঃ ।

সত্ত্বস্য পালনং কৃত্যং রজসঃ সৃষ্টিরেব চ ।
তমোগুণাত্তু সংহারো নির্গুণং ব্রহ্মকেবলম্ ॥৬৩॥

সংসারের অনিত্যতা সম্যকে হৃদয়ঙ্গম করে সংসার ত্যাগ করবার ইচ্ছা জাগলে সে সাধক বিশ্বের কারণ ঈশ্বরকে জানতে পারে এবং তার ফলে সে সর্বজ্ঞতা লাভ করে অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানলেই সব কিছু জানা হল ।।৬০।।

জ্ঞান লাভ হ'লে ঈশ্বর অত্যন্ত নিকটে অনুভূত হন, অর্থাৎ তিনি তখন দূরে নন। 'তিনি নেই' এরূপ বুদ্ধি তখন দূরে পলায়ন করে, কারণ জনার্দন তো হৃদয়ে বাস করে সকলকে আকর্ষণ করেন ॥৬১॥

জ্ঞানোন্মাদ হলে 'কাল কি হবে' এরূপ চিন্তা কখনও মনে আসে না। কারণ সেই পরমেশ্বরই জ্ঞানীদের যোগক্ষেম (আবশ্যক বস্তুর প্রাপ্তি ও তার রক্ষণ) বহন করে থাকেন ॥৬২॥

তিন গুণের স্বভাব

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ। এর মধ্যে সত্ত্বগুণের কার্য পালন, রজোগুণের কার্য সৃষ্টি, আর তমোগুণের কার্য সংহার। কেবল ব্রহ্মই নির্গুণ ॥৬৩॥

সংসারোঽরণ্যতুল্যোঽয়ং যত্র জ্ঞানহরা গুণাঃ।
বিনাশকং তমস্তত্র রজো বধ্নাতি মানবম্ ॥৬৪॥
সত্ত্বং রক্ষেদুভাভ্যাং নঃ কামক্রোধৌ নিহন্তি চ।
ব্রহ্মজ্ঞানস্য দানে তু নালং সত্ত্বগুণঃ পরম্ ॥৬৫॥
তত্ত্বজ্ঞানস্য পন্থানং সত্ত্বং দর্শয়তি ধ্রুবম্।
তথাপি দূরং তিষ্ঠেত্তৎ তত্ত্বজ্ঞানাগ্রভূমিতঃ ॥৬৬॥
গুণাতিক্রমণে নালমীশলাভং বিনা জনঃ।
মায়ারাজ্যে বসন্ জীবো ন হরিং দ্রষ্টুমর্হতি ॥৬৭॥
জ্ঞানী ভবেচ্ছিবাংশেন বিষ্ণোরংশেন ভক্তিমান্।
প্রত্যক্ষজ্ঞানবানাদ্যঃ প্রেমার্দ্রহৃদয়োঽপরঃ ॥৬৮॥

এই সংসার অরণ্য-তুল্য, যেখানে এই তিন গুণ চোরের মত মানুষের জ্ঞানরূপ ধন হরণ করে নেয়। এখানে তমোগুণ জীবের বিনাশ সাধন করে আর রজোগুণ মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে ॥৬৪॥

রজঃ ও তমোগুণের ক্লেশ হতে সত্ত্বগুণ জীবকে রক্ষা করে, এবং কামক্রোধকে বিনাশ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুণাতীত হওয়া আবশ্যক ॥৬৫॥

সত্ত্বগুণ তত্ত্বজ্ঞানের পথ অবশ্যই দেখিয়ে দেয়। তথাপি ঐ সত্ত্বগুণ তত্ত্বজ্ঞানের শেষ সীমায় জীবকে পৌঁছাতে পারে না ॥৬৬॥

ঈশ্বরপ্রাপ্তি না হ'লে লোকে গুণাতীত অবস্থা লাভ করতে পারে না। মায়ার রাজ্যে বাস করে এই তিনগুণকে আশ্রয় করে থাকলে জীব শ্রীভগবানকে দেখতে সমর্থ হয় না ।।৬৭।।

শিবের অংশে জন্ম হলে মানুষ জ্ঞানী হতে পারে, আর বিষ্ণুর অংশে জন্ম হলে ভক্তিমান হয়। জ্ঞানী ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করতে পারেন, আর ভক্তের হৃদয় ভগবানের প্রেমরসে আপ্লুত হয় ।।৬৮।।

দৃঢ়া ভক্তির্ন নাশার্হা বেদান্তস্য বিচারতঃ।
কিঞ্চিচ্চেৎ ক্ষীণতাং যাতি পুনর্বলবতী ভবেৎ ॥৬৯॥
'জ্ঞানং' 'জ্ঞান'-ময়ং ঘোষো কেবলং নিষ্প্রয়োজনঃ।
ঈশ্বরে হ্যচলং প্রেম প্রথমং জ্ঞানিলক্ষণম্ ॥৭০॥
শুদ্ধ-জ্ঞান-বিচারস্য নানুরাগং বিনা ফলম্।
কুণ্ডলিন্যাঃ সমুত্থানং দ্বিতীয়ং জ্ঞানিলক্ষণম্ ॥৭১॥
যাবৎ কুণ্ডলিনী সুপ্তা তাবজ্ জ্ঞানমসম্ভবম্।
গ্রন্থপাঠো বিচারো বা ব্যর্থো ব্যাকুলতাং বিনা ॥৭২॥
'মাংসাসৃগস্থি—নাড়ীনাং সংঘোঽহং কিং' বিচার্য্যতাম্।
অহন্তা নয়তি হ্যন্তাং নাহমস্তি স কেবলম্ ॥৭৩॥

বেদান্তের বিচারের দ্বারা প্রকৃত ভক্তের ভক্তিভাবের নাশ কখনও হতে পারে না। যদি ঈশ্বরে পরানুরক্তিরূপ ঐ ভক্তিভাব কোনও কারণে কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হয়ে যায় তথাপি তা আবার বলবান হয়ে থাকে ; ভক্তির বীজ কখনো নষ্ট হয় না ।।৬৯।।

কেবল 'জ্ঞান' 'জ্ঞান' এইরূপ মুখে বললেই "জ্ঞান" লাভ হয় না। ঈশ্বরে অচলপ্রেম জ্ঞানের প্রথম লক্ষণ ।।৭০।।

ঈশ্বরে অনুরাগ ছাড়া শুধু জ্ঞান-বিচারে কোনই ফল নেই। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ জ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ ।।৭১।।

যতক্ষণ পর্যন্ত কুণ্ডলিনী সুপ্ত থাকে ততক্ষণ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের ব্যাকুলতা না আসে ততক্ষণ কেবল গ্রন্থ পাঠ বা শুষ্ক বিচার নিরর্থক ।।৭২।

আমি কি রক্ত-মাংস-অস্থি-নাড়ীর সংঘাত মাত্র ? একথা বিচার কর— 'অহং' কি তা খুঁজতে খুঁজতে ঈশ্বরভাব এসে যায়। যথার্থতঃ 'আমি' নেই, কেবল 'তিনি'ই আছেন ।।৭৩।।

মনঃ শুদ্ধিস্বরূপাত্র দিব্যদৃষ্টিরপেক্ষ্যতে।
'নারী সাক্ষাদ্ভগবতী' ধীরিয়ং শুদ্ধিলক্ষণম্ ॥৭৪॥
'অহং' মমেথমজ্ঞানং জ্ঞানমাত্মাখিলং কিল।
উপাধিরহিতোঽসি ত্বং নাস্থিমজ্জাদিসংহতিঃ ॥৭৫॥
হেমেদং রজতং ত্বেতদ্ ইত্যজ্ঞানস্য লক্ষণম্।
বিপরীতং ভবেজ্‌জ্ঞানং সুবর্ণমাখিলং তথা ॥৭৬॥
ঈশজ্ঞানে বিচারান্তস্তদানন্দোঽস্তি কেবলম্।
ক্রন্দনাদ্ বিরমন্তীহ স্তনপানে যথার্ভকাঃ ॥৭৭॥
সক্রন্দনং ব্যাকুলত্বং সবৈরাগ্যা বিবেকিতা।
সর্বত্যাগস্তথা যান্তি সাক্ষাৎকারস্য হেতুতাম্ ॥৭৮॥

এক্ষেত্রে মনের শুদ্ধিলাভ করতে হলে দিব্যদৃষ্টি আবশ্যক। 'নারী সাক্ষাৎ ভগবতী' এইরূপ বুদ্ধি চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ ।।৭৪।।

'আমি' 'আমার' এরূপ বিচারকে অজ্ঞান বলে। আর, সমস্ত সংসার আত্মস্বরূপ—এরূপ বিচারের নাম জ্ঞান। তুমি অজ্ঞানরূপ-উপাধিরহিত, আর তুমি অস্থি-মজ্জা প্রভৃতির সমষ্টি মাত্র নও ।।৭৫।।

'এ সোনা, এই রূপো' ইত্যাদি বিচার অজ্ঞানের লক্ষণ। এর বিপরীত অর্থাৎ সমস্ত সংসার সুবর্ণময় অর্থাৎ ব্রহ্মময়, এরূপ বিচারকেই জ্ঞান বলে ।।৭৬।।

ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ হলে বিচার বন্ধ হ'য়ে যায়। তখন কেবল আনন্দই অনুভূত হতে থাকে। যেমন ছোট শিশু মাতৃস্তন্য পান করতে পেলেই কান্না থেকে বিরত হয় ।।৭৭।।

ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করতে হলে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন, বৈরাগ্য ও বিবেক এবং সর্বস্ব-ত্যাগ অতি আবশ্যক ।।৭৮।।

দীপালোকেন সদৃশং সংসারি-জ্ঞানমল্পশঃ।
ত্যাগিনোঽর্কপ্রভা-তুল্যমন্তর্বহিরবস্থিতম্ ॥৭৯॥

মায়ামেঘাবৃতে জীবে জ্ঞান-সূর্য-প্রভা কুতঃ।
আবৃতাবপনীতায়াং নশ্যেদ্ ধ্বান্তং ক্ষণাদিব ॥৮০॥

"ন বদ্ধো নিত্যমুক্তোঽহং সন্তানোঽহং পরাত্মনঃ।
রাজাধিরাজ-পুত্রোঽহং" জিতস্বান্তো বিভাবয় ॥৮১॥

বিচারেণৈব বোদ্ধব্যং সদীশোঽন্যদসত্তথা।
অসৎসেবাবশাদ্দেহ-'সুখং' 'মানং' 'ধনং' ন সঃ ॥৮২॥

সংসারীদের জ্ঞান প্রদীপের শিখার মত অল্প। ত্যাগীদের জ্ঞান সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল এবং উহা জ্ঞানালোকের মত ভিতর-বাহির সর্বত্র আলোকিত করে ॥৭৯॥

সাধারণ জীবের অন্তঃকরণ মায়ারূপ মেঘে আবৃত থাকে। সুতরাং সেখানে জ্ঞান-সূর্যের প্রকাশ কিরূপে সম্ভব? মায়া-আবরণ সরে গেলে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হয়ে যায় ॥৮০॥

তুমি নিজ অন্তঃকরণের দৈন্যরূপ অজ্ঞান নষ্ট করে এরূপ চিন্তা কর, যে—"আমি বদ্ধ নই, আমি নিত্যমুক্ত, আমি ভগবানের সন্তান, আমি রাজাধিরাজের পুত্র" ॥৮১॥

বিচার করে জানা উচিত যে ঈশ্বরই একমাত্র সত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত অসৎ। বিষয়প্রাপ্তি ও বিষয়াসক্তি হতে দেহ-সুখ, লোকমান্যতা ও ধন-লাভ হয় কিন্তু তাতে ঈশ্বর-লাভ হয় না ॥৮২॥

দেহবুদ্ধির্ন নশ্যেত যাবদ্বিষয়বাসনা ।
দেহাত্মভেদসংবিত্তু বিলাসেচ্ছানিবর্তনে ॥৮৩॥

কুতো জ্ঞানবিচারান্তে মমাহমিতি ভাবনা ।
'অহং মহান'পক্বত্বং দাসোঽহং পক্বতাত্মনঃ ॥৮৪॥

বয়ং পুত্তলিকাঃ সর্বে সূত্রধারঃ স্বয়ং প্রভুঃ ।
অগ্নিনৈব ক্রিয়া পাকে কর্তা কারয়িতেশ্বরঃ ॥৮৫॥

তমোগুণাজ্ঞানবশা 'দহং কৃতী' রুণদ্ধি নো দর্শনতঃ পরাত্মনঃ ।
শরীরমর্থাঃ সকলং দিনদ্বয়ং কিমর্থমেষোঽহমিমং পরিত্যজেঃ ॥৮৬॥

যত দিন বিষয়-বাসনা থাকে, ততদিন দেহ-বুদ্ধি নষ্ট হয় না। দেহ আর আত্মাকে ভিন্ন ব'লে জানতে হ'লে ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে ॥৮৩॥

জ্ঞান বিচারের পর 'আমি' 'আমার' এইরূপ চিন্তা কেমন করে থাকবে? 'আমি কর্তা' এ বোধ 'কাঁচা আমির' লক্ষণ, আর আমি ভগবানের দাস এই ভাবনা 'পাকা আমির' চিহ্ন ॥৮৪॥

আমরা সব পুতুলের মত, প্রভু স্বয়ং সূত্র ধরে আমাদের নাচাচ্ছেন। নীচে অগ্নি আছে বলেই আলু, পটল ও ভাত ইত্যাদি গতিশীল ও সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ কর্তা ও কারয়িতা উভয়ই ঈশ্বর ॥৮৫॥

তমোগুণ-রূপ অজ্ঞান হতেই 'আমি বড়' 'আমি মাননীয়', এরূপ মনোভাব উৎপন্ন হয়, এবং যা পরমাত্ম-দর্শনের অন্তরায়-স্বরূপ হয়। শরীর, ধন-সম্পত্তি সবই দুই দিনের। সুতরাং 'আমি' 'আমি' করা কি জন্য? এ রকম 'অহং'-ভাবনা পরিত্যাগ কর ॥৮৬॥

স্থূলাদিদেহাঃ।

স্থূলেঽন্নকোষেঽস্তি বহির্মুখোঽয়ং সূক্ষ্মে তু বিজ্ঞানমনোময়ন্নম্।
যৎকারণাখ্যং সুখমর্ধবাহ্যং জীবো মহাকারণগশ্চিদাত্মা ॥৮৭॥

স্থূলো দেহো পঞ্চভূতাত্মকো যো লিঙ্গং চেতো বুদ্ধ্যহন্তাঙ্কিতং স্যাৎ।
ঈশানন্দং কারণে যাতি জীবো নিত্যং গম্যং নাস্তি বাচাং তুরীয়ম্ ॥৮৮॥

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি দেহের বর্ণনা

যত দিন পর্যন্ত জীবাত্মা স্থূলদেহ বা অন্নময়-কোশে থাকে ততদিন পর্যন্ত সে বহির্মুখ। সূক্ষ্ম শরীরে ঐ আত্মা বিজ্ঞানময় ও মনোময়-কোশে থাকে। সুষুপ্তি কালে উহা কারণ-শরীর-রূপ আনন্দময়-কোশে অর্ধবাহ্যাবস্থায় থাকে। কিন্তু যখন জীবাত্মা মহাকারণে প্রবিষ্ট হয় তখন সে ব্রহ্মময় হয়ে যায়। ১। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় জীবাত্মার এই পাঁচটি কোশ। ২। জীবাত্মা যখন অন্নময়কোশে অবস্থান করে তখন জাগতিক সমুদয় বিষয়, সুখদুঃখাদির অনুভূতি হয়। ৩। স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মা লিঙ্গশরীরে অর্থাৎ প্রাণময়, মনোময়, ও বিজ্ঞানময় কোশে অবস্থান করে। ঐ অবস্থায় জাগতিক বিষয়ের স্থূল অনুভূতি হয় না। ৪। সুষুপ্তি অবস্থাতে জীবাত্মার শুধু সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়। ঐ অবস্থায় ব্রহ্মানন্দের যে অনুভূতি হয়, ঐ বিষয়ে সে সচেতন থাকে না। ৫। জীবাত্মা মহাকারণে পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে আনন্দস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ অপরোক্ষানুভূতির ফলে জন্মমৃত্যুপ্রহেলিকা হতে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলীন হয়ে যায় ॥৮৭॥

(ক) স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহকে অন্নময় কোশ বলা হয়—(জাগ্রত অবস্থা)। (খ) সূক্ষ্মশরীর অথবা লিঙ্গ শরীর—মন, বুদ্ধি, অহংকার অর্থাৎ মনোময়, বিজ্ঞান ময় ও প্রাণময় কোশ (স্বপ্নাবস্থা)। (গ) কারণশরীরকে আনন্দময় কোশ বলা হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে ঐ আনন্দময় কোশে

ধর্মজ্ঞানাদ্ বুধ্যতেঽধর্মকার্যং পুণ্যাৎ পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানবোধঃ।
একস্মাচ্চানেকতা নেতি বুদ্ধিঃ ভদ্রাদাস্তে ধীস্তথাঽভদ্রতায়াঃ ॥৮৯॥

ব্রহ্মজ্ঞানানন্তরং ত্বীশ্বরস্য লীলাস্বাদঃ সম্ভবেদ্দোষশূন্যঃ।
জ্ঞানং সিদ্ধ্যেদ্ দুষ্কর-স-প্রযত্নৈর্যস্মিন্ কালেঽজ্ঞানমন্তং প্রয়াতি ॥৯০॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশ সাহস্র্যাং জ্ঞানাবস্থা নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

অভিন্নভাবে অবস্থান করে কিন্তু তা অনুভূত হয় না। (ঘ) চতুর্থ অবস্থায় মহাকারণ শরীরে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়।

স্থূল দেহ পঞ্চভূতাত্মক। লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীর মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়-গুলির সমষ্টি মাত্র। জীব এই কারণশরীরে ঈশ্বরের আনন্দ লাভ করে। তৃতীয় বা চতুর্থ অবস্থায় যে নিত্য আনন্দ পাওয়া যায় তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না ॥৮৮॥

ধর্মের জ্ঞান হলে অধর্ম-কার্য কি তা জানা যায়। পুণ্যের জ্ঞান হলে পাপ, এবং জ্ঞান হলে অজ্ঞান কি তা জানতে পারা যায়। একের অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান হলে বহুত্বের জ্ঞান নষ্ট হয়। এরূপ কল্যাণের পূর্ণ জ্ঞান হলে অকল্যাণ কিসে হয় তা বোঝা যায় ॥৮৯॥

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর ভগবানের দিব্য-লীলার আস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব। অত্যন্ত পুরুষকারসহকারে আপ্রাণ চেষ্টা করলেও (ঈশ্বর-কৃপা ছাড়া) জ্ঞান-লাভ সহজ-সাধ্য নয়। জ্ঞানলাভ হ'লে অজ্ঞানের একান্ত নাশ হয়ে যায় ॥৯০॥

শ্রীরামকৃষ্ণউপদেশসাহস্রীর জ্ঞানাবস্থা নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ জ্ঞানযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ

(জ্ঞানস্বরূপম্)

"ঈশঃ কর্তা, বয়মপি করে তস্য যন্ত্রাণি সর্বে,
কর্তৃত্বং নঃ কথমিহ বয়ং কেঽপি ন" জ্ঞানমেতৎ।
"মাতর্যন্ত্রা ত্বমসি গৃহিণী চাস্মি গন্ত্রী গৃহং তে"
ব্রূয়াং "কুর্য্যাং যদভিলষসি, ত্বন্নিযুক্তশ্চরেয়ম্" ॥১॥

কর্তা কারয়িতামীশঃ সন্, ততোঽন্যত্তু নৈব সৎ।
তস্যৈ বেদমিদং জ্ঞানং, তথাঽজ্ঞান'মহং' 'মম' ॥২॥

জ্ঞানযোগ

জ্ঞানস্বরূপ

"কেবল ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা" আর আমরা তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের কোন রূপে কর্তৃত্ব থাকতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে—"আমরা" কিছুই নই"—এরূপ বিচারের নাম জ্ঞান। ঈশ্বরের শক্তিরূপ জগজ্জননীর নিকট আমি প্রার্থনা করি—"হে মাতা, তুমি সারথি আর আমি রথ, তেমনি তুমি গৃহিনী আর আমি গৃহ। তুমি যেমন ইচ্ছা কর আমি তাই করব। তোমার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আমি সংসারে বিচরণ করি ॥১॥

ঈশ্বরই কর্তা ও কারয়িতা, তিনি, তাঁ হতে ভিন্ন কিছুই সৎ নয়। এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই—এই প্রকার বিচারকে জ্ঞান বলা হয়। 'আমি', 'আমার' বলা অজ্ঞান ॥২॥

একং ব্রহ্মেতি তন্নাম, কালেতীত্যপরং স্মৃতম্ ।
বিস্তারকারকং ব্রহ্ম, কালঃ সংহারকারকঃ ॥৩॥

পরাত্মনো বাচকং 'তৎ', 'ত্বং' তু জীবাত্মবাচকম্ ।
উভয়োরেকতাজ্ঞানং, তত্ত্বজ্ঞানং প্রকীর্তিতম্ ॥৪॥

তুলাকোট্যোঃ স্থাপ্যতে চেজ্ জ্ঞানমজ্ঞানমেব চ ।
তজ্জাতং জ্ঞানমীশস্য বিশেষজ্ঞানমুচ্যতে ॥৫॥

কশ্চিদেব সহস্রেষু, জ্ঞানার্থং যততে জনঃ ।
কশ্চিচ্চ যতমানানাং, সিদ্ধঃ সর্বো ন সিদ্ধিমান্ ॥৬॥

সেই ঈশ্বরের এক নাম ব্রহ্ম এবং অপর নাম (মহা)কাল। ব্রহ্মের কার্য সৃষ্টির বিস্তার আর কালের কার্য সংহার ॥৩॥

'তৎ ত্বম্ অসি' (সেই ব্রহ্মই তুমি)—এই মহাবাক্যের তৎ শব্দ ব্রহ্মের বাচক আর ত্বম্ শব্দ জীবাত্মার জ্ঞাপক। এই উভয়ের একত্ব-জ্ঞানই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান ॥৪॥

জ্ঞান ও অজ্ঞানকে যদি (বিচাররূপ) তুলাদণ্ডে স্থাপিত করা হয়, তার ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানই ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান বলে কথিত হবে ॥৫॥

সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কখনো কোনো একজন জ্ঞান-লাভের জন্য চেষ্টা করে। আর ঐ রূপ প্রযত্নশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বিরল কোনো এক ব্যক্তিই সিদ্ধিলাভ করতে পারে। সকলে চেষ্টা করে সফল হতে পারে না ॥৬॥

অংশতোঽপি স্থিতে কামে তত্ত্বজ্ঞানং ন সম্ভবি ।
'তত্তু সিদ্ধ্যতি সৎসঙ্গাৎ' গিরিজা গিরিমব্রবীৎ ॥৭॥

আত্মদৃষ্টিরসত্ত্যাগঃ, কোবিদৈর্জ্ঞানমুচ্যতে ।
নেতি নেতি বিচারেণ, সমাধাবাত্মদর্শনম্ ॥৮॥

ন জীবো ন জগদ্‌ব্রহ্ম, ন তন্নেদং বিচারতঃ ।
লয়ে শান্তস্য মনসঃ সমাধৌ জ্ঞানসম্ভবঃ ॥৯॥

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, স্বাপ্নে যদ্রূপনামনী ।
ন বর্ণ্যং বচসা ব্রহ্ম, বক্তুং ব্রহ্মাপ্যলং ন যৎ ॥১০॥

কিছু মাত্র কামনা-বাসনা থাকলেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ সম্ভব হতে পারে না। সৎসঙ্গ লাভ হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। একথা পার্বতী নিজ পিতা গিরিরাজকে বলেছিলেন ।।৭।।

আত্মস্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আর অসৎ বস্তু পরিত্যাগকেই পণ্ডিতেরা জ্ঞান বলে থাকেন। নেতি নেতি অর্থাৎ ব্রহ্ম এ নয়, ব্রহ্ম ও নয়, এইরূপে সমস্ত অসৎ বস্তু বাধিত হয়ে গেলে (শুদ্ধ) মন সমাধিস্থ হয়ে আত্মদর্শন লাভ করতে পারে ।।৮।।

ব্রহ্ম জীবও নয়, জগৎও নয়, দূরস্থ ঐ বস্তু আর নিকটস্থ এই বস্তুও নয়। এইরূপ বিচারে মন সমাধিতে লীন হলে জ্ঞান হওয়া সম্ভব ।।৯।।

কেবল ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু আর দৃশ্যমান জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা। নামরূপাত্মক যে জীবজগৎ দেখতে পাওয়া যায় তার কোনই বাস্তব অস্তিত্ব নেই সব স্বপ্নবৎ মিথ্যা। বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মকে ব্যক্ত করা যায় না। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যক্ত করতে পারেন না ।।১০।।

সাধকঃ সন্ত্যজেৎ সর্বং নেতি নেতীতি চিন্তয়ন্।
তল্লাভাৎ পরতো জ্ঞানং 'স এবাস্তীতি' সম্ভবেৎ ॥১১॥

সংসারে ন দোষঃ।

তীব্রবৈরাগ্যসম্পন্নং সংসারং ত্যক্তুমুদ্যতম্।
রামং দাশরথিং রোদ্ধুং, বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥১২॥
"সংসারস্য পরিত্যাগাল্লাভঃ কস্তব রাঘব!
ঈশেনাপি ন স ত্যক্তো, ভবতেদং বিচার্যতাম্।" ॥১৩॥
অন্যোঽন্যং ব্রহ্মজগতোঃ স্থিত্যা মুকোঽজনি প্রভুঃ।
গোরসে নবনীতং হি, নবনীতে চ গোরসঃ ॥১৪॥

ব্রহ্ম ইহা নয়, উহা নয়, এইরূপ বিচার করে সাধক সমস্ত সাংসারিক পদার্থতে মমত্ব ও সত্যত্ব-বুদ্ধি পরিত্যাগ করবেন। ঈশ্বর-লাভ হলে 'সবই তিনি' এরূপ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় ॥১১॥

সংসারে দোষ নেই।

যখন রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন হয়ে সংসার ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন, তখন বশিষ্ঠ মুনি তাঁকে বাধা দেবার জন্য বললেন—॥১২॥

"হে রাম, সংসার পরিত্যাগ করলে তোমার কি লাভ হবে? ভগবান নিজেও সংসার ত্যাগ করেন নি। এ বিষয় তুমি মনে মনে বিচার কর ॥১৩॥

ব্রহ্ম আর জগতের পরস্পর অভিন্ন স্থিতি সম্বন্ধে বিচার করে রামচন্দ্র মৌন হয়ে গেলেন। দুধের মধ্যে মাখন আর মাখনের মধ্যে দুধ যেরূপ ওতপ্রোত থাকে সেইরূপ জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্ন স্থিতি ॥১৪॥

নবনীতং জ্ঞানরূপং প্রাপ্যতে সৃষ্টিগোরসাৎ।
তথাপি গোরসো নিত্যং নবনীতেঽপি বিদ্যতে ॥১৫॥
সর্বব্যাপি যদি ব্রহ্মাবগতং স্বপ্রকাশকম্।
চতুর্বিংশতিতত্ত্বাঙ্কং তত্র জীবজগন্ন কিম্ ? ॥১৬॥
সমাধাবপরোক্ষত্বং ব্রহ্মণো বৃত্তিশূন্যতা।
মূকীভূয় পুমাংস্তিষ্ঠেদ্ ব্রহ্ম বাচামগোচরম্ ॥১৭॥
আপৎস্বপ্যাপতন্তীষু নির্বিকারত্বমাত্মনঃ।
কামক্রোধজয়োল্লাসি পৌরুষং জ্ঞানিলক্ষণম্ ॥১৮॥
নির্বিকারময়োভূয়োঽয়োঘনেন বিতাড়িতম্।
ছিন্নোঽপ্যন্তর্গতাঙ্গঃ সন্ বিকৃতিং নৈতি কচ্ছপঃ ॥১৯॥

সংসার রূপ দুধ (দধি) হতে জ্ঞান রূপ মাখন পাওয়া যেতে পারে। তাহলেও দুধ সর্বদা মাখনের মধ্যে অবশ্যই বর্তমান থাকে ॥১৫॥

'ব্রহ্ম সর্বব্যাপী ও স্বয়ংপ্রকাশ'—যদি এরূপ জ্ঞান হয়, তবে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মন) এবং পঞ্চ ভূত এই ২৪ তত্ত্ব বিশিষ্ট জীবজগৎ সেই ব্রহ্মের মধ্যে নেই কি ? ॥১৬॥

সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি হয়। ঐ সময় সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি লুপ্ত হয়ে যায়। আর ঐ সমাধিবান ব্যক্তি মৌন ভাবে অবস্থিত হন, কারণ ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর ।।১৭।।

নিজের উপর বিপদ এলে মনকে নির্বিকার রাখা আর কাম, ক্রোধ প্রভৃতি আভ্যন্তরিক শত্রুকে জয় করবার পুরুষকার জ্ঞানীর লক্ষণ ।।১৮।।

হাতুড়ির আঘাতেও লৌহ নির্বিকার থাকে। যেমন কচ্ছপ নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কবচের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে রাখলে তার পিঠে তরোওয়াল প্রহার করলেও তার কোন বিকৃতি হয় না ।।১৯।।

বালবজ্জড়বচ্চৈবোন্মাদিবচ্চ পিশাচবৎ ।
আচরন্তশ্চরন্তীহাঽসক্তা ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২০॥

মুক্তাত্মনো লেপশূন্যাঃ প্রকৃতেঃ পারগামিনঃ ।
অস্পৃষ্টাঃ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং মেরুবচ্চাজরামরাঃ ॥২১॥

আত্মা দেহাদ্ভিন্নঃ ।

জীবন্মুক্তা বিজানন্তি, 'দেহী দেহাৎ পৃথক্স্থিতিঃ' ।
দৃষ্টেশ্বরাণামেতেষাং কুতো দেহাত্মভাবনা ? ॥২২॥

আত্মাঽজ্ঞানবশান্নূনং দেহেনৈকত্বমাগতঃ ।
অপক্বপূগবাতামফলং নাবরণাৎ পৃথক্ ॥২৩॥

অনাসক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী সংসারে নির্বিকার বালকের ন্যায়, নির্জীব জড় বস্তুর মত অথবা পাগল বা পিশাচের ন্যায় ব্যবহার করেন ।।২০।।

মুক্ত পুরুষেরা সংসারে নির্লিপ্ত অবস্থায় বিরাজমান থাকেন। তাঁরা প্রকৃতির পরপারে পৌঁছে যান। ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি শরীরের ধর্ম হতে পৃথক্ আত্মস্বরূপে মেরুপর্বতের ন্যায় অজর ও অমর হয়ে তাঁরা অনন্ত কাল বিদ্যমান থাকেন ।।২১।।

আত্মা দেহ হতে ভিন্ন ।

জীবন্মুক্ত পুরুষেরা জানেন যে আত্মা শরীর হতে পৃথক্। যাঁরা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন তাঁদের মনে, দেহে আত্মবুদ্ধি কিরূপে হতে পারে ? ।।২২।।

আত্মার জ্ঞান না থাকার দরুণ লোকে দেহকেই আত্মা বলে মনে করে। যেমন কাঁচা সুপুরি বা বাদাম ফল আবরণ হতে পৃথক্ নয় সেরূপ অজ্ঞানীও দেহ ও আত্মাকে এক মনে করে ।।২৩।।

নারিকেলজলং শুষ্কং ঘনং কোশাৎ পৃথক্ যথা।
বিষয়স্য রসে শুষ্কে দেহী দেহাৎ পৃথক্ তথা ॥২৪॥

তন্মায়াভ্যন্তরং সর্বে স্থাপিতাস্মো নিরন্তরম্।
ততোহি কচিদালোকঃ কচিদজ্ঞানজং তমঃ ॥২৫॥

জলপর্ণী সরঃ পৃষ্ঠে জলমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
হস্তেনোৎসারিতাপ্যেত্য সাবৃণোতি পুনর্জলম্ ॥২৬॥

দেহবুদ্ধির্যাবদাস্তে সুখদুঃখে ভবাভবৌ।
রোগশোকৌ তাবদেবং সর্বং দেহস্য, নাত্মনঃ ॥২৭॥

নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে যেরূপ শাঁস পৃথক্ হয়ে যায়, সেইরূপ বিষয়াসক্তির রস শুকিয়ে গেলে আত্মা দেহ হতে পৃথক্ হয়ে যায় ॥২৪॥

জ্ঞান হবার পূর্ব পর্যন্ত আমরা সর্বদা ঈশ্বরীয় মায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি। এই জন্য কোথাও সামান্য জ্ঞানের বিকাশ দেখা যায় আর কোথাও অজ্ঞানান্ধকার ব্যাপ্ত থাকে ॥২৫॥

জলাশয়ের উপর পানা জলকে ঢেকে রাখে। হাত দিয়ে সরালেও আবার সেই পানা জলকে ঢেকে ফেলে (এইরূপ মায়া রূপ অজ্ঞানকে সরালেও আবার তা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে) ॥২৬॥

যতদিন পর্যন্ত দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে, ততদিন সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক প্রভৃতি দেহধর্ম বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এগুলি শরীরের ধর্ম, আত্মার নয় ॥২৭।

জ্ঞানী ভবতু সন্ন্যাসী গৃহস্থো বা ন ভিন্নতা।
জ্ঞানিনো জ্ঞানমেবৈকং পরমজ্ঞানিনো ভয়ম্ ॥২৮॥
কামকাঞ্চনয়োর্মধ্যে স্থিতৌ নির্ভয়তা কুতঃ।
কজ্জলাগারসংস্থস্য বিদুষোঽপ্যস্তি লাঞ্ছনম্ ॥২৯॥
শুদ্ধভাজনসংস্থং যন্নবনীতং সুরক্ষিতম্।
পরং সমলপাত্রস্থং ন তথা নির্মলং ভবেৎ ॥৩০॥
ভ্রাষ্ট্রভর্জিতলাজাসু যাঃ কাশ্চন বহির্গতাঃ।
তিষ্ঠন্তি নিকলঙ্কাস্তা মল্লিকা কুসুমৈঃ সমাঃ ॥৩১॥
পরং ভ্রাষ্ট্রস্থিতা লাজা ন তথা জান্তি নির্মলাঃ।
তাসাং কুত্রাপি গাত্রেষু কিঞ্চিল্লক্ষ্মবিলোক্যতে ॥৩২॥

জ্ঞানী পুরুষ সন্ন্যাসী হন কিম্বা গৃহেই থাকুন, (যদি তিনি জ্ঞানানুশীলন করেন) তাঁর অবস্থা একরূপই থাকে। অর্থাৎ জ্ঞানীর জ্ঞান সমভাবেই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু বিষয়-কার্যে ব্যাপৃত থাকলে জ্ঞানীর চিত্তেও বিষয়াসক্তি উৎপন্ন হওয়ার ভয় থাকে ॥২৮॥

কাম ও কাঞ্চনের ভোগ-বিলাসের মধ্যে থাকলে ভগবানে নির্ভরতা কেমন করে আসবে? কাজলের ঘরে বাস করলে সাবধানী ব্যক্তির শরীরেও কালির দাগ লেগেই যায় ॥২৯॥

বিশুদ্ধ পাত্রে রক্ষিত মাখন কখনও বিকৃত হয় না। কিন্তু মলিন পাত্রে রাখলে তা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব ॥৩০॥

উননের উপর খৈ ভাজবার সময় কোনো কোনো খৈ কড়াই থেকে ছিটকে বাইরে এসে পড়ে। সেগুলি মালতী ফুলের মত সাদা ও নির্মলই থাকে ॥৩১॥

কিন্তু যে সকল খৈ কড়াইতেই থেকে যায়, সে গুলি ওরূপ নির্মল থাকে না। সে গুলির গায়ে কিছু না কিছু কাল দাগ লেগেই যায় ॥৩২॥

সন্ন্যাসিজ্ঞানিনো গাত্রং মল্লিকাসুমনঃসমম্ ।
নির্মলং ; সকলঙ্কা তু গৃহস্থজ্ঞানিনস্তনুঃ ॥৩৩॥

তথাপি তচ্ছরীরস্থো নাঙ্কো দোষায় কল্পতে ।
অলং প্রকাশদানায় সকলঙ্কোঽপি চন্দ্রমাঃ ॥৩৪॥

জ্ঞানাৎ শান্তিঃ

আসমাধি'জগজ্জীব'-ত্বমহং বৃত্তয়ঃ স্থিতাঃ ।
সমাধৌ তু পুনর্জ্ঞানবিচারোঽপি সমাপ্যতে ॥৩৫॥

ভোজনাদৌ মহাঙ্শব্দো দীয়তাং গৃহ্যতামিতি ।
ভোজনান্তে পরং শান্তির্নিদ্রা বাচাং নিমীলনম্ ॥৩৬॥

জ্ঞানী সন্ন্যাসীর শরীর মালতী ফুলের ন্যায় নির্মল। কিন্তু যে জ্ঞানী গৃহস্থ-আশ্রমে থাকেন, তাঁদের শরীরে কিছু না কিছু কলঙ্ক লেগেই যায় ॥৩৩॥

তথাপি গৃহস্থ জ্ঞানীর শরীরে ঐ কলঙ্ক হানিকর নয়। যেমন চন্দ্র কলঙ্ক-যুক্ত হলেও উজ্জ্বল জ্যোৎস্না দান করতে সমর্থ ।।৩৪।।

জ্ঞান হতেই শান্তি ।

সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জগৎ, জীব, তুমি, আমি প্রভৃতি মনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সমাধিতে সেই জ্ঞানবিচার সমাপ্ত হয়ে যায় ।।৩৫।।

আহারের প্রথমে—'দাও', 'নাও'—এইরূপ কোলাহল শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আহার শেষ হলে সব শান্ত হয়ে যায়। তখন ঘুম আসে আর মুখের শব্দ বন্ধ হয়ে যায় ।।৩৬।।

সম্যগ্‌জ্ঞানামৃতাস্বাদে জগৎকোলাহলঃ কুতঃ?
সমাধেরসমানন্দস্ত্রৈলঙ্গস্বামিনো যথা ॥৩৭॥
বিকাররহিতা জীবন্মুক্তস্যাস্তেঽহনিশং,তনুঃ।
জ্ঞানাগ্নির্ভস্মসাৎ কুর্যাৎ কামক্রোধাদিকান্ রিপূন্ ॥৩৮॥
অর্থকামার্থমুৎসাহঃ সংসারাসক্তিরেব চ।
জ্ঞানলাভে লয়ং যাতঃ সর্বং শান্তিময়ং জগৎ ॥৩৯॥
কাষ্ঠেষু দহ্যমানেষু ভূয়ান্‌পটপটাধ্বনিঃ।
ইন্ধনে ভস্মশেষে তু ন শব্দঃ শ্রূয়তে ক্বচিৎ ॥৪০॥
যথা যথেশলাভঃ স্যাৎ সমাসক্তিলয়ঃ পুনঃ।
তথা তথাধিকা শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তির্নিরন্তরা ॥৪১॥

যথার্থ জ্ঞানামৃতের স্বাদ পেলে সংসারের কোলাহল কেমন করে থাকতে পারে? কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী এইরূপ সমাধি-রসের আনন্দ পেয়েছিলেন ॥৩৭॥

জীবন্মুক্তের শরীর সর্বদা বিকার-রহিত থাকে। জ্ঞানরূপ অগ্নি কাম, ক্রোধাদিরূপ শরীরস্থ শত্রুকে ভস্মীভূত করে ফেলে ॥৩৮॥

জ্ঞানলাভ হলে অর্থ ও ভোগবিলাসের উৎসাহ এবং সংসার-আসক্তি লয় প্রাপ্ত হয়ে যায়। ফলে সমস্ত জগৎ শান্তিময় প্রতীয়মান হয় ॥৩৯॥

কাঠ যখন আগুনে জ্বলতে থাকে তখন তা থেকে পট্ পট্ শব্দ হয়। কিন্তু ঐ কাঠ ভস্ম হয়ে গেলে কোথাও কিছু শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না ॥৪০॥

ভক্ত যেমন যেমন ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়াসক্তিও লয় হয়ে যায়, আর ক্রমশঃ অধিক শান্তি লাভ হয়। তখন নিরন্তর শান্তিই বিরাজমান থাকে ॥৪১॥

গঙ্গায়াস্তীরমাসাদ্য, শরীরং শীতলং ভবেৎ।
তজ্জলে স্নানতঃ স্বান্তেঽজধিকা শান্তিঃ প্রজায়তে ॥৪২॥

ব্রহ্ম তথা শক্তিঃ

ব্রহ্মৈব বস্তুবস্ত্বন্যৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়া, জগৎ
মায়া, স্বপ্নসমাশক্তিরিতি বেদান্তিনাং বচঃ ॥৪৩॥

আসমাধি পরং শক্তেঃ সাম্রাজ্যং বিদ্যতে ধ্রুবম্।
'অহং ধ্যাতা' 'চিন্তকোঽহং' শক্তি রাজ্য স্থিতিং বদেৎ ॥৪৪॥

ব্রহ্মশক্ত্যোরভেদঃ স্যাদ্ একং নাস্ত্যপরং বিনা।
অগ্নিনা ন বিনা দাহো বিনা দাহেন নানলঃ ॥৪৫॥

গঙ্গাতীরে এলে শরীর শীতল হয়ে যায়। কিন্তু ঐ গঙ্গা জলে স্নান করলে আরো অধিক শান্তি পাওয়া যায় ।।৪২।।

ব্রহ্ম ও শক্তি।

কেবল ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, অন্য সমস্ত অসৎ। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও জগৎ মায়াময়, শক্তিও স্বপ্নতুল্য—এটি বেদান্তীদের বাক্য ।।৪৩।।

কিন্তু সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বপ্ন-তুল্য শক্তির সাম্রাজ্য বিদ্যমান থাকে। 'আমি ধ্যাতা' 'আমি চিন্তা করি', এরূপ বিচার শক্তিরাজ্যে অবস্থিতির কথা ব্যক্ত করে ।।৪৪।।

ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন, একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, যেরূপ অগ্নি ছাড়া অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকতে পারে না, আর দাহিকাশক্তি বিনাও অগ্নির অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় না ।।৪৫।।

বিনাংশুভির্ভবেন্নার্কো বিনার্কেণ ন চাংশবঃ।
দুগ্ধং বিনা ন ধাবল্যং, ন ধাবল্যং বিনা পয়ঃ ॥৪৬॥
ন নিত্যেন বিনা লীলা, নিত্যং বা লীলয়া বিনা।
শক্তিং বিনা কুতো ব্রহ্ম, শক্তির্বা ব্রহ্মণা বিনা ॥৪৭॥
বেদোক্তং সচ্চিদানন্দং নাদ্বৈতং দ্বৈতমেব বা।
অস্তি বা নাস্তি বা নৈতৎ, তয়োরন্তর্গতং হি তৎ ॥৪৮॥
নাহং দেহমনস্তত্ত্বন্যাতীতোঽহং সুখাদিতঃ।
রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু-ধর্মা দেহস্য নাত্মনঃ ॥৪৯॥
ব্রহ্মৈব সত্ততো নান্যদিত্থং ভানে মনোলয়ঃ।
কলাবন্নগতাঃ প্রাণাঃ কথং বোধো ভবিষ্যতি ॥৫০॥

যেমন সূর্য কিরণ বিনা থাকতে পারে না আর কিরণও সূর্যকে ছেড়ে থাকে না তেমনি শুক্ল বর্ণ দুধ বিনা থাকতে পারে না আর দুধও শুক্ল বর্ণকে ছেড়ে থাকে না ॥৪৬॥

নিত্য, অবিনাশী ব্রহ্ম বস্তু ছাড়া সংসার-লীলা থাকতে পারে না আর লীলা বিনাও নিত্য বস্তু থাকে না। সেইরূপ শক্তি বিনা ব্রহ্মের অস্তিত্ব কোথায়? আর ব্রহ্ম ছাড়াও শক্তি কোথায়? ॥৪৭॥

বেদোক্ত সচ্চিদানন্দ অদ্বৈত নয়, দ্বৈতও নয়। তাকে অস্তি বা নাস্তি কিছুই বলা যায় না। তা অদ্বৈত, দ্বৈত বা অস্তি, নাস্তি এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত ॥৪৮॥

জ্ঞানী মনে করেন—'আমি দেহ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আদি নই। আমি সুখ, দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত। রোগ শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি দেহেরই ধর্ম, আত্মার নয় ॥৪৯॥

ব্রহ্মই সৎবস্তু, তাহতে ভিন্ন অন্য সব অসৎ। এইরূপ জ্ঞান হলে মনের লয় হয়। কিন্তু কলিকালে লোকের অন্নগত প্রাণ, সুতরাং ঐরূপ জ্ঞান কিরূপে হবে? ॥৫০॥

দেহাত্মভাবনা যাবৎ তাবদ্ বোধো ন সম্ভবঃ।
ভাবনেয়ং বিচারেঽপি বলাৎ কর্ষতি মানসম্ ॥৫১॥
'ছিন্নোঽশ্বত্থঃ সমূলোঽপি নষ্টো' মন্যামহে বয়ম্।
পরং পরদিনে তত্রৈবাঙ্কুরোদ্ভেদসম্ভবঃ ॥৫২॥
জগন্মিথ্যেত্যুচ্যমানে মিথ্যাত্বং যো ব্রবীতি চ।
সোঽপি মিথ্যা স্বপ্নতুল্যঃ তদ্বচো দূরগা কথা ॥৫৩॥
কর্পূরো দহ্যতেঽশেষং দগ্ধং কাষ্ঠং তু শিষ্যতে।
যুষ্মদস্মজ্জগদ্ভাবো সমাধৌ বিলয়ং ব্রজেৎ ॥৫৪॥
জ্ঞানং বর্ত্ম বিচারস্য ক্বচিন্নাস্তিকতা পরম্।
ভক্তিমার্গে ত্বীশচিন্তাং বিনা কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ॥৫৫॥

যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। বিশেষ বিচার করলেও এই দেহাত্মভাবনা মানুষের মনকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে ॥৫১॥

মূল সহ অশ্বত্থ গাছ কেটে ফেললে আমরা মনে করি যে গাছটা নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু পরদিনই দেখতে পাওয়া যায় যে তাতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়েছে ॥৫২॥

'এই সংসার মিথ্যা' একথা বললে তুমিও মিথ্যা হয়ে যাও। আর যে এই কথা বলে সেও স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা! এই কথা বলা অতীব কঠিন ॥৫৩॥

কর্পূর দগ্ধ করলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু কাঠ জ্বালালে ছাই থেকে যায়। সমাধি অবস্থায় দগ্ধ কর্পূরের মত তুমি, আমি ও জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় ॥৫৪॥

জ্ঞানমার্গ বিচারের পথ, কিন্তু ঐ বিচারে কখনো কখনো নাস্তিকতা এসে যায়। কিন্তু ভক্তিমার্গে ভগবানের চিন্তা বিনা আর কিছুই থাকে না ॥৫৫॥

যস্য পিত্রা পিতুঃ পিত্রা কৃষিকার্যং কৃতং ভবেৎ।
স স্বকার্যরতো দৃষ্টো বৈফল্যেঽপি কৃষের্ধ্রুবম্ ॥৫৬॥

জ্ঞানিস্বরূপম্

জ্ঞানিনে রোচতে নান্যৎ কেবলং ভগবৎ-কথা।
অবিদ্যা-বাগুরাবদ্ধস্ত্বক্ষার্থানেব চিন্তয়েৎ ॥৫৭॥

ভূমিকা জ্ঞানিনঃ সপ্ত তত্র পঞ্চমভূমিগাঃ।
জ্ঞানোপদেশদাতারঃ নিত্যং চেশকথাপরাঃ ॥৫৮॥

নেশ্বরস্য কথাঃ কুর্য্যাজ্ জ্ঞানী জিজ্ঞাসয়া বিনা।
জিজ্ঞাসা প্রথমং পশ্চাৎ কুশলং ভবতামিতি ॥৫৯॥

যার পিতা ও পিতামহ কৃষিকার্য করতেন, তাকে নিজ কৃষিকার্যেই রত দেখা যায়। কোনও সময় ভাল ফসল না হলেও সে তা ত্যাগ করে না। এইরূপ ভক্ত কখনো ভক্তি ত্যাগ করেন না ॥৫৬॥

জ্ঞানীর স্বরূপ।

জ্ঞানী ব্যক্তির ভগবানের কথা ভিন্ন অন্য কিছুই ভাল লাগে না। যেমন অবিদ্যা পাশে আবদ্ধ ব্যক্তি সর্বদা ইন্দ্রিয়-বিষয়ের চিন্তাই করে থাকে ।।৫৭।।

জ্ঞানীর ৭টি ভূমিকা বা অবস্থা। পঞ্চম ভূমিতে উপনীত হলে তাঁরা জ্ঞানের উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই অবস্থায় তাঁরা কেবল ঈশ্বর-প্রসঙ্গ-মাত্রই করেন ।।৫৮।।

জিজ্ঞাসা না করলে জ্ঞানীব্যক্তি ঈশ্বরের কথা বলেন না। তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই প্রধান কার্য। তার পরে 'আপনি ভাল আছেন তো?' এরূপ অন্য কথা হয়ে থাকে ॥৫৯॥

বিজ্ঞানী বালবচ্ছুদ্ধঃ পশ্যেদীশং নিরন্তরম্ ।
লীলামেতি ক্বচিন্নিত্যাল্লীলাতো নিত্যমপ্যয়ম্ ॥৬০॥

শৃণোতি কেবলং দুগ্ধং কশ্চিৎ পশ্যতি কোঽপি তৎ ।
অপরোঽনুভবেৎ স্বাদং ত্রিবিধং জ্ঞানমুচ্যতে ॥৬১॥

কেবলং শ্রোতুরজ্ঞানং পশ্যতো জ্ঞানমুচ্যতে ।
বিজ্ঞানং স্বাদযুক্তস্য বিশেষজ্ঞানমেব তৎ ॥৬২॥

প্রত্যক্ষদর্শনং তেন সার্ধমালাপ এব চ ।
বিজ্ঞানিলক্ষণং প্রোক্তং পরমাত্মীয়তা চ সা ॥৬৩॥

বিশিষ্ট জ্ঞানী শিশুর ন্যায় পবিত্র। তিনি সর্বদা ঈশ্বরকে দর্শন করেন। তাঁর মন কখনও নিত্য হতে সংসার-লীলার দিকে, আর কখনও লীলা হতে নিত্যে আসা-যাওয়া করে ॥৬০॥

কেউ কেবল দুধ সম্বন্ধে শুনেছে, কেউ দুধ প্রত্যক্ষ দেখেছে, আর অন্য কেউ দুধ খেয়েছে, এইরূপ জ্ঞানেরও তিন অবস্থা ॥৬১॥

কেউ ব্রহ্ম বিষয়ে কেবল মাত্র শুনেছে। আবার কেউ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছে, তার সেই দর্শনকে জ্ঞান বলা হয়। আর যে ব্রহ্মের স্বাদ গ্রহণ করেছে অর্থাৎ ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জেনেছে তার সেই জ্ঞানকে বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা হয় ॥৬২॥

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা আর তাঁর সঙ্গে কথা বলা এই দুটি-বিশেষ জ্ঞানী-ব্যক্তির লক্ষণ। একে পরমাত্ম-স্বরূপ-প্রাপ্তিও বলা যায় ॥৬৩॥

আত্মস্বরূপম্

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-তত্ত্বানি নাসৌ ন বা পঞ্চভূতানি নায়ং প্রপঞ্চঃ ;
পরব্রহ্মরূপস্তথাপি স্বয়ং যো ভবেৎ সর্বরূপস্ততো নেতি নেতি ॥৬৪॥
সোপানৈঃ ক্রমশো গচ্ছেদ্ গৃহোপরিতলং নরঃ ।
উপাদানস্য চৈক্যেঽপি সোপানতলয়োর্ভিদা ॥৬৫॥
কঠিনা ভূর্ব্রহ্মকার্যমস্থিশৌক্রমপি দৃঢ়ম্ ।
কঠোরঃ সিন্ধুফেনশ্চ সর্বমীশ্বরশক্তিজম্ ॥৬৬॥

সংসারী তথা জ্ঞানী

জীবো জগৎ স এবাস্তে ন পৃথক্ সংসৃতিস্ততঃ ।
শুভং সংসারকার্যং স্যাৎ তৎ সেবাভাবতঃ কৃতম্ ॥৬৭॥

আত্মস্বরূপ ।

এই আত্মা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব নয়, পঞ্চভূত ও দৃশ্য প্রপঞ্চও নয় । পরম ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েও এ আত্মা সকল রূপে প্রকাশ পায় । এই জন্য বেদ নেতি নেতি ব'লে তাঁর স্বরূপ বর্ণন করেন ॥৬৪॥

লোকে ক্রমশঃ এক একটি সিঁড়ি পার হয়ে ছাদের উপর গিয়ে থাকে । সিঁড়ি ও ছাদের একই উপাদান হলেও ছুটিই ভিন্ন বস্তু ॥৬৫॥

নিরাকার ব্রহ্মের কার্য রূপ এই পৃথিবী কঠিন, কোমল শুক্র হতে উৎপন্ন অস্থিও দৃঢ়, সমুদ্রের ফেনও কঠোর । এই সমস্তই ঈশ্বরের শক্তি হতে জাত ॥৬৬॥

সংসারী ও জ্ঞানী ।

জীব ও জগৎ সবই তিনি, সংসার ভগবান থেকে পৃথক নয় । এই জন্য সংসারী ব্যক্তি সংসারের সব কার্য ভগবৎ-সেবা-বুদ্ধিতে করলে তাতে তার মঙ্গল হবে ॥৬৭॥

সংসারী নাস্তিকোঽজ্ঞানী মন্দাভে মৃদগৃহে বসন্।
কেবলং গৃহগং পশ্যেদ্‌বহিরালোকবর্জিতঃ ॥৬৮॥
জ্ঞানবান্ যস্তু সংসারী বসন্ কাচগৃহান্তরে।
অন্তর্বহিঃ স্থিতালোকঃ সর্বং স্পষ্টতয়েক্ষতে ॥৬৯॥
জ্ঞানসূর্যপ্রভা তস্য গৃহে প্রসরতি স্বয়ম্।
বেত্তি নিত্যমনিত্যং চ যেনায়ং সদসত্তথা ॥৭০॥
বিজ্ঞানী মন্যতে ব্রহ্ম মেরুবদ্‌ধ্রুবমক্রিয়ম্।
সংসারঃ সৃজ্যতে তস্য রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ ॥৭১॥
তথাপি স গুণাতীতো নির্লেপো ভগবান্ স্বয়ম।
জগজ্জীবমনোজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যসংযুতঃ ॥৭২॥

নাস্তিক সংসারী অজ্ঞানী ব্যক্তি, যেন মাটির ঘরের মধ্যে বাস করে অল্প আলোকে ঐ ঘরের মধ্যের বস্তু গুলিকেই মাত্র দেখে। তার পক্ষে ঘরের বাইরে সব কিছুই অন্ধকারময় ।।৬৮।।

কিন্তু জানী সংসারী যেন কাঁচের ঘরে বাস করেন। ভিতরে ও বাইরে আলো থাকায় তিনি সকল বস্তুই স্পষ্ট দেখতে পান।।৬৯।।

এইরূপ জ্ঞানী সংসারীর গৃহে জ্ঞানরূপ সূর্যের আলো স্বয়ংই ব্যাপ্ত থাকে। ঐ আলোর সাহায্যে তিনি নিত্য, অনিত্য; সৎ ও অসৎকে জানতে পারেন ॥৭০॥

বিজ্ঞানী ব্যক্তি যে ব্রহ্মকে মেরু পর্বতের ন্যায় অচল অটল ও ক্রিয়াশূন্য বলে মনে করেন, সেই ব্রহ্মের সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ হতে সংসারপ্রপঞ্চ সৃষ্ট হয় ॥৭১॥

তথাপি ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান স্বয়ং গুণাতীত ও নির্লিপ্ত। তাঁর মধ্যে জীব, জগৎ, মন, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান থাকে ॥৭২॥

ভক্তির্জ্ঞানং চ

ভক্তের্জ্ঞানস্য চাধ্বানাবুভাবীশ্বরগামিনৌ।
তত্রাবক্রো ভক্তিমার্গো 'যদ্যহং' ত্যজ্যতে ত্বয়া ॥৭৩॥

ভক্তস্য তে প্রযত্নেন নাপগচ্ছতি চেদহম্।
দাসোঽহং তস্য ভক্তোঽহং পুত্রোঽহমিতি ভাবয় ॥৭৪॥

স এব সর্বভূতস্থো বিভুরৈশ্বর্যসংযুতঃ।
একো দশজয়ী কোঽপি তদপীশ্বরশক্তিতঃ ॥৭৫॥

আনন্দহেতুর্বিজ্ঞানিকৃতে ব্রহ্মময়ং জগৎ।
সাধকানাং ভবেন্নিত্যং তৎ প্রতারণকারণম্ ॥৭৬॥

ভক্তি ও জ্ঞান।

ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ উভয়ই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়। যদি তুমি নিজের 'অহং' অভিমান পরিত্যাগ করতে পার তবে তোমার পক্ষে ভক্তি মার্গই সরল ॥৭৩॥

ভক্তের অহঙ্কার যদি চেষ্টা করা সত্ত্বেও না যায়, তবে আপনাকে তাঁর দাস ও ভক্ত অথবা পুত্র এরূপ চিন্তা করবে ॥৭৪॥

তিনিই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত, তিনি সর্বব্যাপী এবং ঐশ্বর্যযুক্ত। সংসারে কোনও ব্যক্তি দশ জনকে জয় করতে পারে, এও ঈশ্বরের শক্তিতেই সম্ভব ॥৭৫॥

তিনিই সব হয়েছেন—এই অনুভব করে বিজ্ঞানীর পক্ষে এ সংসার আনন্দ-সম্ভোগের স্থান ; কিন্তু সাধকের পক্ষে ঐ সংসারই প্রতারণা বা বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে ॥৭৬॥

তদাধারতয়া সর্বং নির্মূল্যং তং বিনাখিলম্।
একস্য পৃষ্ঠে শূন্যানাং মূল্যং নাপরতঃ পরম্ ॥৭৭॥

নিত্যতো গম্যতে লীলা, লীলাতো নিত্যমেব চ।
সাকারং সগুণং রূপং সচ্চিৎসুখমনাকৃতি ॥৭৮॥

আনন্দস্ত্রিবিধঃ

আনন্দো বিষয়ানন্দো ভজনানন্দ এব চ।
ব্রহ্মানন্দস্ত্রিধা প্রোক্তঃ কামার্থোত্থস্তদাদিমঃ ॥৭৯॥

দ্বিতীয়ো ভজনানন্দস্তন্নামগুণকীর্তনম্।
ভগবদ্দর্শনানন্দো ব্রহ্মানন্দ ইতীরিতঃ ॥৮০॥

তিনি সকলের আধারস্বরূপ, এইহেতু তাঁকে বাদ দিলে সমস্ত বস্তুই মূল্যহীন অর্থাৎ অসৎ হয়ে যায়। একের পিঠে শূন্য দিলে ঐ শূন্যের মূল্য বাড়ে, কিন্তু ঐ একের পেছনে যতই শূন্য দেওয়া হয় তাতে কিছুই মূল্য বাড়ে না ॥৭৭॥

নিত্য বস্তু হতে সংসারলীলার দিকে আর সংসারলীলা হতে নিত্য বস্তুর দিকে যাওয়া যায়। কারণ নিত্য বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাঁর লীলা অভিন্ন। তাঁর সগুণ রূপ সাকার আর সচ্চিদানন্দ রূপ নিরাকার ॥৭৮॥

আনন্দ তিন প্রকার।

আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। তার মধ্যে প্রথম বিষয়ানন্দ কাম ও অর্থ হতে উৎপন্ন হয় ॥৭৯॥

দ্বিতীয় ভজনানন্দ ভগবানের নাম ও গুণ-কীর্তন হতে উৎপন্ন হয়। ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন হতে উৎপন্ন আনন্দকে ব্রহ্মানন্দ বলা হয় ॥৮০॥

ব্রহ্মানন্দাৎ পরং বাধাবিহীনা মুনয়োঽভবন্।
যথা চৈতন্যদেবেঽভূদ্ অন্তর্বাহ্যার্ধবাহ্যতা ॥৮১॥
ভগবদ্দর্শনাবস্থাঽন্তর্দশা জড়সাম্যভাক্।
ঈষদ্বহিঃস্থিতিশ্চার্ধবাহ্যা বাহ্যেশকীর্তনম্ ॥৮২॥
জ্ঞানিনো জড়সমাধিরুচ্যতে নাস্ত্যহং ত্বিহ ভবেন্মনোলয়ঃ।
ভক্তিমাংস্তু নিজং ত্যজেদহং তস্য চেতনসমাধিরীরিতঃ ॥৮৩॥

ঈশ্বরভক্তয়োঃ সম্বন্ধঃ

ভক্তিমান্ রসিক ঈশ্বরো রসঃ সেবকস্য তব সেব্য ঈশ্বরঃ।
ভোগভাক্ ত্বমসি ভোজ্যেতেশ্বরে ভক্তিবর্ত্মনি ভবেদিয়ং দ্বিতা ॥৮৪॥

ব্রহ্মানন্দ লাভ হলে পর মুনিগণ সর্ববাধানির্মুক্ত হয়ে থাকেন। যেমন চৈতন্যমহাপ্রভুর হয়েছিল—কখনও অন্তর্দশা, কখনো বাহ্যদশা আর কখনো অর্ধবাহ্য অবস্থা ॥৮১॥

ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করবার অবস্থাকে অন্তর্দশা বলা হয়, এই অবস্থাকে জড়বৎ অবস্থাও বলা হয়ে থাকে। কিছু বাহ্য জ্ঞান থাকলে তাকে অর্ধ-বাহ্য অবস্থা, আর যে অবস্থায় ঈশ্বরের গুন কীর্তন হতে থাকে তাকে বাহ্য অবস্থা বলা যায় ॥৮২॥

জ্ঞানিদের সমাধিকে জড় সমাধি বলে। তাতে অহংএর ভাব থাকে না। এই অবস্থায় মনের সম্পূর্ণ লয় হয়, কিন্তু ভক্ত সাধক নিজের অহংভাব ত্যাগ করেন না। তাঁর চৈতন্যসমাধি হয় ॥৮৩॥

ঈশ্বর ও ভক্তের সম্বন্ধ।

যদি ভক্ত রসিক হন, তবে ঈশ্বর রসস্বরূপ। আর যদি ভক্ত সেবক হয়, তবে ঈশ্বর সেব্য। কিন্তু যদি ভক্ত ভোজনকারী হয়, তবে ঈশ্বর আস্বাদ্য। ভক্তিমার্গে এইরূপ দ্বৈত ভাবনা থাকে ॥৮৪॥

ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পরমপি যদি জ্ঞানিনঃ শিষ্যতেঽহং
কল্যাণার্থং পরময়মতো নাস্ত্যবিদ্যাকলঙ্কঃ।
ভক্তস্তস্মাদ্ভবতি পরিতোঽনন্তলীলারসজ্ঞোঽ-
প্যেবং ন স্যাদহমুভয়গঃ ক্বাপি বন্ধস্য হেতুঃ ॥৮৫॥

যদিন্দ্রজালং বয়মৈন্দ্রজালিকং বিলোকয়ন্তোদ্ভুতভাবমানসাঃ।
বিভাব্যতেঽস্মাভিরসত্তদাদিমং তথা পরস্মিন্ননিশং যথার্থতা ॥৮৬॥

জীবাত্মনাং প্রভুরয়ং তদধীনতা নঃ
সোঽস্মান্নিয়োজয়তি সাধুতয়া চরামঃ।
জ্ঞানং দদাতি খলু তস্য চ শক্তিরাদ্যা
তেনালমত্র বয়মীক্ষিতুমিন্দ্রালম্ ॥৮৭॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং জ্ঞানযোগোনাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরে জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরে যে লেশ অবিদ্যা বা অহংভাব অবশিষ্ট থাকে, ঐ অহংভাব কেবল লোককল্যাণের নিমিত্ত, তাতে অবিদ্যার কলঙ্ক আদৌ থাকে না। আবার এই অহংভাবের সাহায্যেই ভক্ত ভগবানের অনন্ত লীলারসের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। অতএব প্রকৃত জ্ঞানী বা ভক্তের লেশ অবিদ্যা জনিত অহং বন্ধনের কারণ হয় না। ॥৮৫॥

আমরা ইন্দ্রজাল ও ঐন্দ্রজালিককে দেখে আশ্চর্যান্বিত হই। তার মধ্যে প্রথমটিকে অর্থাৎ ইন্দ্রজালকে আমরা অসৎ আর শেষেরটিকে সত্য বলে মনে করি ।।৮৬।।

ঈশ্বর জীব মাত্রের প্রভু; আর জীব তাঁর অধীন। তিনি যেমন করান আমাদের তেমনি করতে হবে। তাঁরই আদ্যা শক্তি মহামায়া আমাদের জ্ঞান দান করেন। পূর্ণজ্ঞান হবার পরে আমরা এই সংসারকে ইন্দ্রজালের খেলার মত অনিত্যরূপে দেখতে সমর্থ হই ॥৮৭॥

শ্রীরামকৃষ্ণউপদেশসাহস্রীর জ্ঞানযোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

কর্মযোগোনাম দশমোঽধ্যায়ঃ

কর্মযোগঃ

উদ্দেশ্যং খলু জীবনস্য ভগবল্লাভস্তদর্থং পুন-
নিষ্কামং কুরু কর্ম, যচ্ছতি বরং চেত্তুভ্যমীশঃ স্বয়ম্।
"স্থাপ্যাঃ ক্বাপ্যপদালয়া মম কৃতে" ন প্রার্থনীয়ঃ পরং
"শুদ্ধা ভক্তিরুদেতু পাদকমলে, নিত্যং চ তে দর্শনম্" ॥১॥
তীর্থাটনং পূজন-জীব-সেবে গুরূপদেশেন তু 'কর্মযোগঃ'।
যথা বিদেহঃ, শ্রবণাদিকং চেদ্ ভবেন্মনোযোগ ইতি প্রতীতঃ ॥২॥
তবেশ্বরোঽস্তীতি বচো ন স্বার্থং নো চেদ্রহো ব্যাকুলতার্থনং বা।
রক্তো যথা ভোগবিলাসলাভে তথেশ্বরপ্রাপ্তিকৃতে ভবেৎ কঃ ॥৩॥

কর্মযোগ।

মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই ঈশ্বরলাভ, তার জন্য তুমি নিষ্কাম কর্ম কর। মনে কর ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে তোমাকে দর্শন দিতে এলেন, তখন কি তুমি তাঁর কাছে 'আমার জন্য একটি ঔষধালয় করে দিন' এরূপ প্রার্থনা করবে? তাঁর কাছে এরূপ প্রার্থনা করা উচিত—হে ভগবন! আপনার নিরন্তর দর্শন লাভ হোক্ এবং আমার হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তি উদিত হোক্ ।।১।।

গুরুর উপদেশে তীর্থভ্রমণ, ঈশ্বরপূজন, জীবের সেবা করাই কর্মযোগ। বিদেহ জনক এর উদাহরণ স্বরূপ। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করাকে মনোযোগ বলা হয় ।।২।।

কেবল 'ঈশ্বর আছেন', 'ঈশ্বর আছেন' একথা বার বার বললে তাতেই ঈশ্বরলাভ হবে না। যদি নির্জন স্থানে বসে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা না যায় তবে অন্য সব কাজ নিরর্থক। বিষয়-ভোগ-বিলাসের প্রতি যেরূপ আসক্তি হয়, সেরূপ ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য কে ব্যাকুল হয়? ।।৩।।

কর্ম প্রধানং তব সাত্বিকং যদ্ বিবেকবৈরাগ্যদয়ানুরূপম্।
রজো দিশেদ্দম্ভমিতস্তমোঽপ্যস্পৃহা ফলে সাত্ত্বিককর্মমার্গঃ ॥৪॥

ন লোকমান্যো ভবিতুং স্বকার্যং, কার্যং ন পুণ্যার্জনহেতবে বা।
নালং বয়ং চেৎ পরিহর্তুমেতৎ ত্যাগী স এবাস্তি ফলং ত্যজেদ্যঃ ॥৫॥

ত্যক্তুং ন কর্ম প্রভুরস্তি জীবঃ সংসারভোগস্পৃহয়ালুচিত্তঃ।
ভোগাশয়া কর্মণি সংপ্রসক্তঃ কথং স শান্তিং লভতে বরাকঃ ? ॥৬॥

কর্মাণি যাবৎ কিল বাসনাঃ স্যুশ্চিন্তা চিরং চেতসি কাপ্যশান্তিঃ।
অতোঽফলাকাঙ্ক্ষি মনো বিধেয়ং কর্মক্ষয়োঽন্তে কিল বাসনায়াঃ ॥৭॥

বিবেক, বৈরাগ্য, দয়াদি, ক্ষমা, উদারতা, ত্যাগ, ভগবদ্‌ভজন প্রভৃতিরূপ। সাত্বিক কর্মই তোমার পক্ষে করা উচিত। রজোগুণ মানুষের মনকে অহঙ্কারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর তা থেকে তমোগুণের দিকেও প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাই প্রকৃত সাত্বিক কর্মমার্গ ॥৪॥

কেবলমাত্র সম্মানপ্রাপ্তি কিম্বা পূণ্যার্জনের নিমিত্তই কাজ করা উচিত নয়। যদি আমরা ঐ সকল কর্ম পরিত্যাগ করতে সমর্থ না হই, তবে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাই ত্যাগ করা উচিত। যে কর্মফল ত্যাগ করে, সেই যথার্থ ত্যাগী ॥৫॥

যতদিন জীব সাংসারিক ভোগস্পৃহায় লিপ্ত থাকে ততদিন কর্ম ত্যাগ করতে পারে না। কেবল ভোগবাসনার আসক্তি নিয়ে যে বেচারা কর্ম করে সে শান্তি কেমন করে পাবে ? ॥৬॥

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণ কর্ম থাকে ; এবং তার ফলস্বরূপ চিত্তে সর্বদা চিন্তা, ভাবনা ও অশান্তি। এই জন্য মনকে ফলাকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত রাখা উচিত। বাসনা শেষ হলে কর্ম আপনিই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥৭॥

নিষ্কামকর্মাধ্বনি দুষ্করেঽস্মিন্ স্পৃহা বিশত্যাশুতরং কুতশ্চিৎ।
অপেক্ষ্যতে সাধনমন্ত্র যেন ত্যাগেশলাভাবাথ লোকশিক্ষা ॥৮॥
অবাপ্য মিষ্টাদিকমাত্র কিঞ্চিৎ প্রযাতি শান্তিং ক্ষণিকাং তু বালঃ।
মিষ্টেঽসতি ক্রন্দতি 'মাতরিত্থং ভোগস্য শান্ত্যৈব ভবেদ্বিরাগঃ ॥৯॥

কর্মফলং নিশ্চিতম্

স এব কর্তা মনুজস্তু যন্ত্রং তথাপ্যসৎকার্যফলানি ভুঙ্‌ক্তে।
কুক্ষিজ্বলেত্তিক্তমরীচভোগাৎ সিদ্ধস্ত্বসৎকর্মপথং জহাতি ॥১০॥
কদাপ্যসৎকর্মফলং ধ্রুবং স্যাৎ ক্রোধাদিকং ত্যজ্যমতো নরেণ।
ক্রোধেন লঙ্কাং পরিদহ্য সীতা-চিন্তাপরোঽভূদধিকং হনূমান্ ॥১১॥

সুকঠিন এই নিষ্কাম কর্মমার্গে আমাদের অজ্ঞাতসারেই না জানি কোথা থেকে মনে ভোগস্পৃহা এসে পড়ে। এমন ক্ষেত্রে সাধন করা একান্ত আবশ্যক, যাতে ত্যাগ, ঈশ্বরলাভ ও লোকশিক্ষা সম্ভব হতে পারে ॥৮॥

বালক মেঠাই পেলে কিছু কালের জন্য শান্ত হয়ে থাকে ; কিন্তু ঐ মিষ্টি ফুরিয়ে গেলেই সে আবার 'মা' বলে কাঁদতে থাকে। ভোগের শান্তি হলেই বৈরাগ্য উৎপন্ন হতে পারে ॥৯॥

কর্মফল নিশ্চিত।

তিনিই একমাত্র কর্তা, আর মানুষ তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র, তথাপি মানুষ অসৎ কার্য্যের ফল ভোগ করে। অত্যন্ত ঝাল লঙ্কা খেলে পেট জ্বালা করেই থাকে। এই হেতু সিদ্ধ পুরুষ সর্বদা অসৎ কার্য্য ত্যাগ করেন ॥১০॥

কুকর্মের ফল কোনও না কোনও সময় অবশ্যই ভোগ করতে হয়। অতএব ক্রোধাদি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করবে। হনুমান ক্রোধবশে লঙ্কা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, পরে অশোক-বন-বাসিনী সীতা দেবীর কথা মনে করে অত্যন্ত অনুতপ্ত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন ॥১১॥

নিত্যমগ্রে গমনং শ্রেয়স্করম্

কাষ্ঠক্রেতা কোঽপ্যরণ্যং প্রবিষ্টঃ সোঽগ্রে গন্তুং সাধুনা চোপদিষ্টঃ।
গত্বা সম্যক্ কাষ্ঠলাভান্বিতোঽভূদ্ বিক্রীয়ান্তে দ্রব্যমাপ প্রভূতম্ ॥১২॥
'অগ্রে গচ্ছেঃ' সংস্মরন্ সাধুবাক্যং, বারেঽন্যস্মিংশ্চন্দনং লব্ধবান্ সঃ।
দূরং যাতো রাজতীং তাপনীয়াং ভূমিং লেভে ; সাধনৈরগ্রগামী ॥১৩॥
এবং চরন্ কর্মপথে মনুষ্যো গচ্ছেৎ পুরস্তাদনিশং শিবায়।
ন কেবলং জীবনমস্তি লক্ষ্যং, 'পুরঃ প্রযাহী' ঈশ্বরলব্ধয়ে ত্বম্ ॥১৪॥
সুদুষ্করং কর্ম বিনা সমীহাং তদর্থমীশোঽনিশমর্থনীয়ঃ।
পুরোগতে দর্শনযোগ্যতা ত্বয্যালাপযোগঃ সহ মাধবেন ॥১৫॥

সদা অগ্র গমনই শ্রেয়স্কর।

কোনও কাঠুরে কাঠ কাটতে বনে গিয়েছিল। এক সাধু তাকে আরও এগিয়ে যেতে উপদেশ দিলেন। এগিয়ে গিয়ে সে অনেক কাঠ পেল। সেগুলি বেচে তার প্রভূত অর্থ লাভ হ'ল ॥১২॥

অন্য দিন সেই সাধুর 'আগে যাও' ঐ কথা স্মরণ করে আরও আগে যেতে লাগল, ফলে সে এবার অনেক চন্দন কাঠ পেল। পরদিন সে আরও আগে গিয়ে রজত ও সোনার খনি প্রাপ্ত হ'ল। এইরূপ সাধন-মার্গেও ক্রমশঃ অগ্রগামী হওয়া উচিত ॥১৩॥

এইরূপ মনুষ্য-মাত্রকেই কর্মমার্গ অবলম্বন করে নিজের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত আগে যাবার নীতি অবলম্বন করা উচিত। কেবল (সকাম) কর্ম করাই জীবনের লক্ষ্য নয়, ভগবান-লাভ করার জন্য তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে ॥১৪॥

ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কর্ম করা অত্যন্ত কঠিন। সেজন্য ঈশ্বরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করা উচিত। সাধন মার্গে 'আগে যাও' এই নীতি অনুসরণ করলে তোমার ঈশ্বরের দর্শনের যোগ্যতা লাভ হতে পারে, তারপর ভগবানের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগও পাওয়া যেতে পারে ॥১৫॥

জপোপবাসাহ্নিককর্মসক্তং করোতি নিত্যং প্রভুরেব ভক্তম্।
ত্যাগঃ পরং তৎফলকামনায়া অপেক্ষ্যতে যদ্‌ধ্রুবমীশলাভে ॥১৬॥

সংসারিকে কর্মণি নাস্তি দোষঃ কৃত্বা ফলং তদ্ধরয়েঽর্পিতং চেৎ।
পরং সমীহা হরিপাদপদ্মে ন গণ্যতে কৈরপি কামনেতি ॥১৭॥

সদঙ্কুরোৎপত্তিকৃতে কৃতশ্রমা পরিষ্কৃতা নিত্যমপেক্ষ্যতে ক্ষিতিঃ।
তথা মনো নির্ম্মলমীশসেবয়া স্বকর্ম নিষ্কামতয়া সমাপিতুম্ ॥১৮॥

শৈবেষু কিঞ্চিৎ গিরিশস্য সত্তা সত্তাচ্যুতস্যাপি চ বৈষ্ণবেষু।
চেন্মাতুরস্মাসু তথৈব ভক্তির্ধ্রুবং ভবেন্মাতুরিহাপি সত্তা ॥১৯॥

ভগবান নিজেই ভক্তকে জপ, উপবাস, আহ্নিকাদি কার্যে প্রেরণা দেন; কিন্তু তিনি চান যে লোকে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করুক যাতে নিশ্চিত ঈশ্বরলাভ হয় ॥১৬॥

সাংসারিক কার্যে কোনও দোষ নেই, যদি সমস্ত কর্মের ফল ভগবানে অর্পণ করা হয়। ভগবানের চরণকমল লাভ করার যে ইচ্ছা তা কামনা নয় (অতএব সর্বান্তঃকরণে—ভগবান-লাভের কামনা করবে।) ॥১৭॥

বীজ হতে ভাল অঙ্কুর উৎপন্ন হওয়ার জন্য পরিশ্রম করে সর্বদা জমি পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। সেই রূপ ভগবানের সেবায় মনকে নির্মল করতে পারলে নিজের কর্ম নিষ্কাম ভাবে সমাপ্ত করা যেতে পারে ॥১৮॥

শিব-ভক্তের মধ্যে শিবের আর বিষ্ণু-ভক্তের মধ্যে বিষ্ণুর কিছু সত্তা থাকে। এইরূপ যদি মা জগদম্বায় ভক্তি থাকে তবে অবশ্যই আমাদের মধ্যে মায়ের সত্তা থাকবে ॥১৯॥

আসক্তি-শূন্যতা

সংসারিণঃ সন্তি বিশুদ্ধভক্তা আসক্তিহীনং স্বমনো বিধায় ।
মানং সুখং কর্মফলং চ সর্বং সমর্পয়ন্তোঽনিশমীশ্বরায় ॥২০॥

বিশেষতস্ত্যাগিজনেন কার্যমালম্ব্য নিষ্কামধিয়ং স্বকার্যম্ ।
দানং স কস্মৈচন চেৎ প্রযচ্ছেদ্ আত্মোপকারো ন পরোপকারঃ॥২১॥

সর্বেষু ভূতেষু হরের্নিবাসঃ স্যাজ্জীবসেবা হরিসেবনং তে ।
বিধীয়তেঽত্রাপি নিজোপকারস্ত্বয়া কুতস্ত্যোঽস্তি পরোপকারঃ॥২২॥

শিবস্বরূপাখিলজীববৃন্দসেবা বিনা স্বর্গযশঃ সমীহাম্ ।
সমুজ্ঝিতপ্রত্যুপকারবুদ্ধেরাসক্তিশূন্যস্তব কর্মমার্গঃ ॥২৩॥

আসক্তি-শূন্যতা।

সংসারী লোকের মন আসক্তিরহিত করে ভগবানের বিশুদ্ধ ভক্ত হবেন। এরূপ অবস্থায় শুদ্ধ ভক্ত সম্মান, সুখ, কর্মফল এই সমস্ত ঈশ্বরকে অর্পণ করেন ॥২০॥

ত্যাগী ব্যক্তির বিশেষরূপে নিষ্কাম বুদ্ধিতে নিজের কর্ম করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি কোনও লোককে কিছু দান করেন, তবে তাতে নিজেরই উপকার হয়, পরোপকার করা হয় না ॥২১॥

সর্বভূতে ভগবান বাস করেন, সুতরাং জীবের সেবা করলেই ভগবানের সেবা করা হয়। এস্থলেও জীবসেবায় নিজেরই উপকার হয়, সেখানে তোমার পরোপকার করা কি করে হ'ল? ॥২২॥

জগতের সমস্ত জীবই শিব-স্বরূপ। স্বর্গসুখ ও যশলাভের অভিলাষ ত্যাগ করে শিব-রূপ জীবের সেবা কর। প্রতিদানের প্রত্যাশা ত্যাগ করলে তোমার কর্ম আসক্তি-শূন্য হবে (তাতে তোমারই কল্যাণ হবে।) ॥২৩॥

স্বমেব কল্যাণময়ং বিধত্তে, নরো দয়াদানপরস্ত্বসঙ্গঃ।
ঈশোজগন্মঙ্গলমাতনোতি, কর্মণ্যহং-ভাবযুতা বয়ং কে ? ॥২৪॥

সৃজেদয়ং ভাস্করচন্দ্রশস্যফলানি মাতাপিতরো ত্বদর্থম্।
পিত্রোর্হৃদি প্রেম যদস্তি নিত্যং স্বয়ং প্রভুস্তৎপ্রভবঃ প্রতীতঃ ॥২৫॥

দয়াপরঃ স্যা অথবান্যথা ত্বং তস্যানুকম্পাপরতাস্তি নিত্যম্।
কেনাপি মার্গেণ সহায়কোঽয়ং ন চান্তরায়ঃ প্রভুকার্যজাতে ॥২৬॥

কর্মপ্রবৃত্তিঃ প্রথমং বিশেষোঽশেষং পরং নশ্যতি সা সমাধৌ।
যথা যথেশস্য নরঃ সমীপং তথা তথাল্পাস্তব কর্মবৃত্তিঃ ॥২৭॥

আসক্তি ত্যাগ করে মানুষ যদি দয়া ও দান করে, তাতে তার নিজেরই কল্যাণ হয়। ঈশ্বর নিজেই জগতের মঙ্গল করেন। 'আমি কর্তা' এ কথা বলবার আমাদের অধিকার কোথায়? অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তা—তিনি সব করেন ॥২৪॥

ঈশ্বরই সূর্য, চন্দ্র, শস্য, ফল, মাতা পিতা প্রভৃতি তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন। পিতামাতার হৃদয়ে সন্তানের জন্য যে স্নেহ তাও প্রভু নিজেই দিয়েছেন ॥২৫॥

তুমি দয়া কর, আর না কর, ঈশ্বর সদা অনুকম্পা-পরায়ণই থাকেন। যে কোনও উপায়েই হোক্ তিনি সকলকে সাহায্যই করেন। তাঁর কার্যে কোনও বাধা হতে পারে না ॥২৬॥

প্রথমে কর্মে প্রবৃত্তি হয়, এটি সাধারণ বিষয়। কিন্তু সমাধি হলে সেই প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। এটি অসাধারণ বিষয়। যত ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হবে ততই তোমার কর্মের প্রবৃত্তিও কমে যাবে ॥২৭॥

নাম্না হরেশ্চেত্তব রোমহর্ষো দৃশোঽশ্রুপাতশ্চ ভবেত্তদানীম্।
সন্ধ্যাদিকর্ম স্বয়মেব নশ্যেৎ ত্যাগেঽধিকারশ্চ তবাপি তত্র ॥২৮॥

কর্মগৌণতা

কালে তদানীং হরিরামগানং ওঁ অক্ষরং বা জপিতং শিবায়।
সন্ধ্যা বিলীনা ত্রিপদোঽহরেস্যাদ্ ওঁকারমাত্রে ত্রিপদা-লয়োঽপি॥২৯॥

ভক্তিঃ ফলং কর্ম তথা প্রসূনং, জাতে ফলেঽধঃপতনং সুমস্য।
আপন্নসত্ত্বা গৃহিণো বধূশ্চেত্তৎকার্যভারঃ শনৈকৈর্লঘুঃ স্যাৎ॥৩০॥

শ্বশ্রূর্বদেত্তাং দশমেঽথ মাসে ত্যাজ্যং ত্বয়াত্রাখিলমেব কার্যম্।
বিধায় সাপ্যঙ্কগতং তনুজং স্নেহাৎ কৃতার্থোপবিশেদকার্যা ॥৩১॥

যখন একবার হরি নাম করলে তোমার রোমাঞ্চ হয়, আর অশ্রুপাত হয়, তখন সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য আর করতে হবে না, আর তখনই তোমার কর্ম-ত্যাগে অধিকার লাভ হয় ।।২৮।।

কর্মের গৌণত্ব।

তখন কেবল হরিনাম কিম্বা রামনাম অথবা ওঁকার মন্ত্র জপ করলেই কল্যাণ হয়। সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, আর গায়ত্রী ওঁকারে লীন হয়ে যায়।২৯।

কর্ম ফুলের মত আর ভক্তি তার ফল। ফল উৎপন্ন হলে, ফুল নিজেই ঝড়ে পড়ে যায়। গৃহস্থের ঘরে বৌ গর্ভবতী হলে তার কার্যের ভার ক্রমশঃ হাল্কা ক'রে দেওয়া হয় ।।৩০।।

তারপর গর্ভের দশম মাস হলে তার শাশুড়ী বলেন—'তুমি এখন আর কাজ করোনা।' তারপরে ছেলে হলে বধূ ছেলে কোলে নিয়ে স্নেহগদগদ হয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে, আর কোনও কাজ না করে কেবল ছেলেকে নিয়ে আদর-যত্ন করে ।।৩১।।

সন্ধ্যাদিগায়ত্রমথোংকৃতৌ তৎ সমাধিলীনঃ প্রণবোঽপি নাদঃ।
নাদাৎ পরং ব্রহ্মময়ঃ স্বভাবাৎ জ্ঞানী ক্রমণৈব বিনষ্টকর্মা ॥৩২॥

স্বাভ্যন্তরে কিং স্থিতমিত্যবৈতুম্ অপেক্ষ্যতে সাধনজাতমাদৌ।
সংসারসিন্ধৌ বিবিধান্তরায়ে ভবেচ্ছনৈঃ শান্তিশিবস্য লাভঃ ॥৩৩॥

ঝঞ্ঝানভস্বৎ সলিলোর্মিমালাকুলে প্রচণ্ডে রয়বৎপ্রবাহে।
নৌচালকোঽস্মিন্ দৃঢ়মাত্তদণ্ডো নাবং নয়েদম্ভসি সাবধানঃ ॥৩৪॥

বেগপ্রশান্তাবনুকূলবাতে স্পৃশন্নিবারিত্রমসৌ করেণ।
স্থান্নাবিকো বায়ুপট-প্রসারাসক্তঃ পিবংস্তিষ্ঠতি তাম্রকূটম্ ॥৩৫॥

সন্ধ্যা গায়ত্রীতে আর গায়ত্রী ওঁকারে লীন হয়ে যায়। ওঁকারও সমাধিতে বিলীন হয়। এই ওঁকারনাদ সমাধিতে লয় প্রাপ্ত হলে জ্ঞানী স্বভাবতঃই ব্রহ্মময় হয়ে যান আর তাঁর কর্ম ক্রমে বিনষ্ট হয়ে যায় ।।৩২।।

'স্ব-অভ্যন্তরে কি আছে ?' একথা জানতে হলে প্রথমে অনেক প্রকার সাধন করতে হয়। এই সংসার-সমুদ্রে অনেক বাধা-বিঘ্ন থাকায় ধীরে ধীরে শান্তি রূপ কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে ।।৩৩।।

সংসার রূপ মহাসমুদ্রে ঝড় এলে বড় বড় তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় মাঝি হাল দৃঢ় রূপে ধরে নৌকাকে খুব সাবধানে চালিয়ে নেয় ।।৩৪।।

ঝড়ের বেগ কমে গেলে, আর বায়ু অনুকূল হলে, সে হালে কেবল হাতটি ঠেকিয়ে রাখে। তারপর পাল টানাবার ব্যবস্থা ক'রে সে নিশ্চিন্ত হয়ে তামাক খেতে বসে ।।৩৫।।

নিষ্কামবুদ্ধিঃ শ্রেয়সী

সংসারকার্যং ক্রিয়তে ত্বয়া যৎ প্রয়োজনং যাবদিদং বিধেয়ম্ ।
প্রার্থ্যঃ প্রভুস্তত্র "তথা কুরু ত্বং নিষ্কামভাবেন যথাখিলং স্যাৎ" ॥৩৬॥
যথা যথা কর্মসু কর্তৃ-বুদ্ধিস্তথা তথা বিস্মৃতিরীশ্বরস্য ।
অকামভাবে তু মনোঽভিলাষঃ সকামতায়াতি পরং কুতোঽপি ॥৩৭॥

দানস্য গৌণতা

দানান্নপানাদিকপুণ্যকার্যৈরীহা "ভবেয়ং ভুবি লোকমান্যঃ।"
যদগ্রতস্তৎ করণীয়মেব, পরং তদাসক্তিপরং বরং ন ॥৩৮॥
কোঽপ্যেত্য কালীশিবদর্শনার্থং দানপ্রসক্তো বহিরেব জাতঃ ।
দানেন কিং ? দর্শনমেব মুখ্যং বিধায় তদ্দেয়মথো যথেচ্ছম্ ॥৩৯॥

নিষ্কাম বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ

সংসারের কর্ম, বিষয় কর্ম যতটা প্রয়োজন ততটাই করবে। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যে, "হে ভগবন্! এরূপ করুন যেন আমার সকল কার্যই নিষ্কাম ভাবে সম্পন্ন হয়" ।।৩৬।।

কর্ম করবার সময় যেমন যেমন কর্তৃত্ব-বুদ্ধি হতে থাকে, তেমন তেমন ভগবানের বিস্মৃতি হয়। মনে ইচ্ছা হয় যে সকল কাজই আমি নিষ্কাম ভাবে করব কিন্তু কি জানি কোথা হতে ফল-কামনা এসেই পড়ে ।।৩৭।।

দানের গৌণত্ব।

দান অথবা অন্ন, পানীয় প্রভৃতি দ্বারা পুণ্য কার্য করতে গিয়ে লোকমান্য হতে ইচ্ছা এসে পড়ে, অতএব যে কার্য সামনে এসে পড়ে তা অবশ্য করণীয়, কিন্তু সেটাও নিষ্কাম হয়ে করতে হয় ।।৩৮।।

কোনও লোক কালী বা শিব দর্শনের জন্য এসে মন্দিরের বাইরে ভিখিরীদের কেবল দান করতে লেগে গেল। এরূপ দানের প্রয়োজন কি ? দেব-দর্শনই প্রধান কাজ। দর্শনের পরে যত ইচ্ছা দান করা যেতে পারে (—অর্থাৎ আগে দেব দর্শন—তার পরে দান করবে।) ।৩৯।।

অন্তঃপূর্ণতয়া ভবেৎ পরিণতো যাবন্ন কোষেঽর্ভকঃ।
চঞ্চ্বা তং পতগো ভিনত্তি ন নিজে তাবৎ কুলায়ান্তরে।
কালেঽণ্ডং স্ফুটিতং ভবেদিতি খগঃ সম্বীক্ষতে ; 'সাধনা'
তদ্বৎ সদ্গুরুণা কৃতেঽপি সকলে শিষ্যৈস্তথা কার্যতে ॥৪০॥
ত্যক্ত্বাংশতঃ ক্বচন কশ্চন কৃত্তবৃক্ষশ্ছেত্তা
পৃথগ্ বিটপিনঃ কুরুতে প্রতীক্ষাম্।
পশ্চাৎ সশব্দমবনীং তরুরেত্যপেক্ষা
সিদ্ধেঽপি কর্মণি ভবেদিহ সাধনায়াঃ ॥৪১॥
দীর্ঘা কুল্যা ক্বচিদপি নদীতীরতঃ পূর্ণকল্পা
স্বল্পাঽখাতা, তটমনুপরং ক্লিন্নতাং যাতি সোঽংশঃ।
মৃৎ সা কৃৎস্না বহতি রয়তঃ কর্তৃষু প্রেক্ষকেষু
সান্তঃপূরা ভবতি সকলাসাক্ষণাচ্চ প্রণালী ॥৪২॥
ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং কর্মযোগো নাম দশমোঽধ্যায় সমাপ্তঃ॥

পক্ষী নিজের বাসায় ডিমে তা দিতে থাকে। যতদিন পর্যন্ত ডিমের ভিতর শাবক পূর্ণ না হয়, ততদিন সে ঠোঁট দিয়ে ডিম ভাঙ্গে না, এ জন্য পাখীকে প্রতীক্ষা করতে হয়। ঐরূপ সদ্গুরু শিষ্যের সব কিছু করে দেন, কিন্তু শিষ্যেরও সাধন করা আবশ্যক ॥৪০॥

বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কেটে সামান্য একটু বাকী রেখে ছেদনকারী গাছ থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়ায়। তারপর ঐ গাছ সশব্দে মাটিতে পড়ে যায়। এইরূপ গুরুর দ্বারা কর্মসিদ্ধি লাভ হলেও শিষ্যের একটু সাধনের প্রয়োজন থাকে ॥৪১॥

কোনও নদীর তীর থেকে এক লম্বা খাল কাটা হল—আর একটু কাটলেই নদীর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, তখন যে কাটে সে সরে দাঁড়ায়। ক্রমে মাটি টুকু নদীর জলে ভিজে আপনিই পড়ে যায় তখন দেখতে দেখতে নদীর জল হুড়্ হুড়্ করে খালে আসতে থাকে তেমনি গুরুশক্তিতে শিষ্য মুক্ত হয়ে যায় ॥৪২॥

শ্রীরামকৃষ্ণউপদেশসহাস্রীর কর্মযোগ নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ ভক্তিযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ

কলৌ তু ভক্তিঃ খলু নারদীয়া শাস্ত্রোক্তকর্মাণি ন তাদৃশানি।
ক্বাথেন কিং স্যাদ্দশমূলজেন ক্বিনেন্‌বটী চেজ্জ্বরশান্তয়েঽলম্ ॥১॥
ভক্তিমুখ্যা কলৌ তাত! তন্নামগুণকীর্তনম্।
অভ্যর্থনা চ 'দেহি ত্বং জ্ঞানং প্রেমাথ দর্শনম্' ॥২॥
হস্ততালীপ্রদানেন সায়ং প্রাতর্ভজস্ব তম্।
অত্রাহমীশলাভার্থং নাহঙ্কারস্য কারণম্ ॥৩॥
সিতোপলে চ মিষ্টান্নে মাধুর্যং, কিন্তু ভিন্নতা।
অপকারস্তু মিষ্টান্নৈঃ সিতোপলমদোষভাক্ ॥৪॥

ভক্তিযোগ।

এই কলিযুগে নারদীয় ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রবিহিত কর্ম তত সহজ নয়। যদি জ্বর আরাম করতে সমর্থ কুইনাইনের বড়ি পাওয়া যায়, তবে দশমূলের পাচনের কি প্রয়োজন? ।।১।।

বৎস! কলিযুগে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ। তাতে ভগবানের নাম গুণ কীর্তন করা, আর কাতর প্রার্থনা করা "হে ভগবন! আপনি কৃপা করে আমাকে জ্ঞান, প্রেম ও দর্শন দিন" ।।২।।

হাতে তালি দিয়ে তুমি সকাল সন্ধ্যায় ভগবানের নামগুণকীর্তন কর। ভক্তিমার্গে ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য আমি ভক্ত, আমি তাঁর দাস, এরূপ 'অহং' লৌকিক অহঙ্কারের কারণ হয় না ॥৩॥

মিশ্রি ও মিষ্টান্নের মধুরতা সমানই; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মেঠাই খেলে অনিষ্ট হয়, কিন্তু মিশ্রি খেলে কোন অপকার হয় না ।।৪।।

ভক্ত্যৈব ভগবৎপ্রাপ্তির্যুগেঽস্মিন্ সৈব মুক্তিদা।
অন্তঃপুর-প্রবেশায় সার্হা নারী স্বভাবতঃ ॥৫॥

ঈশ্বরদ্বারপর্যন্তং জ্ঞানং গময়িতুং ক্ষমম্।
ভক্তির্মাতুঃ পদাম্ভোজে গৃহস্যান্তঃ প্রবেশয়েৎ ॥৬॥

যথা যথা বিচারোঽগ্রে সম্ভ্রমঃ স্যাত্তথা তথা।
উপরিষ্টাৎ পুষ্করান্তঃ স্বচ্ছমন্তস্তু পঙ্কিলম্ ॥৭॥

ভক্তঃ স্বীকুরুতে নিত্যং রজঃ-সত্ত্বতমোগুণান্।
তথাঙ্গীকুরুতে চায়ং জাগ্রৎস্বপ্নাদিকাঃ স্থিতিঃ ॥৮॥

চতুর্বিংশতিতত্ত্বানাং বৃন্দং যন্মহদাদিকম্।
জগন্তি চ স এবেতি ভক্তোঽবৈতি দিবানিশম্ ॥৯॥

এই যুগে ভক্তিতেই ভগবানকে লাভ করা যায়, এবং তা মুক্তিও প্রদান করে। ভক্তি নারী বলে স্বভাবতই ভগবানের অন্তঃপুরে আমাদের পৌঁছে দেয় ॥৫॥

জ্ঞান, ঈশ্বরের মন্দিরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু ভক্তি মন্দিরাভ্যন্তরে মায়ের চরণকমল পর্যন্ত, আমাদের প্রবেশ করিয়ে দেয় ॥৬॥

বেশী বিচার করতে গেলে, মন গুলিয়ে যায়। যেমন পুকুরের জল উপরে নির্মল থাকে, কিন্তু তলদেশে কাদা থাকার দরুণ অত্যন্ত মলিন ॥৭॥

ভক্ত সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই সবগুণই গ্রহণ করে। আবার জাগ্রৎ, স্বপ্নাদি অবস্থাও স্বীকার করে ॥৮॥

ভক্ত নিরন্তর ছাখে যে ভগবানই মহৎ অহঙ্কার আদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব আর জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন ॥৯॥

বিদ্যামায়াশ্রয়ো ভূত্বা ভক্তস্তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ।
যত্র সৎসঙ্গবৈরাগ্যভক্তিজ্ঞানমুখা গুণাঃ ॥১০॥

ভক্তো বদেদহং মে চেন্নানায়াসেন তল্লয়ঃ।
বরাকঃ প্রভুদাসঃ সন্ ভক্তঃ সংশ্চ বসেদসৌ ॥১১॥

কচিজ্ জ্ঞানং তু ভক্তস্য সর্বমীশময়ং জগৎ।
মধূচ্ছিষ্টময়োদ্যানে সর্বং সিক্থাত্মকং যথা ॥১২॥

পীড়িতঃ পিত্তরোগেণ সর্বং পীতং সমীক্ষতে।
শ্যামধ্যানেন রাধাপি পশ্যেচ্ছ্যামময়ং জগৎ ॥১৩॥

ভ্রমরধ্যানতঃ কীটো দৃষ্টো ভ্রমরতাং গতঃ।
পারদে সীসকং ক্ষিপ্তং যাতি পারদরূপতাম্ ॥১৪॥

ভক্ত বিদ্যা মায়াকে আশ্রয় করে নির্ভয় হয়ে অবস্থান করেন। এই অবস্থায় সৎসঙ্গ, বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি সদ্গুণ ভক্তের মধ্যে প্রকটিত হয়। ১০॥

ভক্ত বলে যদি "অহং" সহজে যাবার নয় তবে সেই বেচারী "আমি প্রভুর দাস, প্রভুর ভক্ত" এই ভাব আশ্রয় করে থাকুক ॥১১॥

ভক্তেরও জ্ঞান হয় যে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। অর্থাৎ তিনি সর্বাত্মক। যেমন মোমের তৈরী বাগানে গাছ, ফুল, ফল সবই মোমের তৈরী ॥১২॥

পিত্তরোগে পীড়িত ব্যক্তি সমস্ত জিনিষকেই হল্দে দেখে। শ্রীরাধা শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলেন ॥১৩॥

তেলাপোকা ভ্রমর কর্তৃক ধৃত হয়ে ভয়ে ভয়ে তাকে ভাবতে ভাবতে ভ্রমর হয়ে যায়; যেমন পারার ভিতর সীসা ফেলে দিলে তা পারার রূপ প্রাপ্ত হয় ॥১৪॥

ভক্তোঽপি ভাবয়ন্নীশমহং শূন্যত্বমাপ্নুয়াৎ ।
'সোঽহং ভবেত্তথা হংসঃ'প্রণশ্যেদ্ভেদকল্পনা ॥১৫॥
তজ্‌জ্ঞানেচ্ছাপরো ভক্ত্যা কেবলং গুণকীর্তনাৎ ।
অজ্ঞাতযোগ্যমার্গোঽপি যাতি তল্লাভপাত্রতাম্ ॥১৬॥
জ্ঞানিনো যং পরং ব্রহ্ম ব্রুবন্ত্যাত্মেতি যোগিনঃ ।
তমেব ভক্তা গায়ন্তি ভগবানিতি নিত্যশঃ ॥১৭॥
ভক্তস্তু পঙ্কজং চারু ভগবানলিরুচ্যতে ।
কুর্যাদ্ভক্তরসাস্বাদমীশ্বরো রসিকঃ স্বয়ম্ ॥১৮॥
ঈশভক্তাবেকরূপাবেক এব দ্বিধা জনি ।
স্বমাধুর্যরসাপ্ত্যর্থং 'রাধাকৃষ্ণে'তি নামতঃ ॥১৯॥

এইরূপ ভক্তও ভগবানকে ভাবতে ভাবতে অহং-শূন্য হয়ে যায়। 'সেই ঈশ্বরই আমি' কিম্বা 'আমি সেই ঈশ্বর' এইরূপ জ্ঞান এলে উভয়ের ভেদ-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় ।।১৫।।

যদি ঠিক পথ বুঝতে না পারে কিন্তু ঈশ্বরের দর্শনের তীব্র ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভগবদ্‌গুণকীর্তন দ্বারাই ভগবানকে লাভ করতে পারে।।১৬।।

যাকে জ্ঞানী পরম ব্রহ্ম বলেন, আর যোগীরা আত্মা বলে থাকেন, তাঁকেই ভক্তেরা ভগবান বলে থাকেন ।।১৭।।

ভক্ত যেন সুন্দর কমল, আর ভগবান তার রসাস্বাদকারী ভ্রমর ; রসিক ভগবান নিজে ভক্ত রূপ কমলের রসাস্বাদন করে থাকেন ।।১৮।।

ঈশ্বর ও ভক্ত একই রূপ। একই বস্তু দুই রূপে প্রকটিত। নিজেরই মধুর রস আস্বাদন করবার জন্য একই ভগবান রাধা ও কৃষ্ণ এই দুই রূপে প্রকাশ পান ।।১৯।।

নিবাসস্তস্য সর্বত্র ভক্তস্যান্তে বিশেষতঃ।
কুত্রাপি ভূপতিস্তিষ্ঠেদ্ আস্থানে তু প্রধানতঃ ॥২০॥

ভক্তিলক্ষণম্

ভক্তির্নাম প্রভোঃ সেবা মনোবাক্কায়কর্মভিঃ।
মন্দিরে গমনং পদ্‌ভ্যাং করাভ্যাং তস্য পূজনম্ ॥২১॥

গুণানাং শ্রবণং শ্রুত্যা নিত্যং দৃষ্ট্যাস্য দর্শনম্।
মনসা চিন্তনং ধ্যানং বাচা তদ্‌গুণকীর্তনম্ ॥২২॥

ভক্তঃ প্রদর্শয়েৎ প্রেম নৃত্যন্ গায়ন্ হসন্ রুদন্।
যথা সন্তরণে সক্তো জলস্থান্তস্তথা বহিঃ ॥২৩॥

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তের অন্তরে তিনি বিশেষ রূপে বর্তমান। জমিদার তার জমিদারীর সর্বত্র থাকতে পারেন কিন্তু তাঁর বৈঠক-খানায় বিশেষ রূপে থাকেন ॥২০॥

ভক্তির লক্ষণ।

ভক্তির মানে কি—না, কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা করা। পায়ে হেঁটে মন্দিরে যাওয়া, হাত দিয়ে তাঁর সেবা পূজা করা ॥২১॥

কানে তাঁর গুণ কীর্তন শ্রবণ, চোখে তাঁর রূপদর্শন, মনে তাঁর ধ্যানচিন্তন এবং বাক্য দ্বারা তাঁর স্তবস্তুতি ও গুণকীর্তন করা—এই ভক্তির লক্ষণ ॥২২॥

নেচে, গেয়ে, হেসে, কেঁদে ভক্ত ভগবানের প্রতি নিজে প্রেম প্রদর্শন করেন। যেমন সাঁতার কাটবার সময় লোকে কখনো জলের মধ্যে ডুবে আবার কখনো উপরে সাঁতার দেয় ॥২৩॥

শাস্ত্রোক্তকর্মসক্তস্য ভক্তির্বৈধীতি কথ্যতে।
'রাগভক্তি'রিতি খ্যাতা কেবলং ত্বনুরাগতঃ ॥২৪॥

তাবদ্ভক্তিরপক্কা স্যাদ্ যাবৎ প্রেমা ন জায়তে।
দৃঢ়ানুরাগপূর্বা সা প্রথিতা পক্কনামতঃ ॥২৫॥

কৃষ্ণদ্রব্যবিশেষাক্তে কাচখণ্ডে বিশেৎ স্ফুটম্।
ফোটো-ছায়া; পরং দ্রব্যাভাবে ছায়া ন দৃশ্যতে ॥২৬॥

দর্শনং পক্কভক্ত্যৈব তথা প্রেমেশ্বরে ভবেৎ।
স্ত্রিয়াঃ প্রেম যথা পত্যৌ যথা পুত্রস্য মাতরি ॥২৭॥

যে ভক্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মে লিপ্ত থাকেন, তাঁর ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে। আর যদি ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগ থাকে, তবে সেই ভক্তিকে রাগভক্তি বলা হয় ॥২৪॥

যতদিন পর্যন্ত প্রেম উৎপন্ন না হয় ততদিন ঐ ভক্তি কাঁচা ভক্তি। আর যখন ভগবানের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ হয়, তখনই ভক্তিকে পাকা বলা যেতে পারে ॥২৫॥

ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কাল রঙের মশলা মাখান থাকে তাহলে তাতে ছবি উঠে। কিন্তু যদি ঐ মশলা লাগানো না হয়, তবে তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না ॥২৬॥

স্ত্রীর যেমন পতির প্রতি প্রেম, আর পুত্রের যেমন মায়ের উপর ভালবাসা, সেরূপ পাকা ভক্তি হলেই ঈশ্বরে ভক্তের প্রেম হয় আর তাঁকে দর্শন করবার যোগ্যতা লাভ হয় ॥২৭॥

সেবাভাবো রাগভক্ত্যা নাসক্তিঃ স্বকুটুম্বকে।
'কর্মভূমিরয়ং লোক' ইতি বুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥২৮॥
মনুজৈঃ সর্বদা কার্যমীশনামানুকীর্তনম্।
তথা ভক্তৈঃ সাধুভিশ্চ কার্যঃ সঙ্গঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৯॥
অপেক্ষতে বালবৃক্ষো রক্ষার্থমভিতো বৃতিম্।
উক্ষাণোঽজা মৃগাশ্চৈব ভক্ষয়ন্ত্যন্যথা ক্ষণাৎ ॥৩০॥

ভক্তিযোগঃ

দাসোঽহং তস্য ভক্তোঽহমভিমানোঽয়মুত্তমঃ।
অহং তে তাদৃশী দোষো নাস্তীশস্যাগমায় সা ॥৩১॥
আদরঃ সর্বমার্গেষু ক্বচিৎ সক্তির্বিশেষতঃ।
'নিষ্ঠা ভক্তি'রিতি খ্যাতা যথারামে হনূমতঃ ॥৩২॥

রাগভক্তি হলে নিজ পরিবারবর্গের প্রতি (ভগবদ্‌বুদ্ধিতে) সেবাভাব আসে, মায়ার আসক্তি থাকে না। ঐ রূপ অবস্থায় 'এই সংসার কর্মভূমি' এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ২৮।

নিরন্তর ঈশ্বরেয় নামগুণকীর্তন করা মানুষের কর্তব্য। আর ভক্ত ও সাধুসঙ্গ বারবার করবার চেষ্টা করবে ॥২৯॥

ছোট গাছকে রক্ষা করবার জন্য তার চারদিকে বেড়া দেওয়া দরকার, যাতে গরু, ছাগল, প্রভৃতি জন্তু খেয়ে না যায় ॥৩০॥

ভক্তিযোগ।

আমি ভগবানের দাস, আমি তাঁর ভক্ত, এরূপ অভিমান থাকা ভাল। এ প্রকার অহংকারে কোন দোষ নেই; বরং এতে ঈশ্বর লাভের সাহায্য হয় ॥৩১॥

সমস্ত ধর্মমার্গের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। কিন্তু কোনও বিশেষ মার্গের প্রতি আসক্তিকে নিষ্ঠা ভক্তি বলে। যেমন হনুমানের রামচন্দ্রের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ভক্তি ছিল ॥৩২॥

গোকুলস্থে যথা কৃষ্ণে নিষ্ঠাভূদ্গোপিকান্তরে।
তাদৃশী দ্বারকাধীশে নাসীত্তস্মিন্মহীক্ষিতি ॥৩৩॥
দেবরাদীন্ সতী সাধ্বী সেবতেঽন্নজলদিভিঃ।
পত্যুঃ সেবা পরং তস্যা অতিশেতেঽন্যসেবনম্ ॥৩৪॥
ব্যাকুলত্বেঽখিলৈর্মার্গৈঃ প্রাপ্যঃ প্রভুরসংশয়ম্।
পরং নিষ্ঠা বরং প্রোক্তা ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥৩৫॥
নিষ্ঠা তু সরলা যদ্বৎ প্রকাণ্ডঃ সরলস্তরুঃ।
নৈকশাখতরোস্তুল্যা বক্রা সা ব্যাভিচারিণী ॥৩৬॥
নিষ্ঠাবত্যঃ স্থিতা গোপ্যো বৃন্দাবনবিহারিণি।
পীতাম্বরে বেণুকরে রূপে নান্যত্র কুত্রচিৎ ॥৩৭॥

গোকুলে নিবাসকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের অন্তরে ঐপ্রকার নিষ্ঠা ভক্তি ছিল। কিন্তু তিনি দ্বারকায় চলে গেলে তাঁর প্রতি তাঁদের সেই ভক্তি তেমন ছিল না ॥৩৩॥

সতী স্ত্রী দেবর ভাসুর প্রভৃতি পরিবারবর্গকে অন্ন-জলাদি দ্বারা সেবা করেন। কিন্তু পতিকে যেভাবে সেবা করেন, সেরূপ সেবা আর কাকেও করেন না ॥৩৪॥

ব্যাকুলতা থাকলে সমস্ত পথেই ঈশ্বর লাভ অবশ্যই হয়। কিন্তু নিষ্ঠারূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকা ভাল, তাতে শীঘ্র ঈশ্বর লাভ হয় ॥৩৫॥

যেরূপ এক ডালের সোজা প্রকাণ্ড গাছ সরল, সেরূপ নিষ্ঠাও সরল পথ, কিন্তু ব্যভিচারিণী ভক্তি অনেক শাখাযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় বাঁকা ॥৩৬॥

বৃন্দাবন-বিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীরা নিষ্ঠাবতী ছিলেন। পিতাম্বর পরিহিত বংশীধারী বিনা অন্য কোনও রূপের প্রতি তাঁদের ভালবাসা ছিল না ॥৩৭॥

রাজবেষান্বিতং কৃষ্ণং মথুরায়াং বিলোক্য তাঃ।
তটস্থাঃ প্রোচুরন্যোন্যমস্মাকং তু ন কোঽপ্যয়ম্ ॥৩৮॥
জপোপচারপূজোপবাসতীর্থাবলোকনৈঃ ।
যা ভক্তিঃ ক্রিয়তে তস্য 'বৈধী' ভক্তিরিতীরিতা ॥৩৯॥
এতস্যা জায়তে রাগভক্তিরীশ্বরলাভকৃৎ।
সংসারবুদ্ধিনাশেন যয়া পূর্ণং মনঃ প্রভৌ ॥৪০॥
'বৈধী' ভক্তির্যথায়াতি তথা যাত্যপি সত্বরম্।
'রাগভক্তি'র্ধ্রুবা তিষ্ঠেৎ পূর্বকর্মফলাত্মিকা ॥৪১॥
রাগবান্ন বদেৎ ক্বাপি "জপহোমাদিকং ময়া।
চরিতং নিষ্ফলং সর্বং" পরমীশ্বরমাশ্রয়েৎ ॥৪২॥

গোপীরা মথুরায় রাজবেশধারী কৃষ্ণকে দেখে একটু দূরে সরে গিয়ে পরস্পর বলতে লাগলেন—"এ আবার কে? কারণ গোকুলের কৃষ্ণের প্রতিই তাঁদের নিষ্ঠাভক্তি ছিল ॥৩৮॥

যদি জপ, বিবিধোপচারে পূজা, উপবাস, তীর্থ-গমন দ্বারা ঈশ্বরভক্তি করা হয়, তবে তাকে বৈধী ভক্তি বলে ॥৩৯॥

এই বৈধী ভক্তি হতে রাগ-ভক্তি উৎপন্ন হয়, তা হতে ঈশ্বরলাভ অবশ্য হয়ে থাকে। এতে লোকের সংসারাসক্তি নষ্ট হয়ে মন ঈশ্বরে সংলগ্ন হয় ॥৪০॥

জপ, উপবাস প্রভৃতি দ্বারা যে বৈধী ভক্তি উৎপন্ন হয়, তা হতেও যেমন, যেতেও তেমন। কিন্তু পূর্ব-জন্ম-কৃত কর্মের ফলে রাগভক্তি অটল হয়ে থাকে ॥৪১॥

ঈশ্বরে রাগভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো বলবেন না যে আমি আজ পর্যন্ত যে সব জপ, হোম প্রভৃতি করেছি, সবই নিষ্ফল হয়ে গেছে। তিনি শুধু ঈশ্বরকে আশ্রয় করে থাকবেন ॥৪২॥

কৃষিং ত্যজত্যজাতেঽন্নে নিরাশঃ কৃষকো নবঃ।
পরং পরম্পরায়াতস্তত্ত্যাগং নাচরত্যসৌ ॥৪৩॥
রাগীশ্বরায় সততং করোত্যাত্মসমর্পণম্।
যোগক্ষেমভরং সোঽপি তস্য গৃহ্লাতি নিত্যশঃ ॥৪৪॥
ন ত্যজেদ্রোগিণং বৈদ্যো জনকো বা স্বমাত্মজম্।
সানুরাগং পরেশোঽপি তদ্বদাত্মকরে ধৃতম্ ॥৪৫॥
পূজাহোমাদিকং ব্যর্থমনুরাগো যদীশ্বরে।
তাবদ্ধি ব্যজনাপেক্ষা যাবদ্বাতো ন বাত্যলম্ ॥৪৬॥
স্বতঃসিদ্ধা রাগভক্তিঃ কেষাঞ্চিদপি বাল্যতঃ।
এতে রুদন্তীশ্বরার্থং প্রহ্লাদপ্রমুখা যথা ॥৪৭॥

নূতন চাষা প্রথম বার ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন না হলে নিরাশ হয়ে কৃষিকার্যই ত্যাগ করে। কিন্তু যে কৃষক বংশ পরম্পরায় কৃষিকার্য করে আসছে, সে দু' একবার শস্য উৎপন্ন না হলেও কৃষিকার্য ত্যাগ করে না ॥৪৩॥

রাগ-ভক্তি-যুক্ত ভক্ত ভগবানে সর্বদা আত্মসমর্পণ করে। এরূপ অবস্থায় ভগবানও ঐ ভক্তের যোগক্ষেমের ভার নিজে গ্রহণ করেন ॥৪৪॥

চিকিৎসক যে রোগীর ভার গ্রহণ করেছেন—তাকে যেমন রোগমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ত্যাগ করেন না—কিম্বা—পিতা যেমন নির্ভরশীল পুত্রের সব ভার বহন করেন, তেমনই শ্রীভগবানও অনুরাগী ভক্তকে সদা হাত ধরে রক্ষা করেন ॥৪৫॥

যদি ভগবানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ থাকে, তবে পূজা, হোমাদির কোন প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত বায়ু প্রবাহিত না হয়, ততক্ষণই হাতপাখার প্রয়োজন ॥৪৬॥

কোনো কোনো ভক্তের মধ্যে বাল্যকাল হতেই রাগভক্তি উৎপন্ন হয়। এরূপ ভক্ত ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্বদা ক্রন্দন করে। প্রহ্লাদ প্রভৃতি এইরূপ ভক্ত ছিলেন ॥৪৭॥

ভক্তাস্তু ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
উত্তমাস্তত্র পশ্যন্তি সর্বং প্রভুময়ং জগৎ ॥৪৮॥
হৃদয়ে মধ্যমস্ত্বায়মন্তর্যামিতয়া স্থিতঃ।
অধমো নির্দিশেদীশং করেণাকাশসংস্থিতম্ ॥৪৯॥
গুরোর্বাক্যে স্থিতং চিত্তং ধারণাশক্তিরুত্তমা।
ইন্দ্রিয়াণাং জয়োযোগ্যভক্তানাং লক্ষণত্রয়ম্ ॥৫০॥

ভক্তানাং ন জাতিবন্ধনম্

শুদ্ধাত্মদেহহৃদয়া ভক্তাঃ সন্ত্যতিজাতয়ঃ।
শূদ্রোভক্তোঽপ্যশূদ্রঃ স্যাদভক্তো ব্রাহ্মণোঽদ্বিজঃ ॥৫১॥
অশুচির্বা শুচির্বেতি ন জাতির্বিদ্যতে ক্বচিৎ।
ভক্ত্যাব্যক্তেঃ শুচিত্বং স্যাদ্ যাং বিনা ত্বশুচিঃ পুমান্ ॥৫২॥

উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকারের ভক্ত আছেন। তাঁদের মধ্যে উত্তম ভক্ত জগৎ ঈশ্বরময় দেখেন ॥৪৮॥

মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত বলেন—ভগবান অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ে বিরাজ করেন, আর অধম শ্রেণীর ভক্ত ঈশ্বরকে আকাশস্থিত বলে হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন ॥৪৯॥

ভক্তের তিন প্রকার লক্ষণ—গুরুবাক্যে বিশ্বাস, উত্তম ধারণা শক্তি; আর ঠিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় হয় ॥৫০॥

ভক্তদের জাতিবন্ধন নেই।

যে সকল ভক্তের হৃদয়, মন ও শরীর শুদ্ধ, তারা জাতি-ভেদের ঊর্ধ্বে। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় আর ভক্ত শূদ্রও শূদ্র নয় ॥৫১॥

কোনো জাতি অপবিত্র আর কোনো জাতি পবিত্র কোথাও এরূপ নিয়ম নেই। ভক্তি থাকলেই লোক শুদ্ধ হয়, আর ভক্তি না থাকলে মানুষ অপবিত্র হয় ॥৫২॥

ভক্তিপ্রকারাঃ

নিষ্ঠামনুসরেদ্ভক্তির্ভক্তিঃ পক্বৈতি ভাবতাম।
ভাবশ্চাপি ঘনীভূতো মহাভাবত্বমাপ্নুয়াৎ ॥৫৩॥

অন্তে প্রেমসমুৎপত্তিঃ প্রেমপাশসমং বিদুঃ।
যেন বদ্ধঃ প্রভুর্ভক্তৈঃ স্যাৎ পলায়িতুমক্ষমঃ ॥৫৪॥

ন লভ্যঃ কেবলং ভক্ত্যা প্রেমভক্তিরপেক্ষ্যতে।
ইয়ং চাপ্যনুরাগাত্মা ভগবান্ প্রাপ্যতে যয়া ॥৫৫॥

"যদি ভক্তো হসেদ্গায়েন্নৃত্যেৎক্রন্দেচ্চ ভাবতঃ।
সোর্জিতা ভক্তিরাখ্যাতা" রামোলক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥৫৬॥

ভক্তির প্রকার-ভেদ।

নিষ্ঠার পর ভক্তি। ঐ ভক্তি পরিপক্ক হলে ভাব হয়। আর ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাবে পরিণত হয় ॥৫৩॥

সর্বশেষে প্রেম। প্রেম রজ্জু-তুল্য। ভক্তের দ্বারা ঐ প্রেমপাশে ভগবান একবার বদ্ধ হলে আর তিনি ভক্তকে ত্যাগ করে পালাতে পারেন না ॥৬৪॥

সাধারণ ভক্তি দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না। তার জন্য প্রেমা-ভক্তি আবশ্যক। এই প্রেমা-ভক্তিও দৃঢ় অনুরাগে পরিণত হলেই তা দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় ॥৫৫॥

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেছিলেন—যদি ভক্ত ভাবাবেশে হাসে, গায়, নাচে কাঁদে তবে তার ভক্তিকে উর্জিতা ভক্তি বলে জানাবে ॥৫৬॥

অহন্তা মমতা চৈবানুরাগে লক্ষণদ্বয়ম্।
"শ্রীকৃষ্ণস্য ভবেৎ কষ্টং সেবাস্মাভির্ন চেৎ কৃতা" ॥৫৭॥
অহন্তেয়ং, তথা কৃষ্ণোঽস্মাকমেবেতি ভাবনা।
'মমতোক্তা যথা সোঽভূদ্ গোপীহৃদয়বল্লভঃ ॥৫৮॥
অপরাঽহৈতুকী ভক্তিঃ প্রহ্লাদস্য যথাঽভবৎ।
সোঽব্রবীন্ন ধনং মানং শুদ্ধাং ভক্তিং তু দেহি মে ॥৫৯॥
অহল্যোক্তবতী রামং "জন্ম শূকরযোনিষু।
বরং, যদি ভবেচ্ছুদ্ধা ভক্তিস্ত্বচ্চরণাম্বুজে" ॥৬০॥
নারদোঽপ্যুক্তবান্ রামং বরদানোদ্যতং প্রভো।
দেহি ভক্তিং যয়া মায়ামুগ্ধো ন স্যাং কদাপ্যহম্ ॥৬১॥

অনুরাগের দুটি লক্ষণ—অহংতা আর মমতা। যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করি, তবে তাঁর কষ্ট হবে। এটি অহংতাভাব। আর কৃষ্ণ আমাদেরই—এটি 'মমতা'ভাব। এইভাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের হৃদয়বল্লভ হয়েছিলেন ॥৫৭-৫৮॥

আর একপ্রকার আছে অহৈতুকী ভক্তি—যা প্রহ্লাদের ছিল। তিনি বলেছিলেন—হে ভগবন্! আমি ধন, মান চাই না, কেবল আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দিন ॥৫৯॥

অহল্যা রামচন্দ্রকে বলেছিলেন—যদি শূকরযোনিতে জন্ম হয় তাতেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আপনার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে ॥৬০॥

যখন ভগবান রামচন্দ্র নারদকে বর দিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন, তখন নারদ বলেছিলেন—আমাকে এমন ভক্তি দিন, যাতে আপনার ভুবন-মোহিনী মায়ায় আমি মোহিত না হই ॥৬১॥

অহৈতুকীদৃশী ভক্তিঃ কামনা-রহিতা ভবেৎ।
সর্বশ্রেষ্ঠা তথা প্রেষ্ঠা সতামীশ্বরকোটিকা ॥৬২॥

ত্রিধা ভক্তিঃ

ভক্তিস্ত্রিধা সাত্ত্বিকী চ রাজসী তামসী তথা।
সাত্ত্বিকং কোঽপি নাবৈতি বর্জয়িত্বা তমীশ্বরম্ ॥৬৩॥
নিত্যং সমীপমেবাস্তে সাত্ত্বিকস্যেশদর্শনম্।
অরুণোদয়বেলায়াং যথা সূর্যস্য দর্শনম্ ॥৬৪॥
চিন্তয়েদ্রাজসো ভক্তো 'লোকো মামীক্ষতে ন বা'।
তদর্থং ভক্তিচিহ্নানাং কুরুতে স প্রদর্শনম্ ॥৬৫॥
ভক্তেস্তমস্তথা লোকে, দৃষ্টং লুণ্ঠনধর্মনাম্।
বলাদ্ভক্তিং সমীহন্তে, জগতাম্ মাতুরীদৃশাঃ ॥৬৬॥

এই অহৈতুকী ভক্তি কামনা-শূন্য ভক্তি, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম বলে কথিত হয়। এরূপ ভক্তি কেবল ঈশ্বর-কোটির-ই হয়ে থাকে ।।৬২।।

তিন প্রকার ভক্তি

ভক্তি তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। অন্তর্যামী ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউ সাত্ত্বিক ভক্তকে জানতে পারে না। ।।৬৩।।

এইরূপ সাত্ত্বিক ভক্তের ঈশ্বর-দর্শনের আর দেরী নেই। যেরূপ অরুণোদয় হলে বুঝতে হবে যে সূর্যোদয়ের আর দেরী নেই ॥৬৪॥

রাজসিক ভক্তের একটু ইচ্ছা হয়, লোকে দেখুক আমি ভক্ত। এই উদ্দেশ্যে তিনি তিলক, মালা প্রভৃতি ভক্তি চিহ্ন ধারণ করেন ।।৬৫।।

ভক্তির তমঃ—যেমন ডাকাত পড়া ঐ ভক্ত উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করেন। মারো, কাটো, লুণ্ঠন করো। তিনি জগন্মাতার কাছ থেকে বলপূর্বক—সব দাবী করেন ।।৬৬।।

ওতুঃ শিশুর্যথা নিত্যং জননীং অবলম্বনে।
তথা ভক্তোপীশ্বরেচ্ছাবলম্বং কুরুতেঽনিশং ॥৬৭॥
সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রোঽসৌ ভক্তস্তমবলম্বতে,
ব্রবীতি চ ময়া স্থেয়ং যথা স্থাপয়সি প্রভো! ॥৬৮॥
সৃষ্টিক্রমো যথাকাশাজ্জায়তে মহদাদিকম্।
ব্যুৎক্রমেণ তথাকাশে সর্বস্য বিলয়ো ভবেৎ ॥৬৯॥
জ্ঞানমার্গঃ কর্মমার্গঃ সন্ত্যধ্বানস্তথা পরে।
যুগেঽস্মিন্ দুষ্করাঃ সর্বে সরলা ভক্তিপদ্ধতিঃ ॥৭০॥
ইচ্ছাময়ঃ প্রভুর্ভক্তং কুর্যাদৈশ্বর্য্যসংযুতম্।
যচ্ছেজ্জ্ঞানং তথা ভক্তিং, সচ্চিদানন্দদর্শনম্ ॥৭১॥

বিড়ালের ছানা যেপ্রকার সর্বতোভাবে মায়ের উপর নির্ভর করে থাকে সেইরূপ ঈশ্বরভক্ত যে তাঁকে আমমোক্তারী দিয়েছে—সে ভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে থাকে ॥৬৭॥

ভগবান সর্বকার্যে স্বাধীন। আর ভক্ত তাঁকে অবলম্বন করে থাকেন আর বলেন—"হে প্রভু! আপনি যেভাবে আমাকে রাখেন, আমি সেভাবেই থাকব" ॥৬৮॥

সৃষ্টির ক্রম এই যে—আকাশ হতে মহৎ, অহঙ্কার আদি উৎপন্ন হয়। আবার বিপরীত ক্রমে সব তত্ত্ব আকাশে লয় প্রাপ্ত হয় ॥৬৯॥

জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ প্রভৃতি আত্ম-কল্যাণের বিবিধ পথ। কিন্তু এই যুগে অন্য সব পথ কঠিন, কেবল ভক্তিমার্গই সহজ ॥৭০॥

ইচ্ছাময় ভগবান ইচ্ছা করেন তো ভক্তকে ঐশ্বর্য্যবান্ করে দিতে পারেন। জ্ঞান, ভক্তি এবং সচ্চিদানন্দের দর্শনও দিয়ে থাকেন ॥৭১॥

ভাবো ভক্তিস্তথা প্রেম সর্বং সম্পৎস্যতেঽচিরাৎ।
উত্থানে কুণ্ডলিন্যাস্তু ভক্তিযোগোঽয়মুচ্যতে ॥৭২॥
ক্রন্দনং মাতুরগ্রে চেদ্ রোধয়েৎ সাখিলং ধ্রুবম্।
'বেদবেদান্ততত্ত্বানি যোগং জ্ঞানং যদিষ্যতে' ॥৭৩॥

ভক্তিঃ বৈরাগ্যং চ

শুদ্ধা ভক্তির্যদি স্বান্তে, নাস্থা দেহধনাদিষু।
যশোমানসুখাদীনি, ক্ষণিকানীতি বুদ্ধ্যতে ॥৭৪॥
শরণাগতভক্তায়, সদ্বুদ্ধিং স প্রদাস্যতি।
ক্ষুদ্র-বুদ্ধ্যা ন স জ্ঞেয়ঃ, প্রস্থে কিং প্রস্থপঞ্চকম্ ? ॥৭৫॥
জাতং চেত্তীব্রবৈরাগ্যমীশ্বরস্য কৃপাবশাৎ।
কামকাঞ্চনতো মুক্ত্যা প্রভুসক্তোভবেন্নরঃ ॥৭৬॥

ভাব, ভক্তি ও প্রেম কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে অবিলম্বে লাভ হয়ে যায়। একেই ভক্তিযোগ বলে ॥৭২॥

জগন্মাতার কাছে যদি ব্যাকুল হয়ে রোদন করা যায়, তবে তিনি বেদ, বেদান্তের তত্ত্ব, যোগ জ্ঞান ভক্তি যা চাওয়া যায় সবই দিতে পারেন ॥৭৩॥

ভক্তি ও বৈরাগ্য।

যদি অন্তঃকরণে শুদ্ধা ভক্তি উৎপন্ন হয়, তবে দেহ, ধনমান প্রভৃতিতে কোনই আকর্ষণ থাকে না। তখন যশ, মান, সুখ প্রভৃতি সমস্তই ক্ষণস্থায়ী অনিত্য এরূপজ্ঞান হয় ॥৭৪॥

শরণাগত ভক্তকে ভগবান শুভ বুদ্ধি প্রদান করেন। যেরূপ ১ সের দুধ ধরে এমন পাত্রে, ৫ সের দুধ আঁটে না, সেরূপ আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁকে জানা যায় না ॥৭৫॥

ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হলে, কাম-কাঞ্চনে আসক্তি দূর হয়ে যায়; আর শ্রীভগবানের প্রতি মানুষ অনুরক্ত হয় ॥৭৬॥

মাতুঃ প্রাণাঃ স্বপুত্রার্থং জায়ন্তে ব্যাকুলাস্তথা।
ঈশ্বরার্থং ব্যাকুলত্বং তীব্রবৈরাগ্যমুচ্যতে ॥৭৭॥

মন্যতে তীব্রবৈরাগ্যঃ সংসারঃ প্রাণঘাতকঃ।
কূপোঽয়ং বন্ধুবর্গশ্চ কৃষ্ণসর্পসমঃ কিল ॥৭৮॥

মন্দবৈরাগ্যবান্ ব্রূতে 'ভবিতব্যং ভবিষ্যতু'।
কর্তব্যং কেবলং নিত্যং, তন্নামগুণকীর্তনম্" ॥৭৯॥

প্রেম ত্বলৌকিকং বস্তু, যস্যাস্তে লক্ষণদ্বয়ম্।
দেহাত্মভাবনানাশো, জগদ্বিস্মরণং তথা ॥৮০॥

বনং বৃন্দাবনং মন্যে, সাগরং যমুনানদীম্।
ইতি চৈতন্যদেবস্য, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভাবনা ॥৮১॥

নিজ পুত্রের জন্য মায়ের প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হয়, ঈশ্বরের নিমিত্ত সেরূপ ব্যাকুলতাকে তীব্র বৈরাগ্য বলা হয় ।।২৭।।

যার তীব্র বৈরাগ্য হয় সে ব্যক্তির পক্ষে এই সংসার প্রাণঘাতক কূপের তুল্য। আর বন্ধুবান্ধব বিষধর কালসর্পের সমান ।।৭৮।।

মন্দ-বৈরাগ্য-যুক্ত ব্যক্তি বলে—"হচ্ছে, হবে—ভগবানের নাম করা যাক্" ।।৭৯।।

প্রেম এক অলৌকিক বস্তু। প্রেমের দুটি লক্ষণ—প্রথম দেহাত্ম-বুদ্ধির নাশ, দ্বিতীয় সংসার-বিস্মরণ ।।৮০।।

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এত প্রগাঢ় প্রেম ছিল, যে বন দেখেই বৃন্দাবনের ভাবনা উদ্দীপিত হয়েছিল—আর সাগর দেখে শ্রী যমুনা-ভেবে—শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হয়েছিলেন ।।৮১।।

মিত্রত্রয়ং ভ্রমৎ প্রাপ্য ক্বচিদ্‌ঘোরং বনান্তরম্ ।
ব্যাঘ্রং তত্র বিলোক্যাথ চিন্তাপরমভূৎ পরম্ ॥৮২॥
একস্তত্রাব্রবীদ্ 'ভ্রাতর্নিঃসহায়া মৃতা বয়ম্' ।
দ্বিতীয়ঃ প্রাহ 'মামৈবমীশ্বরং প্রার্থয়ামহে' ॥৮৩॥
তৃতীয়ঃ প্রোক্তবান্ 'তস্মৈ ন দেয়ং কষ্টমীদৃশম্ ।
সর্বেঽপি বৃক্ষমারুহ্য রক্ষাং কুর্মঃ স্বয়ং বনে' ॥৮৪॥
আদ্যস্তত্র ন জানাতি 'ভগবান্ রক্ষকঃ স্বয়ম্' ।
মধ্যমো জ্ঞানবান্'—ঈশঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্' ॥৮৫॥
অন্তিমস্য হৃদি প্রেম যোঽদেয়ং কষ্টমুক্তবান্ ।
প্রেমভক্তিরিয়ং তস্য যস্যা নাস্ত্যুপমা ক্বচিৎ ॥৮৬॥

তিন বন্ধু ভ্রমণ করতে করতে কোনও এক ঘোর বনে উপস্থিত হল। এমন সময় সেখানে একটা বাঘ দেখে তারা অত্যন্ত চিন্তাকুল হয়ে পড়ল ।।৮২।।

তাদের মধ্যে একজন বলল—"বন্ধু ! আমরা নিঃসহায় অবস্থায় সকলে মারা গেলাম ।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল—"এরূপ কথা বলো না, এসো আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি" ।।৮৩।।

তৃতীয় বলল—"ভগবানকে এভাবে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এস, আমরা সকলে গাছে উঠে এই ঘোর বনে আত্মরক্ষা করি" ।।৮৪।।

এদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি জানে না যে ঈশ্বরই সকলের রক্ষাকর্তা। দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে যে ভগবানই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ ।।৮৫।।

তৃতীয় ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবানের প্রতি প্রেম জেগেছে—তাই সে বলেছিল "যে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।" তার এই প্রেমভাবের তুলনা কোথাও নেই ।।৮৬।।

বিবেকো বৈরাগ্যং হরিগুণগণাখ্যানপরতা,
রতিঃ সদ্ভিঃ সঙ্গেঽধিমুখমনিশং সত্যবচনম্ ।
সপর্যা সাধূনাং, হৃদয়মথ জীবেষু সদয়ং,
প্রভুপ্রেম্ণো মার্গে ভবতি সকলং লক্ষণমিদম্ ॥৮৭॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং ভক্তিযোগোনাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ভগবানের প্রতি প্রেম হলে ভক্তের জীবনে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়—বিবেক, বিচার, বৈরাগ্য, ভগবানের গুণকীর্তন, ঈশ্বরে অনুরাগ, সাধুসঙ্গ, সর্বদা সত্যকথন, সাধুদের সেবা ও প্রাণী মাত্রের প্রতি দয়া ।।৮৭।।

শ্রীরামকৃষ্ণউপদেশসাহস্রীর ভক্তিযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অথ যোগতত্ত্বম্ নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

গর্ভে তিষ্ঠন্ ভাবয়ংশ্চাত্র সোঽহং, জাতো ভূমৌ প্রোল্লুঠন্ কচ্চরাঙ্গঃ।
ধাত্রীহস্তচ্ছিন্ননালঃ, পরং তন্মায়াজালচ্ছেদনে কঃ সমর্থঃ ॥১॥

কামকঞ্চনয়োর্যুগ্মং, জ্ঞাতং মায়াভিধানতঃ।
তস্মিন্ দূরীকৃতে সম্যক্, সফলা যোগসাধনা ॥২॥

জীবশিবয়োস্তুলনা

চুম্বকঃ পরমাত্মাস্তে, জীবঃ সূচীসমস্তথা।
চেৎ সূচী চুম্বকাকৃষ্টা, যোগোজীবপরাত্মনোঃ ॥৩॥

যোগতত্ত্ব।

যখন আমি গর্ভে ছিলাম, তখন আমার 'সোহং' ভাব ছিল অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম এই ভাব ছিল। ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার দেহ মলীন হয়ে গেল। ধাত্রী আমার নাভির নাল কেটে দিল কিন্তু এই সংসারের মায়াজাল কে কাটবে ?১॥

কাম ও কাঞ্চন এই দুটিই মায়া। মন থেকে এ দুটিকে সম্যক রূপে দূর করে দিতে পারলেই যোগ-সাধন সফল হয় ॥২॥

জীব ও শিবের তুলনা।

পরমাত্মা চুম্বক পাথর, আর জীব সূঁচের তুল্য। যখন জীব রূপ সূঁচ ঈশ্বর রূপ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন জীব ও পরমাত্মার যোগ সম্পন্ন হয় ॥৩॥

পঙ্কালিপ্তাং যথা সূচীং, নাকর্ষেচ্চুম্বকস্তথা।
কামেন পঙ্কিলো জীবঃ, প্রভুনাকৃষ্যতে কথম ? ॥৪॥
দূরীকৃতং পঙ্কিলত্বং ব্যাকুলত্বজলেন চেৎ।
আকৃষ্যতে জীবসূচী প্রভুনা চুম্বকেন সা ॥৫॥

ষট্চক্রাণি সপ্তভূময়ঃ কুণ্ডলিনী

সাধারণজনস্যান্তর্লিঙ্গে গুহ্যেঽধিনাভি চ।
যোগিনস্তু পরং তেভ্যশ্চৈতন্যময়মূর্দ্ধগম্ ॥৬॥
সাধনায়াং তু সিদ্ধায়াং কুণ্ডলিন্যুত্থিতা সতী।
মুলাধারমধিষ্ঠানং গচ্ছেন্মণিপুরং ততঃ ॥৭॥
এতানি ত্রীণি পদ্মানি সমতিক্রম্য সা পুনঃ।
হৃদয়েঽনাহতে পদ্মে তুর্যাং ভূমিং সমাবিশেৎ ॥৮॥

যদি সূঁচ কাদায় লিপ্ত থাকে, তবে তাকে চুম্বক আকর্ষণ করতে পারে না। এইরূপ কামনা বাসনা দ্বারা পঙ্কিল হলে জীবকে প্রভু কিরূপে আকর্ষণ করবেন ? ॥৪॥

যদি ব্যাকুলতা রূপ জলে কাদা ধুয়ে ফেলা যায়, তবে সূঁচ রূপ জীবকে চুম্বক রূপ ঈশ্বর আকর্ষণ করতে পারেন ।।৫।।

ষট্ চক্র-সপ্ত ভূমি-কুণ্ডলিনী।

সাধারণ লোকের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভি এই তিন ভূমিতে থাকে, কিন্তু যোগীদের মন এই তিন অবস্থা থেকে ঊর্ধ্বে চৈতন্যময় অবস্থায় থাকে ।।৬।।

সাধনায় সিদ্ধ হলে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। আর ক্রমে ক্রমে মূলাধার, স্বধিষ্ঠান ও মনিপুর চক্রে গমন করে ।।৭।

ঐ কুণ্ডলিনী এই তিন চক্র পার হয়ে হৃদয় মধ্যে অনাহতপদ্মে চতুর্থ ভূমিতে প্রবেশ করে ।।৮।

মূলাধারাদিকেভ্যোঽগ্রে, মনোঽনাহতসঙ্গতম্ ।
চৈতন্যমীক্ষতে জ্যোতিঃ, সাশ্চর্য্যং কিমিদং বদন্ ॥৯॥
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব, সুষুম্নেতি চ নাড়িকাঃ ।
তিস্রঃ সন্তি নৃদেহেঽস্মিন্, দ্বিপদ্মৈস্ত্বন্তিমা যুতা ॥১০॥
মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতম্ ।
বিশুদ্ধং পঞ্চমং পদ্মমাজ্ঞাখ্যং তৎ ততঃ পরম্ ॥১১॥
ষট্চক্রমেতদ্বিখ্যাতং, সুষুম্নাভ্যন্তরে স্থিতম্ ।
সর্বং তৎ কোমলং ষট্কং সিক্থেনেব বিনির্মিতম্ ॥১২॥
অধঃস্থিতং তু সর্বেষাং, মুলাধারং চতুর্দলম্ ।
অস্তি কুণ্ডলিনী তত্রাদ্যা শক্তিঃ সুপ্তসর্পবৎ ॥১৩॥

মূলাধার প্রভৃতি চক্র পার হয়ে যখন মন অনাহত চক্রে প্রবেশ করে, তখন চৈতন্য হয় আর জ্যোতি দর্শন হয়। তখন সাধক আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন—কি অপূর্ব জ্যোতি! ।।৯।।

মানুষের শরীরে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ী বিদ্যমান। এদের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীতে দুটি কমল সংযুক্ত ।।১০।।

সেই ৬টি চক্র এই—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, পঞ্চম পদ্ম বিশুদ্ধ আর তার উপর আজ্ঞা নামক চক্র ।।১১।।

সুযুম্না নাড়ীর মধ্যে স্থিত এই ৬টি চক্র প্রসিদ্ধ। ৬টি চক্রই অত্যন্ত কোমল, যেন মোম দিয়ে তৈরী ।।১২।।

সকল চক্রের নিম্ন ভাগে চার দল বা পাপড়িযুক্ত মূলাধার চক্র বিদ্যমান। এই মূলাধার চক্রে আদ্যাশক্তি কুণ্ডলিনী সুপ্ত সর্পের ন্যায় অবস্থিত ।।১৩।।

উত্থিতায়ামেব তস্যাং, বাসনামুক্তমান্তরম্ ।
শক্তিঃ কুণ্ডলিনী সা চ, যোগোপায়েন জাগৃয়াৎ ॥১৪॥

উত্থিতেয়ং কুণ্ডলিনী, সুষুম্নাতো বিনির্গতা ।
স্বাধিষ্ঠানাদিকং ভিত্বা, শিরোমধ্যং সমাবিশেৎ ॥১৫॥

কুণ্ডলিন্যাগতিশ্চেয়ং, মহাবায়ুগতিঃ শ্রুতঃ ।
সা পুত্তিকা মৎস্যসর্পকপিপক্ষিগতৈঃ সমা ॥১৬॥

চক্রাণি ভূমিসংজ্ঞানি, সন্ত্যেতাঃ সপ্তভূময়ঃ ।
সমাধিঃ সপ্তমে চক্রে সহস্রদলরূপিণি ॥১৭॥

মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং, মণিপূরমিদং ক্রমাৎ ।
চতুর্দলং ষট্দলং চান্তিমং দশদলং তথা ॥১৮॥

এই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে সব বাসনা হতে মন মুক্ত হয়ে যায়। ঐ কুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগ-সাধনা দ্বারা জাগরিত করা কর্তব্য ॥১৪॥

এই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে সুষুম্না হতে বাইরে আসে। তারপর স্বাধিষ্ঠানাদি চক্রগুলি ভেদ করে মস্তকে সহস্রারে প্রবেশ করে ॥ ৫॥

কুণ্ডলিনীর গতিকে মহাবায়ুর গতি বলা হয়। মহাবায়ুর ঐ গতি কখনো পিঁপড়ে, সাপ, বানর ও পাখীর গতির ন্যায় হয়ে থাকে ॥১৬॥

এই চক্রগুলির অপর নাম ভূমি। ঐ ভূমি সাত প্রকার। সহস্রদল পদ্মরূপ সপ্তম ভূমিতে মন গেলে সমাধি হয় ॥১৭॥

মূলাধার পদ্ম চতুর্দল, অধিষ্ঠান ষট্দল, মণিপূর দশদল হয়ে থাকে ॥১৮॥

চতুর্থং দ্বাদশদলং যদনাহতসংজ্ঞকম্ ।
বিশুদ্ধং পঞ্চমং কণ্ঠে যৎ ষোড়শদলং ভবেৎ ॥১৯॥

আজ্ঞাচক্রং তু ষষ্ঠং ভ্রূমধ্যে যদ্‌দ্বিদলং ভবেৎ ।
অধোমুখং পদ্মজাতমূর্ধ্বাস্যং জাগৃতো ভবেৎ ॥২০॥

কুণ্ডলিন্যাঃ সমুত্থানমনুভূতং ময়াখিলম্ ।
মূলাধারাৎ সা ক্রমেণ সহস্রদলমাবিশৎ ॥২১॥

তৎ সহস্রদলং শীর্ষে, সপ্তমং চন্তিমং স্থিতম্ ।
যত্র কুণ্ডলিনী প্রাপ্তা সমাধেঃ কারণং ভবেৎ ॥২২॥

আজ্ঞাচক্রে ষষ্ঠভূমৌ, কুণ্ডলিন্যাগতা যদি ।
ঈশস্য দর্শনং শক্যং ব্যবধানযুতং তু তৎ ॥২৩॥

অনাহত নামক চতুর্থ ভূমিতে দ্বাদশদল পদ্ম, কণ্ঠ দেশে পঞ্চম বিশুদ্ধ নামক পদ্ম ষোড়শদল ।।১৯।।

ভ্রূমধ্যে ষষ্ঠ ভূমিতে আজ্ঞাচক্র-দ্বিদল পদ্ম। প্রথমে এই সকল পদ্ম অধোমুখ থাকে, কিন্তু কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে ঊর্দ্ধ মুখ হয়ে যায় ।।২০।।

এই কুণ্ডলিনীর সমুত্থান আমি পূর্ণরূপে অনুভব করেছি। মূলাধার চক্র হতে তা ক্রমশঃ সশব্দে মস্তকস্থিত সহস্রদল কমলে প্রবিষ্ট হল ।।২১।।

ঐ মস্তকস্থিত সহস্রদল কমল সপ্তম বা শেষ ভূমি। কুণ্ডলিনী সব চক্র ভেদ করে এই স্থানে এলে তবেই সমাধি হয় ।।২২।।

কুণ্ডলিনী ষষ্ঠ ভূমি আজ্ঞাচক্রে (দ্বিদলপদ্মে) এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু ব্যবধান থাকে বলে ভগবৎস্পর্শ লাভ হয় না ।।২৩।।

শিবস্তু সচ্চিদানন্দঃ, সহস্রদলসংস্থিতঃ।
তেনৈকতাং সমাপ্নোতি, শক্তিঃ কুণ্ডলিনী স্বয়ম্ ॥২৪॥

উত্থানে কুণ্ডলিন্যাস্তু লুপ্যতে ভোগবাসনা।
কথাপ্যৈহিকবস্তূনাং শিরঃশূলকরী ভবেৎ ॥২৫॥

মনঃ সহস্রারগতং ন বাহ্যং ভবতি ক্বচিৎ।
দেহরক্ষাঽসমর্থং তদ্ দুগ্ধস্যাপি চ্যুতির্মুখাৎ ॥২৬॥

স্থিতিমেতামিতো যোগী, চন্দ্রনেত্রদিনান্তরে।
মৃত্যুমেতি, পরং কোঽপি, লোকার্থমিহ তিষ্ঠতি ॥২৭॥

কল্যাণার্থং হ্যীশকোটিভক্তস্যাহং স রক্ষতি।
তস্যাহং স ন দোষায় ভিন্নোঽহঙ্কারতো যতঃ ॥২৮॥

সহস্রদলকমলে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন, এই কুণ্ডলিনী শক্তির সঙ্গে শিব মিলিত হন ॥২৪॥

কুণ্ডলিনীর জাগরণ হলে, বিষয়-ভোগবাসনা নষ্ট হয়ে যায়। তখন সাংসারিক-বিষয়ের কথা শুনলে মাথা ধরার ন্যায় ভারি কষ্ট হয় ॥২৫॥

সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হলে তখন আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না। তখন দেহরক্ষার সামর্থ্যও থাকে না। মুখে দুধ দিলেও তা মুখ থেকে বাহিরে গড়িয়ে পড়ে ॥২৬॥

এই অবস্থায় যোগীর একুশ দিনের মধ্যেই মৃত্যু হয়। কিন্তু কেউ কেউ আধিকারিক পুরুষেরা লোক-কল্যাণের জন্য দেহ রক্ষা করতে পারেন ॥২৭॥

ঈশ্বর লোককল্যাণের জন্য ঐ শ্রেণীর ভক্তের অল্পমাত্র অহং ভাব রেখে দেন। তাঁর এই অহং ভাব দোষের নয়, কারণ সাধারণ অহঙ্কার হতে তা ভিন্ন ॥২৮॥

১২

কুণ্ডলিন্যা বিনোত্থানং, পূর্ণজ্ঞানমসম্ভবম্ ।
উত্থানাচ্চ বিকাশাচ্চ, সমাধির্নিশ্চিতোভবেৎ ॥২৯॥

দ্বিবিধো যোগঃ

কর্মযোগো মনোযোগো যোগোঽয়ং দ্বিবিধো মতঃ ।
যেন কেনাপি মার্গেণ সাধ্যা জীবশিবৈকতা ॥৩০॥

আশ্রমেষু স্থিতা যে স্যুব্র্হ্মচর্যাদিষু ক্রমাৎ ।
কর্মযোগো ভবেত্তেষাং, কামনাশূন্যতাং গতঃ ॥৩১॥

সন্ন্যাসিনস্ত্যক্তকাম্যকর্মাণঃ কামনাং বিনা ।
কুর্বন্তি নিত্যকর্মাণি পূজাভিক্ষাদিকানি তে ॥৩২॥

কুণ্ডলিনীর জাগরণ না হলে পূর্ণজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কুণ্ডলিনীর উত্থান ও হৃদয়কমল বিকশিত হলে অবশ্যই সমাধি অবস্থা লাভ হয় ॥২৯॥

দ্বিবিধ যোগ।

কর্মযোগ ও মনোযোগ—মোটামুটি এই দুই প্রকার যোগ। এদের মধ্যে যে কোনও যোগের দ্বারা জীব ও শিবের একতা সিদ্ধ হতে পারে ॥৩০॥

যারা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি ক্রম অবলম্বন করে আশ্রমে থাকেন তাদের পক্ষে কর্মযোগ। কিন্তু কর্ম কামনা-রহিত হয়ে করতে হবে ॥৩১॥

সন্ন্যাসীরা কাম্য কর্ম ত্যাগ করবেন। এমনকি পূজা, ভিক্ষা প্রভৃতি নিত্য কর্মও তাঁরা অনাসক্ত হয়ে করবেন ॥৩২॥

ন বাহ্যলক্ষণং কিঞ্চিৎ মনোযোগানুসারিণাম্।
লোমাবৃতশরীরাণামেতেষাং যোগ আন্তরঃ ॥৩৩॥

কর্মশূন্যা ভবন্ত্যেতে শ্রবণে মননে রতাঃ।
যথান্তর্যোগিনাবাস্তাং শুকশ্চ ভরতো জড়ঃ ॥৩৪॥

ত্যাগঃ পরমহংসানামেতেষাং কর্মণাম্ ভবেৎ।
যদি কর্মপ্রবৃত্তিঃ স্যাল্লোকসংগ্রহহেতবে ॥৩৫॥

কর্মণা মনসা বাপি, যোগো ভবতি ভক্তিতঃ।
ভক্ত্যৈব কুম্ভকঃ সিদ্ধ্যেদ্ যেনৈকাগ্রং মনোভবেৎ ॥৩৬॥

কুম্ভকঃ স্থিরতাবায়োর্বায়ুস্থৈর্যান্মনঃ স্থিরম্।
নিশ্চলত্বং তথা বুদ্ধেঃ কল্পতে যোগসিদ্ধয়ে ॥৩৭॥

মনোযোগ অনুসরণকারীদের কোনো বাহ্য চিহ্ন থাকে না। তাঁদের শরীরে চুল দাড়ি থাকে, আর তাঁরা অন্তরে যোগ সাধনা করেন ॥৩৩॥

এঁরা সর্বপ্রকার কর্মত্যাগী এবং শ্রবণ-মননে তৎপর। শুকদেব, জড়ভরত প্রভৃতি এই শ্রেণীর যোগী ছিলেন ।।৩৪।।

এরূপ পরমহংসদের কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। যদি তাঁরা কথনও কর্মে প্রবৃত্ত হন, তবে তা কেবল লোককল্যাণের জন্য ॥৩৫॥

ভক্তি হলেই কর্মযোগ বা মনোযোগ হতে পারে। কুম্ভক প্রাণায়ামও ভক্তিতেই লাভ হয়, যা থেকে মন একাগ্র হতে পারে ।।৩৬।।

বায়ু স্থির হলে কুম্ভক হয়। আর তাতে মনও স্থির হয়ে যায়, বুদ্ধিও নিশ্চল হয়। তার ফলে যোগসিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে ॥৩৭॥

মনসশ্চঞ্চলত্বে তু যোগসিদ্ধির্ন জায়তে।
মনো বশে যোগিনঃ স্যান্ ন যোগী মনসো বশে ॥৩৮॥
ভক্ত্যৈকতানতা ভাবো, ভাবাদ্বায়ুঃ স্থিরীভবেৎ।
ততো মৌনময়ং যোগঃ সমাধির্যোগসিদ্ধিতঃ ॥৩৯॥

হঠযোগস্যানিষ্টতা

দেহাভিমানিনঃ সন্তি, হঠযোগস্য সাধকাঃ।
নেতিধৌতিক্রিয়াসক্তা আয়ুর্বৃদ্ধিসমাকুলাঃ ॥৪০॥
ন জানন্তি ক্ষণস্থায়ি, শরীরং ধনমেব চ।
দীর্ঘমায়ুর্লক্ষ্যমেকং, ন প্রযত্নঃ পরেশ্বরে ॥৪১॥
লব্ধযোগৈরপি জনৈদৃ্শ্যমানৈরিতস্ততঃ।
সাবধানং মনঃ কার্যং, কামকাঞ্চনসঙ্গতঃ ॥৪২॥

মন স্থির না হলে যোগসিদ্ধি হতে পারে না। যোগীদের মন তাদের বশীভূত থাকে, কিন্তু তাঁরা কখনই মনের বশ হন না ॥৩৮॥

ভক্তি হতে একাগ্রতা জন্মে। তা থেকে বায়ু স্থির হয়, আর তার পরে মৌন অবস্থা আসে। একেই যোগ বলা হয়। যোগে সিদ্ধ হলে সমাধি লাভ হয় ॥৩৯॥

হঠযোগে নিষ্ঠার ফল।

হঠযোগীরা অত্যন্ত দেহাভিমানী হয়ে পড়েন। তাঁরা সর্বদা নেতি; ধৌতি করেন আর কি করে আয়ু বৃদ্ধি হবে, তার জন্য ব্যাকুল থাকেন ॥৪০॥

তাঁরা জানেন না যে শরীর ও ধন ক্ষণস্থায়ী। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য আয়ু বৃদ্ধি করা। ঈশ্বর লাভের কোন চেষ্টা নেই ॥৪১॥

সংসারে ঠিকঠিক যোগীও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদেরও কাম-কাঞ্চন থেকে দূরে থাকা কর্তব্য ॥৪২॥

যোগভ্রষ্টা

যোগভ্রষ্টঃ পুনর্জাতো ভোগেচ্ছাবাসনাবশাৎ।
ঈশমার্গং পুনর্গচ্ছেদ্‌যোগং চানুচরেৎ পুনঃ ॥৪৩॥
মার্গেঽস্মিন্নীশ্বরপ্রাপ্তেরনিষ্টা ভোগলালসা।
কামনায়াম্ স্থিতায়ান্তু ন মুক্তেঃ সম্ভবঃ ক্বচিৎ ॥৪৪॥
বাতি সংসারবাতেঽস্মিন্, মনোদীপোঽতিচঞ্চলঃ।
তস্মিন্দীপে স্থিরীভূতে, সফলা যোগসাধনা ॥৪৫॥
কুলে ভাগ্যবতো জন্ম, যোগভ্রষ্টস্য জায়তে।
জাতস্যেশ্বরলাভার্থং, অগ্রগা তস্য ভাবনা ॥৪৬॥
ঈশচিন্তাপরস্যাপি, যা হঠাদ্ভোগলালসা।
সা যোগভ্রষ্টতাবীজং, ক্ব মুক্তির্বিষয়েচ্ছয়া ॥৪৭॥

যোগভ্রষ্ট।

ভোগের বাসনা থাকলে যোগী যোগভ্রষ্ট হয়ে যায়। ঐ প্রকার যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে ঐ নূতন জন্মে ভগবান লাভের জন্য সাধনা করেন ॥৪৩॥

ঈশ্বর-লাভের এই সাধন-পথে ভোগবাসনা বিশেষ অনিষ্টকর। যতদিন বাসনা থাকে ততদিন মুক্তিলাভ সম্ভব নয় ॥৪৪॥

সংসারে আসক্তি রূপ বায়ু প্রবাহিত হলে মন রূপ প্রদীপ অত্যন্ত চঞ্চল হয়। ঐ মনোরূপ প্রদীপ যদি স্থির হয়ে যায়, তবে যোগসাধন সফল হয় ॥৪৫॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ভাগ্যবানের বংশে জন্মগ্রহণ করে। তখন তাঁর মনে ঈশ্বর লাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয় ॥৪৬॥

ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে থাকলেও মনে হঠাৎ ভোগবাসনা এসে যেতে পারে, তার জন্য মানুষ যোগভ্রষ্ট হয়ে যায়। বিষয়-বাসনা থাকতে মুক্তি নেই ॥৪৭॥

যোগঃ ক্ষণমপীশেন, মুক্তিলাভায় কল্পতে।
প্রার্থনান্তরিকী তস্য, মনসঃ শুদ্ধিকারণম্ ॥৪৮॥
যোগিনো যতচিত্তস্যেশ্বরে লগ্নং মনোঽনিশম্।
স্বান্তেষ্বেব ভৃশং লগ্নে, পক্ষিণামক্ষিণী যথা ॥৪৯॥
শিবেন জীবমিলনং যোগো, যোগী তদাপ্তয়ে।
বিষয়েভ্যঃ সমাকৃষ্য মনো দেবে নিবেশয়েৎ ॥৫০॥
অভ্যেত্য নির্জনং স্থানমুপবিষ্টঃ স্থিরাসনে।
ভবেদনন্যহৃদয়ো, ধ্যানচিন্তনতৎপরঃ ॥৫১॥

দ্বিবিধাঃ সাধবঃ

বহূদকাঃ কুটীস্থাশ্চ, সাধবো দ্বিপ্রকারকাঃ।
অলব্ধশান্তয়স্তাদ্যাস্তীর্থভ্রমণতৎপরাঃ ॥৫২॥

ক্ষণকালের জন্য ভগবানের সঙ্গে সংযোগ হলেও তাতে মুক্তি লাভ হতে পারে। তাঁর কাছে আন্তরিক ভাবে প্রর্থনা করলে তাতে মন শুদ্ধ হয় ॥৪৮॥

যেরূপ পাখী ডিমে তা দেবার সময় তার দৃষ্টি সর্বদা ডিমের উপর থাকে, সেইরূপ সংযতচিত্ত যোগীদের মন ঈশ্বরে সংলগ্ন থাকে ॥৪৯॥

শিবের সঙ্গে জীবের মিলনকেই যোগ বলা হয়। সেই যোগলাভ করবার জন্যে যোগী মনকে বিষয় হতে কুড়িয়ে ভগবানে সংলগ্ন করবেন ॥৫০॥

নির্জন স্থানে গিয়ে স্থির আসনে বসে অনন্য মনে ধ্যান ও ভগবানের চিন্তা করা উচিত ॥৫১॥

দ্বিবিধ সাধু।

সাধু দুই শ্রেণীর—বহূদক ও কুটীচক। যে সাধু তীর্থভ্রমণ করে বেড়ায়, যার মনে এখনো শান্তিলাভ হয় নি, তাকে বহূদক বলে ॥৫২॥

একস্থানস্থিতাশ্চান্যে, শান্তচিত্তাঃ স্থিরাসনাঃ।
তীর্থৈঃ প্রয়োজনং তেষাং সানন্দানাং ন বিদ্যতে ॥৫৩॥

ঈশোদ্দীপনহেত্বর্থং, তস্যতীর্থাটনং কচিৎ।
কিঞ্চিদুদ্দীপনে জাতে, নেষ্টা তত্রৈব সংস্থিতিঃ ॥৫৪॥

যত্রাস্তে মনসঃ শান্তির্বাসস্তত্রোচিতঃ পরম্।
মনোমোক্ষোমনোবন্ধস্তদ্গচ্ছেদ্যত্র নীয়তে ॥৫৫॥

অভ্যাসেন যোগসিদ্ধিঃ

পৃথুকানাং যথা কর্ত্র্যা যোগোঽভ্যাসেন সিদ্ধ্যতি।
মুসলস্য প্রহারেঽপি হরন্ত্যাঃ পৃথুকান্ বহিঃ ॥৫৬॥

কুটীচক্ সাধু শান্তচিত্তে, স্থির আসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রায় একই স্থানে থাকে। সর্বদা আনন্দে থাকে বলে তাদের তীর্থ ভ্রমণের কোনও প্রয়োজন নেই ॥৫৩॥

ঐ যোগী যদি তীর্থে যায়, সে কেবল ভগবদ্ উদ্দীপন লাভের জন্য। একটু উদ্দীপন হচ্ছে বলে চুপ করে থাকা উচিত নয়, ঐ পথে আরো এগিয়ে যাওয়া উচিত ॥৫৪॥

যেখানে মনে শান্তি থাকে, সেখানেই বাস করা উচিত। মনের দ্বারাই বন্ধন আবার মনেই মুক্তি। মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে সেখানেই সে যায় ॥৫৫॥

অভ্যাস দ্বারা যোগসিদ্ধি।

চিড়ে কূটবার সময় যে স্ত্রীলোক হাত দিয়ে ধান উল্টে দেয়, বহু দিনের অভ্যাস বশতঃ সে খুব সাবধানে থাকে। উপর হতে বার বার মুসলের প্রহার হলেও সে সাবধানে গর্ত্ত হতে চিড়ে বার করে আনে ॥৫৬॥

হস্তেনোদুখলে শালীন্ সারয়ন্তী পুনঃ পুনঃ।
বার্তালাপং চ তনুতে মূল্যার্থং ক্রয়িণা সহ ॥৫৭॥

স্নেহেনাঙ্কগতং বালং লালয়ন্তী প্রযত্নতঃ।
সর্বদা সাবধানৈবমাস্তে পৃথুককারিণী ॥৫৮॥

শক্যোঽস্তি বিষয়াসক্তেস্ত্যাগোঽভ্যাসস্য যোগতঃ।
অক্ষাণাং সংযমশ্চাপি ক্রোধাদীনাং জয়স্তথা ॥৫৯॥

কূর্মো যথাত্মরক্ষার্থং স্বান্যঙ্গান্যুপসংহরেৎ।
ইন্দ্রিয়াণি তথা যোগী বিষয়েভ্যো নিবর্তয়েৎ ॥৬০॥

মায়াজীবজগত্ত্যাগাৎ তদ্বদোঙ্কারসাধনাৎ।
অনামরূপসল্লাভঃ সমাধিস্তদনন্তরম্ ॥৬১॥

ঐ স্ত্রীলোক একই সময় হাত দিয়ে উদুখলে ধান উল্টে দেয়, চিড়ের গ্রাহকদের সঙ্গে দাম নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে, আর কোলের ছেলেকে আদরও করে। এইরূপে অত্যন্ত সাবধান হয়ে ঐ স্ত্রীলোক একই সময় অনেক কাজ করে ॥৫৭-৫৮॥

এই রূপ অভ্যাস করলে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করা যেতে পারে, ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনা যায়, আর কামক্রোধাদি রিপুদের উপর বিজয় লাভও করা যেতে পারে ॥৫৯॥

যেমন কাছিম আত্মরক্ষার জন্যে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ভেতরে টেনে নেয়, সেইরূপ যোগী ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে ফিরিয়ে আনবেন ॥৬০॥

মায়া, জীবভাব ও জগৎ ত্যাগ করলে আর ওঁকারের সাধনা করলে নামরূপের নাশ ও তারপরে সমাধি লাভ হতে পারে ॥৬১॥

আকর্ণ্যোল্লোলশব্দং জলনিধিনিকটং যদ্বদায়ান্তি মর্ত্ত্যা
উর্দ্ধং নাভেঃ সমুত্থং স্বহৃদয়কমলেঽনাহতে যোগিবৃন্দাঃ।
নাদং শ্রুত্বাপ্যনন্তং তদবগমকৃতে সপ্রযত্নাস্তদানীং
নাহং ন ত্বং ন চায়ং মনসি সমুদিতে ব্রহ্মণোঽত্রাপরোক্ষম্ ॥৬২॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং যোগতত্ত্বম্ নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

যেরূপ সমুদ্রতরঙ্গের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে লোকেরা তার কাছে যায়, সেইরূপ নাভি-কমলের উপর অনাহত নামক হৃদয়কমল হতে উত্থিত অনন্ত নাদ শ্রবণ করে যোগীরা ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করেন। ঐ সময় আমি নেই, তুমি নেই, এ নেই এইরূপ ভাব মনে উৎপন্ন হলে ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়।।৬২।।

শ্রীরামকৃষ্ণউপদেশসাহস্রীর যোগতত্ত্ব নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

অথ ধ্যানতত্ত্বম্ নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ধ্যানতত্ত্বম্

পূজায়া জপনং জপাদ্বরতরং ধ্যানং তথা ধ্যানতো
ভাবো যোগ্যতরস্ততঃ সমধিকঃ প্রেমা মহাভাবনম্।

'চৈতন্যস্য হৃদীদৃশং সমভবৎ প্রেমৈব ভাবো মহান্।
তেনেয়ং প্রভুবন্ধনার্থমুদিতা প্রেমৈব রজ্জুর্দৃঢ়া ॥১॥

ধ্যানং তু হৃদয়ে শক্যং সহস্রারেঽথাম্বুজে।
শাস্ত্রোক্তমেতদ্দ্বিবিধ'মাদর্শে ধ্যান'মুচ্যতে ॥২॥

ধ্যাতব্যং মানসে বাপি গৃহকোণে বনেঽথবা।
সর্বত্র ভগবানাস্তে নির্জনে তু বিশেষতঃ ॥৩॥

ধ্যানতত্ত্ব।

পূজা হ'তে জপ শ্রেষ্ঠ, জপ হ'তে ধ্যান, ধ্যান হ'তে ভাব বড়, আর ভাব হ'তে প্রেম বা মহাভাব আরো শ্রেষ্ঠ। চৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ে এইরূপ প্রেম বা মহাভাবের উদয় হয়েছিল। এই প্রেমরূপ রজ্জু ভগবানকে বাঁধবার জন্য অধিক দৃঢ় ব'লে কথিত, ভগবান প্রেমের বশ ॥১॥

শ্রীভগবানের ধ্যান দুই স্থানে করা যেতে পারে—এক হৃদয়ে আর সহস্রার-কমলে। শাস্ত্রে এই দুটিকেই ধ্যানের প্রশস্তস্থান বলা হ'য়েছে ॥২॥

মনে, গৃহকোণে বা বনে ধ্যান করবে অর্থাৎ এ সব স্থানে ধ্যান করলে শীঘ্র মনের একাগ্রতা লাভ হয়। ভগবান সর্বত্র আছেন—সত্য, তথাপি নির্জন স্থানে ধ্যান করা উচিত ॥৩॥

বলিনা ত্রিপদা ভূমির্বামনায় সমর্পিতা।
ত্রীঁল্লোকান্ ব্যাপ্য ভূতাত্মা স্থিতস্তেনৈব সর্বগঃ ॥৪॥

তস্মৈবেষা বিরাড্ মূর্তির্ধ্যাতুং সর্বত্র শক্যতে।
পবিত্রং জাহ্নবীতীরং তত্রত্যমখিলং শিবম্ ॥৫॥

শরীরং মৃত্তিকাপাত্রম্ মনোবুদ্ধীজলং ভবেৎ।
সচ্চিদানন্দমার্তণ্ডো জলেঽস্মিন্ প্রতিবিম্বিতঃ ॥৬॥

ধ্যানেন প্রতিবিম্বস্য বিম্বসূর্যঃ কৃপাবশাৎ।
দৃশো গোচরতামেতি দ্রষ্টা চৈতি কৃতার্থতাম্ ॥৭॥

ধ্যানেনাস্য মনো যাতি সংসারাসক্তিশূন্যতাম্।
পাদপদ্মে রতিস্তস্য নাশয়েদ্ ভোগবাসনাম্ ॥৮॥

রাজা বলি ভগবান বামনকে তিন পদ ভূমি দিয়েছিলেন। সর্বভূতাত্মক ভগবান্ তিন পায়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ব্যাপ্ত ক'রে অবস্থিত হ'লেন, এইজন্য তিনি সর্বব্যাপী ব'লে কথিত হন ॥৪॥

তাঁর এই বিরাট রূপের ধ্যান যে কোনও স্থানে বসেই করা যেতে পারে। গঙ্গার তীর পবিত্র স্থান আর সেখানকার সবই পবিত্র ।।৫।।

আমাদের শরীর যেন একটি মৃত্তিকার সরা, তা'তে মন, বুদ্ধি জল। এই জলে সচ্চিদানন্দরূপ সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়েছে ।।৬।।

ঈশ্বর-কৃপায় ঐ প্রতিবিম্ব সূর্যের ধ্যান ক'রতে ক'রতে সত্য সূর্য প্রত্যক্ষ হয়, আর তার ফলে দ্রষ্টা কৃতার্থ হ'য়ে যায় ॥৭॥

বিম্বরূপ ঈশ্বরকে ধ্যান কর্‌লে ধ্যাতার মন সংসারাসক্তি-শূন্য হ'য়ে যায়। ভগবানের চরণকমলে অনুরাগ হবার ফলে ভোগবাসনা দূর হয় ॥৮॥

পরস্ত্রীধ্যায়তেঽম্বা চেৎ পত্নীধর্মসহায়িকা।
পশুভাবস্তস্য নশ্যেদ্ দেবভাবস্য লাভতঃ ॥৯॥

একবারমনাসক্তঃ সংসারস্থোঽপি মানবঃ।
ত্যক্তদেহসুখাপেক্ষো জীবন্মুক্তবদাচরেৎ ॥১০॥

ঈশ্বরৈকবিচারস্য ধ্যাননিষ্ঠস্য মানসম্।
তৈলধারাসমং ভাতি ত্যক্তান্যাখিলভাবনম্ ॥১১॥

উন্মীলিতেক্ষণো বাপি বার্তাসক্তোঽথবা পরৈঃ।
শিরঃস্থিতেঽণ্ডজে বাপি ধ্যানসিদ্ধোঽবিকারবান্ ॥১২॥

যদি শ্রীভগবানের ধ্যান (ঠিক ঠিক) করা যায় তবে পরস্ত্রী মাতৃতুল্য, আর পত্নী ধর্মকার্যে সহায়ক হন। এর ফলে, দেবভাব লাভ, আর পশুভাব দূর হয় ॥৯॥

যদি একবার মানুষের মন আসক্তি-শূন্য হ'য়ে যায়, তবে সংসারে থাকলেও মানুষ দেহসুখ ত্যাগ ক'রে জীবন্মুক্তের ন্যায় আচরণ করতে পারে ॥১০॥

কেবল ভগবানের চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন ব্যক্তির মন অন্য সমস্ত ভাবনা ত্যাগ করে তৈলের নিরবচ্ছিন্ন ধারার ন্যায় ভগবানের দিকেই প্রবাহিত হয় ॥১১॥

যখন সাধক ধ্যানে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেন তখন তিনি অবিকারী অবস্থাতে স্থিত থাকেন অর্থাৎ তাঁর চিত্ত কোন অবস্থাতেই চঞ্চল হয় না। চোখ চেয়েও ধ্যান করতে পারেন, কথা কইতে কইতেও ধ্যান হয়। মাথায় পাখী বসলেও তিনি টের পান না। এসব ধ্যান সিদ্ধির লক্ষণ ॥১২॥

ধ্যানস্য সময়েঽত্যন্তং মগ্নং ভবতু মানসম্।
লভ্যতে রত্নজাতং হি সিন্ধৌ তলনিমজ্জনাৎ ১৩॥

গভীর-ধ্যান মগ্নস্য স্যাদ্বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা।
দেহোপরি ভুজঙ্গস্যাপ্যারোহো নানুভূয়তে ॥১৪॥

বিষয়েভ্যঃ সমাকৃষ্য ধ্যানমীশগতং মনঃ।
অন্তর্মুখং তদা স্বান্তম পিহিতদ্বারি সদ্মনি ॥১৫॥

ধ্যানারম্ভে মনঃ কার্যমীশাংঘ্রিযুগসংগতম্।
হৃদপদ্মে ভাবয়েদীশম্ নিত্যজলিতদীপবৎ ॥১৬॥

দৃষ্টমাত্রে যথা গোপে শ্রীকৃষ্ণস্মরণং ধ্রুবম্।
বাক্কীলে দৃশ্যমানে বা স্মৃতো ন্যায়ালয়ো ভবেৎ ॥১৭॥

ধ্যানের সময় মন ধ্যেয় বস্তুতে ডুবে যাওয়া দরকার! রত্নলাভ করতে হলে সমুদ্রের গভীরে ডুব মারতে হবে ॥১৩॥

গভীর ভাবে ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির মন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে যায়। ঐ সময় শরীরের উপর দিয়ে সাপ চলে গেলেও তিনি জানতে পারেন না ॥ ৪॥

শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় থেকে মনকে আকর্ষণ করে শ্রীভগবানে লগ্ন করাই ধ্যান। ঐ ধ্যানের সময়ে মন অন্তমুর্খ হয়ে যায়, বাইরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকেনা যেন বাড়িতে কপাট পড়ল ॥১৫॥

মনকে পরমেশ্বরের পাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন রাখা উচিত। নিজের হৃৎপদ্মে ইষ্টকে বসিয়ে চিন্তারূপ যাগপ্রদীপ সর্বদা জেলে রাখতে হয় ॥১৬॥

যেমন কোনও গোপকে দেখলেই শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ে, উকীলকে দেখলেই আদালতের কথা মনে হয় ॥১৭॥

আত্মন্যেবং চিন্ত্যমানে স্মর্যতে পরমেশ্বরঃ।
বিগ্রহে দৃশ্যমানে তু, স্মৃতিঃ স্যাৎ পরমাত্মনঃ ॥১৮॥
সাগরঃ সচ্চিদানন্দঃ সর্বতো জলসম্ভৃতঃ।
সমুদ্রেঽত্রাতিবিস্তীর্ণে ত্বহং মৎস্য ইব স্থিতঃ ॥১৯॥
ঈশাম্ভোধাবপারেঽস্মিন্নহং ঘটসমস্থিতঃ।
অম্ভোঽনন্তং সমুদ্রান্তর্ঘটস্যান্তর্বহির্জলম্ ॥২০॥
ঘটোঽহঙ্কার তুল্যোঽয়ং যেনাম্ভোভিন্নতাভ্রমঃ।
ঘটে ভগ্নে কুতো ভেদঃ কেবলং শিষ্যতে জলম্ ॥২১॥

তেমনি আত্মার চিন্তা ক'রতে ক'রতে পরমাত্মার স্মরণ হয়। যেমন বিগ্রহ দেখলে পরমেশ্বরের ভাবনা এসে যায় ॥১৮॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ সাধন অবস্থা বর্ণনা করে বলছেন (আমি তখন তখন ভাবতুম) সাগরের জল যেরূপ সর্বত্র প্লাবিত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ সর্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন। আমি যেন সেই বিস্তৃত চৈতন্য-সমুদ্রে মাছের ন্যায় বিচরণ করছি ॥১৯॥

এই অপার পরমাত্ম-সমুদ্রে আমি যেন একটি জলপূর্ণ ঘট। সমুদ্রে অপার জলরাশি। তাতে রক্ষিত আমিরূপ ঘটের ভিতর ও বাহির সর্বত্রই জলপূর্ণ ॥২০॥

এই ঘট অহঙ্কারের তুল্য। যাতে মনে হয় ঘটের জল ও সমুদ্রের জল পৃথক্। যদি ঘট ভেঙ্গে যায়, তখন ভিতর ও বাইরের জলের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না—একই জল; অর্থাৎ অহং নষ্ট হয়ে গেলে—জীবের পরমাত্মার সঙ্গে অভেদজ্ঞান হয় ॥২১॥

বিস্তার্য পক্ষিণঃ পক্ষান্ যান্ত্যনন্তে সুখেন খে।
জীবপক্ষী চিদাকাশে সানন্দোঽস্তু সমুৎপতন্ ॥২২॥

শিবযোগঃ

সহজং ন নিরাকারধ্যানং যত্র প্রলীয়তে।
দৃশ্য-শ্রব্যাদিকং সর্বং কেবলং স্ব-স্বরূপবিৎ ॥২৩॥

শিবযোগোঽয়মাখ্যাতো যত্র ধ্যাতা শিবঃ স্বয়ম্।
স্বরূপজ্ঞঃ সুখং নৃত্যত্যহং কিমিতি চিন্তয়ন্ ॥২৪॥

কপালাসক্তদৃষ্টিঃ সন্ ধ্যানকালে নিরন্তরম্।
পরিত্যজেজ্জগৎ সর্বং নেতি নেতীতি ভাবয়ন্ ॥২৫॥

অনন্ত আকাশ, তাতে পাখা বিস্তার করে পাখী আনন্দে উড়ছে। চিদাকাশ, আত্মাপাখী। জীবাত্মারূপ পাখী দেহরূপ খাঁচা ছেড়ে মহানন্দে চিদাত্মারূপ চিদাকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে ॥২২॥

শিবযোগ।

নিরাকারের ধ্যান সহজ নয়। তাতে দৃশ্য, শ্রাব্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লয় প্রাপ্ত হ'য়ে যায়। তখন কেবল স্ব-স্বরূপের জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে ॥২৩॥

যে ধ্যানে ধ্যাতা নিজেই শিবরূপ হ'য়ে যান, তা'কে শিবযোগ বলে। নিজের শিব-স্বরূপকে জেনে 'আমি শিব' এরূপ চিন্তা ক'রে সাধক আনন্দে নৃত্য করেন ॥২৪॥

(শিবযোগীদের পক্ষে)—ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সর্বদা ধ্যান করা কর্তব্য এবং 'নেতি' 'নেতি' করে সমস্ত সংসারের চিন্তা পরিত্যাগ করা উচিত ॥২৫॥

বিষ্ণুযোগঃ

অন্তরর্ধং বহিশ্চার্ধং পশ্যেন্নাসাগ্রলোচনঃ।
বিষ্ণুযোগোঽয়মাখ্যাতঃ সাকার-ধ্যানপদ্ধতিঃ ॥২৬॥

শুদ্ধং বাঙ্‌মনসোপাধিশূন্যস্য ধ্যানমুত্তমম্।
উপাধিরহিতং ব্রহ্ম পরমেতৎ সুদুষ্করম্ ॥২৭॥

ঈশ্বরোঽবতরত্যেষ শরীরে মানুষে স্বয়ম্।
সহজং তত্র তদ্ধ্যানং নরে নারায়ণস্থিতিঃ ॥২৮॥

দেহরূপা বৃতিস্তস্য দীপস্যাবরণং যথা।
কপাটপিহিতং রত্নং যথা বা বহুমূল্যকম্ ॥২৯॥

বিষ্ণুযোগ।

নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে অর্ধেক দৃষ্টি অন্তরে ও অর্ধেক দৃষ্টি বাইরে জগতে রেখে যে সাকার ধ্যান করা হয়, তাকে 'বিষ্ণুযোগ' বলা হয়। এবং ইহাই সাকার ধ্যানের পদ্ধতি ॥২৬॥

বাক্য ও মন এই দুই উপাধি ছেড়ে দিয়ে ভগবানের ধ্যান বিশুদ্ধ ও উত্তম। কিন্তু নিরুপাধিক ব্রহ্মের ধ্যান খুবই কষ্টসাধ্য ॥২৭॥

ঈশ্বর মনুষ্য শরীর ধারণ ক'রে নিজেই অবতীর্ণ হন তখন সাকার ধ্যানের খুব সুবিধা। মনুষ্যের মধ্যে নারায়ণের ধ্যান করা খুব সহজ ॥২৮॥

যেরূপ প্রদীপের উপর আবরণ লাগানো হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের অবতাররূপ ভৌতিক শরীর আবরণ মাত্র। লণ্ঠনের আবরণের ভিতর দিয়ে যেমন আলো প্রকাশিত দেখা যায়, তেমনি অবতারের ভিতর দিয়েও ঈশ্বরকে দেখা যায়। অথবা সিন্দুকের মধ্যে রত্ন যেমন কপাট বন্ধ থাকে তেমনি ভগবানও অবতারের দেহে বিরাজমান ॥২৯॥

প্রার্থনা-সময়ম্

জনার্দনধ্যানপরঃ সন্ধ্যায়াং ভব নিত্যশঃ।
ঋষয়োঽপি যথা পূর্বং ত্রিসন্ধ্যং প্রার্থনাপরাঃ ॥৩০॥

সংসারিণাং যথাকালং তপঃপূজাজপাদিকম্
শ্রবণং মননঞ্চৈব ধ্যানায়াবশ্যকং দ্বিকম্ ॥৩১॥

ঈশ্বরং বর্জয়িত্বা যে নান্যজ্জানন্তি কিঞ্চন।
শ্বাসোচ্ছ্বাস-ক্রিয়ায়াং তে তন্নামজপতৎপরাঃ ॥৩২॥

কেচিদ্ রক্তা রামনাম্নোঽনিশং মানসিকে জপে।
জ্ঞানমার্গবতাং যোগ্যঃ সোঽহমিত্থং জপঃ পরম্ ॥৩৩॥

প্রার্থনার সময়।

ত্রিসন্ধ্যায়—অন্য সব কাজ ছেড়ে প্রতিদিন জনার্দন ভগবানের ধ্যান করা কর্তব্য। যেমন পুরাকালে ঋষিগণ প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় প্রার্থনা করতেন ॥৩০॥

সংসারীদের পক্ষেও নিয়ম করে যথাসময়ে জপ, পূজা ইত্যাদি করা উচিত। ধ্যান করবার জন্য শ্রবণ ও মনন এই দুটি সাধন অত্যন্ত আবশ্যক ॥৩১॥

যাঁরা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো কিছু চান না তাঁরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নিরন্তর ভগবানের নাম জপ করে থাকেন ॥৩২॥

যাঁরা রাম-ভক্ত তাঁরা সর্বদা রাম নাম মনে মনে জপ করে থাকেন। ভক্তিমার্গ অনুসরণকারীদের পক্ষে সদা ভগবানের নাম জপ করা উচিত, কিন্তু জ্ঞানমার্গাবলম্বীর জন্য 'সোঽহং' জপই শ্রেষ্ঠ ॥৩৩॥

ধ্যানকালে মনঃকার্যং স্বেষ্ট-পাদাম্বুজদ্বয়ে।
বদ্ধং কৌশেয়দাম্নেব যদন্যত্র ন তদ্‌ব্রজেৎ ॥৩৪॥
যদি বদ্ধং কঠোরেণ রজ্জুনা তৎসরোরুহম্।
কোমলং পীড়িতং তৎ স্যাৎ তস্মাৎ কৌশেয়বন্ধনম্ ॥৩৫॥
ন কেবলং ধ্যানকালে স্থাপ্যং তস্মিন্ মনোঽনিশম্।
যদ্বদ্দুর্গাসপর্যায়াং দীপঃ প্রজ্বালিতঃ স্থিতঃ ॥৩৬॥
সংসারকার্যলিপ্তোঽয়ং ভক্তঃ পশ্যেৎ পুনঃ পুনঃ।
আভ্যন্তরঃ প্রদীপোঽয়ং জ্বলন্নেব স্থিতো ন বা ॥৩৭॥
ধ্যানার্থং নির্মলং কার্যং বাসনামলিনং মনঃ।
ইষ্টস্য পঙ্কিলে স্থানে বাসো ন স্যাৎ সুখাবহঃ ॥৩৮॥

ধ্যানকালে মনকে ইষ্টদেবতার চরণকমলদ্বয়ে লগ্ন করে রাখা কর্তব্য যাতে মন ইষ্টচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা না করে। প্রেমরূপ রেশমের শক্ত রজ্জু দিয়ে বাঁধা ইষ্টপদ যেন মন ছেড়ে অন্যত্র চলে না যায় ॥৩৪॥

যদি ইষ্ট পাদপদ্ম শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়, তবে সেই কোমল চরণে ব্যথা লাগতে পারে। এই জন্যই প্রেমরূপ রেশমের রজ্জুর কথা বলা হ'য়েছে ॥৩৫॥

কেবল ধ্যানের সময়েই যে তাঁকে চিন্তা ক'রবে, এরূপ নয়, বরং সব সময়ই তাঁর চিন্তা ক'রবে। যেমন দুর্গাপূজার সময় যাগপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়, দেবতার কাছে একটা জ্যোৎ রাখতে হয়, তেমনি সব সময়ই ইষ্ট-চিন্তারূপ যাগ-প্রদীপ অন্তরে জ্বালিয়ে রাখা উচিত ॥৩৬॥

ভক্ত সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হ'য়েও মাঝে মাঝে অন্তরের দিকে দেখবে যে ভিতরে ঐ ধ্যানরূপ প্রদীপটি জ্বলছে কি না? ॥৩৭॥

ধ্যানের জন্য বাসনা-লিপ্ত মলিন মনকে বাসনামুক্ত ও নির্মল করা দরকার। ইষ্টদেবতার পক্ষে বাসনামলিন অপবিত্র স্থানে অবস্থান সুখকর হ'তে পারে না ॥৩৮॥

ধ্যেয়ভেদো ন কার্যঃ

যদিষ্টং রোচতে তুভ্যং ধ্যাতব্যং তত্ত্বয়া সুখম্ ।
স্মরণীয়ং পরং, ব্যর্থা ধ্যেয়ানাং ভেদকল্পনা ॥৩৯॥

উমাধবো বাস্তু রমাধবো বা দুর্গাঽথবা স্বেষ্টতয়া তবাস্তু ।
দ্বেষো ন কার্যো, বিবিধানি রূপাণ্যেকস্য সন্তীতি বিভাবনীয়ম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং ধ্যানতত্ত্বং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ধ্যেয়ের মধ্যে ভেদকরা উচিত নয়।

যে ইষ্টদেবতাকে তুমি ভক্তিকর তাঁরই ধ্যান আনন্দের সহিত করা উচিত। কিন্তু স্মরণ রাখবে ভিন্ন ভিন্ন ধ্যেয় দেবতার মধ্যে ভেদ কল্পনা করা নিরর্থক ॥৩৯॥

তোমার ইষ্টদেবতা উমাধব (শিব), রমাধব (বিষ্ণু) অথবা দুর্গাদেবীই হউন তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু অন্য দেবতাদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব রাখা উচিত নয়। সবই এক ভগবানেরই বিভিন্ন রূপ একথা চিন্তা করা উচিত ॥৪০॥

শ্রীরামকৃষ্ণউপদেশসাহস্রীর ধ্যানতত্ত্ব নামক ত্রয়োদশোঽধ্যায় সমাপ্ত ॥

অথ ভক্তলক্ষণম্ নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তলক্ষণম্

সত্যম্, সরলতা, বিশ্বাসঃ ব্যাকুলতা চ।

সত্যম্

সত্যে স্থিতঃ সন্ সরলত্বমেতি বিশ্বাসযুক্তঃ সরলঃ পুমান্ স্যাৎ।
বিশ্বস্তচিত্তঃ কুরুতে প্রযত্নং যত্নে পরা ব্যাকুলতেশলাভে ॥১॥

অনেককার্যেষু রতো গৃহস্থশ্চেৎ সত্যমার্গস্থিতান্তরোঽয়ম্।
ঈশানুকম্পাবিষয়ো ধ্রুবং স্যাৎ সত্যাৎ পরং নাস্তিকলৌ তপোঽন্যৎ ॥২॥

ভক্তের লক্ষণ

সত্য, সরলতা, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা।

সত্য।

সত্যনিষ্ঠ ভক্তের স্বভাব অতি সরল হয়। সরল ব্যক্তি বিশ্বাসবান হন, বিশ্বাসী লোক উদ্যোগপরায়ণ হ'য়ে থাকেন। সত্যাশ্রয়ী প্রযত্নশীল ব্যক্তির অন্তরে ব্যাকুলতা আসে এবং ব্যাকুলতা হ'তে ঈশ্বরলাভ হ'য়ে থাকে ॥১॥

অনেক রকম কাজে নিরত গৃহস্থও যদি সত্য পথ অনুসরণ করে, তবে সে নিশ্চয়ই ভগবানের কৃপার পাত্র হ'তে পারে। কলিযুগে সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর নেই ॥২॥

স্বয়ং রক্ষেজ্জগন্মাতা সত্যানুসরণে রতম্ ।
কদাপি বচনং তস্য নান্যথা তৎকৃপাবশাৎ ॥৩॥

সমর্পণীয়ং সর্বস্বং স্বকং ভগবতে পরম্ ।
সত্যমেকং ধনং শ্রেষ্ঠং ন সমর্প্যং কদাচন ॥৪॥

সরলতা

বিশ্বাসো ন ভবেদীশে স্বান্তে সরলতাং বিনা ।
ঈশোঽপি বিদ্যতে দূরং বিষয়াণং বিচারতঃ ॥৫॥

মনো বিষয়সক্তানাং নানাসন্দেহসঙ্কুলম্ ।
পাণ্ডিত্যধনমানানামহঙ্কারেণ চাবিলম্ ॥৬॥

সত্য আশ্রয়কারী ব্যক্তিকে জগন্মাতা নিজেই কৃপা করে রক্ষা করেন । তাঁর কৃপায় ঐ ভক্তের বাক্য কখনও অন্যথা হয় না ॥৩॥

নিজের শুভাশুভ কর্মফল ভগবানকে সমর্পণ করে দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু সত্যরূপ শ্রেষ্ঠ ধন কখনই সমর্পণ করা উচিত নয় । (আমি ধর্মাধর্ম, পাপপূণ্য সব কিছু জগন্মাতার চরণে অর্পণ করেছিলাম—কিন্তু "সত্য" অর্পণ করতে পারিনি) ॥৪॥

সরলতা ।

(বহু জন্মের সুকৃতির ফলে সরলতা আসে ।) হৃদয়ে সরলতা না এলে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আসতে পারে না । বিষয়চিন্তা ক'রতে থাকলে, ঈশ্বরও দূরেই থাকেন ॥৫॥

বিষয়াসক্ত লোকের মন নানারূপ সন্দেহে পূর্ণ থাকে এবং তা পাণ্ডিত্য, ধন, মান, অহঙ্কার প্রভৃতিতে মলিনতা প্রাপ্ত হয় ॥৬॥

ক্ব চৈতন্যং ক্ব চাপীশলাভো বিষয়বুদ্ধিতঃ।
চিত্তে সরলতাঽভাব-শ্ছদ্মজীবনকারণম্ ॥৭॥

বালকাঃ সরলাঃ সন্তি যোগ্যা নির্জলদুগ্ধবৎ।
তেষু যদ্যনুরাগোঽস্তি দৃঢ়তামেতি স ক্রমাৎ ॥৮॥

জলশূন্যস্য পয়সঃ পায়সং ত্বরিতং ভবেৎ।
অন্যথা জলদাহার্থমেধোঽধিকমপেক্ষ্যতে ॥৯॥

শুদ্ধপাত্রে স্থাপিতং চেন্নায়াতি বিকৃতিং পয়ঃ।
জ্ঞানালোকঃ স্থিরে চিত্তে সরলে ন তু পঙ্কিলে ॥১০॥

পূর্বজন্মতপস্যায়াঃ ফলং সরলতা ননু।
ঈশ্বরোঽবতরেত্তত্র যত্রাতি সরলং মনঃ ॥১১॥

বৈষয়িক বুদ্ধি দ্বারা চৈতন্য ও ঈশ্বরলাভ হয় না। অন্তঃকরণে সরলতার অভাব ছদ্ম জীবনের কারণ ॥৭॥

ছোট বালকেরা নির্জল দুধের ন্যায় শুদ্ধ। তাদের মনে ঐ বয়সেই ভগবানে অনুরাগ উৎপন্ন হ'লে তা ক্রমশঃ দৃঢ় হয় ॥৮॥

জলশূন্য দুধের দ্বারা পায়েস (ক্ষীর) অবিলম্বে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, নইলে জল মিশান দুধের জল মারবার জন্য অধিক কাঠ জ্বালাতে হয় এবং অনেক সময়ও লাগে ॥৯॥

শুদ্ধ পাত্রে রাখলে দুধ বিকৃত হয় না। সরল, পবিত্র অন্তঃকরণে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, মলিন মনে তা হয় না ॥১০॥

পূর্ব জন্মের অনেক তপস্যার ফলে মানুষের মনে সরলতা আসে। যেখানে অত্যন্ত সরল মন, সেখানেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হন ॥১১॥

রামতাতো দশরথো নন্দঃ কৃষ্ণপিতা তথা।
সরলৌ তাবুভৌ যত্তদ্ ঈশস্তৎপুত্রতাং গতঃ ॥১২॥
উপদেশো বিশেচ্ছীঘ্রং হৃদয়ং সরলং যদি।
কৃষ্টক্ষেত্রে যথা বীজমুপ্তং ফলতি সত্বরম্ ॥১৩॥
বক্রচিত্তো দাম্ভিকশ্চ সংশয়াত্মা চ যঃ পুমান্।
জ্ঞানানর্হা ভবন্ত্যেতে প্রভুলাভস্তু দূরতঃ ॥১৪॥

বিশ্বাসঃ

নাস্তীশলাভসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বাসাৎ সাধনং পরম্।
প্রার্থ্যঃ স ভগবন্! দেহি বিশ্বাসং ভক্তিমেব চ ॥১৫॥
ববন্ধ সেতুং জলধৌ রামো নারায়ণোঽপি সন্।
রামনাম্নি তু বিশ্বাসাল্ললঙ্ঘেঽব্ধিং কপীশ্বরঃ ॥১৬॥

রামচন্দ্রের পিতা দশরথ আর শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ এই দুইজনেই কত সরলচিত্ত ছিলেন। তাইতো ভগবান তাঁদের পুত্র-রূপে জন্মেছিলেন ॥১২॥

সরলহৃদয় ব্যক্তি গুরুর উপদেশ শীঘ্র শীঘ্র ধারণা করতে পারে। যেমন উত্তমরূপে কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপন করলে শীঘ্রই চারাগাছ উৎপন্ন হয় ॥১৩॥

অসরলচিত্ত, দাম্ভিক ও সংশয়ী ব্যক্তি জ্ঞান-প্রাপ্তির অযোগ্য, ঈশ্বরলাভ তো দূরের কথা ॥১৪॥

বিশ্বাস।

ঈশ্বর-লাভ করতে হ'লে বিশ্বাস বিনা অন্য কোনো শ্রেষ্ঠ সাধন নেই। ভগবানের কাছে এরূপ প্রার্থনা করা উচিত যে "হে ভগবন্! আমাকে বিশ্বাস আর ভক্তি দিন" ॥১৫॥

সাক্ষাৎ নারায়ণ হ'লেও শ্রীরামচন্দ্রকে লঙ্কায় যাবার জন্য সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধতে হ'য়েছিল, কিন্তু হনুমান একমাত্র রাম নামে বিশ্বাস করে সমুদ্র পার হ'য়ে গিয়েছিলেন ॥১৬॥

বিশ্বাসো বালবৎ কার্যো যেনেশেন সমাগমঃ।
বিশ্বাসেন মনো দেবস্যানুকম্প্যং প্রজায়তে ॥১৭॥
কস্যাপি কর্মণঃ পূর্বং বিশ্বাসো হৃদ্যপেক্ষ্যতে।
মনো ভবতি সানন্দং প্রাপ্য বস্তুবিচারতঃ ॥১৮॥
স্থবর্ণকলশো ভূমেরধঃ স্থিত ইতি শ্রুতেঃ।
কেবলং কলশধ্যানং প্রথমং মোদকারণম ॥১৯॥
দ্বিতীয়ং খননে শব্দঃ 'ঠ'ন্নিত্থং কুরুতে মুদম্।
ততো ঘটমুখে দৃষ্টির্ঘটে মুদ্রাস্ততঃ পরম্ ॥২০॥
দৃঢ়ো মাতরি বিশ্বাসো নির্ভয়ং কুরুতে জনম।
কার্যং ন বিদ্যতে কিঞ্চিন্ মাতা সর্বং করিষ্যতি ॥২১॥

বালকের মত বিশ্বাস করা চাই, যাতে ভগবানের সাথে মিলন হয়ে থাকে। বিশ্বাস হলেই ঈশ্বরের লাভ হয়ে থাকে ॥১৭॥

কোনও কার্য করবার পূর্বে হৃদয়ে বিশ্বাস বা আস্তিক্যবুদ্ধি আবশ্যক। তখন অভিলষিত বস্তুর চিন্তায় মন আনন্দে পূর্ণ হয় ॥১৮॥

কোন স্থানে স্থবর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটি কলসি মাটিতে পোঁতা আছে। একথা শুনলে সেই কলসির সতত ধ্যান ক'রলে মনে আনন্দ হয় ॥১৯॥

তারপর সেই ব্যক্তি ঐ কলসি পাবার জন্য মাটি খুঁড়তে থাকে, একবার ঐ কলসির সঙ্গে কোদালের ঘা লাগলে 'ঠন্' ক'রে শব্দ হয়, তাতে আনন্দ আরও বাড়ে। তার পর ঐ কলসির কাঁধ একটু দেখতে পেলে তখন আরও বেশী আনন্দ হয়। তারও পরে কলসি তুলে স্থবর্ণ মুদ্রাগুলি দেখলে তখন আনন্দের আর সীমা থাকে না ॥২০॥

জগন্মাতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস মানুষকে নির্ভয় ক'রে দেয়। তখন আর তার কোনও দায়িত্ব থাকে না। জগন্মাতাই সব কাজ ক'রে দেবেন এই বিশ্বাসে সে তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে থাকে ॥২১॥

সাক্ষাদীশং গুরুং মত্বা বিশ্বাসস্তদ্বচঃস্থ চেৎ।
ন চিন্তা বিদ্যতে কাপি যথা ভাবস্তথা ফলম্ ॥২২॥

যথা যথা স্যাদ্বিশ্বাসো জ্ঞানবৃদ্ধিস্তথা তথা।
ধেনোর্ন্যূনাধিকং দুগ্ধং লভ্যং খাদ্যপ্রমাণতঃ ॥২৩॥

অপি পাতকিনাং ধেনুদ্বিজস্ত্রীবধকারিণাম্।
"নাতঃ পরং করিষ্যামি" বদতামুদ্ধৃতির্ভবেৎ ॥২৪॥

রামস্য নাম্নি বিশ্বাসাদ্ বৃদ্ধা তীর্ত্বা নদীং গতা।
ন সমর্থস্তথা কর্তুং বস্ত্রচিন্তাপরোঽপরঃ ॥২৫॥

গুরুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করে যদি তাঁর কথায় বিশ্বাস করা যায়, তবে মানুষের কোনই চিন্তা থাকে না। যেরূপ ভাব, সেইরূপই ফল হ'য়ে থাকে "যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়" ॥২২॥

যেমন যেমন বিশ্বাস হয়, সেইরূপই জ্ঞানবৃদ্ধি হ'তে থাকে। গাভী থেকে কম বা বেশী দুধ পাওয়া তা তাকে খাওয়াবার উপরই নির্ভর করে ॥২৩॥

যদি কোন লোক গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী বধের পাপ ক'রে থাকে, তবু সে যদি, "এর পরে আর কখনও এরূপ কুকর্ম ক'রব না"—এই প্রকার কথা খুব বিশ্বাসের সঙ্গে ব'লতে পারে, তবে তারও উদ্ধার হওয়া সম্ভব অর্থাৎ ভগবান তাকেও উদ্ধার করেন ॥২৪॥

একজন বৃদ্ধা রামনামে বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হ'য়ে গেল। অপর লোক তা দেখল কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল না বলে কাপড় ভিজে যাবে এই ভয়ে জলে নামল না। ফলে সে ওপারে যেতেও পারল না ॥২৫॥

সমোবহির্জলে বাশ্মা গলত্যম্ভসি মৃত্তিকা ।
সবিশ্বাসঃ স্থিরো দুঃখে ভীতঃ সাধারণো জনঃ ॥২৬॥

ভগবন্নাম্নি বিশ্বাসঃ শ্রেষ্ঠং সাধনমুচ্যতে ।
চিত্তশুদ্ধ্যা নরো যেন সচ্চিদানন্দমশ্নুতে ॥২৭॥

গুরোর্বচসি বিশ্বাসস্তথা নিষ্কপটং মনঃ ।
স্বভাবস্য চ সারল্যমীশলাভায় কল্পতে ॥২৮॥

কো নামাস্ত্যন্ধবিশ্বাসস্তস্যান্ধমখিলং ভবেৎ ।
ন তস্য বিদ্যতে চক্ষুঃ পরং স জ্ঞানকারণম্ ॥২৯॥

পাথর জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেও গলে না, ঐরূপই থাকে, কিন্তু মাটি জলে গলে যায়। এই রূপ বিশ্বাসবান্ ব্যক্তি দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হলেও স্থির থাকে কিন্তু সাধারণ মানুষ ভয়ে মৃতকল্প হয়ে যায়। বিশ্বাসের এমনই মহিমা ॥২৬॥

ভগবানের নামে বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ সাধন। যার ফলে সাধক চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সচ্চিদানন্দ লাভ করতে পারে ॥২৭॥

গুরুবাক্যে বিশ্বাস, নিষ্কপট মন, আর সরল স্বভাব এই তিনটি ঈশ্বর লাভের উপায় ব'লে গণ্য ॥২৮॥

নির্বিচারে বিশ্বাসকেই অন্ধবিশ্বাস বলা হয়। যে বিচারবুদ্ধি করে বিশ্বাস করে তার পক্ষে সমস্ত জগৎই অন্ধকারময়। বিশ্বাসের চোখ থাকে না, কিন্তু ঐ বালকের মতো বিশ্বাস তা জ্ঞানলাভের কারণ হ'তে পারে ॥২৯॥

ব্যাকুলতা।

আর্তঃ সন্নশ্রুপূর্ণাক্ষো বদেন্মাতর্দিনং গতম্ ।
নাদ্যাপি দর্শনং প্রাপ্তুমিতি ব্যাকুলতাত্মনঃ ॥৩০॥

উৎকণ্ঠিতা যথা ধেনুঃ স্ববৎসমনুধাবতি ।
তথা ব্যাকুলচিত্তঃ সন্নীশান্বেষণকৃদ্ ভব ॥৩১॥

মাতুর্মিষ্টং সমাপ্নোতি বালঃ ক্রন্দনতাণ্ডবৈঃ ।
সোৎকণ্ঠক্রন্দনৈঃ প্রাপ্যং জগন্মাতুর্হি দর্শনম্ ॥৩২॥

মনুজো জ্ঞানমার্গে বা কর্মমার্গেঽথবা ভবেৎ ।
হৃদয়-ব্যাকুলীভাবঃ সোন্মাদং কুরুতে জনম্ ॥৩৩॥

ব্যাকুলতা।

কেঁদে কেঁদে ও আর্ত হয়ে যদি কেউ প্রার্থনা করে—"মা! আজকের দিনটাও বৃথা গেল, এখনও তোমার দর্শন পেলাম না"—তবে তাকেই ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা বলে। যার এরূপ ব্যাকুলতা এসেছে সে ধন্য ॥৩০॥

যেরূপ গাভী ব্যাকুল হ'য়ে নিজ বাছুরের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরকে ডাকতে থাক, তাঁর অন্বেষণ কর ॥৩১॥

বালক হাত পা ছুঁড়ে কাঁদলে মায়ের কাছ থেকে মিষ্টি পেয়ে যায়। সেইরূপ খুব ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদলে জগন্মাতার দর্শন পাওয়া যায় ॥৩২॥

মানুষ জ্ঞানমার্গেই থাকে অথবা কর্মমার্গেই থাকুক হৃদয়ের ব্যাকুলতা যদি তাকে উন্মাদ করে দেয় তবেই সেই ব্যাকুলতার ফলে ঈশ্বর দর্শন হবে। ব্যাকুলতাই সার বস্তু ॥৩৩॥

ত্যক্তক্রীড়ো রুদন্ বালঃ স্বমাতুঃ ক্রোড়মাশ্রিতঃ ।
শান্তো ভবেৎ ; তথা ত্যক্তকামস্ত্বং পরমাশ্রয় ॥৩৪॥

বিড়ালস্য শিশুর্বেত্তি 'মীউঁ'-শব্দং হি কেবলম্ ।
স্বেচ্ছয়া স্থাপয়ত্যস্য মাতা ভিন্নস্থলেষু তম্ ॥৩৫॥

ভক্তোঽপি ব্যাকুলীভূয় প্রভুমাকারয়েদয়ম্ ।
যত্রাসৌ স্থাপয়েত্তত্র স্থাতব্যং তেন নির্ভয়ম্ ॥৩৬॥

পুত্রঃ সম্পদ্বিভাগার্থং ব্যাকুলশ্চেন্ নিরন্তরম্ ।
তৎক্ষণং পিতরাবস্য তদংশং কুরুতে পৃথক্ ॥৩৭॥

বালক খেলা ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে মা তাকে কোলে নেন, তাতে সে শান্ত হয়। সেইরূপ তুমিও সমস্ত কামনা ছেড়ে পরমেশ্বরকে আশ্রয় কর তিনি তোমাকে দর্শন দিয়ে পূর্ণমনোরথ ও শান্ত করবেন ।।৩৪।।

কোন প্রকার অসুবিধা হলে বিড়ালের ছানা কেবল 'মিউঁ মিউঁ' করে নিজের কষ্ট জানায় এবং তা শুনে তার মা তাকে তুলে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখে ও শান্ত করে ।।৩৫।।

তেমনি প্রকৃত ভক্তও ব্যাকুল হ'য়ে ভগবানকে ডাকবে, আর তিনি তাঁকে দয়াকরে যেখানে রাখেন সেখানেই তাঁর নির্ভয়ে থাকা উচিত। ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকলে ভক্তের মনে কোন অশান্তি থাকতে পারে না ।।৩৬।।

যখন ছেলে সম্পত্তির ভাগ নেবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, তখনই তার মাতা পিতা তার অংশ পৃথক ক'রে দেন ।।৩৭।।

যদৈব জনয়ামাস সোঽস্মাংস্তস্য গৃহে বয়ম্ ।
অনুকম্পাসংপদাং বৈ জাতাঃ সর্বেঽধিকারিণঃ ॥৩৮॥
স এব জনকোঽস্মাকং মাতা সৈব ; ময়ৈকদা ।
সা প্রোক্তা 'দর্শয়াত্মানং নোচেচ্ছেৎস্যাম্যহং শিরঃ' ৩৯॥
'দীননাথ জগন্নাথ ! জগত্যেবাস্ম্যহং তব ।
জ্ঞানসাধনহীনেঽস্মিন্ দয়াং দর্শয় দর্শনে' ॥৪০॥
উৎকণ্ঠিতস্তদর্থং ত্বং তমেব শরণং ব্রজ ।
আকর্ণয়েদ্বচোঽবশ্যমনুকূলোঽপ্যসৌ ভবেৎ ॥৪১॥
যত্রৈব তব বিশ্বাসস্তমাকারয় ভক্তিতঃ ।
মনসঃ কামনাঃ সর্বাঃ পূরয়েন্নিশ্চয়েন সঃ ॥৪২॥

যখনই ভগবান আমাদের তাঁর সন্তানরূপে উৎপন্ন ক'রেছেন, তখনই ভগবানের কৃপারূপ সম্পত্তিতে আমাদের অংশ আছে ; আমরা তার অংশীদারও হ'য়ে গেছি ।।৩৮।।

তিনি আমাদের পিতা আর মাতাও তিনি। একসময় আমি মা'কে ব'লেছিলাম—"আমাকে দর্শন দাও, নইলে আমি আমার মাথা কেটে ফেলব" অর্থাৎ গলায় ছুরি দিয়ে জীবনের অবসান করে ফেলব ।।৩৯।।

ভগবানের নিকট এরূপ প্রার্থনা করা উচিত—"হে দীননাথ ! হে জগন্নাথ ! তোমার সংসারেই আমি বাস করি, আমি জ্ঞান লাভ করবার সাধনে বঞ্চিত জ্ঞানহীন, এই জন্য দয়া করে দর্শন দাও" ।।৪০।।

তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'য়ে তুমি তাঁরই শরণাপন্ন হও, তিনি তোমার কথা অবশ্য শুনবেন, আর তোমার প্রতি কৃপাপরবশও হবেন ।।৪১।।

ভগবানের যে রূপের উপর তোমার বিশ্বাস হয়, তাঁকেই তুমি ভক্তির সঙ্গে ডাক। তিনি তোমার মনের সমস্ত কামনা অবশ্য পূর্ণ ক'রবেন, তিনি অন্তর্যামী ।।৪২।।

অতিব্যাকুলিতপ্রাণো জলে প্রক্রুড়িতো যথা ।
ভগবল্লাভসিদ্ধ্যর্থং ভক্তোঽপি ব্যাকুলস্তথা ॥৪৩॥

মাতা পুত্রে সতী পত্যৌ বিষয়ী বিষয়েষু চ ।
সক্তা নিত্যং, দত্তচিত্তো ভব ত্বং তদ্বদীশ্বরে ॥৪৪॥

ব্যাকুলত্বং মানসে চেদ্ বিলম্বো দর্শনে কুতঃ ?
অরুণস্যোদয়ঃ প্রাচ্যাং সূচয়ত্যাগমং রবেঃ ॥৪৫॥

লোকাঃ স্ত্রীধনপুত্রার্থং রুদন্তি বহুশঃ পরম্ ।
ন কোঽপীশ্বরলাভার্থং প্ররুদন্ দৃশ্যতে জনঃ ॥৪৬॥

জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরলে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য মানুষের মন যেমন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ভগবান-লাভের জন্যও ভক্তের মন সর্বদা ব্যাকুল হওয়া উচিত ।।৪৩।।

যেরূপ মা ছেলের উপর স্নেহ করেন, সতী স্ত্রী পতিতে অনুরক্তা হন, আর বিষয়ী বিষয়াসক্ত হয়, তুমিও সেইরূপ ঈশ্বরে অনুরক্ত হও অর্থাৎ এই তিন টান এক করলে যতটা টান হয় ততটা ব্যাকুলতার সঙ্গে তুমিও ঈশ্বরকে ডাক। তবেই তাঁর দর্শন পাবে ॥৪৪॥

যদি মানুষের মন যথার্থই ব্যাকুল হয়, তবে ঈশ্বর-দর্শনে বিলম্ব কোথায় ? পূর্বদিকে অরুণোদয় হ'লেই সূর্যোদয়ের আগমন সূচিত হয় ॥৪৫॥

লোকে পত্নী, পুত্র, ধন প্রভৃতির জন্য খুব কাঁদে, কিন্তু ঈশ্বরলাভের জন্য কোনও লোককেই কাঁদতে দেখা যায় না ॥৪৬॥

ভোগস্যান্তং বিনা মাতুঃ কৃতে ব্যাকুলতা কুতঃ।
যাবৎ ক্রীড়ারতো বালো জননীং স্বামুপেক্ষতে ॥৪৭॥
ক্রীড়ায়াং তু সমাপ্তায়াং পুনঃ স্মরতি মাতরম্।
নিত্যসিদ্ধাস্তথাপ্যেকে ন যেষাং ভোগবাসনা ॥৪৮॥
অনেন কর্মণা লভ্যো নানেনেতি ন নিশ্চিতম্।
কর্মব্যাকুলতাপূর্বং কৃপালাভস্য কারণম্ ॥৪৯॥
তীর্থান্যেতানি দৃষ্টানি কৃতমেতজ্জপাদিকম্।
তথাপি ন কুতো লাভো ? নাসীদ্ ব্যাকুলতা হৃদি ॥৫০॥
গচ্ছেঃ সাকারমার্গেণ নিরাকারেণ বা পুনঃ।
গম্যমেকং সমুৎকণ্ঠা তৎপ্রাপ্তের্মূলকারণম্ ॥৫১॥

ভোগবাসনা শেষ না হ'লে জগন্মাতার জন্য ব্যাকুলতা কিরূপে আসবে? যতক্ষণ পর্যন্ত বালক খেলায় মত্ত থাকে, ততক্ষণ সে মাকে মনেও করে না, অর্থাৎ মাকে ভুলে থাকে ॥৪৭॥

খেলা শেষ হ'লে বালক আবার মাকে মনে করে। কিন্তু কোনও কোনও লোক নিত্যসিদ্ধ হয়ে থাকেন, যাঁদের মনে ভোগবাসনা কখনই থাকে না, তাঁরা কখনই খেলায় মত্ত হন না ॥৪৮॥

এই কাজ অথবা অন্যকাজ করলে ভগবানকে পাওয়া যাবে, তার এরূপ কোনও নিয়ম নেই। ব্যাকুলতার সঙ্গে তাঁকে ডাকলেই তাঁর কৃপা লাভ হয় ॥৪৯॥

"আমি এত তীর্থ দর্শন ক'রেছি, জপ পূজা প্রভৃতিও অনেক করেছি, তথাপি তাঁকে পাইনি কেন?"—এরূপ প্রশ্নের একই উত্তর যে হৃদয়ে ব্যাকুলতা ছিল না ॥৫০॥

তুমি সাকার পথেই যাও, অথবা নিরাকারের উপাসনাই কর, গন্তব্য স্থান একই। ব্যাকুলতাই সেইবস্তু লাভের একমাত্র উপায় ॥৫১॥

ধৃত্বা কৃত্রিমমানে স্তনমুখং বালঃ প্রশান্তঃ স্থিতঃ ।
তন্মাতা গৃহকার্যলগ্নহৃদয়া তস্মিন্নুপেক্ষা পরা ॥
ক্ষিপ্ত্বা রোদিতি তদ্‌যথাঽথ কৃতকং সোৎকণ্ঠমভ্যেতি সা
তদ্বৎ সংসৃতিসঙ্গখিন্নমনসং স ব্যাকুলং ধাবতি ॥৫২॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং 'ভক্তলক্ষণঃ' নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥

যখন বালক স্তনের ন্যায় রবারের 'নিপ্‌ল' মুখে ধরে শান্ত ভাবে শুয়ে থাকে অর্থাৎ চুষী নিয়ে ভুলে থাকে, তখন তার মা গৃহকার্যে ব্যাপৃত থেকে তার প্রতি যেন উপেক্ষাই করেন। কিন্তু যখন ঐ বালক কৃত্রিম স্তন বা চুষী ফেলে দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে, তখন তার মা তাড়াতাড়ি এসে ব্যাকুল হ'য়ে ছেলেকে কোলে নেন। এইরূপ সংসারে উদাস ভক্তের দিকে ভগবান ব্যাকুল ভাবে ধাবিত হন ॥৫২॥

শ্রীরামকৃষ্ণউপদেশসাহস্রীর 'ভক্তলক্ষণ' নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ বিবিধোপদেশাঃ নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

বিবিধোপদেশাঃ

গচ্ছেৎ কয়াপি চ দিশা জলযানমেতৎ
কম্পাস-সূচিরনিশং দিশমেত্যুদীচীম্ ।
যানং নিবারয়তি দিগ্‌ভ্রমতস্তথৈব
লগ্নে হৃদীশচরণে মনুজোঽপ্যচিন্তঃ ॥১॥

গৃহকর্মপরাঽপ্যাস্তেঽসতী জারগতান্তরা ।
তথা সাংসারিকোঽপি স্যাদ্ ভগবদ্‌গতমানসঃ ॥২॥

বিবিধ উপদেশ ।

সমুদ্রে জাহাজ যে দিকেই যাক্ দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটা ঠিক উত্তর দিকেই থাকে। তাতে দিগ্‌ভ্রম নিবারিত হয়। ঐরূপ মানুষের মন যদি হৃদয়েশ্বরের চরণে সংলগ্ন থাকে তবে তার দিগ্‌ভ্রম কখনই হবে না -- সে সোজা ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবে ॥১॥

যেমন দুষ্টা স্ত্রী গৃহের সমস্ত কাজ ক'রতে থাকলেও মনে মনে উপপতিকেই চিন্তা করে। সেইরূপ ঠিক ঠিক ভক্ত সমস্ত সাংসারিক কার্যে ব্যস্ত থাকলেও তার মন ভগবানের চরণে লগ্ন হয়ে থাকে ॥২॥

মনঃ তুলাসমম্

তুলাতুল্যং মনোঽস্মাকং ক্বচিদুচ্চৈরধঃ ক্বচিৎ ।
একতস্তস্য সংসারো ভগবানন্যতঃ স্থিতঃ ॥৩॥
মনশ্চেদ্‌বিষয়াসক্তিধনমানাদিসংযুতম্ ।
নীচৈর্ভবতি সংসারে বিহায়েশ্বরমুন্নতম্ ॥৪॥
বৈরাগ্যেণ বিবেকেন ভক্তিভাবেন চেদ্‌যুতম্ ।
ভগবন্তং নমেত্তূর্ণং ত্যক্ত্বা সংসারমুন্নতম্ ॥৫॥
ন ক্ষতিশ্চেজ্জলে নৌকা নৌকায়াং চেজ্জলং ক্ষতিঃ ।
মনো বরং ভবজলে ভবো মনসি নো বরঃ ॥৬॥

মন তুলাদণ্ডের ন্যায়।

আমাদের মন তুলাদণ্ডের মত, কখনো উপরে উঠে যায়, আর কখনও নীচে নামে। এই তুলাদণ্ডের একদিকে সংসার ও অন্যদিকে ভগবান রয়েছেন ॥৩॥

যদি মন বিষয়ে আসক্ত হয়, আর ধন মান যশ ঐশ্বর্য প্রভৃতি চিন্তা ক'রতে থাকে, তখন তুলাদণ্ডের সংসারের দিকটা নীচে নেমে আসে, আর ঈশ্বরের দিক হাল্কা হ'য়ে উপরে উঠে যায় ॥৪॥

কিন্তু যদি মনে বিবেক, বৈরাগ্য, ভগবদ্‌ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি থাকে তখন মনের ভগবানের দিক্‌টা নীচে নামে। আর সংসারের দিকটা হাল্কা হ'য়ে উপরে উঠে যায় ॥৫॥

নৌকা জলে থাকলে ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি নৌকার মধ্যে জল থাকে তবে ডুবে যাবার ভয় আছে। তেমনি যদি মন ভবসাগরের জলে পড়ে থাকে, তবে তাতে কিছু হানি হয় না, কিন্তু মনের মধ্যে সংসার ঢুকলেই তাতে অমঙ্গলের আশঙ্কা ॥৬॥

হস্তয়োস্তৈলমালিপ্য পনসং ভঞ্জয়েন্নরঃ।
সংসার-পনসং ভংক্তুং ভক্তিতৈলমপেক্ষ্যতে ॥৭॥

গৃহস্থাশ্রমো ন দোষায়

গার্হস্থ্যং নাস্তি দোষায় চেদাসক্তিং বিনা কৃতম্।
বশিষ্ঠ-জনকব্যাসাঃ সংসারস্থাঃ সুখান্বিতাঃ ॥৮॥
গৃহে সহায়কাঃ সন্তি ন চিন্তোদরপূরণে।
ব্যাঘাতাস্তু গৃহত্যাগে জ্ঞানং কর্মোভয়ং গৃহে ॥৯॥
সংসারী সাধুসঙ্গেঽপি বিষয়ানেব সংস্মরেৎ।
মূলকং ভক্ষয়েদ্যস্তু তদ্গন্ধমুদ্গারমুদ্বমেৎ ॥১০॥

দুই হাতে বেশ করে তেল মেখে লোকে কাঁঠাল ভাঙ্গে। সেইরূপ সংসাররূপ কাঁঠাল ভাঙ্গতে হ'লে মনে ভক্তিরূপ তেল মাখা খুব দরকার ॥৭॥

গৃহস্থাশ্রম দোষের নয়।

আসক্তি ত্যাগ ক'রে সংসারের কাজ ক'রলে তাতে কোনও দোষ হয় না। বশিষ্ঠ, জনক, ব্যাস প্রভৃতি ঋষি সংসারে থেকেও জীবন মহানন্দে কাটিয়ে গেছেন ॥৮॥

একান্নভুক্ত যৌথ পরিবারে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করার অনেকে থাকে তাতে সাধন-ভজনের অনেক সুবিধা। ভক্তকে ভরণপোষণের চিন্তা করতে হয় না। নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসে ভগবানকে ডাকতে পারে কিন্তু গৃহী-ভক্ত সংসার ত্যাগ করলে উদর পুরণের চেষ্টাতেই তাকে অনেক সময় কাটাতে হয়, ভগবানকে ডাকবার সময় পায় না। সংসারাশ্রম জ্ঞান বা কর্মানুশীলনের পক্ষে অনুকূল স্থান ॥৯॥

বিষয়াসক্ত সংসারী লোক সাধুসঙ্গ ক'রলেও মনে বিষয়কেই চিন্তা করে (এবং বিষয়-প্রসঙ্গই করে)। যে মূলো খায়, তার ঢেঁকুরে মূলোর গন্ধ আসে ॥১০॥

আন্তরা যাদৃশা ভাবা বহিরায়ান্তি তাদৃশাঃ।
কুতঃ স্মরেদ্ জগদ্‌যোনিং বিষয়াসক্তমানসঃ ॥১১॥

গৃহকার্যাণি কার্যাণি স্বায়-ব্যয়-বিচারতঃ।
যেনাল্পব্যয়তঃ সিদ্ধির্জায়েত মহতী তব ॥১২॥

বরদানোদ্যতং ভক্তো যযাচে কশ্চিদীশ্বরম্।
"পাত্রে হেমময়ে পৌত্রো মিষ্টান্নং ভক্ষয়েদিতি" ॥১৩॥

এতেন তেন সংপ্রাপ্তং সকলং তস্য কাংক্ষিতম্।
পুত্রঃ পৌত্রো হেমপাত্রং মিষ্টান্নং ধনমেব চ ॥১৪॥

আহ্নিকাসক্তচিত্তস্য গঙ্গাস্নানপরস্য বা।
সাংসারিককথাবার্তা কুর্যাৎ পুণ্যং নিরর্থকম্ ॥১৫॥

অন্তঃকরণে যেরূপ ভাব থাকে, বাইরের আচরণেও সেইরূপ ভাব প্রকাশ পায়। যার মন বিষয়াসক্ত, সে জগৎকারণ ভগবানকে কিরূপে জানবে?১১।।

নিজের আয় ব্যয় বিচার ক'রে সংসারের কাজ করা উচিত, যাতে তোমার অল্প ব্যয় ক'রে বিশেষ সাফল্য লাভ ও কার্য-সিদ্ধি হয় ।।১২।।

কোনও ভক্তের তপস্যায় প্রসন্ন হ'য়ে ভগবান্ এসে বর দিতে চাইলে ভক্ত চাতুরী ক'রে বর চাইলে যে—'হে ঈশ্বর! আমার পৌত্র যেন সোনার থালায় মিষ্টান্ন (পরমান্ন) খায়' ।।১৩।।

এইরূপ প্রার্থনায় সেই ভক্তের সব কামনাই পূর্ণ হ'ল—পুত্র পৌত্র, স্বর্ণ-পাত্র, মিষ্টান্ন ও ধন ঐশ্বর্য এক বরেই সব লাভ হ'ল ।।১৪।।

সন্ধ্যা-আহ্নিক করার সময় অথবা গঙ্গাস্নানে গিয়েও যদি লোকে সাংসারিক কথাবার্তা ক'রতে থাকে, তবে তার সমস্ত পুণ্যকর্ম নিষ্ফল হ'য়ে যায় ॥১৫॥

জন্যর্থং কত্যলঙ্কারাঃ পুত্রোদ্বাহে কৃতা ময়া।
গৃহাণেদমিদং হেয়মিতি ধর্মবিড়ম্বনা ॥১৬॥

নবে বয়সি যস্ত্যাগঃ স ত্যাগ ইতি গীয়তে।
অসৎকর্মপরো বাল্যাদ্ বৃদ্ধত্বে কিং করিষ্যতি ? ॥১৭॥

যা সানন্দময়ীমাতাঽনিষ্টস্থানে সহায়িকা।
অসৎকার্যপ্রবৃত্তস্য রক্ষা তে তত এব হি ॥১৮॥

ঈশমেকপদং গত্বা সমাহ্বয়তি চেদ্ ভবান্।
দশ সোঽপি পদান্যেতি স্বজনো ন ততঃ পরঃ ॥১৯॥

পুণ্যস্থানে গিয়েও যদি "ছেলের বিয়ের সময় আমি পুত্রবধূর জন্য অনেক গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলাম—এটা নাও, ওটা ফেলে দাও"—এরূপ বৈষয়িক কথাবার্তা ব'লে তাতে ধর্মের হানি হয়। ধর্ম করতে গিয়ে বিষয় চিন্তা বা আলোচনা ত্যাগ করে নিবিষ্ট চিত্তে ধর্মাচরণ করা কর্তব্য ॥১৬॥

যৌবনে ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। যদি ছেলেবেলা থেকেই অসৎ কাজ করবার অভ্যাস হ'য়ে যায়, তবে বৃদ্ধ বয়সে আর কি করে তা ত্যাগ করবে। অতএব বাল্যকাল হতেই ধর্মাশ্রয়ী হওয়া উচিত ॥১৭॥

যিনি সন্তানকে অসৎ সঙ্গ বা দুষ্কর্ম থেকে রক্ষা করেন তিনিই আনন্দময়ী মা। যে ভক্ত সর্বাবস্থায় জগন্মাতার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাকে মা সর্বদা হাত ধরে থাকেন ও অসৎ কর্মে লিপ্ত হতে দেন না ॥১৮॥

ভক্ত ভগবানের দিকে এক পা এগুলে—তিনি দশ পা এগিয়ে এসে ভক্তকে রক্ষা করেন। তাঁর মতো আপনার জন আর কেউ নেই ॥১৯॥

বুভুক্ষিতস্য কা পূজা ? ভুক্তিঃ পূর্বং হি ভক্তিতঃ।
কলাবন্ন-গতাঃ প্রাণাস্তেষু তৃপ্তেষু সাধনা ॥২০॥

অন্নদানম্

গৃহস্থস্য গৃহাৎ সাধুর্গচ্ছেদ্ যদি বুভুক্ষিতঃ।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥২১॥

অপ্যন্নদানং কর্তব্যং পাত্রাপাত্রবিচারতঃ।
গোবধাসক্তচিত্তায় তদ্দানমপি নোচিতম্ ॥২২॥

জনাঃ কেছিচ্ছূর্পতুল্যাঃ সারগ্রহণতৎপরাঃ।
চালনীসদৃশাঃ কেচিদসারগ্রহণে রতাঃ ॥২৩॥

খালি পেটে ধর্ম হয় না। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির পূজা কি করে হবে? পেটের জ্বালায়ই সে অস্থির, পেট ভরা থাকলেই ভক্তি হয়। এই কলিযুগে অন্নগত প্রাণ। জঠরাগ্নিকে তৃপ্ত ক'রলেই সাধনা সম্ভব হ'তে পারে ।।২০।।

অন্নদান।

গৃহস্থের বাড়ি থেকে যদি কোনও সাধু অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যান, তবে তিনি নিজের সমস্ত পাপ গৃহস্থকে দিয়ে তার সমস্ত পুণ্য নিয়ে চলে যান ।।২১।।

কিন্তু সে অন্নদানও পাত্র ও অপাত্র বিবেচনা ক'রে করা কর্তব্য। গোবধ ক'রতে উদ্যত ব্যক্তিকে অন্নদান করা উচিত নয় (তাতে গোহত্যাজনিত পাপের একাংশ অন্নদাতাকে গ্রহণ করতে হয়) ।।২২।।

কোনও কোনও লোক কুলোর মত অসার বস্তু ফেলে দিয়ে সারবস্তু গ্রহণ করে। আর কোনও লোক চালনীর মত সারবস্তু ফেলে দিয়ে সর্বদা অসার বস্তুই গ্রহণ করে ।।২৩।।

ত্রিগুণাঃ জনাঃ

সংসারিণঃ সাত্ত্বিকাশ্চ রাজসাস্তামসাস্ত্রিধা ।
উপেক্ষন্তে গৃহং চারু বান্যথাবেতি সাত্ত্বিকাঃ ॥২৪॥

সম্বদ্ধঘটিকাযন্ত্রা মণিবন্ধে তু রাজসাঃ ।
দ্বিত্রাঙ্গুলীয়কা হস্তে সুসজ্জিতগৃহাস্তথা ॥২৫॥

তামসাঃ কামভোগের্ষ্যা নিদ্রালস্যমদান্বিতাঃ ।
সাত্ত্বিকাদ্যাস্ত্রয়োভেদা ভক্তানামপি বর্ণিতাঃ ॥২৬॥

রহোধ্যানপরাস্ত্বাদ্যাঃ শাকান্নোদরপূর্তয়ঃ ।
বেষভূষাদ্যুপেক্ষন্তে শরীরাসক্তিবর্জিতাঃ ॥২৭॥

ত্রিগুণান্বিত লোক।

প্রকৃতি-ভেদে সংসারী লোক তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তাদের মধ্যে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ঘরদোর ভাল ক'রে গোছান সাজানো আছে কিনা সে দিকে খেয়াল করে না। বাহ্যিক পারিপাট্যের দিকে তার তত লক্ষ্য থাকে না ॥২৪॥

রাজসিক প্রকৃতির লোক হাতের কব্জিতে ঘড়ি বাঁধে, আর আঙ্গুলে দু'তিনটি আংটি পরে থাকে। তার বাড়ি-ঘরও সব সুসজ্জিত দেখা যায় ॥২৫॥

তামসিক প্রকৃতির লোক ভোগবাসনা, ঈর্ষ্যা, নিদ্রা, আলস্য, গর্ব প্রভৃতি দোষযুক্ত। ভক্তদেরও সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার ভেদ বর্ণিত আছে ॥২৬॥

সাত্ত্বিক ভক্ত নির্জনে বসে ধ্যান করেন। খাবার জন্য শাকভাত যা জোটে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। বেশভূষার প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য। শরীরের প্রতি তাঁর অনুরাগ নেই। কোন প্রকারে বেঁচে থাকতে পারলেই হল ॥২৭॥

রাজসা দেহশোভার্থং মালাতিলকধারিণঃ।
কেবলাড়ম্বরপরা দুরাচারাশ্চ তামসাঃ ॥২৮॥
সাত্ত্বিকানাং রহঃপূজা পত্রপুষ্পসরিজ্জলৈঃ।
রাজসানাং সসম্ভারা অন্ত্যা মাংসনিবেদনাঃ ॥২৯॥
কেচিত্তু ত্রিগুণাতীতা ভক্তাস্তে বালকৈঃ সমাঃ।
পূজা সম্পদ্যতে তেষাং কেবলং নামমাত্রতঃ ॥৩০॥
নৈশ্বর্যবশমায়াতি প্রভুর্ভক্তিবশোঽনিশম্।
যে যথা তং প্রপদ্যন্তে তান্ দ্রক্ষ্যতি তথৈব সঃ ॥৩১॥
অর্পিতং ভক্ত্যভাবেনামৃতমস্মৈ ন রোচতে।
ভক্ত্যা সমর্পিতং চায়ং কদন্নমপি ভক্ষয়েৎ ॥৩২॥

রাজসিক ভক্ত মালা, তিলক প্রভৃতি চিহ্ন দেহের শোভার জন্য ধারণ করেন যাতে লোকে বড় ভক্ত বলে জানতে পারে। আর তামসিক ভক্ত বাহ্যিক জাকজমকযুক্ত ও দুরাচারী হয় ॥২৮॥

সাত্ত্বিক ভক্ত নির্জনে পূজা ক'রে থাকেন। পত্র, পুষ্প, ফল, জল তাঁর পূজার উপকরণ। রাজসিক ভক্ত অনেক আড়ম্বর করে পূজায় অনেক মূল্যবান্ উপকরণ দেয়, আর তামসিক ভক্ত মাংসাদি নিবেদন করে ॥২৯॥

কোনও কোনও ভক্ত বালকের ন্যায় ত্রিগুণাতীত। তারা ভগবানের নাম জপাদি দ্বারা পূজা সমাপন করে। মানস পূজাই প্রশস্ত, ত্রিগুণাতীত ভক্ত ভগবানের মানস পূজা করে ॥৩০॥

ঈশ্বর ঐশ্বর্যের বশীভূত হন না, তিনি কেবল ভক্তির বশ। যে যেভাবে তাঁর শরণাপন্ন হয়, তিনি সেই ভাবেই তাকে কৃপা করেন ॥৩১॥

ভক্তির সহিত অর্পণ না ক'রলে ঈশ্বর অমৃতও গ্রহণ করেন না। বরং ভক্তির সহিত অতি সাধারণ অন্ন নিবেদন করলেও তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেন। তিনি দেখেন অন্তরের ভক্তি ॥৩২॥

সর্বস্বং হর সর্বস্য ত্বং ভবচ্ছেদতৎপরঃ।
পুত্রোপদেশং কুর্বাণো ধূর্তভক্তঃ শিবং নমেৎ ॥৩৩॥

মা ভবেঃ কুশলং মন্যঃ কাকো বিষ্ঠারুচিঃ পটুঃ।
পরপ্রতারণাসক্তঃ স্বয়মেব প্রতার্যতে ॥৩৪॥

শৃণোতি ন স্বয়ং নাম সহতে ন পরৈঃ শ্রুতম্।
হসতি ধ্যানকর্তারং মূর্খো নিন্দতি ধার্মিকান্ ॥৩৫॥

অসম্বদ্ধং বচো গূঢ়ং মনঃ স্ত্রী সাবগুণ্ঠনা।
পর্ণাবৃতং জলং লক্ষ্ম বাহ্যং সাধোরনিষ্টদম্ ॥৩৬॥

ধূর্ত ভক্ত পুত্রকে উপদেশ দেবার জন্যই যেন শিবকে প্রণাম ক'রে প্রার্থনা করে যে, "হে হর! আপনি সকলের সর্বস্ব, আর আপনি সকলের সংসার-বন্ধন ছেদন ক'রে থাকেন"। অথচ নিজের শিবের প্রতি তেমন ভক্তি নেই ॥৩৩॥

নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান মনে কোরো না। কাক নিজেকে খুব চতুর মনে করে, কিন্তু অন্যের বিষ্ঠা খেয়ে বেড়ায়। যে অপরকে প্রতারণা করে সে নিজেই প্রতারিত হয় ॥৩৪॥

অবিশ্বাসী মূর্খ নাস্তিক নিজে ভগবানের নাম শুনে না, অপরে নাম করলেও তা সে সহ্য ক'রতে পারে না। কাউকে ধ্যান করতে দেখলে সে ঠাট্টা করে, আর ধার্মিকদের নিন্দা ক'রে থাকে ॥৩৫॥

অসম্বদ্ধ বাক্য বলে এমন লোক, রহস্যপূর্ণ যার মন, অবগুণ্ঠিতা নারী, শেওলা ঢাকা পুকুরের জল, বাহ্য আড়ম্বরযুক্ত সাধু—এরা সকলেই অনিষ্টকারী ॥৩৬॥

সদসন্নরলক্ষণম্

পদ্মচক্ষুঃ সাধুভাবো বৃষনেত্রস্তু কামুকঃ ।
রক্তোর্ধ্বনয়নো যোগী দেবস্ত্বাকর্ণলোচনঃ ॥৩৭॥
আলাপে বুদ্ধিমানাস্তে কিঞ্চিদাকুঞ্চিতেক্ষণঃ ।
একেনৈবাক্ষিণা তির্যগীক্ষাণোধূর্ত এব হি ॥৩৮॥
লঘুহস্তঃ সুবুদ্ধিঃ স্যাদ্ গুরুহস্তঃ খলঃ স্মৃতঃ ।
নিশ্বাসো ভোগিনো ভিন্নস্ত্যাগিনিঃশ্বাসতোঽবরঃ ॥৩৯॥
বামতো ভোগিনো মূত্রং দক্ষিণং ত্যাগিনো ভবেৎ ।
সূকরো ন স্পৃশেদ্বিষ্ঠাং ত্যাগিনো ভোগিনো যথা ॥৪০॥
হস্তপাদগ্রন্থয়স্তু শিথিলাঃ কোমলং বপুঃ ।
ভবেদ্ভক্তিমতঃ পুংসো নাসা চাভ্যুন্নতা মতা ॥৪১॥

সৎ ও অসৎ লোকের লক্ষণ ।

কমলনেত্র ব্যক্তি সাধু, বৃষনেত্র কামুক, যোগীর চক্ষু কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ ও উর্ধ্বে উত্থিত, আর দেবতার ন্যায় পুরুষের চক্ষু আকর্ণবিস্তৃত ॥৩৭॥

কথা বলবার সময় যার চোখ ঘনঘন একটু কুঞ্চিত হয়, সে বুদ্ধিমান, আর কথা বলবার সময় যার একটা চোখ বেঁকে যায়, সে ধূর্ত ॥৩৮॥

(কাজ করবার সময়) যার হাত হাল্কাভাবে চলে, সে বুদ্ধিমান ; যার হাত ভারী সে খল । ত্যাগীর নিশ্বাস হ'তে ভোগীর নিশ্বাস পৃথক্ ॥ ৩৯॥

ভোগী বাম দিকে আর যোগী ডান দিকে প্রস্রাব করেন । শূকর ত্যাগীর বিষ্ঠা ছোঁয় না, কিন্তু ভোগীর বিষ্ঠা খায় ॥৪০॥

ভক্তিমান পুরুষের হাত-পায়ের গ্রন্থি শিথিল, শরীর কোমল ও নাক উন্নত হয় ॥৪১॥

নতা নাসা করৌ ক্ষীণৌ সুস্থূলে কূর্পরাস্থিনী।
হনুঃ প্রমাণশূন্যা চ সর্বমেতৎ কুলক্ষণম্ ॥৪২॥

চাটুকারঃ প্রতার্যতে

লম্বমানং বৃষস্যাণ্ডকোশং বীক্ষ্য শৃগালকঃ।
"গলিতং ভক্ষয়ামী"তি চিন্তয়ন্নন্বগাদ্বৃষম্ ॥৪৩॥
উপবিষ্টং সমাসীনস্তিষ্ঠন্তং পুনরুত্থিতঃ।
প্রয়াতশ্চলিতং লুব্ধশ্ছায়েবোক্ষাণমন্বগাৎ ॥৪৪॥
এবং দিনান্যতীতানি কোশো ন গলিতঃ পরম্।
নিরাশঃ প্রযযাবন্তে চাটুকারঃ প্রতার্যতে ॥৪৫॥

চেপ্‌টা নাক, হাত ক্ষীণ, কনুই ও হাঁটুর হাড় মোটা, চোয়াল ও চিবুকের হাড় অসমান—এ সমস্তই কুলক্ষণ ; এদের ভক্তিভাব কম। সহজে ঈশ্বর লাভ হয় না ॥৪২॥

চাটুকার প্রতারিত হয়।

এক শৃগাল কোনও ষাঁড়ের ঝুলে থাকা অণ্ডকোষ দেখে ভাবল যে যখন এই মাংসপিণ্ড মাটিতে পড়বে তখন আমি খাব। এইরূপ চিন্তা ক'রে সে ঐ ষাঁড়ের পেছনে অনেক মিষ্টি কথা বলে যেতে লাগল ॥৪৩॥

ষাঁড় বসলে শৃগালও বসত, দাঁড়ালে দাঁড়াত, চললে চলত। এইরূপে, ঐ লোভী শৃগাল ঐ ষাঁড়ের অনেক প্রশংসা করে অনুসরণ ক'রতে লাগল ॥৪৪॥

এইরূপে অনেকদিন গত হ'ল কিন্তু ষাঁড়ের অণ্ডকোষ খসে পড়ল না। অবশেষে নিরাশ হ'য়ে ক্ষুধায় মৃতপ্রায় শৃগাল চলে গেল। লোভী চাটুকার এইরূপেই প্রতারিত হয়। দুরাশা করা অনুচিত ॥৪৫॥

অপি ক্ষুদ্রস্য জীবস্য করিষ্যে নৈব নিন্দনম্ ।
শপথঃ ক্রিয়তামেবমীশস্মরণপূর্বকম্ ॥৪৬॥
পরগেহনিবাসার্থং শুল্কদানমপেক্ষিতম্ ।
দেহে বাসকৃতে দেয়ো রোগশোকাদিকঃ করঃ ॥৪৭॥
জায়ন্তেঽথ বিলীয়ন্তে সমুদ্রোপরি বুদ্বুদাঃ ।
জীবা বুদ্বুদবদ্ভান্তি পরমেশমহার্ণবে ॥৪৮॥
সদসৎপুণ্যপাপাদিভেদবুদ্ধিরহঙ্কৃতেঃ ।
অহংধী-নাশতো নশ্যেদ্‌ ভেদো যেনেশদর্শনম্ ॥৪৯॥
আত্মহত্যা মহৎ পাপমসকৃজ্জন্মকারণম্ ।
তথাপীশ্বর-লাভান্তে দেহং কোঽপি স্বয়ং ত্যজেৎ ॥৫০॥

কারো নিন্দা করতে নেই। অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণীরও নিন্দা করা উচিত নয়। ভগবানকে স্মরণ ক'রে তুমি শপথ কর যে আমি কখনই কারো নিন্দা ক'রব না ॥৪৬॥

পরের ঘরে বাস করবার জন্য ভাড়া দিতে হয়। এইরূপ দেহরূপগৃহে বাস করবার জন্যও রোগ শোক প্রভৃতি কর দিতে হয় ॥৪৭॥

সমুদ্রের উপর বুদ্বুদ ওঠে আবার তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। সেইরূপ সমস্ত জীব পরমেশ্বররূপ মহাসমুদ্রে বুদ্বুদের মত প্রকাশ পায়। আবার তাতেই বিলীন হয়ে যায় ॥৪৮॥

অহং বুদ্ধি থাকলেই অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মভাবের অভাব হলেই সৎ ও অসৎ, পুণ্য ও পাপ প্রভৃতি ভেদভাব থাকে। অহঙ্কার নষ্ট হ'লে ভেদবুদ্ধি নষ্ট হ'য়ে যায়। তারপর ভগবানের দর্শন লাভ হয় ॥৪৯॥

আত্মহত্যা করা মহাপাপ, আর তা বার বার জন্মের কারণ। তথাপি ঈশ্বর-লাভ হ'লে পর জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেই দেহত্যাগ করেন: কিন্তু তাকে আত্মহত্যা বলা যায় না। ঈশ্বর লাভের পর দেহ গেলেও কোন ক্ষতি নেই ॥৫০॥

সৌবর্ণমূর্তিনির্মাণে জাতে মূষাসহায়তঃ।
মৃন্ময়ী যায়া বিনাশেন রক্ষয়া বা সমং ফলম্ ॥৫১॥

অজ্ঞানেনাত্মস্বরূপস্যানভিজ্ঞা।

"ভক্তির্জ্ঞানং কুতোঽস্মাকং বদ্ধানাং" কোঽপি মন্যতে।
ন তদ্‌যুক্তং যতঃ সর্বং শক্যং গুরুকৃপাবশাৎ ॥৫২॥

অজাং কাপ্যনুধাবন্তী ব্যাঘ্রী শিশুমজীজনৎ।
পঞ্চত্বং চ গতা তস্যা অজয়া পালিতঃ শিশুঃ ॥৫৩॥

শাবকোঽপ্যজয়া সার্ধং তৃণভক্ষণকৃৎ সদা।
ভ্যাঁ-ভ্যাঁ-শব্দপরশ্চাপি বৃদ্ধিং প্রাপ ক্রমেণ সঃ ॥৫৪॥

সোনার মূর্তি গড়তে হলে মাটির ছাঁচ তৈরি করতে হয়। মূর্তি তৈরি হ'য়ে গেলে ঐ ছাঁচ ভাঙ্গলে বা থাকলে ফল একই, অর্থাৎ প্রতিমার তাতে কোন ক্ষতি হয় না ॥৫১॥

অজ্ঞানে আত্মস্বরূপ না জানা।

কেউ কেউ মনে করে—আমরা সংসারে আবদ্ধ, আমাদের ভক্তি বা জ্ঞান কি ক'রে হবে? একথা ঠিক নয়, কারণ গুরুর কৃপায় সবই সম্ভব ॥৫২॥

কোনো পূর্ণ গর্ভবতী এক বাঘিনী একটা ছাগলের পালের উপর লাফিয়ে পড়ল, কিন্তু ঐ আক্রমণ করার সময়ই তার একটা বাচ্চা হল, আর সে সঙ্গে সঙ্গে মরেও গেল। তখন ঐ বাচ্চাটি ছাগলের পালের সঙ্গেই বড় হতে লাগল ॥৫৩॥

ঐ বাঘের বাচ্চাও ছাগলদের সঙ্গে ঘাস খায়, আর ছাগলের মতই ভ্যা ভ্যাঁ ক'রে ডাকে। এইরূপে ঐ বাঘের বাচ্চা ক্রমশঃ বড় হ'ল ॥৫৪॥

ব্যাঘ্রেণ কেনাপ্যন্যেন ছাগীসাথানুধাবিতা ।
চিত্রং মেনে স শার্দূলস্তাদৃশং প্রেক্ষ্য শাবকম্ ।।৫৫।।

শিশুমুক্ত্বা স শার্দূলো "মুখং পশ্য জলে স্বকম্ ।
ব্যাঘ্রোঽসি মাংসভোজী ত্বং" বলাদ্রক্তং মুখেঽক্ষিপৎ ॥৫৬॥

রক্তাস্বাদী শিশুঃ প্রীতঃ স্বরূপজ্ঞানবানয়ম্ ।
ছাগমাংসং সমাস্বাদ্য শার্দূলেন সমং যযৌ ॥৫৭॥

অজ্ঞো গুরূপদেশেন ভবত্যেব স্বরূপবিৎ ।
ভক্তিজ্ঞানযুতো ধন্যো মুক্তিমার্গমনুব্রজেৎ ।।৫৮।।

এমন সময় অন্য কোনও এক বাঘ ঐ ছাগলের পালের পেছনে ধাবিত হ'ল। বাঘের মত বাচ্চা দেখে সে বড়ই আশ্চর্যান্বিত হ'ল ॥৫৫॥

তখন ঐ বাঘ ঐ বাচ্চাকে জলের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল যে, "তোর মুখ দেখ। তুই যা আমিও তা—অর্থাৎ তুইও বাঘ আমিও মাংসভোজী বাঘ। তুই ঘাস খাচ্ছিস্ কেন?" ঐ বলে—সে ঐ বাঘের বাচ্চার মুখে খানিকটা রক্তমাংস ঢুকিয়ে দিল ॥৫৬॥

ঐ ব্যাঘ্রশাবক রক্তের স্বাদ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হ'ল, আর নিজের স্বরূপও জানতে পারল। তারপর ঐ বাঘের বাচ্চা মাংস খেয়ে গর্জন করে ঐ বাঘের সঙ্গে বনে চলে গেল ।।৫৭।।

ঐ রূপ অজ্ঞানী ব্যক্তি গুরুর উপদেশে নিজের স্বরূপ জানতে পারে, তারপর ভক্তি ও জ্ঞানলাভ করে ধন্য হয়, মুক্তির পথে চলে যায়। ৫৮।।

সিদ্ধিঃ পূর্বসুকৃতাধীনা

কশ্চিদারাধনং কর্তুং গতবান্ গহনং বনম্।
সুকৃতাভাবতঃ কিন্তু বন্যব্যাঘ্রেণ ভক্ষিতঃ ॥৫৯॥
অপরঃ পুণ্যবাংস্তস্য ভক্ষিতস্যৈব সাধনৈঃ।
সফলোঽভূৎসিদ্ধিকার্যে পূর্বকর্মাপ্যপেক্ষতে ॥৬০॥
মৃত্যুঃ স্যাদ্ যত্র কুত্রাপি গঙ্গাতীরেঽথবা বনে।
জ্ঞানিনাং নিশ্চিতা মুক্তির্গঙ্গাপেক্ষা ত্বজানতঃ ॥৬১॥
যাগযজ্ঞৈর্মন্ত্রতন্ত্রৈঃ কলৌ নাস্তি প্রয়োজনম্।
চণ্ডালোঽপীশ্বরে নিত্যং ভক্তিমান্মুক্তিমর্হতি ॥৬২॥

সিদ্ধিলাভ পূর্ব সুকৃতির অধীন।

কোনও ভক্ত ভগবতীর আরাধনার জন্য গভীর জঙ্গলে চলে গেল, কিন্তু পূর্ব সুকৃতির অভাবে বন্য ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলল ॥৫৯॥

অপর কোনও পুণ্যবান লোক সে পথে যেতে যেতে মৃতব্যক্তি আয়োজিত সাধনার সব জিনিষ পত্র তৈয়ার আছে দেখে আচমন করে আসনে বসে গেল ও অল্প সাধন করেই সিদ্ধি লাভ করল। এথেকে প্রমাণিত হয় যে সিদ্ধি লাভ ক'রতে হ'লে পূর্ব জন্মের বহু সুকৃতি আবশ্যক ॥৬০॥

গঙ্গাতীরে বা বনে যেখানেই মৃত্যু হোক—জ্ঞান লাভের ফলে জ্ঞানীর মুক্তি নিশ্চিত। অজ্ঞানীর জন্যই গঙ্গাতীরে মৃত্যু প্রয়োজন। অর্থাৎ শাস্ত্রে বলে যে পাপী তাপীও গঙ্গা তীরে মরলে—তার মুক্তি হবে অর্থাৎ উচ্চগতি লাভ হবে ॥৬১॥

এই কলিযুগে যাগ-যজ্ঞ, মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতির কোনই প্রয়োজন নেই শুধু হরিনাম করলেই ভগবানে ভক্তি হবে। চণ্ডালও যদি হরি-ভক্তি-পরায়ণ হয় তো সে মুক্তিলাভ করতে পারে ॥৬২॥

বক্রপঙ্কিলচিত্তা যে যে চ সন্দেহকারিণঃ ।
দাম্ভিকা যে শুচিংমন্যাস্তৈর্জ্ঞানং ন হি লভ্যতে ।।৬৩।।
উত্তমং নবনীতং চেৎ প্রত্যূষে মথিতং দধি ।
বাল্যেঽনুরাগো যস্যাস্তে দৃঢ়তামেতি স ক্রমাৎ ।।৬৪।।

বৈরাগ্যং ত্রিবিধম্

মন্দবৈরাগ্যবানাশাবশোক্তে "ভবিষ্যতি" ।
ক্ষুরবত্তীক্ষ্ণবৈরাগ্যং পাশচ্ছেদকরং ক্ষণাৎ ॥৬৫॥
অন্যন্মর্কটবৈরাগ্যং ভবজ্বালাকুলো যদি ।
গৈরিকং পরিধায়াপি পুনঃসংসারমাবিশেৎ ॥৬৬॥

যে ব্যক্তির মন কুটিল ও অপবিত্র, যে সর্বদাই সব বিষয়ে সন্দেহ করে, আর যে দম্ভিক ও যে নিজেকে খুব ধার্মিক ও শুচিশুদ্ধ মনে করে তাদের জ্ঞান লাভ হওয়া কঠিন ।।৬৩।।

যদি ভোর বেলায় দই মন্থন করা হয়, তবে ভাল মাখন তৈরি হয়। এইরূপ বাল্যকালে ভগবানে ভক্তি ও অনুরাগ হ'লে তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও দৃঢ় হয় ।।৬৪।।

বৈরাগ্য ত্রিবিধ।

মন্দ বৈরাগ্যবান ব্যক্তি আশার বশীভূত হ'য়ে বলে যে 'সব ঠিক হ'য়ে যাবে', (এবং সংসারে আসক্ত হয়ে থাকে) কিন্তু ক্ষুরধারের মত তীব্র বৈরাগ্য সংসার-বন্ধনকে তখনই ছিন্ন ক'রে দেয় ।।৬৫।।

আর একপ্রকার আছে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে কোনও লোকের ঐরূপ হঠাৎ বৈরাগ্যের উদয় হয়; আর গেরুয়া বস্ত্র পরে সন্ন্যাসী সাজে। আবার ঐ বিরক্তির ভাব কমে গেলে ঐ লোকই আবার সংসারে প্রবেশ করে ।।৬৬।।

নাম্ভো গঙ্গাজলং ধূলির্ন চ বৃন্দাবনে রজঃ।
জগন্নাথপ্রসাদোঽপি নান্নং ব্রহ্মৈব তৎ ত্রয়ম্ ॥৬৭॥

সহ্যা নিন্দাস্তুতির্বাঞ্ছক্ষুত্তা ; শ্রেষ্ঠগুণো হি সঃ।
সূর্মী কিং লোহকারস্য ঘনাঘাতৈর্বিচাল্যতে ॥৬৮॥

বচো মহাত্মনাং দূরাচ্ছ্রূয়তে ন সমীপতঃ।
আলোকঃ প্রসরেদ্দূরং পরং দীপতলে তমঃ ॥৬৯॥

পুত্রাদৌ স্নেহভাবো যঃ সা মায়া বন্ধকারণম্।
প্রেম সর্বেষু ভূতেষু 'দয়া' সেবাস্বরূপিণী ॥৭০॥

মা ব্রূহি 'ভগবান্ দূরে' 'স ময়ী'ত্থং বিভাবয়।
হস্ত-স্থিতে প্রদীপে নোঽন্ধকারস্য প্রকল্পনা ॥৭১॥

গঙ্গার জল সাধারণ জল নয়, বৃন্দাবনের ধূলিও কেবল মাটি নয়, তা'রজঃ', আর জগন্নাথের প্রসাদও অন্নমাত্র নয়। এই তিনটিই ব্রহ্মস্বরূপ ।।৬৭।।

লোকে যদি নিন্দা বা প্রশংসা করে, তা সমভাবেই গ্রহণ করা উচিত। এটি একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। কামারের নেহাই কি হাতুড়ির আঘাতে বিচলিত হয় ?৬৮।।

যারা দূরে আছে তারাই মহাপুরুষদের কথা শোনে ও গ্রহণ করে কিন্তু যারা কাছে থাকে তারা মহাপুরুষদের কথা নেয় না। প্রদীপের আলো দূরেই প্রসারিত হয়, আর প্রদীপের নীচে অন্ধকারই থাকে ।।৬৯।।

স্ত্রী-পুত্রাদির উপর ভালবাসার নাম মায়া, এবং তা বন্ধনের কারণ। সমস্ত প্রাণীতে যে ভালবাসা তাকে দয়া বা সেবা বলা হয় ।।৭০।।

ভগবান আমা থেকে দূরে, একথা ব'লো না ; তিনি আমার অন্তরের মধ্যে রয়েছেন, এরূপ চিন্তা কর। হাতে প্রদীপ থাকলে অন্ধকারের কল্পনা করাও উচিত নয় ।।৭১।।

১৫

সংসারাসক্তচিত্তস্য লভ্যো নাবসরঃ ক্বচিৎ।
জ্ঞানচর্চাবিধানার্থং ত্যাজ্যাসক্তিরতো ভবে ॥৭২॥

আনন্দানুভবে জাতে বিচারোঽপি সমাপ্যতে।
মধুপানরসাসক্তো ভৃঙ্গঃ কলকলং ত্যজেৎ ॥৭৩॥

অনিশং স্মরণীয়ং যদ্ বয়ং মৃত্যুমুখে স্থিতাঃ।
গন্তব্যমখিলং ত্যক্ত্বা মরণে সর্বমস্থিরম্ ॥৭৪॥

বীজাদঙ্কুরমুদ্ভবেত্তদনুসংজায়েত বালস্তরু-
র্বৃদ্ধোঽসৌ বিটপীক্রমেণ পরিতঃ পুষ্পৈর্ভবেদ্ভূষিতঃ।
পশ্চাত্তত্র ফলাগমঃ সপদি কিং বীজাৎ ফলং জায়তে ?
লাভোঽপীশ্বরদর্শনস্য নিয়মেনারাধনাতঃ শনৈঃ ॥৭৫॥

সংসারে আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তির জ্ঞানের অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ের আলোচনা করবার অবকাশও হয় না। এইজন্য সংসারের আসক্তি ত্যাগ করা উচিত ॥৭২॥

ব্রহ্মানন্দের অনুভব হ'লে বিচারও সমাপ্ত হ'য়ে যায়। মধুপানে আসক্ত ভ্রমর আর গুণগুণ ধ্বনি করে না ॥৭৩॥

সর্বদা একথা স্মরণ করা উচিত যে আমরা মৃত্যুর মুখে বসে আছি। সংসারের বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ ক'রেই সেখানে যেতে হবে। এই মৃত্যু-লোকে সবই নাশবান ॥৭৪॥

বীজ থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তা থেকে চারাগাছ জন্মে, তারপর ঐ গাছ ক্রমশঃ বড় হয়ে ফুলে সুশোভিত হয়। ক্রমে ফুল হতে ফল হয়। বীজ হ'তে কি একেবারেই ফল হয়? সেইরূপ ক্রমশঃ সাধন ক'রতে ক'রতে ঈশ্বর লাভ হ'তে পারে ॥৭৫॥

সাংসারিকেষু বিষয়েস্থ ভবেদনাস্থা
দোষান্ বিভাব্য মনসা খলু তেষু তেষু।
মিষ্টান্নমাননগতং মধুরং ক্ষণং স্যাৎ
কুক্ষৌ প্রবিষ্টমখিলং মলমূত্ররূপম্ ॥৭৬॥

ইতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং 'বিবিধোপদেশাঃ'নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ভিন্ন ভিন্ন সাংসারিক বিষয়ের দোষ বিচার করতে থাকলে মনে সেই সব বিষয়ের প্রতি অনাদর বা বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। মিষ্টান্ন যতক্ষণ মুখের মধ্যে থাকে ততক্ষণ মধুর স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু পেটের ভিতর চলে গেলে সবই মলমূত্ররূপে পরিণত হয়।।৭৬।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণউপদেশসাহস্রীর বিবিধোপদেশ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ মার্গনির্দেশো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

মার্গনির্দেশঃ

ঈশঃ কল্পতরুর্যতোঽভিলষিতং সর্বং সমাসাদ্যতে
তস্মাৎ কাময় সাবধানমনসা ত্বং ত্যাগসেবাদিকম্।
কশ্চিচ্ছ্রান্ততনুর্বনস্থ পথিকো লব্ধাপি কল্পদ্রুমাৎ
শয্যাভোজনসেবিকাদিকমলং শার্দূলভক্ষ্যোঽজনি ॥১॥

তৈলাভ্যক্তা ন লেখার্হা পট্টিকা খটিকাং বিনা।
জীবো ন কামতৈলাক্তঃ সাধনার্হোঽবিরাগতঃ ॥২॥

মার্গ-নির্দেশ।

ঈশ্বর কল্পবৃক্ষের সমান, যাঁর কাছে আমরা অভিলষিত সমস্ত বস্তু পেতে পারি। যদি তাঁর কাছে কিছু চাইতে হয়, তবে বিশেষ বিচার করে সাবধানতার সঙ্গে ত্যাগ, সেবা প্রভৃতি চাইবে। কোনও পথিক বনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল, কিন্তু দৈবক্রমে সে কল্পবৃক্ষের নীচে এসে বসল। শয্যা, ভোজন, দাসী প্রভৃতির কামনা ক'রতেই সে সব পেয়ে গেল, কিন্তু শেষে বাঘের কথা মনে ক'রতেই ঐ কল্পনা বাঘরূপে মূর্তিমান হ'য়ে তাকে খেয়ে ফেলল ॥১॥

কাগজ তৈলাক্ত হ'লে তাতে খড়িমাটি চূর্ণ না লাগালে লেখা যায় না, এরূপ জীবের মন যতক্ষণ পর্যন্ত কামনা-বাসনা-রূপ তেলে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বৈরাগ্য না থাকায় সে মন সাধন-ভজনের যোগ্য হয় না ॥২॥

ভগ্নপাদস্য জামাতুঃ স্থানে নান্যঃ প্রযুজ্যতে।
বিগ্রহঃ কুত্রচিচ্ছিন্নঃ পূজ্যঃ সন্ধিবিধানতঃ ॥৩॥
প্রায়ো জনা রূপধনাদিকৃষ্টাস্ত্যাগাচ্চ যোগাদপি বিপ্রকৃষ্টাঃ।
রামোঽভিরামো হৃদয়ে স্থিতশ্চেদ্ধ্রুবো ভবেদ্ব্রহ্মপদস্য লাভঃ ॥৪॥
বিষয়াসক্তচিত্তস্য প্রিয়ং ন বিষয়াৎ পরম্।
মৎস্যগন্ধঃ প্রিয়ো দাশ্যা ন প্রিয়ং পুষ্পসৌরভম্ ॥৫॥
যাবন্ন বিষয়াসক্তিস্তাবত্তেজস্তটস্থতা।
ভোগাকৃষ্টস্য মনসোঽধঃপাতশ্চাটুকারিতা ॥৬॥

জামাতার পা ভেঙ্গে গেলে তার বদলে অন্য জামাই আনা যায় না, সেইরূপ দেবমূর্তির অঙ্গ ভঙ্গ হ'লে তা জুড়ে নিয়ে পূজা করা উচিত ॥৩॥

প্রায়শঃ মানুষ রূপ ও ধন আদিতে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ত্যাগ ও যোগাদি হ'তে দূরে থাকে। মনোভিরাম সুন্দর শ্রীরামচন্দ্র যদি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন, তবে নিশ্চয়ই ব্রহ্মপদ লাভ হবে ॥৪॥

বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তির বিষয় ছাড়া অন্য কোনও বস্তু ভাল লাগে না। কোন জেলের স্ত্রী এক মালীর ঘরে রাত্রিতে ছিল, কিন্তু ফুলের গন্ধে তার ঘুম আসছিল না! তারপর যখন তার নাকের কাছে মাছের ঝাঁকাটি এনে জল ছিটিয়ে রাখা হ'ল, তখন আঁষটে গন্ধে তার ঘুম এল ॥৫॥

যতক্ষণ মনে বিষয়াসক্তি না জাগে, ততক্ষণই তার মনোবল ও সংসারের প্রতি বিরক্তি থাকে। আর যে লোকের মন ভোগে আকৃষ্ট হয়, তার অধঃপতন নিশ্চিত। এরূপ ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের খোসামোদ করে ॥৬॥

সমীক্ষ্য মার্গে বনিতাং চলন্তীং 'মাতর্নমামীতি' বচোঽভিধেয়ম্।
কৃত্বা দৃশং তচ্চরণৈবলগ্নাং ভবেন্ন চৈবং পতনাদ্ভয়ং তে ॥৭॥

আসক্তিঃ

সরলা নাস্ত্যনাসক্তিঃ সক্তো রাজেশ্বরং স্মরন্।
প্রার্থনাসময়ে ব্রূতে "দেহীশ! ধনসম্পদম্"।
ধনকামনয়া কশ্চিদ্ রাজানং দুর্গতো গতঃ।
তং চ বীক্ষ্য ধনাসক্তমীশভক্তোঽভবৎ স্বয়ম্ ॥৮॥

মত্তোঽপ্যাঢ্যতরোঽস্তীতি মত্বা স্বাহঙ্কৃতিং ত্যজেৎ।
খদ্যোতাদ্ভং ততশ্চন্দ্রস্তস্মাৎ সূর্যোঽধিকপ্রভঃ ॥৯॥

রাস্তায় যদি কোনও স্ত্রীলোককে চলে যেতে দেখা যায়, তবে তাকে, 'মা! আমি তোমাকে প্রণাম করি'—এরূপ মধুর বাক্য বলা উচিত। দৃষ্টি তার চরণের দিকে লাগিয়ে রাখলে তোমার পতনের ভয় থাকবে না ॥৭॥

আসক্তি

অনাসক্তি সহজ নয়। কোনও বিষয়াসক্ত রাজাধিরাজ বা বাদশাহ ভগবানকে স্মরণ ক'রে প্রার্থনার সময় ব'লেছিলেন—'হে ভগবন্! আমাকে ধন-সম্পত্তি প্রদান করুন।' কোনও ফকির লোক ধন পাবার আশায় ঐ রাজার কাছে এল, কিন্তু যখন শুনল যে ঐ বাদশাহও ঈশ্বরের কাছে বেশী ধন প্রার্থনা ক'রছেন, তখন সেও বাদশাহের কাছে ধন-দৌলত না চেয়ে ঈশ্বরেরই ভক্ত হ'য়ে তাঁর কাছে ধন প্রার্থনা করল ॥৮॥

'আমা হ'তেও বেশী ধনী লোক আছে' একথা মনে মনে স্মরণ করে ধনের অহঙ্কার ত্যাগ করা উচিত। জোনাকী অপেক্ষা নক্ষত্র, নক্ষত্র অপেক্ষা চন্দ্র আর চন্দ্র হ'তেও সূর্য অধিক জ্যোতিষ্মান ॥৯॥

মূষকার্থং বিড়ালোঽস্তু বিড়ালার্থং চ গৌস্ততঃ।
গোচরং ভবনং ভৃত্যা ইতি সাধোর্বিড়ম্বনা ॥১০॥

পক্বাপক্বজীবাঃ

গৃহাজিরে রক্ষতি কুম্ভকারঃ পক্বানপক্বাংশ্চ ঘটাননেকান্।
গৌরাগতা তত্র ভিনত্ত্যপক্বান্ পক্বাংস্তদান্যত্রগতান্ বিধত্তে ॥১১॥

ধেন্বাপরং ভগ্নঘটানপক্বান্ বিধায় মৃৎপিণ্ডময়ান্ কুলালঃ।
নিধায় চক্রে চ পুনর্নবীনান্ নির্মাত্যয়ং বিক্রয়কার্যহেতোঃ ॥১২॥

অজ্ঞানিনোঽপক্বধিয়োঽপি জীবাঃ পুনঃ পুনর্জন্মসরিৎপ্রবাহে।
বহন্তি চক্রভ্রমতো বিমুক্তাঃ পক্বাস্তথা জ্ঞানযুতা ভবন্তি ॥১৩॥

কোনও সাধুর কুটিরে ইঁদুরের খুব উৎপাত হয়েছিল। সেইজন্য তিনি একটি বিড়াল পুষলেন। বেড়ালকে দুধ খাওয়ার জন্য একটি গরু রাখতে হ'ল। তারপর গরুকে ঘাস দেবার জন্য জমি কিনলেন, বাড়ী ক'রলেন, চাকর রাখলেন; এইভাবে সাধুর জীবন বিড়ম্বনা-পূর্ণ হল। বিষয়বাসনাই সকল অনর্থের মূল ॥১০॥

কোনও কুমোর বাড়ির উঠানে কাঁচা, পাকা, অনেক ঘট রেখেছিল। কোনো গরু এসে কাঁচা ঘটগুলি ভেঙ্গে দিয়ে গেল, তখন কুমোর পাকা (পোড়ানো) ঘটগুলি সুরক্ষিত স্থানে রেখে দিল ॥১১॥

কিন্তু যে কাঁচা ঘটগুলি গরু ভেঙ্গেছিল, সেগুলিকে ঐ কুমোর আবার জলে ভিজিয়ে কাদার তাল বানিয়ে তা দিয়ে চাকে ফেলে নতুন ঘট বানাল এবং বেচবার জন্য রাখল ॥১২॥

এইরূপ অল্পবুদ্ধি, অজ্ঞানী জীব জন্মমৃত্যুর প্রবাহে ভ্রমণ ক'রতে থাকে, কিন্তু পরিপক্কবুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানী জন্মমৃত্যুর চক্র হ'তে মুক্ত হ'য়ে যান ॥১৩॥

বিনশ্যতি লয়ে সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।
পুনর্বীজানি জননী জনিকালে প্রসারয়েৎ ॥১৪॥

সৃষ্টৌ নানাবিধা জীবা জন্তবঃ পশুপক্ষিণঃ।
বৃক্ষাদয়শ্চ বিদ্যন্তে সাধ্বসাধু-প্রকারকাঃ ॥১৫॥

চতুর্বিধা জীবাঃ

বদ্ধা, মুমুক্ষবো, মুক্তা নিত্যা জীবাশ্চতুর্বিধাঃ।
বদ্ধাস্তু বিষয়াসক্তা বিস্মৃতেশ্বরচিন্তনাঃ ॥১৬॥

জীবা মুমুক্ষবঃ সন্তি মুক্তিকামা নিরন্তরম্।
কেচিদেবাচিরান্মুক্তাঃ প্রতীক্ষন্তে চিরং পরে ॥১৭॥

মহাপ্রলয়ে সমস্ত পদার্থই নষ্ট হ'য়ে যায়, কিছুই বাকী থাকে না। আবার সৃষ্টির সময় জগজ্জননী সঞ্চিত বীজ ছড়িয়ে দেন। এইরূপে পুনরায় নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয় ॥১৪॥

সৃষ্টিতে নানারূপ জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা দেখা যায়। তার মধ্যে কতক ভাল আবার কতক মন্দ। কিন্তু সকলেরই প্রয়োজন আছে ॥১৫॥

চতুর্বিধ জীব।

জীব চার প্রকার—বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত ও নিত্য। তাদের মধ্যে বিষয়াসক্ত ও ঈশ্বর-চিন্তা-বিহীন ব্যক্তিকে বদ্ধ বলা হয় ॥১৬॥

মুমুক্ষু জীবেরা সর্বদা মুক্তি কামনা করেন। তাদের মধ্যে কেউ সাধনার বলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ ক'রেন। অন্য কেউ দীর্ঘ কাল মুক্তির জন্য প্রতীক্ষা করেন ॥১৭॥

মুক্তাঃ পূর্ণতয়া সক্তা নিবৃত্তবিষয়াস্তথা।
নান্যৎ কার্যং ভবেত্তেষাং নামস্মরণতঃ পরম্ ॥১৮॥

নারদাদ্যাস্তু নিত্যাস্তে ভবে ভ্রমণতৎপরাঃ।
জগৎকল্যাণসিদ্ধ্যর্থং লোকশিক্ষার্থমেব চ ॥১৯॥

জালে বদ্ধাশ্ছিন্নজালা জালতো মোক্তুমিচ্ছবঃ।
সর্বথাঽস্পৃষ্টজালাশ্চ মৎস্যা অপি চতুর্বিধাঃ ॥২০॥

মোদকাবৃতিরেকৈব পূরণং বিবিধং পুনঃ।
একরূপা নরাঃ সর্বে তথাপি গুণভিন্নতা ॥২১॥

মুক্ত জীবেরা পূর্ণরূপে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করে নির্লিপ্ত হয়ে সংসারে থাকেন। তাঁদের ভগবানের নাম স্মরণ করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই ॥১৮॥

নারদ প্রভৃতি ঋষি নিত্য জীব ব'লে কথিত হন। তাঁরা সর্বদা ধর্মদান-কার্যে ভ্রমণ করে বেড়ান। জগৎকল্যাণ আর লোকশিক্ষাই তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ॥১৯॥

মাছও চার প্রকার—জালে আবদ্ধ, জাল ছিন্নকারী, জাল হ'তে মুক্ত হতে ইচ্ছুক, আর এক রকম মাছ আছে তারা জালে কখনো পড়ে না ॥২০॥

পিষ্টকের বাইরের আবরণ একরূপ হ'লেও তার ভিতরের পূর ভিন্ন ভিন্ন। এইরূপ সংসারে মানুষ বাইরে থেকে দেখতে একরূপ হ'লেও তাদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ভিন্ন ভিন্ন গুণ থাকে ॥২১॥

জ্ঞানিনঃ অজ্ঞানিনশ্চ

যাবল্লাঙ্গুলিনোভেকাঃ স্থিতাস্তাবৎ সরোজলে।
নষ্টপুচ্ছাঃ পুনর্যান্তি সরস্তীরে পয়স্যপি ॥২২॥
অবিদ্যা কলিতাস্তদ্বন্ নরা ভবজলে স্থিতাঃ।
ত্যক্তাবিদ্যাঃ সুখং সন্তি ভবে সচ্চিৎ সুখেঽপি চ ॥২৩॥

বদ্ধা মুক্তাশ্চ

কুল-শীল-ঘৃণা-জাতি-লজ্জা-ভী-শোক-গোপনৈঃ।
পাশৈরষ্টবিধৈর্বদ্ধো জীবোঽয়ং কষ্টজীবনঃ ॥২৪॥
অবতারাঃ পরং স্বেচ্ছাগৃহীতাবরণাঃ পুরঃ।
মাত্রাজ্ঞপ্তাস্ত্যক্তপাশাঃ ক্রীড়ন্তি পৃথুকা ইব ॥২৫॥

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী।

যতদিন পর্যন্ত বেঙাচির লেজ থাকে ততদিন তারা জলের মধ্যে বাস করে। তারপর লেজ খসে গেলে তারা জলেও থাকে, ডাঙায়ও উঠে ঘুরে বেড়ায় ॥২২॥

সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন লোকেরা সংসার-সমুদ্রের জলে বাস করে। সেই অবিদ্যা পরিত্যাগ করলে তাঁরা সংসারে সুখে বিচরণ করেন, আবার সচ্চিদানন্দ-সাগরেও অবগাহন করেন ॥২৩॥

বদ্ধ ও মুক্ত

কুল, শীল, ঘৃণা, জাতি, লজ্জা, ভয়, শোক ও গোপন-স্বভাব—এই আটটি পাশে বদ্ধ জীব সংসারে কষ্ট ভোগ করে ॥২৪॥

কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের অবতার, তাঁরা স্বেচ্ছায় মানব দেহরূপ একটা আবরণ গ্রহণ করে জগতে বাস করেন। পরে জগজ্জননীর ইচ্ছায় লেশ-আসক্তির পাশও ত্যাগ ক'রে বালকের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে জীবোদ্ধাররূপ লীলা করে বেড়ান ॥২৫॥

দ্বিবিধাঃ সাধবঃ

সাধবো দ্বিবিধা নিত্যসিদ্ধাঃ সাধনতৎপরাঃ।
প্রহ্লাদবন্নিত্যসিদ্ধা যেঽপেক্ষন্তে ন সাধনম্ ॥২৬॥

হোমাপক্ষী নভস্যণ্ডং দত্ত্বাত্র স্ফুটেচ্চ তৎ।
সাবকোঽথ সপক্ষঃ সন্নুৎপতেদপি তৎক্ষণাৎ ॥২৭॥

কেচিৎ সাধনমর্হন্তি লাভায় পরমাত্মনঃ।
সন্তি সাধনসিদ্ধাস্তে জলার্থং কৃষকা যথা ॥২৮॥

কৃপাসিদ্ধা ভবন্ত্যন্যে যে ন কুর্বন্তি সাধনম্।
সফলা জীবনে সন্তি পরমীশকৃপাবশাৎ ॥২৯॥

দ্বিবিধ সাধু

সাধু দুই প্রকার—নিত্যসিদ্ধ ও সাধনপরায়ণ। প্রহ্লাদাদি নিত্যসিদ্ধ। জ্ঞানলাভের জন্য তাঁদের অন্য কোনও সাধনের আবশ্যক হয় না—তাঁরা জন্ম থেকেই পূর্ণ জ্ঞানী, পূর্ণ ভক্ত ॥২৬॥

এক জাতীয় পাখী তাদের "হোমা" বলে। ঐ হোমা জাতীয় পক্ষী আকাশে ডিম পাড়ে আকাশ থেকে পড়তে পড়তেই ঐ ডিম ফোটে। আর তখনই শাবক পাখা মেলে উড়তে থাকে এবং আকাশে পক্ষী মাতার সঙ্গে মিলিত হয় ॥২৭॥

কোনও লোক ভগবান-লাভের জন্য অনেক সাধন করেন। যেমন কৃষক ক্ষেতে জল দেবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করে। ঐরূপ সাধককে সাধন-সিদ্ধ বলা হয় ॥২৮॥

যাঁরা সাধন করেন না কিন্তু ভগবানের কৃপায় জীবনে সিদ্ধি লাভ করেন—তাঁদের কৃপা-সিদ্ধ বলা হয় ॥২৯॥

অনুরাগং বিনা ব্যর্থং কেবলং নামকীর্তনম্ ।
ভোগেচ্ছাপূরিতে চিত্তেঽনুরাগঃ কথমাবিশেৎ ॥৩০॥

মানসোদ্দীপকং নিত্যং সতাং মন্দিরদর্শনম্ ।
তত্রৈব সর্বতীর্থানি যত্রেশ্বরকথাবচঃ ॥৩১॥

অনুরাগঃ

শিবানুচিন্তারত-মানসাঙ্গে প্রদত্তপাদো যমিনাথ তেন ।
বেশ্যারতঃ কশ্চন ভানশূন্যঃ প্রোক্তো রুষা 'ভোঃ কিমিদং করোষি' ॥৩২॥

বিলাসিনা চিত্রিতমানসেন ধ্যানে রতঃ সাদরমেবমুচে ।
বেশ্যারতোঽহং কিমপীহ নেক্ষে ত্বমীশভক্তঃ কথমীক্ষসে মাম্ ॥৩৩॥

অনুরাগ বিনা শুধু ভগবানের নাম কীর্তন ক'রলে বিশেষ কোনও ফল হয় না। যাদের চিত্ত ভোগবাসনায় পূর্ণ, তাদের ভগবানে অনুরাগ কি ক'রে হবে ? ॥৩০॥

সাধুরা যদি মন্দিরে দেবদর্শন করেন, তাতে তাঁদের মনে ভক্তির উদ্দীপনা আসে। যেখানে ভগবানের নামগুণকীর্তন বা কথাবার্তা হয়, সেখানে সর্বতীর্থের সমাবেশ হয় ॥৩১॥

অনুরাগ।

কোনও ভক্ত শিবের ধ্যান করছিলেন। অন্য একটা বেশ্যাসক্ত লোক তাঁর গায়ে পা দিয়ে চলে গেল, তার কোনও দিকে খেয়াল ছিল না। তখন তাকে শিবভক্ত ক্রোধের সহিত ব'ললেন,—'আরে, তুই কি কচ্ছিস ?' ॥৩২॥

ঐ ভোগাসক্ত-চিত্ত বিলাসী ব্যক্তি ধ্যান-পরায়ণ ভক্তকে বিনয়ের সহিত ব'লল, "আমি বেশ্যার প্রতি একাগ্র-চিত্ত থাকায় কিছুই দেখতে পাই নি। কিন্তু আপনি ঈশ্বরের ভক্ত হ'য়ে আমাকে কি ক'রে দেখলেন ?" ॥৩৩॥

আগম্য ভক্তোঽপ্যথ বারনারীং তামুক্তবানন্ত গুরুর্মমাভূঃ।
'ঈশেঽনুরাগঃ খলু কীদৃশঃ স্যাদ্ ইতি ত্বয়া শিক্ষিতমন্ত মাতঃ ॥৩৪॥

ন কেবলং জগদ্‌যাতি বিস্মৃতিং জপতো হরিম্।
দেহোঽপি বিস্মৃতিং যাতি যস্তস্যাতিপ্রিয়ো ভবেৎ ॥৩৫॥

বিষয়া বিনিবর্তন্তে স্বয়মেবেশ-ভক্তিতঃ।
শর্করাপেয়মাস্বাদ্য গুড়পেয়ং ন না স্মরেৎ ॥৩৬॥

রুচিস্তু ভগবন্নাম্নি বিকারে মনসোঽরুচিঃ।
ইদং নির্ভয়তায়াশ্চ প্রেমবৃদ্ধেশ্চ লক্ষণম্ ॥৩৭॥

মুক্তো গজস্তরূংশ্ছিন্দন্নঙ্কুশেন নিবার্যতে।
তদ্বন্মনোগজো যাতি বিবেকাঙ্কুশতো বশম্ ॥৩৮॥

তারপর ঐ ভক্ত বেশ্যাসক্ত লোকটির সঙ্গে গিয়ে সেই বেশ্যাকে ব'ললেন, "মা, আজ তুমি আমার গুরু হ'লে। ঈশ্বরে কিরূপ অনুরাগ হওয়া উচিত, তা তুমি আজ আমাকে শেখালে" ॥৩৪॥

হরিনাম জপ ক'রতে থাকলে, কেবল জগৎ যে বিস্মরণ হয় তাই নয়, নিজের অতিপ্রিয় যে শরীর তাও ভুলে যায়। হরিনামের এমনই মাহাত্ম্য ॥৩৫॥

ঈশ্বর-ভক্তিতে বিষয়-বাসনা সব নষ্ট হ'য়ে যায়। যেমন মিশ্রির পানা খেলে আর গুড়ের পানা খেতে ইচ্ছা করে না ॥৩৬॥

ভগবানের নামে রুচি আর মানসিক বিকারে অরুচি এই দুটি ঈশ্বরে নির্ভয়তা ও প্রেমবৃদ্ধির লক্ষণ ॥৩৭॥

মত্ত হস্তী ছাড়া পেলে বহু গাছ পালা ভেঙ্গে ফেলে। তখন কেবল অঙ্কুশের দ্বারাই তাকে বশে আনা যায়। এইরূপ মনরূপ হাতী মত্ত হ'য়ে গেলে বিবেকরূপ অঙ্কুশের দ্বারা তাকে বশে আনতে হয় ॥৩৮॥

প্রবিশ্য নাশয়েৎ পূর্ণং তূর্ণং তৃণগৃহং গজঃ।
ভাবহস্তী প্রবিশ্যান্তর্দেহাগারং বিনাশয়েৎ ॥৩৯॥

নামমহিমা

কদাপি পতিতং বেশ্মন্যাসীদ্ বীজং ক্বচিৎ পুনঃ।
ভূকম্পতো গৃহে নষ্টে বীজাদ্ বৃক্ষশ্চিরাদভূৎ ॥৪০॥
নাম্নোবং শক্তিরীশস্য কদাপি ফলিতা ভবেৎ।
তুলসীকৃষ্ণনামাভ্যাং ভামাঽকার্ষীত্তুলাং হরেঃ ॥৪১॥
বিষং বিষধরস্যাস্যে ন তদ্ বাধাকরং ভবেৎ।
বাধতেঽন্যং তথেশস্য মায়াঽস্মান্ মুগ্ধতাং নয়েৎ ॥৪২।

হাতী কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে তাকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট ক'রে ফেলে। এইরূপ ভগবদ্‌ভাবরূপ হাতী ভক্তের শরীরের ভিতর প্রবেশ ক'রে সমস্ত কুভাবনা নষ্ট ক'রে ফেলে ॥ ৯॥

নামের মহিমা।

কোনও বাড়ীর কার্ণিশের উপর একটা অশ্বত্থের বীজ পড়ে ছিল। তারপর ভূমিকম্পে ঐ বাড়ী নষ্ট হ'য়ে গেলেও ঐ বীজ হ'তে কালান্তরে বৃক্ষ উৎপন্ন হ'ল। এইরূপ ঈশ্বরের নামেও মহাশক্তি নিহিত আছে। সময়ে তা থেকে ফল উৎপন্ন হবেই হবে। সত্যভামা একবার শ্রীকৃষ্ণকে ওজন করেছিলেন। তিনি পাল্লার একদিকে একটি তুলসী পাতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে রাখলেন। আর অন্য পাল্লায় শ্রীকৃষ্ণকে বসালেন। তখন দেখা গেল যে ঐ কৃষ্ণনাম-যুক্ত তুলসী পাতার দিকটা ভারি হ'য়েছে। তাৎপর্য এই যে ভগবান অপেক্ষা তাঁর নামের মাহাত্ম্য বেশী ॥৪০-৪১॥

সাপের মুখে বিষ থাকলেও তাতে তার কোনও অনিষ্ট হয় না। ঐ সাপে যাকে কামড়ায়, তারই অনিষ্ট হয়। এইরূপ ঈশ্বরের মায়া তাঁকে মোহিত ক'রতে পারে না, কিন্তু জীবকে মুগ্ধ ক'রে ফেলে ॥৪২॥

যৈর্মানুষাঃ শুচিভিরাত্মমনঃশরীরৈরর্হন্তি কর্তুমনীশং পরমেশলাভম্।
শয্যোপধানগৃহসেবকশিষ্যবৃন্দৈরৌচিত্যমেতি মলিনীকরণং ন তেষাম্ ॥৪৩॥

গ্রন্থান্ বার্তাপত্রকান্ বা লিখন্তু নৈনেনৈতে যান্তি লোকা মহত্ত্বাম্।
ঈশস্নেহামাত্রতো যোগতৈষাং পুষ্পং ভৃঙ্গার্থং বনেঽপি প্রসিদ্ধম্ ॥৪৪॥

প্রযত্নেনাপি মহতাঽহঙ্কারো নোপহন্যতে।
ছিন্নেঽপি মস্তকে ছাগকবন্ধং নৃত্যতৎপরম্ ॥৪৫॥

মনঃ স্থিতি-স্থাপকযন্ত্র-শয্যাসমং ভারেণানমিতং ক্রিয়েত।
ভারে হৃতে পূর্ব্ববদুন্নতং স্যাৎ সৎসঙ্গ-ভারো মনসাঽপ্যপেক্ষ্যঃ ॥৪৬॥

যে দেহ, মন ও আত্মার শুদ্ধি করে লোকে পরমেশ্বরকে লাভ ক'রতে পারে, সেই দেহ, মন ও আত্মাকে গুরুগিরিতে লাগিয়ে ঈশ্বরকে ছেড়ে বিছানা, বালিশ, গৃহ, সেবক, শিষ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করার সার্থকতা কি? তাতে মন মলিন হয়ে যায় এবং ভগবান থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে যায় ॥৪৩॥

অনেক বই লিখে কিম্বা খবরের কাগজে বড় বড় প্রবন্ধ লিখে মানুষ মহৎ হ'তে পারে না। কেবল ঈশ্বরের কৃপা হলেই মানুষের যোগ্যতা বাড়ে। নির্জন জঙ্গলের মধ্যে পুষ্প বিকশিত হয়। কিন্তু ভ্রমর ঐ পুষ্পের মধ্যে যে মধু আছে তার গন্ধ পেয়ে দূর জঙ্গলে গিয়ে মধু পান করে ॥৪৪॥

অনেক চেষ্টা করলেও মানুষের অহঙ্কার নষ্ট হয় না। ছাগলের মাথা কাটলেও তার ধড় কিছুকাল ছটফট করে অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর-লাভ হলেই মানুষের অহংকার অভিমান চিরতরে নষ্ট হয়ে যায় ॥৪৫॥

মন স্প্রিংয়ের বিছানার মত, তার উপর ভার চাপালেই অর্থাৎ চেপে বসলেই তা নীচে নামে, আবার ভার সরিয়ে নিলে পূর্বের মত আবার উঠে পড়ে। এইরূপ মনকে বশীভূত ক'রতে হ'লে সৎসঙ্গরূপ ভার চাপাতে হয় ॥৪৬॥

সাধনার্থং শরীরং তে স্বাধনাতঃ স্বদর্শনম্ ।
তবাত্মদর্শনে জাতে নৈবোভাভ্যাং প্রয়োজনম্ ॥৪৭॥

উন্মত্তানাং ধ্যানবার্তা স্ত্রীপ্রসঙ্গশ্চ যোগিনাম্ ।
গৃহিণাং জগমিথ্যাত্বং ত্রিতয়ং স্বাত্মবঞ্চনা ॥৪৮॥

সংগ্রহঃ

সরঘা সিক্থক-গৃহে মধুসঞ্চয়তৎপরা ।
অপরৈর্হৃতসর্বস্বা সারধূতগুরুস্ততঃ ॥৪৯॥

সংসারে তু সদা দোষঃ সর্বস্বহরণং ফলম্ ।
অধিকেন ন কোঽপ্যর্থঃ কুটুম্বং পরিপালয় ॥৫০॥

কেবল সাধনা করবার জন্যই তোমার শরীর। সেই সাধনের দ্বারাই তুমি আত্মদর্শন ক'রতে পারবে। আত্মদর্শন হ'লে শরীর ও সাধনের কোনই প্রয়োজন থাকে না ॥৪৭॥

পাগলের পক্ষে ভগবদ্-ধ্যানের কথা, যোগীদের পক্ষে স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ, আর গৃহীদের পক্ষে জগৎকে মিথ্যা বলা এই তিনটিই আত্মপ্রবঞ্চনা ॥৪৮॥

সংগ্রহঃ।

মৌমাছি তার মোমের ঘরে মধু সঞ্চয় ক'রতে থাকে। অন্যলোক এসে তার সঞ্চিত মধু সব লুঠে নিয়ে যায়। এইভাবে সঞ্চয়ের পরিণাম দেখে অবধূত মৌমাছিকে গুরু করে 'সঞ্চয় করতে নেই' এই শিক্ষা লাভ করলেন ॥৪ ॥

সংসারে সর্ববিধ সঞ্চয়ই দোষাবহ। এতে সর্বস্ব হরণরূপ ফল হয়। বেশী অর্থ সঞ্চয় ক'রে কোনও লাভ নেই। কেবল পরিবার-পোষণের জন্য যতটা ধন দরকার তুমি ততটা ধন উপার্জন কর ॥৫০॥

ধ্যানম্

গতাগতপরে লোকে সবাদ্যে বরযাত্রিণি।
লক্ষ্যে বদ্ধমনা ব্যাধোঽবধূতস্য গুরুঃ পরঃ ॥৫১॥
নবপ্রস্থানি বৃন্তাকী সহস্রং বস্ত্রবিক্রয়ী।
হীরকস্যাবদন্মূল্যং লক্ষং রত্নপরীক্ষকঃ ॥৫২॥
সচ্চিদানন্দমূল্যং তু দ্বিত্রা জানন্তি সজ্জনাঃ।
কথং বৃন্তাকবিক্রেতা বদেদ্ধীরকমূল্যকম্ ॥৫৩॥
সংসারে সারমাদায় সিদ্ধোঽসারং পরিত্যজেৎ।
হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে জলং ত্যজতি তদ্গতম্ ॥৫৪॥

ধ্যান।

কোনও ব্যাধ নিজ লক্ষ্যের প্রতি এত একাগ্র ছিল যে লোকের যাতায়াত আর বাদ্য বাজিয়ে বরযাত্রীদের গমন সে লক্ষ্যই ক'রে নি। এই দেখে অবধূত তাকে গুরু বানালেন এবং এই শিক্ষালাভ করলেন যে ভগবান লাভের জন্য এতটা একাগ্র-চিত্ত হয়ে জগতসংসার ভুলে ধ্যানপরায়ণ হওয়া একান্ত দরকার ॥৫১॥

জনৈক লোক একখণ্ড হীরকের মূল্য জানতে চাইল। বেগুন-বিক্রেতা ব'লল এর বদলে আমি ন'সের বেগুন দিতে পারি। বস্ত্র-বিক্রেতা হাজার টাকা দাম বলল। আর রত্ন-বিক্রেতা ঐ রত্নটি ভালভাবে পরীক্ষা করে বলল যে এর দাম এক লক্ষ টাকা ॥৫২॥

সচ্চিদানন্দ ভগবানকে পাওয়ার মূল্য কেবল অল্প সংখ্যক মহাত্মারাই ব'লতে পারেন। সুতরাং বেগুন বিক্রেতা কি ক'রে হীরের দাম জানবে? অর্থাৎ সাধারণ লোক সচ্চিদানন্দ ভগবানের মূল্য কি করে জানবে? ॥৫৩॥

এ সংসারে সার বস্তু গ্রহণ ক'রে অসার বস্তু ত্যাষ করা উচিত। যেমন রাজহংস কোনও পাত্রে দুধ ও জল মিশে থাকলে তার মধ্য হ'তে দুধ গ্রহণ ক'রে জল ত্যাগ করে ॥৫৪॥

পৃষৎকশয্যাশয়নঃ সশোকঃ পিতামহঃ পাণ্ডুসুতানুবাচ।
নারায়ণো নিত্যময়ং সহায়ো নান্তোঽস্তি যুষ্মদ্বিপদাং তথাপি ॥৫৫॥

সংসারঃ স্বপ্নবদসত্যঃ

কুটুম্বিনো জ্ঞানবতো মৃতোঽভূদ্ বিষূচিকাক্রান্তবপুঃ পরাসুঃ।
সর্বান্ সশোকানধিকং প্রশান্তঃ পিতোক্তবান্ কিং মম নাস্তি দুঃখম্ ?৫৬॥

স্বপ্নে স্বয়ং ভূপতিরদ্য জাতঃ সপ্তাত্মজা মে রুচিরাস্তথাসন্।
রাজ্যং বিনষ্টং সমুতং প্রভাতে তথাপি শান্তোঽস্মি কুতোঽসুখং বঃ ॥৫৭॥

শরশয্যায় শুয়ে পিতামহ ভীষ্ম শোকসন্তপ্ত চিত্তে পাণ্ডবদের বললেন — 'সাক্ষাৎ নারায়ণ সর্বদা তোমাদের সহায়ক থাকা সত্ত্বেও, তোমাদের বিপদের অন্ত নেই। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হ'তে পারে' ? ॥৫৫॥

সংসার স্বপ্নের ন্যায় অসত্য।

কোনও জ্ঞানী গৃহস্থের একমাত্র ছেলে হঠাৎ কলেরা হ'য়ে মারা গেল। বাড়ীর সকলেই শোক ক'রতে লাগল, কিন্তু গৃহস্থ প্রশান্ত চিত্তে তাদের ব'লল, "আমার কি দুঃখ হচ্ছে না। গত রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে আমি রাজা হয়েছি, আর আমার সাতটি সুন্দর ছেলে হ'য়েছে। কিন্তু সকালে উঠে দেখি যে আমার রাজ্য ও পুত্র সবই নষ্ট হ'য়ে গেছে। এখন আমি—এই একটি পুত্রের জন্য শোক করব—না যে রাজত্ব ও সাত ছেলে লাভ করেছিলামতার জন্য শোক করব ? তোমরা এই এক ছেলের জন্য দুঃখ করছ কেন ?" ॥৫৬-৫৭॥

সাংখ্যম্

সাংখ্যাখ্য-দর্শনমতে পুরুষোঽস্ত্যকর্তা
দাসীব কার্যমখিলং প্রকৃতিঃ করোতি।
আদেশবাংস্তু পুরুষঃ "ক্রিয়তামিদং" সা
ব্রূতে ময়া কৃতমিদং বদ কিং বিধেয়ম্ ॥৫৮॥

শক্তিঃ পরং ব্রহ্ম চ ভেদশূন্যে যঃ পূরুষঃ সা প্রকৃতিঃ প্রতীতা।
একঃ পদার্থঃ কিল কার্যভেদাদ্ দ্বেধা, স্থিরোঽহির্গতিমান্ কদাপি ॥৫৯॥

স্থিরে ভুজঙ্গপুরুষে প্রকৃতির্ন ততঃ পৃথক্।
তস্মিংশ্চলে পৃথগ্‌ভূতা সা স্বকার্যকরী মতা ॥৬০॥

সাংখ্য।

সাংখ্যদর্শনের মতানুসারে পুরুষ অকর্তা, আর প্রকৃতিই পুরুষের অবস্থিতিতে সমস্ত কার্য করে। আদেশদাতা পুরুষ বলেন—"এই কাজ কর, ওই কাজ কর।" আর প্রকৃতি বলেন—"প্রভু! আমিসব করে দিয়েছি, আর কি করব?" ॥৫৮॥

শক্তি ও পরব্রহ্ম অভিন্ন, পুরুষই প্রকৃতি হ'য়ে যান। একই বস্তু কার্য-বশে দুই রূপ ধারণ করে, কখনও স্থির আর কখনও গতিশীল ॥৫৯॥

যেমন সাপ কখনও স্থির থাকে আর কখনো গতিশীল হয়। স্থির হ'লেই পুরুষ, আর ক্রিয়াশীল হলেই তাকে প্রকৃতি বলা হয় ॥৬০॥

বেদান্তম্

জাগ্রজ্জগৎ স্বপ্নসমং ন সত্যং মায়াময়ং ভ্রান্তিমদিন্দ্রজালম্।
বেদান্তদৃষ্ট্যা চিতিরেব বস্তু সর্বাস্ববস্থাস্বপি সাক্ষিরূপম্ ॥৬১॥

কশ্চিদ্ধনী সমুপবেশ্য নিজাসনে স্বং প্রত্নং ভুজিষ্যমথ সাদরমুক্তবাংস্তম্।
অত্যাবয়ো রজনি সত্যমভেদবুদ্ধিরদ্বৈত-তত্ত্বমিদমাত্মরহস্যরূপম্ ॥৬২॥

ভগবান্ নরেন্দ্রং প্রতি

কর্ণে শূলমিবাজনি শ্রবণতো নিত্যং বচঃ স্বার্থিনাং
তৎ কস্মৈচন-হৃদ্গতং কথায়তুং মন্মানসং ব্যাকুলম্।

বেদান্ত।

জাগ্রত অবস্থায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎ স্বপ্ন-তুল্য মিথ্যা আর ভ্রম-উৎপাদন-কারী মায়াময় ইন্দ্রজাল। বেদান্তের দৃষ্টিতে চৈতন্যই একমাত্র সত্য বস্তু, যা সকল অবস্থায় সাক্ষিরূপে বিরাজমান ॥৬১॥

দীর্ঘদিনের কাজকর্মে তুষ্ট হয়ে কোনও ধনী ব্যক্তি তার পুরাতন চাকরকে নিজের পাশের আসনে বসিয়ে বললেন—"আজ থেকে তুমি ও আমি অভিন্ন অর্থাৎ তুমিও যা আমিও তা।" এরই নাম অদ্বৈততত্ত্ব ও আত্মার রহস্য। পরমাত্মা প্রসন্ন হয়ে জীবাত্মাকে নিজের সঙ্গে মিলিত করে মুক্ত করে দেন ॥৬২॥

ভগবান নরেন্দ্রের প্রতি।

আজ পর্যন্ত স্বার্থান্ধ বিষয়ী লোকদের কথা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে। আমার মনের কথা কাকে বলি? মনের কথা

ত্বং প্রাপ্তোঽসি চিরাৎ পুরাতনমুনির্নারায়ণো মূর্তিমান্
নৃণাং দুর্গতিবারণায় নিয়তং লোকেঽবতীর্ণঃ স্বয়ম্ ॥৬৩॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রাং "মার্গনির্দেশো নাম" ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

বলার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে আছে। তুমি সেই সাক্ষাৎ আদি-নারায়ণ ঋষি সংসারের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে ॥৬৩॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণউপদেশসাহস্রীর মার্গনির্দেশা নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ ঈশ্বরদর্শনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

ঈশ্বরদর্শনং

মার্গেণ নদ্যাঃ কুটিলেন গচ্ছন্ চিরেণ গন্তব্যপদং প্রয়াতি।
প্লাবে তু শীঘ্রং সরলাধ্বনেশলাভে তথর্জুঃ খলু ভক্তিমার্গঃ ॥১।
ঈশামৃতাব্ধিমভ্যেতুং মার্গাঃ সন্তি সহস্রশঃ।
যেন কেনাপি মার্গেণ গন্তব্যোঽসৌ মহোদধিঃ ॥২॥
অমৃতপ্রাশনাদেব সুধাকুণ্ডে তু কুত্রচিৎ।
মর্ত্যোঽমরত্বমাপ্নোতি নাস্তি মার্গবিচারণা ॥৩॥
স্বয়মুৎপ্লুত্য বা তত্র সোপানক্রমশোঽথবা।
বলাদ্বা পাতিতোঽন্যেন ফলমেকং নরোঽমরঃ ॥৪॥

ঈশ্বর দর্শন।

নদীর আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে গেলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে অনেক সময় লাগে। কিন্তু বন্যা হ'লে সোজা পথে মানুষ অল্পক্ষণের মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যেতে পারে। ঈশ্বরলাভের পক্ষে ভক্তিমার্গই সর্বাপেক্ষা সরল পথ ॥১॥

ঈশ্বর-স্বরূপ অমৃতসাগরে যাওয়ার অসংখ্য রাস্তা আছে। সাধকরা যে কোনো রাস্তায়ই যান না কেন, সেই মহাসাগরই তাঁদের গন্তব্যস্থান ॥২॥

কোনও অমৃতকুণ্ডে গিয়ে সুধাপান করলেই মানুষ অমর হয়। কোন্ রাস্তায় অমৃতকুণ্ডে পৌঁছাতে হ'বে তার বিচারের কোন প্রয়োজন নেই ॥৩॥

সেই অমৃতকুণ্ডে মানুষ নিজে লাফিয়ে পড়ুক, অথবা ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কুণ্ডে পৌঁছুক, কিংবা অন্যলোকের ধাক্কায় অমৃত কুণ্ডে পড়ে যাক, সকল উপায়েরই একমাত্র ফল হবে 'অমরত্ব' লাভ ॥৪॥

যে ভক্তি-জ্ঞান-কর্মাখ্যাঃ পন্থানঃ প্রথিতাঃ শুভাঃ।
কেনাপি তেষু মনসা গমনাৎ প্রাপ্যতে শিবঃ ॥৫॥
প্রভুর্জ্ঞানরবিস্তস্য কৃপা চেদ্দর্শনং ভবেৎ।
তস্যৈকেনাংশুনা লোকে জ্ঞানালোকঃ প্রকাশ্যতে ॥৬॥
যেনালং বয়মন্যোঽন্যং জ্ঞাতুং বিদ্যাশ্চ শিক্ষিতুম্।
স্বস্যাহিতপ্রকাশস্য দর্শনং তু ভবেৎ প্রভোঃ ॥৮॥
সার্জন্টো দীপপাণিঃ সন্ ভ্রাম্যতীতস্ততো নিশি।
নেক্ষতে তন্মুখং কোঽপি পশ্যেৎ সর্বমুখানি সঃ ॥৮॥
যদি দীপধরো ভাসং কৃপয়া স্বমুখোপরি
পাতয়েৎ তন্মুখস্যাপি দর্শনং সুকরং ভবেৎ ॥৯॥

ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ এই তিন পথই ঈশ্বরলাভের জন্য প্রশস্ত। ঐ তিন পথের কোনো একটি পথ ধ'রে অনন্যচিত্তে ব্যাকুল হয়ে চল্‌তে থাকলে নিশ্চয়ই সেই আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করা যায় ॥৫॥

ভগবান্ জ্ঞানসূর্যস্বরূপ। তাঁর কৃপা হ'লেই (তাঁর) দর্শনলাভ হয়। ঐ জ্ঞানসূর্যের একটি মাত্র কিরণ-কণিকায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায় ॥৬॥

এই জ্ঞানালোকের দ্বারা আমরা একে অপরের স্বরূপ জান্‌তে পারি এবং বিবিধ জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হই। যখন ভগবান্ কৃপা ক'রে আপনাকে প্রকাশিত করেন, কেবল তখনই মানুষ সেই প্রভুর দর্শন পেতে পারে ॥৭॥

সার্জেন্ট সাহেব রাত্রিতে লণ্ঠন নিয়ে (সর্বত্র) এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ করেন। কেউই তাঁর মুখ দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলের মুখ দেখতে পান ॥৮॥

যদি তিনি কৃপা ক'রে ঐ দীপের আলো নিজের মুখের ওপর ফেলেন, তবে তাঁর মুখও আমরা অনায়াসে দেখতে পাই ॥৯॥

এবং চেদীশ্বরঃ কুর্যাদ্‌জ্ঞানালোকং নিজাননে।
অনুকম্পাপরস্তস্যাপ্যাস্যং সুলভদর্শনম্ ॥১০॥

নেশো গোচরতাং যাতি নরাণাং চর্মচক্ষুষাম্।
অনিশং সাধনাসক্তৈঃ প্রাপ্যা প্রেমময়ী তনুঃ ॥১১॥

যদি প্রেমময়ং নেত্রং শ্রুতিঃ প্রেমময়ী তথা।
চক্ষুষৈতেন দৃশ্যঃ স শ্রুত্যা শ্রব্যঞ্চ তদ্বচঃ ॥১২॥

পাণ্ডুরোগী নরঃ পশ্যেৎ পীতবর্ণং যথা জগৎ।
তথৈবাত্যন্তিকপ্রেম্না ভবেদীশময়ী হি দিক্ ॥১৩॥

যথা দীপশিখাসক্তদৃষ্টেঃ সর্বং শিখাময়ম্।
ঈশচিন্তাপরস্যৈবং যান্তি তন্ময়তাং দিশঃ ॥১৪॥

এইরূপ যদি ভগবান্ কৃপাপরবশ হয়ে জ্ঞানের আলো নিজের মুখের ওপর ফেলেন, তবে তাঁর দর্শনও সুলভ হ'তে পারে ॥১০॥

মানুষের এই চর্মচক্ষে ঈশ্বরদর্শন সম্ভব নয়; যারা নিরন্তর সাধনা ক'রে থাকেন, তাঁরাই ভগবদ্ভাবের প্রেমময় শরীর প্রাপ্ত হন ॥১১॥

যদি চক্ষু ও কর্ণ প্রেমময় হয়, তবে সেই প্রেমচোখে ভগবানকে দেখা যায়; আর সেই প্রেমকর্ণে তাঁর কথাও শোনা যায় ॥১২॥

পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন সমস্ত জগৎকে হলদে দেখে, তেমনি ভগবানের প্রতি আত্যন্তিক প্রেম হ'লে সকল দিকই ঈশ্বরময় হয়ে যায় অর্থাৎ সকল দিকেই ঈশ্বর দর্শন হয়।

যেরূপ দীপশিখার ওপর নিরন্তর দৃষ্টি রাখলে সর্বত্র দীপজ্যোতি দেখা যায়, সেইরূপ সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তায় ডুবে থাকলে সকল দিকেই ঈশ্বরদর্শন হয়ে থাকে ॥১৪॥

ঈশ্বরে জায়তে প্রেম নিত্যং নিষ্কাম-কর্মণা।
ক্রমেণ তৎকৃপালাভে প্রভুঃ প্রাপ্তো ভবত্যসৌ ॥১৫॥

প্রত্যক্ষং দর্শনং তস্য তেন সাকঞ্চ ভাষণম্।
নাসম্ভবং তব যথা মম বাত্র ত্বয়া সহ ॥১৬॥

প্রবর্তকঃ সাধকশ্চ সিদ্ধঃ সিদ্ধস্য সিদ্ধকঃ।
ভক্তাশ্চতুর্বিধা জ্ঞেয়া আদ্যস্তত্র প্রবর্তকঃ ॥১৭॥

মালাতিলকপুণ্ড্রাঙ্কো বাহ্যাচারযুতস্তু সঃ।
সাধকঃ প্রভুলাভার্থং নিত্যং ব্যাকুলিতান্তরঃ ॥১৮॥

প্রেম্না তমাহ্বয়েচ্ছ্রদ্ধঃ প্রার্থয়েন্নামকীর্তনৈঃ ;
ঈশঃ সর্বকৃদস্ত্যেবং যদ্বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা ॥১৯॥

নিরন্তর নিষ্কাম কর্ম করলে ভগবানের প্রতি প্রেম জন্মে। তারপর ক্রমশঃ তাঁর কৃপা হ'লে প্রভুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥১৫॥

যেরূপ তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়ে থাকে, সেইরূপ ভগবানের প্রত্যক্ষদর্শন হলে তাঁর সঙ্গেও বার্তালাপ হ'তে পারে ॥১৬॥

ভক্ত চার প্রকার—প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ এবং সিদ্ধের সিদ্ধ। এদের মধ্যে প্রবর্তক প্রথম স্তরের ভক্ত ॥১৭॥

প্রবর্তক ভক্ত মালা, তিলক, ত্রিপুণ্ড্র প্রভৃতি বাহ্য ভেক্ ধারণে নিরত থাকে। আর সাধকভক্ত নিরন্তর ভগবল্লাভের জন্য ব্যাকুল থাকেন ॥১৮॥

এই সাধকভক্ত শ্রদ্ধার সহিত ভগবানকে আরাধনা করেন এবং তাঁর নাম কীর্তন ক'রে প্রার্থনা করেন। 'ঈশ্বর আছেন, আর তিনি সব করেন' সাধকের এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়ে থাকে ॥১৯॥

স সিদ্ধঃ কথ্যতে ভক্তো যঃ সাক্ষাৎ পশ্যতীশ্বরম্।
সিদ্ধস্য সিদ্ধঃ সংলাপং কুরুতে প্রভুণা সহ ॥২০॥
পিতৃ-বাৎসল্য-সখ্যাখ্যৈর্ভাবৈর্মধুরভাবতঃ।
মহতো মহতস্তস্য নান্তোঽস্তীশস্য তত্ত্বতঃ ॥২১॥
কাষ্ঠেঽগ্নিরিতি বিশ্বাসস্তথা কাষ্ঠোত্থ-বহ্নিনা।
সিদ্ধপাকাস্বাদতৃপ্তির্নৈকত্বং গন্তুমর্হতঃ ॥২২॥
ন কর্মণা বিনেশস্য দর্শনং শক্যসম্ভবম্।
ধ্যানং দানং জপো যজ্ঞো নিখিলং কর্মসংজ্ঞিতম্ ॥২৩॥
বিনা কর্ম কুতো ভক্তির্বিনা কর্ম কুতঃ প্রভুঃ।
বিনা শৈবালনিষ্কাশং ন সরোজলদর্শনম্ ॥২৪॥

তাঁকেই সিদ্ধ ভক্ত বলে, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দর্শন করেন। সিদ্ধদের মধ্যে যিনি সিদ্ধভক্ত তিনি শ্রীপ্রভুর সঙ্গে কথাও বলতে পারেন ॥২০॥

ভক্তদের মধ্যে যিনি সিদ্ধ ভক্ত তাঁর মনে সাধনার সময়ে ভগবানের প্রতি পিতৃভাব, বাৎসল্যভাব, সখ্যভাব বা মধুরভাব থাকে; বস্তুতঃ ঈশ্বর মহান হ'তেও মহান এবং তিনি অনাদি অনন্ত ॥২১॥

যেরূপ 'কাষ্ঠে অগ্নি আছে', এই বিশ্বাস, আর ঐ কাষ্ঠ হ'তে অগ্নি উৎপন্ন ক'রে তা দিয়ে রান্না ক'রে অন্নের আস্বাদে তৃপ্ত হওয়া—এ দু'টি ভিন্ন বিষয়, সেরূপ ঈশ্বর আছেন আর তাঁকে দর্শন করে আনন্দ লাভ করা—এ দু'টি ভিন্ন কথা অর্থাৎ এ-দুই অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ॥২২॥

শুভ কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বিনা ঈশ্বরকে দর্শন করা সম্ভব নয়। ধ্যান, দান, জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্তই শুভ কর্ম-নামে অভিহিত ॥২৩॥

কর্ম (অর্থাৎ প্রযত্ন) বিনা ভক্তি কোথায়, আর কর্ম বিনা প্রভুকে পাওয়া যাবে কেমন করে? পুকুরের জলের উপর বিস্তৃত পানা না সরালে যেমন শুদ্ধ জল পাওয়া যায় না, তেমনি পরিশ্রম না করলে ঈশ্বরলাভ করাও সম্ভব নয় ॥২৪॥

পয়সো দধি দধ্নশ্চ নবনীতমবাপ্যতে।
স্বাতন্ত্র্যং কর্মণস্তত্র সিদ্ধিস্তেন বিনা কুতঃ ॥২৫॥
জপেনেশ্বরলাভঃ স্যান্নির্জনে রহসি স্থিতঃ।
নাম গৃহ্ণন্ কৃপাপাত্রং জায়তে দর্শনং ততঃ ॥২৬॥
ঈশ্বরোঽস্তীশ্বরোঽস্তীতি ভাষণং নিষ্ফলং ভবেৎ।
তৎপ্রাপ্ত্যর্থং ব্যাকুলস্য সাধনেন প্রয়োজনম্ ॥২৭॥
বৃহন্মৎস্যস্য লাভার্থমপেক্ষ্যং বড়িশাদিকম্।
'জলে মৎস্যো জলে মৎস্য' ইতি চিন্তা তু নিষ্ফলা ॥২৮॥
কৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম নিগ্রহানুগ্রহক্ষমঃ।
সাধনাভিরতঃ সোঽপি লোকসংগ্রহহেতবে ॥২৯॥

দুধ জমিয়ে দই আর দই মন্থন করলে মাখন পাওয়া যায়। এই সবের দ্বারা কর্ম্মেরই প্রাধান্য সূচিত হয়। কর্ম না করলে সিদ্ধিলাভ কিরূপে সম্ভব হবে ?২৫॥

নামজপ ভগবানকে লাভ করবার সাধনস্বরূপ। নির্জনে ব'সে নামকীর্তন করলেই তাঁর কৃপা ও দর্শন লাভ হয় ॥২৬॥

'ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন' একথা কেবল মাত্র মুখে বলা নিষ্ফল; পরন্তু তাঁকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে সাধনা করা আবশ্যক ॥২৭॥

বড় মাছ ধরার জন্য বরশী জাল ইত্যাদি আবশ্যক। 'জলে মাছ আছে, জলে মাছ আছে' কেবল একথা চিন্তা করলে মাছ ধরা যায় না ॥২৮॥

কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ, তিনি অনুগ্রহ-নিগ্রহ করতে সমর্থ; তথাপি লোকের সামনে আদর্শ উপস্থাপিত করার জন্যে তিনি নিজেও সাধন করেছিলেন ॥২৯॥

সাশ্রুনেত্রং সরোমাঞ্চং গাত্রঞ্চেন্নামমাত্রতঃ।
তদৈব বিলয়ং যাতি কাম-কাঞ্চন-দোহদম্ ॥৩০॥

বিষয়ৈকরসক্লিন্নং মানসং ন ভবেদলম্।
ঈশভাবোদ্দীপনায় শোষ্যাতো বিষয়াদ্র্ তা ॥৩১॥

বিদ্যাবিদ্যা দ্বিধা মায়া সদসৎ-ফলদায়িকা।
বিবেকাদি-স্বরূপাদ্যা কামক্রোধাদিকা পরা ॥৩২॥

সূতে কৃপাং প্রভোঃ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী।
আদ্যা শক্তির্মহামায়া সা প্রসাদ্যা প্রযত্নতঃ ॥৩৩॥

উদ্ঘাটিতে তয়া দ্বারে প্রবেশোহন্তর্ভবেৎ সুখম্।
অস্মাকমন্যথা বাহ্যবস্তুনামেব দর্শনম্ ॥৩৪॥

যে সময় ভগবানের নাম নিলেই চোখে জল আসে, আর দেহ পুলকিত হয়, তখনই বিষয়-বাসনা ও ভোগাসক্তি লোপ হয়ে যায় ॥৩০॥

একমাত্র বিষয়-রসে যে মন সিক্ত, তাতে ঈশ্বরভাব উদ্দীপিত হয় না। এইজন্য প্রথমে মন থেকে বিষয়াসক্তি দূর করতে হয় ॥৩১॥

মায়া দুই প্রকার—বিদ্যা ও অবিদ্যা; এরা সৎ ও অসৎ ফল দেয়। বিদ্যামায়া বিবেকবৈরাগ্য-স্বরূপ, আর অবিদ্যামায়া কাম, ক্রোধ, লোভ-প্রভৃতি-স্বরূপ ॥৩২॥

সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী আদ্যাশক্তি মহামায়া শ্রীভগবানের কৃপালাভে সাহায্য করেন; এইজন্য ঐ মহামায়াকে প্রযত্ন করে প্রসন্ন করা উচিত ॥৩৩॥

যদি ঐ আদ্যাশক্তি মহামায়া দরজা খুলে দেন, তবেই সাধক সহজে ঈশ্বরদর্শনের জন্য ভিতরে প্রবিষ্ট হ'তে পারে। অন্যথা তাঁর দরজা বন্ধ থাকলে কেবল বাহ্যবস্তু অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থেরই দর্শন হয়ে থাকে ॥৩৪॥

দেবৈরপি মহামায়া পুজিতা প্রার্থিতা পুনঃ।
মধুকৈটভ-নাশার্থং পুরাণে শ্রূয়তে কথা ॥৩৫॥
আলম্ব্য মাতরং হস্তপাদাভ্যাং কপিবালকাঃ।
আত্মনির্ভরতামেত্য স্বরক্ষাং কর্তুমুদ্যতাঃ ॥৩৬॥
ক্রিয়াশূন্যতয়া নিত্যং বিড়ালশিশবঃ পরম্।
মীউমীউকরা মাত্রা নীয়ন্তে পরিতো মুখে ॥৩৭॥
স্বোদ্ধারার্থং তপোধ্যান-জপাসক্তাস্তু কেচন।
ঈশং সমবলম্বন্তে কপীনামর্ভকা যথা ॥৩৮॥
ঈশ্বরার্পিত-সর্বস্বাস্তিষ্ঠন্তি জড়বৎ স্বয়ম্।
মার্জার-শিশুবৎ কেচিদ্ ভক্তাস্ত্যক্তক্রিয়াঃ পুনঃ ॥৩৯॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে—মধু ও কৈটভ নামক অসুর-দ্বয়কে বধ করবার জন্য দেবতারা এই মহামায়ার পূজা ও প্রার্থনা করেছিলেন ।।৩৫।।

বানরের বাচ্চা নিজের হাত পা দিয়ে তার মাকে ধ'রে থাকে। এইরূপে আত্মনির্ভর হয়ে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় ।।৩৬।।

কিন্তু বিড়ালের ছানা নিজে কিছু করে না; কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে আর তার মা তাকে মুখে করে এদিক ওদিক নিয়ে যায় ।।৩৭।।

এইরূপ বানরের বাচ্চার মত কোন কোন সাধক নিজ মুক্তির জন্য পুরুষকার অবলম্বন করে তপস্যা, ধ্যান, জপ প্রভৃতি সাধনে তৎপর থেকে ঈশ্বরকে লাভ করার চেষ্টা করেন ।।৩৮।।

আর কোনো কোনো ভক্ত-সাধক বিড়ালের ছানার মতো নিজে কোনো-রূপ প্রযত্ন না করে সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানের উপর নির্ভরশীল হয়ে অবস্থান করেন ।।৩৯।।

ভগবল্লাভসিদ্ধ্যর্থং পঞ্চভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
শান্তত্বদাস্যসখ্যানি বাৎসল্যং মধুরস্তথা ॥৪০॥

মুনীনাং শান্তভাবোঽভূন্নৈতেষাং ভোগবাসনা।
রামার্থং সিংহবিক্রান্তস্যাসীদ্দাস্যং হনূমতঃ ॥৪১॥

স্বামিসেবাপ্রসক্তায়া দাসীভাবস্তথা শ্রিয়ঃ।
সেবানুরক্তচিত্তস্য মমাপি পুনরল্পশঃ ॥৪২॥

সখ্যভাবস্তু বন্ধুত্বং সুদাম্নঃ শ্রীহরিং প্রতি।
বাৎসল্যং শ্রীযশোদায়াঃ কৃষ্ণে নিরুপমং পুনঃ ॥৪৩॥

মধুরঃ সর্বভাবনামাধারঃ স্ত্রীষু দৃশ্যতে।
স্বাভাবিকেন ভাবেন পূজনীয়ঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥৪৪॥

ভগবান্‌কে লাভ করবার জন্য পাঁচ প্রকার ভাব কথিত আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ।।৪০।।

মুনি-ঋষিদের শান্ত ভাব ছিল। তাঁদের হৃদয়ে কোনপ্রকার ভোগবাসনা ছিল না। সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী হনুমানের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দাস্যভাব ছিল ।।৪১।।

নিজ পতির সেবায় সদা তৎপর লক্ষ্মীদেবীর দাসীভাব ছিল। ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণসেবানুরক্তচিত্ত আমারও তাঁর প্রতি অংশতঃ দাসীভাব আছে ।।৪২।।

বন্ধু-প্রীতিকে সখ্যভাব বলা হয়, যেমন সুদামার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ছিল। মা যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুপম বাৎসল্য-ভাব ছিল। ৪৩।।

মধুরভাব অন্য সকল ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্ত্রীলোকের পতির প্রতি এইভাব দেখা যায়। শ্রীপতি ভগবানের আরাধনা নিজ ভাবানুসারেই (ভাবেই) করা উচিত ।।৪৪।।

ঈশ্বরঃ কল্পবৃক্ষোঽয়ং যেন ভাবেন তং নরঃ ।
উপেয়াত্তমনুপ্রাপ্য শুভাশুভলান্বিতঃ ॥৪৫।

বৃক্ষ-পুষ্প-ফলাদীনি পশ্যন্ত্যুদ্যানে চিত্রাণি ।
জনা উপরনাধ্যক্ষমন্বেষ্টারো ন কথঞ্চন ॥৪৬॥

অধ্যক্ষদর্শনং মুখ্যং তেন সার্ধং তথা বচঃ ।
মগ্নং যদি মনস্তস্মিন্ দর্শনং স্যান্ন সংশয়ঃ ॥৪৭॥

রামং জ্ঞাতুং ধ্রুবং কার্যা জানকী-প্রেমভাবনা ।
শিবে শর্বাণীভাবস্তু প্রকৃতেঃ প্রেম পূরুষে ॥৪৮॥

ঈদৃশং সচ্চিদানন্দে প্রেম কার্যং নিরন্তরম্ ।
সখীভাবান্মাতৃভাবাদ্দাসীভাবাদিদং ত্রিধা ।।৪৯।।

ঈশ্বর কল্পবৃক্ষের তুল্য. তাঁর কাছে মানুষ যে কোনোভাব আশ্রয় করে যাবে, সেই ভাবই প্রাপ্ত হবে ও শুভাশুভ-ফলভোগ করবে ।।৪৫।।

সাধারণতঃ লোকেরা উদ্যানে গিয়ে কেবল বিচিত্র বৃক্ষ, ফুল, ফল, প্রভৃতি দেখেই তৃপ্তি হয়ে যায়। কিন্তু ঐ উদ্যানের মালিকের কোনো খোঁজ করে না ।।৪৬।।

উদ্যানের মালিককে দর্শন করা এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলাই প্রধান কাজ। এইরূপ যদি মন ঈশ্বরে লীন হয়ে যায়, তাঁর দর্শন নিশ্চিতই পাওয়া যায় ।।৪৭।।

শ্রীরামচন্দ্রকে জান্‌বার জন্য জানকীর মত প্রেমভাব আবশ্যক। শিব-লাভের জন্য শিবানীর প্রেম এবং পুরুষকে জানবার নিমিত্ত প্রকৃতির প্রেমই আদর্শ ।।৪৮।।

এইরূপ সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌কে লাভ করার জন্য সখীভাব, মাতৃভাব অথবা দাসীভাব এই তিন ভাব আধার অনুসারে নিরন্তর অনুশীলনীয় ।।৪৯।।

বিষয়াস্বাদতো লব্ধাদ্ দুঃখোদর্কাৎ সুখান্ননু।
ভগবদ্দর্শনানন্দঃ কোটিকোটিগুণাধিকঃ ॥৫০॥

উন্মত্তবদ্ভবেদ্ভক্তঃ পরেশাপ্তিপরঃ পরম্।
অর্থকামপ্রসক্তস্য নাশা কাপ্যমৃতাগমে ॥৫১॥

মায়াহঙ্কাররূপেয়ং সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
জীবন্মুক্তো ভবেজ্জীবশ্চেদহং তস্য নশ্যতি ॥৫২॥

যথা মেঘাবৃতঃ সূর্যো ন স্যান্নয়নগোচরঃ।
দর্শনার্হো ন জায়েত তথা মায়াবৃতঃ পরঃ ॥৫৩॥

সমীপস্থোঽপি ভগবান্ অহঙ্কারান্ন দৃশ্যতে।
নালমালোকিতুং কোঽপি পট ব্যবহিতং মুখম্ ॥৫৪॥

বিষয় ভোগ ক'রে যে সুখ লাভ হয়, তার পরিণামে দুঃখই হয়ে থাকে। এই বিষয়ভোগজন্য ক্ষণিক সুখ হ'তে ভগবদ্দর্শনের আনন্দ কোটি কোটি গুণ বেশী ॥৫০॥

ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল ভক্ত পাগলের ন্যায় হয়ে যায়। কামকাঞ্চনে আসক্ত মানবের ভূমানন্দপ্রাপ্তির কোনোই আশা নেই ॥৫১॥

এই অহঙ্কাররূপী মায়া সকল বস্তুকে আবৃত করে বসে আছে। যদি মানুষের এই অহঙ্কার নষ্ট হয় তবেই সে জীবন্মুক্ত হয়ে যায় ॥ ২॥

যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন সূর্য নয়নগোচর হয় না, সেইরূপ মায়াদ্বারা আবৃত-চক্ষু ব্যক্তির পক্ষে ভগবানকেও দর্শন করা সম্ভব হয় না ॥৫৩॥

সর্বব্যাপী ভগবান অতি নিকটে থাকা সত্ত্বেও (মানুষের) অহঙ্কার থাকার দরুন তিনি দৃষ্ট হন না, যেরূপ বস্ত্রে ঢাকা মুখ কেহই দেখ্‌তে পায় না ॥৫৪॥

লক্ষণো ন ক্ষমো দ্রষ্টুং সীতামায়াবৃতেক্ষণঃ।
অপি রামং স্থিতং তস্য সার্ধহস্তদ্বয়ান্তরে ॥৫৫॥
চিত্তশুদ্ধিং বিনাঽলভ্যং ভগবদ্দর্শনং সুখম্।
কামক্রোধাদিবর্গস্য ত্যাগশ্চিত্তস্য শুদ্ধতা ॥৫৬॥
চুম্বকাকর্ষণাযোগ্যা সূচী পঙ্কমলাবৃতা।
অর্থকামাবৃতং চিত্তমীশেনাকৃষ্যতে কথম্ ॥৫৭॥
দেহে যাবদহঙ্কারস্তাবদজ্ঞানবশ্যতা।
অন্তরায়ৌ মহান্তৌ তাবুভৌ মুক্তি-সুখাধ্বনি ॥৫৮॥
'মেঁ মেঁ' কুর্বন্ত্যজা নিত্যং 'হম্মা হম্মেতি' ধেনবঃ।
সাহঙ্কারতয়া তাসাং বিবিধাঃ স্যু বিড়ম্বনাঃ ॥৫৯॥

যদিও রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে কেবল আড়াই হাতেরই মাত্র ব্যবধান, তথাপি সীতারূপী মায়ার দ্বারা লক্ষ্মণের দৃষ্টি আবৃত থাকায় তিনি রামকে দেখতে পাননি ।।৫৫।।

চিত্তশুদ্ধি না হ'লে সুখস্বরূপ ভগবানের দর্শন-লাভ করা যায় না। (সেজন্য প্রথমে চিত্তশুদ্ধি দরকার); কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ষড় রিপুকে জয় করলেই চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকে ।।৫৬।।

কর্দমাক্ত সূঁচকে চুম্বক নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে না। সেইরূপ কাম-কাঞ্চনে আবৃতচিত্ত-ব্যক্তিকে ঈশ্বর কিরূপে আকর্ষণ করবেন? ।।৫৭।।

দেহে যতক্ষণ অহংবুদ্ধি থাকবে, ততক্ষণ মানুষ অজ্ঞানেরই বশীভূত। মুক্তি-সুখের পথে এই অহঙ্কার ও অজ্ঞান মহান্ বিঘ্নরূপ ।।৫৮।।

ছাগল সদা 'মেঁ মেঁ' করে, আর গরু 'হাম্বা হাম্বা' রব করে থাকে। এই দুইটিই অহঙ্কারের লক্ষণ। তার ফলে ওদের নানাবিধ কষ্ট ভোগ করতে হয় ।।৫৯।।

বাসনায়াং স্থিতায়াং নো ভগবল্লাভসম্ভবঃ।
ন তৎ সূচীপ্রবেশার্হং সূত্রং যদ্‌গ্রন্থিসংযুতম্ ॥৬০॥
প্রভোঃ কৃপাঽথ চৈতন্যলাভঃ পশ্চাৎ সমাধিতা।
দেহভাববিনাশোঽথ কামকাঞ্চনবিস্মৃতিঃ ॥৬১॥
তচ্ছক্তিরূপিণী মায়া সংসাররচনা পরা।
মায়াপাশেন বদ্ধাঃ স্মঃ পাশচ্ছেদেন দর্শনম্ ॥৬২॥
আকারয়তি চেদীশং সাধনাব্যাকুলং মনঃ।
কৃপা স্যাদচিরাত্তস্য স্নেহোমাতুর্যথাত্মজে ॥৬৩॥
পিতুর্হস্তং গৃহীত্বা চেদ্ বালো যাতি পতেদপি।
পতনান্ন ভয়ং তস্য পিত্রা সাধু করে ধৃতে ॥৬৪॥

বিষয়-বাসনা থাকতে ঈশ্বরলাভ সম্ভব নয়। সুতোতে গাঁঠ থাকলে তা সূঁচের মধ্যে ঢুকতে পারে না ॥৬০॥

যদি ভগবানের কৃপা হয়, তবেই চৈতন্য-লাভ অর্থাৎ আমি চৈতন্যস্বরূপ এরূপ জ্ঞান হতে পারে এবং পরে সমাধি অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থায় দেহভাব নষ্ট হয়ে যায় আর কামকাঞ্চন-ভোগবাসনা পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় ॥৬১॥

ঈশ্বর-শক্তি-রূপিণী মায়া সংসার-রচনা করে থাকেন। আমরা সেই মায়ার পাশে আবদ্ধ। মায়াপাশ ছিন্ন হলেই ভগবদ্দর্শন সম্ভব ॥৬২॥

যে প্রকার মাতা পুত্রের ব্যাকুল ক্রন্দনে আকৃষ্ট হয়ে তখনই ছেলেকে কোলে নেন, সেইরূপ ভগবানও ভক্তের ব্যাকুল আহ্বানে আকৃষ্ট হয়ে তাকে চিরতরে কৃপা করেন ॥৬৩॥

যদি বালক পিতার হাত ধ'রে রাস্তায় চলে তবে সে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু যদি পিতা তার হাত ধ'রে চলতে থাকেন তবে তার পড়বার ভয় থাকে না, (তাঁর কৃপাই নির্ভয়তার হেতু) ॥৬৪॥

চিত্তে চৈতন্যচিন্তায়ামচৈতন্যং বিনশ্যতি।
ন সন্দেহ লবাস্তিত্বমভয়ং তৎ কৃপাবশাৎ ॥৬৫॥
সাক্ষাৎকৃতৌ ন সংসারকার্যাসক্তির্ভবেৎ পুনঃ।
কথং ভবেৎ সিদ্ধধান্যমঙ্কুরোদ্ভেদ-কারণম্ ? ॥৬৬॥
দৃষ্টেশস্য ত্বহংকারো নাস্য বাধাকরো ভবেৎ।
নারিকেল-স্কন্ধশাখাপাতে চিহ্নং বিলোক্যতে ॥৬৭॥
প্রার্থনাং সর্বভক্তানাং সাবধানঃ শৃণোত্যয়ম্।
কদাচিদপি দৃষ্টঃ স্যাদ্ অন্তকালে তু নিশ্চিতম ॥৬৮॥
সর্বেঽপ্যুদ্ধারযোগ্যাঃ স্যুঃ সর্বে জ্ঞাতুমলং প্রভুম্।
যদৈব সাক্ষাৎকারোঽস্য লুপ্যেতাহং ক্ষণাদিব ॥৬৯॥

চিত্তে চৈতন্যের ভাবনা হতে থাকলে অবিদ্যারূপ অজ্ঞান ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। তারপর মনে আর কোনো সন্দেহ থাকে না, তাঁর কৃপায় জীব অভয় হয়ে যায় ॥৬৫॥

ভর্জিত বীজ হতে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হতে পারে না, সেইরূপ ভগবানের দর্শন হলে সাংসারিক কার্যে আর আসক্তি থাকে না ॥৬৬॥

ভগবদ্দর্শনের পরে যদি ক্ষীণ অবিদ্যা-অহঙ্কার থাকেও তাতে কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না। নারকেল গাছের স্কন্ধ-শাখা (ডাঁল) খসে পড়ে গেলে গাছে দাগমাত্রই অবশিষ্ট থাকে ॥৬৭॥

ভগবান্ সকল ভক্তের প্রার্থনাই মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তার ফলে জীবনে কোনো না কোনো সময় সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন, এমনকি তাঁর দর্শন হতে পারে; কারো কারো মৃত্যুকালে তো নিশ্চয়ই দর্শন হবে ॥৬৮॥

সকল ভক্তই উদ্ধার হয়ে যাবে, সকলেই তাঁকে জানতে পারবে। যখন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হবে তখনই মানুষের 'অহং'ভাব নষ্ট হয়ে যাবে, তার পূর্বে নয় ॥৬৯॥

কেচিৎ প্রাতর্লভন্তেঽন্নং মধ্যাহ্নে বাপি কেচন।
কেচিৎ সায়ন্তনে কালে বিনা নান্নং কচিজ্জনাঃ ॥৭০॥
ঈশলাভান্বিতা ভক্তা বালবচ্চ পিশাচবৎ।
জড়বচ্চ তথোন্মত্তবদেবং তে চতুর্বিধাঃ ॥৭১॥
বালবদ্ যে গুণাতীতাঃ শুদ্ধাশুদ্ধবিবেকিনঃ।
পিশাচা ইব তে সন্তি হসন্ত্যপি রুদন্ত্যপি ॥৭২॥
উন্মাদিনঃ ক্বচিৎ সজ্জাঃ ক্বচিৎ কুক্ষিগতাম্বরাঃ।
জড়া ইব পরে কেচিৎ মৌনমাস্থায় সংস্থিতাঃ ॥৭৩॥
যথা স্পর্শমণিস্পর্শাদয়ঃ-খড়্গোঽপি হেমতাম্।
এত্য খড়্গাকৃতীরপি ঘাতায়ালং ন জায়তে ॥৭৪॥

কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি প্রাতে খেতে পায়, কেউ দুপুরে আর কেউ সন্ধ্যার সময় খাবার পেয়ে থাকে। তাঁর রাজ্যে কেউ একেবারে অনাহারে থাকে না ॥৭০॥

যে সকল ভক্তেরা ভগবানকে লাভ করেছেন তাঁদের (বিভিন্ন সময়ে) চার অবস্থা হয় বলা যেতে পারে—কখনো বালকবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ, আবার কখনো উন্মাদবৎ ॥৭১॥

বালকবৎ ভক্ত সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের অতীত, তাঁর শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বিচার থাকে না। পিশাচবৎ ভক্ত কখনো হাসেন আর কখনো কাঁদেন ॥৭২॥

উন্মত্তের ন্যায় ভক্ত কখনো নিজের শরীরকে বিবিধ উপায়ে সজ্জিত করেন আবার কখনো নিজের পরিধান-বস্ত্র বগলে চেপে উলঙ্গ হয়ে বেড়ান। আবার জড়তুল্য ভক্ত সর্বদা মৌন হয়ে বসে থাকেন ॥৭৩॥

যেরূপ লোহার তলোয়ার স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা হয়ে যায়, তার আকার তলোয়ারের মত থাকলেও তা দিয়ে কিন্তু কোন জীবকে হিংসা করা যায় না ॥৭৪॥

অহংভাবো বিদ্যতে চেদ্ ঈশপ্রাপ্তেরনন্তরম্ ।
ন দোষঃ পঞ্চবর্ষস্য বালস্যাহং ন বাধকঃ ॥৭৫॥
বাহ্যং বিস্মর্যতে সর্বং ভক্তেনেশোপলব্ধিতঃ।
ঈশ্বরানন্দমগ্নস্য কোঽর্থোঽন্যেনাস্তি বস্তুনা ॥৭৬॥
হনুমান্ কেনচিৎ পৃষ্টঃ কা তিথি ব্রূহি, সোঽব্রবীৎ।
"রামমেকমহং জানে ন ভং বারং তিথিং তথা" ॥৭৭॥
অন্তরুত্থো মহাবায়ুঃ মূর্দ্ধানমধিরোহতি ।
সান্তে শব্দে সমাধিশ্চেজ্জায়তে প্রভুদর্শনম্ ॥৭৮॥
কৃতসাক্ষাৎকৃতির্নিত্যং সানন্দশ্চ বিশালদৃক্ ।
ঊর্মিমাল্যপি পাথোধিঃ শান্তঃ স্বান্তস্তলে যথা ॥৭৯॥

তেমনি ঈশ্বর লাভ হলে অহং ভাব বিদ্যমান থাকলেও ধর্মজীবন লাভের পক্ষে তা ক্ষতিকর হয় না ; যেমন পাঁচ বছরের বালক 'আমি' 'আমি' বললেও ঐ অহংবোধে কোনো অনিষ্ট হয় না ॥৭৫॥

ভক্ত যখন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন তখন তিনি বাইরের সব বিষয় ভুলে যান। কারণ সচ্চিদানন্দে মগ্ন ভক্তের অন্য বস্তুতে প্রয়োজন কি ?৭৬॥

কেউ মহাবীর হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আজ কোন্ তিথি ? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন "আমি নক্ষত্র, বার ও তিথি কিছুই জানি না, একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রকেই জানি একমাত্র রামেরই চিন্তা করি। ৭৭॥

যখন শরীরমধ্যস্থ মহাবায়ু নীচ থেকে শব্দ করতে করতে মাথায় সহস্রারে উঠে যায়, তখনই সমাধি হয় এবং প্রভুর দর্শন লাভ হয়ে থাকে ॥৭৮॥

যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন তিনি সর্বদা আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকেন আর তাঁর দৃষ্টি উদার হয়ে যায়। সমুদ্রের উপরিভাগ তরঙ্গমালায় বিক্ষুব্ধ থাকলেও ভিতরে বিপুল শান্তি ॥৭৯॥

ভাবয়েদনিশং ভক্তো বিহিতপ্রভুদর্শনঃ।
জীবরূপো জগদ্রূপঃ সৃষ্টিকর্তা তথেশ্বরঃ ॥৮০॥
অহঙ্কারপরীতশ্চেৎ সিদ্ধিলাভান্বিতঃ পুমান্।
ভগবৎপ্রাপ্তয়েঽনর্হঃ প্রোক্তবানর্জুনং হরিঃ ॥৮১॥
সবিশ্বাসমনুষ্ঠানপরাণামীশদর্শনম্।
যেন কেনাপি ভাবেন ভাবনিন্দা ন যুজ্যতে ॥৮২॥
হৃদয়ে তীব্রবৈরাগ্যং পরেশপ্রাপ্তিসাধনম্।
বৈরাগ্যাদেব সংসারো দাবাগ্নিরিতি ভাবনা ॥৮৩॥
মার্গোঽনপায়ঃ সরলশ্চ ভক্তির্দ্রুতং স্বগন্তব্যপদং প্রয়াতুম্।
পাপান্যনেকানি নরৈঃ কৃতানি ভক্তিপ্রভাবাদ্বিলয়ং ব্রজন্তি ॥৮৪॥

ঈশ্বরদর্শন লাভ করে ভক্ত সর্বদা ভাবেন যে ভগবানই জীব ও জগৎরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন, আর সৃষ্টিকর্তা ও ঈশ্বরই ॥৮০॥

কোনো সময় ভগবান্ অর্জুনকে বলেছিলেন—"অষ্ট সিদ্ধির একটি সিদ্ধিও যে লাভ করেছে, তার অহঙ্কার হয় এবং তার ফলে সে ভগবান্‌কে লাভ করবার অযোগ্য হয়ে যায়" ॥৮১॥

বিশ্বাসের সহিত সাধন কর্‌লে ঈশ্বর-দর্শন অবশ্য হয়। ভক্ত (পঞ্চভাবের মধ্যে) যে কোনো ভাবেই সাধন করুন না কেন, তার নিন্দা করা উচিত নয় ॥৮২॥

হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র সাধন। এই প্রকার বৈরাগ্য হলেই এই সংসার দাবানলতুল্য মনে হয়ে থাকে ॥৮৩॥

ইষ্ট-লাভের জন্য ভক্তিমার্গই সরল ও সহজ পথ। ভক্তি-প্রভাবে সর্বপ্রকার পাপই বিলয় প্রাপ্ত হয়ে যায় ॥৮৪॥

তলং গৃহস্যোপরিবংশরজ্জুসোপান-নিঃশ্রেণিভিরেতি লোকঃ।
ধর্মাঃ সমাঃ সন্ত্যনুরাগসারাঃ বিনানুরাগং লভতে ন চেশম্ ॥৮৫॥

বৃথা বচো বক্ত্ব মহন্মমৈব চেদ্ব্যাকুলত্বং ন কিমপ্যপেক্ষ্যম্।
ঈশপ্রসক্তান্তর এব ভক্তোঽহন্তাং বিনালং কলহেন হন্ত ! ॥৮৬॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং 'ঈশ্বরদর্শনং' নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ছাদের উপরে যাবার জন্য বাঁশ, দড়ি, সোপান, সিঁড়ি প্রভৃতি অনেক উপায় আছে। সেরূপ ঈশ্বররূপ গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার জন্যও অনেক প্রকার ধর্ম-মার্গ রয়েছে। সকল ধর্মই সমান। কিন্তু ধর্মপথে ঈশ্বরানুরাগই মুখ্য বস্তু; অনুরাগ ব্যতীত ঈশ্বরলাভ হয় না ।।৮৫।।

আমার ধর্ম-পথই শ্রেষ্ঠ একথা বলা অনুচিত! যদি ব্যাকুলতা থাকে, তবে অন্য কিছুই আবশ্যক নেই। অহঙ্কার ছেড়ে ঈশ্বরে মন দেওয়া উচিত। ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য বৃথা তর্ক করা উচিত নয় ॥৮৬॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণউপ'দেশসাহস্রীর ঈশ্বর-দর্শন' নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অথ সর্বধর্মসমন্বয়ো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

সর্বধর্মসমন্বয়ঃ

আহূয়তে নৈকবিধাভিধানৈর্নরো গৃহাভ্যন্তর এক এব।
পিতৃব্য-তাতানুজমাতুলাদ্যৈঃ পরং স জানাত্যহমেব সর্বম্ ॥১॥
তথেশদুর্গাশিবরামকৃষ্ণজগৎকৃদল্লাজিনগড্ বচোভিঃ।
বেত্ত্যেক এবাখিললোকপূজ্যো মামেব সর্বেঽপি সমর্চয়ন্তি ॥২॥
"ধর্মঃ সমীচীনতরো মমৈব তথা ততো হীনতরঃ পরেষাম্।
মমৈব বাক্যং খলু সত্যভূতমন্যস্য বাক্যং নিতরামসত্যম্ ॥৩॥
"সাকারতা তস্য যমর্চয়ামি নিরাকৃতির্বা যমহং নমামি।"
উন্মত্তবাক্যং সকলং তদেতন্ন কোঽপ্যলং ভাষিতুমীদৃশোঽসৌ ॥৪॥

সর্বধর্ম-সমন্বয়

বাড়ীর মধ্যে একই লোককে কাকা, বাবা, ভাই, মামা, প্রভৃতি নানা নামে বিভিন্ন লোকেরা ডাকে, কিন্তু সে জানে যে এ সবই আমি—আমাকেই বিভিন্ন উপাধিতে ডাকা হচ্ছে ।।১।।

সেইরূপ একই ঈশ্বরকে দুর্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, সৃষ্টিকর্তা, আল্লা, জিন, গড প্রভৃতি বহুনামে ডাকা হয়। কিন্তু সেই সর্বলোক-পূজনীয় পরমপিতা জানেন যে আমাকেই সকলে পূজা করে থাকে ।।২।।

"আমার ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ, অপরের ধর্ম আমার অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আমার কথাই সত্য"—একথা যে বলে তার বাক্য একেবারে মিথ্যা ।।৩।।

"আমি যাঁকে পূজো করি তিনি সাকার; অথবা, যাঁকে আমি প্রণাম করি তিনি নিরাকার"—এ সকল কথা বলা পাগলামি, কারণ ঈশ্বর যে কেমন অর্থাৎ সাকার কিম্বা নিরাকার তা কেউই বলতে পারে না ।।৪।।

উদ্ধারকং বিষ্ণুমবৈতি বৈষ্ণবো ব্রবীতি শাক্তঃ শরণং শিবাং পরাম্ ।
ধর্মে বৃথান্যোন্যমিয়ং বিকত্থনা মার্গৈঃ সমস্তৈরপি গম্যমেকলম্ ॥৫॥

বেদান্তিভির্বৈষ্ণব-শাক্তশৈবৈর্মোহম্মদৈঃ খৈ্রস্তমতে রতৈর্বা ।
সর্বৈঃ স্বমার্গানুগতৈর্মনুষ্যৈঃ শক্যেশলব্ধির্বিফলো বিবাদঃ ॥৬॥

বিষ্ণুঃ শিবঃ সোঽপি চ শক্তিরাদ্যা খ্রিস্তস্তথাল্লা সুগতঃ স এব ।
একোঽপ্যসাবস্তি সহস্রনামা দেশস্য ভেদাৎ কিল নামভেদঃ ॥৭॥

হিন্দু'র্জলং' 'বা(ওয়')টার'মাংগ্লভাষী 'পানী'তি মোহাম্মদবন্ধুরিচ্ছেৎ।
গিরোঽনুকূলং, পরমজ্ঞতেয়ং ন তজ্জলং, বা(ওয়া)টরমিত্থমুক্তিঃ ।৮॥

বৈষ্ণব বিষ্ণুকে নিজ একমাত্র উদ্ধারকর্তা মনে ক'রে তাঁর শরণাপন্ন হয়, শাক্ত দুর্গাকে নিজের একমাত্র শরণস্থান বলেন। ধর্মসম্বন্ধে পরস্পর ঐরূপ বিবাদ করা নিরর্থক। পথ বিভিন্ন হলেও সকলের গম্যস্থান একই ।।৫।।

বৈদান্তিক, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই নিজ নিজ মত অনুসারে আন্তরিক ভক্তির সহিত ঈশ্বর-লাভ ক'রতে পারেন। এ সম্বন্ধে বিবাদ নিষ্ফল ।।৬।।

সেই একই ঈশ্বরকে বিষ্ণু, শিব, আদ্যাশক্তি, যীশুখ্রীষ্ট, আল্লা, বুদ্ধ প্রভৃতি সবই নামে ডাকা হয়। তিনি এক হ'লেও তাঁর হাজার হাজার নাম। দেশ-ভেদে তাঁর নাম-ভেদ রয়েছে ।।৭।।

একই বস্তুকে হিন্দু জল, ইংরেজ ওয়াটার, মুসলমান পানী বলে। ভাষা ভিন্ন হওয়ায় এরূপ নাম ভিন্ন হয়েছে। 'ও পানী নয়, ওয়াটার' এরূপ বলা অত্যন্ত অজ্ঞানতার লক্ষণ ।।৮।।

অনন্তলাভার্থমনন্তমার্গাঃ পন্থা বিভিন্নোঽস্তি মতানুসারম্।
তলং গৃহস্যোপরিবংশরজ্জুসোপাননিশ্রেণিভিরেতি লোকঃ ॥৯॥
নিরাকৃতিং পূজয় সাকৃতিং বা যথারুচিদ্বেষধিয়ং বিহায়।
তমেব যং বৈষ্ণবশৈবশাক্তবৌদ্ধাঃ কুরাণেষু মতা নমন্তি ॥১০॥
যুদ্ধং বিবাদঃ কলহপ্রিয়ত্বং রক্তস্য পাতো দলবদ্ধতা চ।
ধর্মেঽনভীষ্টং স তু দেশকালপাত্রানুরূপোঽবতরেদিহেশঃ ॥১১॥
সূফীমতাৎ স্বীকৃতমন্ত্রদীক্ষো গোবিন্দতো'হল্লা'জপতৎপরোঽহম্।
পঠন্নমাজং সময়ে ত্রিসন্ধ্যং দিনত্রয়ং বিস্মৃতহিন্দুভাবঃ ॥১২॥
দৃষ্টং ময়েদং ভগবৎকৃপার্থমিস্লামধর্মোঽপি বিশুদ্ধমার্গঃ।
অনন্তলীলা জননী মনুষ্যান্ সহস্রশোঽনেন পথোদ্দধার ॥১৩॥

অনন্ত ভগবানকে লাভ করবার অনন্ত মার্গ। বিভিন্ন লোকের মতানুসারে বিভিন্ন মার্গ পরিকল্পিত হ'য়েছে। লোকে বাড়ীর ছাদে ওঠবার জন্য বাঁশ, দড়ি, সিঁড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর আশ্রয় নিয়ে থাকে ॥৯॥

বিদ্বেষ-বুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে তুমি নিজ রুচি অনুসারে নিরাকার বা সাকারের পূজা ক'রতে পার, কারণ বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই একই ভগবানকে প্রণাম ও পূজা করে থাকেন ॥১০॥

ধর্মের জন্য যুদ্ধ, বিবাদ, কলহ, রক্তপাত, দলবদ্ধতা সমস্তই অনিষ্টকারী। কিন্তু ঈশ্বর দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হন ॥১১॥

আমি সূফী মত অনুসারে গোবিন্দের কাছ থেকে মুসলমান ধর্মের দীক্ষা নিয়েছিলাম। তারপর আল্লার নাম জপ ক'রতে লাগলাম, ত্রিসন্ধ্যা নামাজ পড়তে লাগলাম। তিন দিন পর্যন্ত আমি হিন্দুভাব ভুলে গিয়েছিলাম ॥১২॥

এতে আমি দেখলাম যে ভগবানের কৃপালাভ করবার জন্য ইসলাম ধর্মও এক বিশুদ্ধ পথ। অনন্ত লীলাময়ী জগজ্জননী সহস্র সহস্র লোককে এই পথে উদ্ধার করছেন ॥১৩॥

ধর্মো ন রূপং ভবতীশ্বরস্য স কেবলং স্যাৎ প্রভুলাভমার্গঃ।
ভবন্তি ধর্মাঃ সকলাঃ সমানা জনাঃ পথা যান্তি মতানুসারম্ ॥১৪॥
কালীং যথা দ্রষ্টুমিমাং তরণ্যা কশ্চিৎ পদাভ্যাং শকটেন কোঽপি।
আয়াতি. নদ্যঃ শতশো বিভিন্নাঃ প্রয়ান্ত্যনন্তং জলধিং তমন্তে ॥১৫॥
কৃতে সুতানাং জননীপ্রিয়ত্বাদ্ যথারুচি স্থাপয়তীষ্টমিষ্টম্।
কল্যাণকাঙ্ক্ষী পরমেশ্বরোঽয়ং ভাবানুসারং কৃতবান্ পথোঽপি ॥১৬॥
রাধাকৃষ্ণৌ পার্বতীশৌ চ সীতারামাবিত্থং মূর্তয়ঃ সন্তি ভিন্নাঃ।
স্ব-স্বাভীষ্টং দ্রষ্টুমায়ান্তি সর্বেঽপীষ্টেঽন্যস্মিন্ দ্বেষভাবং বিহায় ॥১৭॥
সোঽন্তর্যামী বেত্তি ভক্তস্য হার্দং নিশ্চেতব্যং স্বং সপর্যাবিধানম্।
পশ্চাদন্যদ্বিদ্যতে চেদপেক্ষ্যং তৎসম্পূর্ণং বোধয়েদীশ্বরস্তাম্ ॥১৮॥

ধর্ম ঈশ্বরের স্বরূপ নয়, তা কেবল ঈশ্বরলাভের পথ। সকল ধর্মই সমান। লোকেরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে বিভিন্ন মার্গে গমন করে ॥১৪॥

এই কালীমাতার দর্শন করতে কেউ নৌকায়, কেউ পায়ে হেঁটে আর কেউ গাড়ীতে বসে আসে। যেমন শতশত নদী বিভিন্ন রাস্তায় প্রবাহিত হ'য়ে একই সমুদ্রে গিয়ে পড়ে ॥১৫॥

মায়ের কাছে সকল ছেলেই প্রিয়। তাদের সকলের রুচি অনুসারে তিনি নানাপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য তৈরী ক'রে দেন। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পরমেশ্বরও বিভিন্ন ভাব অনুসারে বিভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ বানিয়েছেন ॥১৬॥

রাধাকৃষ্ণ, শিবপার্বতী, সীতারাম এরূপ নানামূর্তি স্থাপন করা হয়। সকলেই নিজ নিজ ইষ্টদেবকে দর্শন করবার জন্য আসতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপরের ইষ্টদেবতার প্রতি বিদ্বেষ-ভাব ত্যাগ করে আসতে হবে ॥১৭॥

ঈশ্বর অন্তর্যামী, তিনি ভক্তের হৃদয় জানেন। ভক্ত নিজের শক্তি অনুসারে পূজার বিধান নিশ্চয় ক'রে নেবে। তারপর যদি আর কিছু দরকার থাকে, তবে ঈশ্বর নিজেই তা ভক্তকে জানিয়ে দেবেন ॥১৮॥

নোচেৎ সাক্ষাদ্দর্শনং তস্য, কঃ স্যাদ্ ঈদৃক্তায়া নিশ্চয়ং কর্তুমীশঃ ?
ঈশোঽস্তীত্থং চিন্তয়েদল্পবুদ্ধিঃ সাক্ষাৎকারাজ্‌ জ্ঞায়তে তৎস্বরূপম্ ॥১৯॥

শৈবাঃ শাক্তা বৈষ্ণবাশ্চাপি ভেদা হিন্দূনাং, তত্তেষু কঃ স্যাদ্ যথার্থঃ।
বিশ্বাসস্তে যত্র সোঽধ্বা গরীয়ান্ বিশ্বাসে খল্বীশ্বরস্যাধিবাসঃ ॥২০॥

একো দেবঃ সাধকৈর্ভিন্নভাবৈঃ সম্পূজ্যোঽসৌ ভেদধীরজ্ঞতৈব।
একঃ কন্দঃ সিদ্ধপাকো যথাস্তে সূপঃ স্বাদুশ্চর্চরী ভর্জিতো বা ॥২১॥

কেনাপি ভাবেন সহার্দমন্তঃ পরেশনামশরণং কৃতং চেৎ।
কল্যাণবীজং, খলু ভক্ষ্যমাণো ন মোদকঃ কিং মধুরঃ কুতোঽপি ॥২২॥

যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন না হয় ততক্ষণ কে ব'লতে পারে,—"তিনি এইরূপ"। অল্পজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন, এই পর্যন্ত বলতে পারে, তাঁর যথার্থ জ্ঞান সাক্ষাৎকার হ'লেই সম্ভব ॥১৯॥

হিন্দুদের মধ্যে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি অনেক ভেদ রয়েছে। এতে মনে সন্দেহ হয় যে তার মধ্যে কোন্ পথ সত্য। তার উত্তর এই যে—তোমার যে পথে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তাই তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, কারণ বিশ্বাসের মধ্যেই ভগবানের বাস ॥২০॥

একই ঈশ্বর বিভিন্ন সাধকের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজিত হয়ে থাকেন। ভেদ বুদ্ধি অজ্ঞানেরই চিহ্ন। যেমন, একই কন্দ হ'তে পাকের ভেদবশতঃ ঝোল, ভাজা, চর্চ্চরী প্রভৃতি বিভিন্ন খাদ্য তৈরী হয় ॥২১॥

প্রেমের সহিত যে কোনও ভাবেই হোক ভগবানের নাম স্মরণ ক'রলে মঙ্গলই হ'য়ে থাকে। যেমন লাড্ডু (মিষ্টান্ন) যে কোনও দিক দিয়েই খাওয়া হোক না কেন মিষ্টিই লাগবে ॥২২॥

সম্মেলনং চেদ্ বহিরন্যলোকৈঃ কার্যাঽনিশং তেষু সমত্ববুদ্ধিঃ।
সমানধর্মাঽপ্যসমানধর্মা কোঽপ্যস্তু মাৎসর্যমতিঃ কিমর্থম্ ॥২৩॥
অন্তঃপ্রবেশায় পদানুসারং দ্বারাণি ভিন্নানি ভবন্তি গেহে।
একেন নার্যোঽপ্যপরেণ দাসা নরাস্তথান্যেন পথা বিশন্তি ॥২৪॥
তথৈব লোকাঃ স্বমতানুসারং উচ্চাবচান্যেঽনুসরন্তি মার্গান্।
দেবঃ সমেষাং ধ্রুবমেক এব, দ্বেষো বৃথা, স্থাপয় সখ্যভাবম্ ॥২৫॥
সঙ্কীর্ণয়া ভাবনয়া জনানাং মনস্তু মাৎসর্যধিয়ো ভবন্তি।
দৃঢ়ানুরাগপ্রভবয়া ভক্ত্যা ভেদান্ধকারং খলু নাশয়ন্তি ॥২৬॥
সংদর্শ্য রামো নিজবিষ্ণুরূপং কদাপ্যবাদীৎ কিল বৈনতেয়ম্।
অহং স্বয়ং পত্ররথেশ! রাম-রূপেণ কল্যাণকৃতেঽবতীর্ণঃ ॥২৭॥

বাইরে অন্যলোকের সঙ্গে দেখা হ'লে তাদের প্রতি সমবুদ্ধি রাখা উচিত। তার ধর্ম আমার ধর্মের সমান অথবা ভিন্ন হোক্ তাতে কোনওরূপ বিদ্বেষ ভাব রাখার প্রয়োজন নেই ॥২৩॥

বড়লোকের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করবার জন্য লোকদের যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দরজা থাকে। এক পথে মেয়েরা, অন্য পথে চাকরেরা আর তা' হতে ভিন্ন পথে পুরুষেরা প্রবেশ করেন ॥২৪॥

সেইরূপ লোকেরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে সরল বা বক্র মার্গের অনুসরণ করে। একথা সত্য যে, সকলের ঈশ্বর একই। সুতরাং কারো প্রতি দ্বেষ রাখা উচিত নয়, বরং সকলের প্রতি মিত্রভাব স্থাপিত কর ॥২৫॥

সংকীর্ণভাব হ'তে লোকেদের মন বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়। ভক্তেরা ভগবানের প্রতি দৃঢ় অনুরাগের প্রভায় ভেদরূপ অন্ধকার নাশ ক'রে থাকেন ॥২৬॥

কোনও সময় শ্রীরামচন্দ্র গরুড়কে নিজ বিষ্ণুরূপ দেখিয়ে ব'লেছিলেন—"হে বিনতানন্দন গরুড়! লোকের কল্যাণের জন্য আমি এই বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছি" ॥২৭॥

পরং হনূমান্ন তুতোষ বিষ্ণু-রূপং বিলোক্যাহ চ রামচন্দ্রম্ ।
অভেদসত্ত্বেঽপ্যুভয়োরিহাহং হে জানকীনাথ ! পরং ন জানে ॥২৮॥

কৃষ্ণাদিকেষ্টেঽস্তু বিশেষভক্তিস্তথাপি তেনাস্তি কিমপ্যনিষ্টম্ ।
স্বান্ সেবমানাপি বধূঃ স্বগেহে পত্যৈব সার্ধং রমতে রহঃ সা ॥২৯॥

অভেদভাবঃ স্বয়মাবিরাস্তে ভক্তির্ভবেদুচ্চতমা যদীশে ।
বিভিন্নতা হেতুরপক্কবুদ্ধিঃ কাষ্ঠা পরাঽদ্বৈতমতির্হি ধর্মে ॥৩০॥

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্র্যাং সর্বধর্মসমন্বয়োনাম
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

গরুড় তো মেনে নিলেন, কিন্তু হনুমান বিষ্ণুরূপ দেখে সন্তুষ্ট হ'লেন না, আর রামচন্দ্রকে ব'ললেন,—'হে জানকীনাথ! তোমার উভয়রূপ অভিন্ন হ'লেও আমি তোমার রামরূপ ছাড়া আর কোনও রূপ জানি না ॥২৮॥

(ইষ্টনিষ্ঠা ধর্মজীবনের ভিত্তি)। কৃষ্ণ প্রভৃতি পরমদেবতাদের মধ্যে যিনি তোমার ইষ্ট তাঁর প্রতি তোমার অব্যভিচারিণী ভক্তি হোক্। অন্য দেবতাদেরও পূজা করবে, কারণ তাঁরা পূজাতে তুষ্ট হয়ে তোমার ধর্ম-পথে সাহায্য করবেন। যেমন গৃহবধু দেবর ভাসুর প্রভৃতি সকলের সেবা-যত্ন করলেও পতির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ স্বতন্ত্র; তেমনি ভক্তও নিজ ইষ্টের প্রতি একনিষ্ঠ-ভক্তি-পরায়ণ হবেন ॥২৯॥

যদি ভগবানের প্রতি প্রেমা-ভক্তি ভাব থাকে, তবে অভেদ-বুদ্ধি অবশ্যই উৎপন্ন হয়। অপরিপক্ক বুদ্ধি হ'তেই ভেদ জন্মায়। ধর্ম সম্বন্ধে অভেদ বুদ্ধিই পরাকাষ্ঠা বা সর্বোচ্চ অবস্থা ॥৩০॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রীর সর্বধর্মসমন্বয় নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রণামঃ

শৈবা যং শিবমামনন্তি 'জননী কালী'তি শক্তিপ্রিয়া
'রামঃ কৃষ্ণ' ইতীহ বৈষ্ণবজনা বৌদ্ধাশ্চ 'বুদ্ধা'খ্যয়া।
খৈ্রস্তাঃ স্বর্গপিতেতি যত্র নিরতা, 'অল্লে'তি মোহম্মদা
'ব্রহ্মে'ত্যদ্বয়বাদিনোঽবতু স বঃ শ্রীরামকৃষ্ণঃ স্বয়ম্ ॥

ইত্থং বিরচ্য ভগবন্মুখপঙ্কজোত্থং দৈব্যা গিরা সদুপদেশ-সহস্রমেতৎ।
নৃণাং ভবেদ্ ভববিপদ্দলনেঽলমিত্থং ভক্ত্যা তদঙ্ঘ্রিযুগলায় সমর্পয়ামি ॥

ইতি ত্র্যম্বকশর্ম-বিরচিতঃ শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী-
নাম-গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ ॥

শুভম্ ॥

প্রণাম।

যাঁকে শৈবগণ শিব, শাক্ত কালী, বৈষ্ণব রাম বা কৃষ্ণ, বৌদ্ধ বুদ্ধ, খৃষ্টান স্বর্গস্থ পিতা, মুসলমান আল্লা এবং অদ্বৈতবাদী ব্রহ্ম নামে বলেন, সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং আপনাদের মঙ্গল করুন।।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মুখকমল হ'তে যে সদুপদেশ নির্গত হ'য়েছিল, তার কিয়দংশ এইভাবে সহস্র সংখ্যক উপদেশরূপে সংস্কৃত ছন্দে রচনা করে ভক্তির সহিত তাঁরই চরণ-যুগলে সমর্পণ করলাম। এই সকল উপদেশ লোকের সংসার-বিপদ-দলনে সমর্থ হবে।।

ইতি ত্র্যম্বকশর্মাবিরচিত "শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশসাহস্রী" নামক গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

শুভম্

পরিশিষ্ট *

VIDYODAYA

1896

(আষাঢ়)

pp. 144—147

শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিঃ ।

সর্বশিক্ষিতমণ্ডলৈরিদানীং পূজ্যপাদস্য ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য বিজ্ঞাতমেব নাম যশশ্চ। কামিনীকাঞ্চনানাসক্তচিত্তস্য ব্রহ্মদর্শিনোঽস্য মহাপুরুষস্য বিমলোপদেশাবলিঃ সর্বেষাং সুমহাহিতায় ভবিষ্যতীতি নিশ্চিত্য বয়ন্তস্যাঃ জ্ঞানগর্ভোপাখ্যানসমন্বিতায়া মনোহরসরলভাব-বিভূষিতায়াঃ ক্রমশঃ প্রকাশনায় সঙ্কল্পয়ামঃ। পূর্ণাঃ সন্তু সঙ্কল্পিতার্থাঃ মহাপুরুষকৃপয়ৈব।

বঙ্গানুবাদ—বর্তমানে সমস্ত শিক্ষিত জনসমাজ পূজ্যপাদ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম এবং মহিমা অবগত আছেন। কামিনীকাঞ্চনে অনাসক্ত-চিত্ত ব্রহ্মদর্শী এই মহাপুরুষের বিমল উপদেশাবলী সকলের নিরতিশয় উপকার সাধন করবে এই বিশ্বাসে আমরা তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপাখ্যান-সমন্বিত মনোহর সরল-ভাববিভূষিত সেই সকল উপদেশ ক্রমশঃ প্রকাশ করতে সংকল্প করেছি। মহাপুরুষকৃপায় আমাদের সংকল্প সিদ্ধ হউক—এই প্রার্থনা।

---

* ভাটপাড়া হতে প্রকাশিত (অধুনালুপ্ত) 'বিদ্যোদয়' নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম প্রধান সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী রাম-কৃষ্ণানন্দ-লিখিত "শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিঃ" কলিকাতাস্থ 'জাতীয় গ্রন্থাগারে' (National Library, India, Calcutta) যতটুকু ও যেমন পাওয়া গিয়েছে তা যথাযথভাবে গৃহীত ও প্রকাশিত হল। এজন্য বিশেষ করে 'জাতীয় গ্রন্থাগার'-কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিদ্যোদয়-পত্রিকায় সংস্কৃত শ্লোক ও তার ইংরাজী ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল—তাতে বাংলা অনুবাদ আমাদের সংযোজনা। দ্রষ্টব্য :—বিদ্যোদয় ২৫ বর্ষ (১৮৯৬) ও ২৬ বর্ষ (১৮৯৭)। —প্রকাশক

বিয়ত্তলে সূর্য্যবিভাপ্রভাবাদ্ যথা দিবা খে ন বিভান্তি ভানি।
বিভুস্তথা মোহবলাদদৃষ্টা নিরীশ্বরং কেঽপি বদন্তি বিশ্বম্ ॥১॥

দিবাভাগে গগণতলে দিবাকরকর-প্রভাবেনৈকস্যাপি নক্ষত্রস্যাদর্শনাৎ যথা নক্ষত্রশূন্যোঽয়মাকাশ ইতি সিদ্ধান্তো ন সমীচীনস্তথা মায়াপ্রভাবেনেশ্বরস্যাদর্শনাচ্চরাচরাত্মকে বিশ্বে নিরীশ্বরমিদং জগদিতি সিদ্ধান্তো ভ্রান্ত এব ॥১॥

বঙ্গানুবাদ—দিবাভাগে সূর্যালোকের প্রভাবে আকাশে একটিও নক্ষত্র দেখা যায় না। কিন্তু তাই বলে 'আকাশ নক্ষত্রবিহীন' এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়। সেইরূপ মায়ার প্রভাবে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বে ঈশ্বরদর্শন হয় না বলে এই জগৎ 'ঈশ্বরবিহীন'—এইরূপ সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত ॥১॥

অপ্যব্ধি-নীরং লবণেন পূর্ণং নাস্বাদনাৎ প্রাগবগম্যতে কৈঃ ?
ইদং জগৎ পূর্ণমপীশশক্ত্যা কস্তাং বিজানাতি বিনা সুচেষ্টাম্ ॥২॥

যথা দর্শনমাত্রেণ সমুদ্রবারিণি লবণাস্তিত্বং নোপলভ্যতে তস্যাস্বাদনাপেক্ষত্বাৎ তথা জগদ্দর্শনমাত্রেণ তৎস্রষ্টাপি নাধিগম্যতে তস্য সাধনবিশেষাপেক্ষত্বাৎ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ—সমুদ্রজল যে লবণে পূর্ণ তা সমুদ্র দেখলেই বুঝা যায় না; তা বুঝবার জন্য জল আস্বাদনের প্রয়োজন হয়। সেইরূপ এই জগৎ যে ঈশ্বরের শক্তিতে পূর্ণ, তা শুধু মাত্র জগৎ দেখলেই বুঝা যায় না; তা বুঝবার জন্য বিশেষ প্রয়াস ও সাধনার প্রয়োজন ॥২॥

উড্ডীয়মানো বিয়তীহ গৃধ্রো দৃষ্টিং যথায়ং কুণপেষু ধত্তে।
দৃষ্টিস্তথা যাত্যপি পণ্ডিতানাং নিরর্থকেষ্বর্থযশঃসু নিত্যম্ ॥৩॥

বিসর্পন্ত্যত্যুচ্চদেশে গৃধ্রাঃ। তেষাং তু দৃষ্টির্নিম্নগামিনী, পূতিগন্ধসমাকুলেষু কুণপেষু স্বভাবাৎ পততি, প্রায়শস্তথা বহুশাস্ত্রদর্শিনঃ পণ্ডিতা মহোচ্চবেদান্তার্থবিদোঽপি তুচ্ছযশোমানকাঞ্চনাদিষু রতিং কুর্বন্তি ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ—শকুনি আকাশে বহু উপরে উড়ে বেড়ায়। কিন্তু তার দৃষ্টি নিম্নগামিনী, তা স্বভাবতঃই পূতিগন্ধ-সমাকুল গলিত শবের অন্বেষণে ফেরে। তেমনই প্রায়শঃই দেখা যায় বহুশাস্ত্রজ্ঞ সু-উচ্চ বেদান্তশাস্ত্রের অর্থবেত্তা পণ্ডিতগণও নিরর্থক যশ, মান ও কাঞ্চনে অনুরক্ত থাকেন ॥৩॥

কদাচিৎ কতি ধীবরবধ্বঃ করণ্ডপূর্ণান্ মৎস্যানাদায় তদ্বিক্রয়ার্থং সুদূরবর্তিনীং কাঞ্চিদ্গ্রামান্তরস্থাং পণ্যবীথিকাং গতবত্যঃ। ক্রয়-বিক্রয়ব্যাপারাত্তাভিঃ শেষতাং দিবসো নীতঃ। সায়াহ্নে তাঃ শূন্যকরণ্ডান্ শিরোদেশে নিধায় স্বগৃহাণি গন্তুমুপচক্রমিরে ; মধ্যপথে তু কস্মিংশ্চিৎ প্রান্তরপ্রান্তভাগে ঘোরঘনঘটাসমাচ্ছন্না প্রবলবাত্যাকুলিতবিগ্রহা কুলিশনির্ঘোষভয়ঙ্করী বিদ্যুন্মালিনী শিতসায়কনিভবারিধারাসম্বর্ষিণী ভীমা যামিনী সমাগতা। ভীতাস্তাশ্চঞ্চলচপলালোকেনান্বেষয়ন্ত্য আশ্রয়মিতস্ততো ব্যাকুলদৃষ্টিং নিচিক্ষিপুঃ। শ্রীভগবদনুগ্রহাৎ সম্মুখদেশে মালাকরগৃহমেকমবলোক্য ধাবমানাস্তস্যোদ্যানবাটিকাং প্রবিবিশুঃ, মালাকরোঽসৌ দিষ্ট্যা পরমভাগবতো দয়ার্দ্রহৃদয়শ্চাসীৎ। বিলোক্য তা বিষমসঙ্কটগ্রস্তাঃ স তস্যোদ্যানবাটিকৈকদেশে তাসাং রজনীযাপনায় স্থানং বিনির্দ্দিষ্টবান্। অথ প্রথমযামশেষে প্রশমিতে প্রতিকূলবাতে, অপসৃতে বজ্রনির্ঘোষভয়ঙ্করে সৌদামিন্যুদ্ভাসিতে বর্ষতি ধারাধরে, জলদ্ধীরকখণ্ডসন্নিভচারুনক্ষত্রসুশোভিতা অনুকূলসুখসেব্যমরুৎসনাথা মধুররজনী, নিখিললোকসুখশান্তিবিধাত্রীং নিদ্রামঙ্কে নিধায় জগতি সমাগতা। কুসুমমঞ্জরভিমন্দমারুতমধুরব্যজনেন সপরিবারো মালাকরোঽয়ং তূর্ণং সুখনিদ্রামবাপ। ধীবরবধ্বস্তু তমননুভূতপূর্বসৌরভমাঘ্রায় স্বগৃহসুলভমৎস্যগন্ধেন বিরহিতা ন লেভিরে নিদ্রালবমপি, স্বস্বশয্যাসু কেবলমিতস্ততঃ পার্শ্বপরিবর্তনং চক্রুঃ। উবাচ তাস্বেকা—"ভগিন্যঃ, হতবিধিনাস্মাকং কোঽনর্থো নানুষ্ঠিতো যত্তেন মালাকরগৃহেঽদ্য ন আশ্রয়ো নির্দ্দিষ্টঃ! মুহূর্তকালমপি নাহং সুপ্তাস্মি!" তস্যা বচনমাকর্ণ্য সর্বাস্তাস্তয়া সহ একবাক্যা বভূবুর্বিধাতরঞ্চ তৎ কদাশ্রয়বিধানাৎ ভৃশং

বিনিন্দিতবত্যঃ। ইত্থং নিদ্রাক্লেশেন গতে কিয়তি কালে তাস্বেকা বুদ্ধিমত্তমা উপায়মেকং বিনির্দ্ধার্য্য উবাচ—"ভগিন্যঃ, ময়ৈক উপায়ো বিনিশ্চিতো যদনুষ্ঠানাদাশু যূয়ং সর্বাঃ সুখনিদ্রামবাপ্স্যথ।" তচ্ছ্রুত্বা সাগ্রহং তাঃ পপ্রচ্ছুঃ, "বদ বদ ভগিনি, কোঽসাবুপায়ঃ?" সা কথয়ামাস, "সর্বাঃ স্বাং স্বাং মৎস্যাধানীমাদায়, তাং তাং সলিলসিক্তাং কৃত্বা স্ব-স্ব-শিরঃপ্রান্তে অবস্থাপয়ত। মৎস্যগন্ধেন তূর্ণং সর্বাসামস্মাকং নিদ্রা ভবিষ্যতি।" তস্যাস্তদ্বাক্যমাকর্ণ্য তস্য চ সত্যতামুপলভ্য সর্বাস্তাস্তদেবানুতস্থুঃ। তীব্রমৎস্যগন্ধেন তিরস্কৃতে মধুর-কুসুম-সৌরভে তাঃ শীঘ্রং নাসিকাধ্বনিং কৃত্বা সুপ্তা বভূবুঃ।

ইত্যুপাখ্যানেন অভ্যাসজন্যস্য স্বভাবস্যৈব প্রাধান্যং প্রদর্শিতং ভগবতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবেন। অভ্যাসবশাদেব কুসংসর্গী সাধুসঙ্গমিচ্ছন্নপি ন তমনুষ্ঠাতুং শক্নোতি, ভবতি তু তস্য সমধিকা প্রীতির্দুঃসঙ্গেন। কামিনীকাঞ্চনসংসর্গী পুরুষঃ ন কদাপি তদাসক্তিং বিহায় শুদ্ধে সচ্চিদানন্দময়েঽবিগ্রহে পরব্রহ্মণি চিত্তং সমাধাতুং শক্নোতি।

অতএব—

যত্নোঽভ্যাসাৎ স্বভাবোঽয়ং স্ত্রীপুংসাং জায়তে ধ্রুবম্।
যতঃ সর্বঃ সদৈবেহ স্বভাবমনুবর্ততে ॥
কদভ্যাসং ততঃ সর্বো বিহায় সৎস্বভাবতঃ।
সদ্ভাবান্ সমনুষ্ঠায় বিমলানন্দভাগ্ ভবেৎ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ—একদিন কয়েকজন জেলেনী চুপ্‌ড়ি-ভর্তি মাছ নিয়ে বিক্রয়ার্থ দূরবর্তী কোনও গ্রামের হাটে গিয়েছিল। বেচাকেনা করতে করতে সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যাবেলায় তারা শূন্য চুপড়ি মাথায় করে গৃহাভিমুখে যাত্রা করল। পথিমধ্যে তারা কোনও এক প্রান্তরের প্রান্তদেশে উপনীত হলে, আকাশ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার পর প্রবল ঝঞ্ঝা হল এবং মেঘ-গর্জন, বিদ্যুৎ-চমক ও সুতীক্ষ্ণ-তীর-বর্ষণের মত বৃষ্টি সঙ্গে করে

ভয়ঙ্কর রাত্রি উপস্থিত হল। ভীতসন্ত্রস্ত জেলেনীরা আশ্রয়ের অন্বেষণে বিদ্যুৎ-চঞ্চল আলোকে ইতস্ততঃ ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে শ্রীভগবানের অনুগ্রহে সম্মুখে এক মালাকরের গৃহ দেখতে পেল এবং সকলে দ্রুত দৌড়ে সেই উদ্যানবাটিকায় প্রবেশ করল। সৌভাগ্যক্রমে সেই মালাকর ভগবদ্ভক্ত ও দয়ার্দ্রহৃদয় ছিল। তাদের বিষম বিপদ্গ্রস্ত দেখে সে নিজের উদ্যানগৃহের এক প্রান্তে তাদের রাত্রিযাপনের স্থান নির্দিষ্ট করে দিল। রাত্রির প্রথম যাম অতিক্রান্ত হলে, প্রবল ঝঞ্ঝা প্রশমিত হল, বজ্রনির্ঘোষী, বিদ্যুৎ-উদ্ভাসিত, ধারাবর্ষী মেঘও অপসৃত হল, আকাশে উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত নক্ষত্ররাজি শোভা পেতে লাগল, সুখসেব্য মন্দবাতাস বইতে আরম্ভ করল। নিখিল লোকের শান্তিবিধায়িনী নিদ্রাকে অঙ্কে নিয়ে যেন মাধুর্যময়ী রাত্রি পৃথিবীতে আবির্ভূতা হল। পুষ্পগন্ধে-আমোদিত মন্দবাতাসের মধুর ব্যজনে সেই মালাকর ও তাহার পরিবারবর্গ অচিরে সুখনিদ্রায় নিমগ্ন হল। জেলেনীরা কিন্তু সেই অননুভূত-পূর্ব সুগন্ধ আঘ্রাণ করে নিজেদের গৃহের অভ্যস্ত মৎস্যগন্ধের অভাবে তিলমাত্র নিদ্রাও লাভ করতে পারল না। তারা নিজের নিজের শয্যায় কেবল এদিক ওদিক পার্শ্বপরিবর্তন করতে লাগল। অবশেষে তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "ভগিনীগণ, মালাকরের গৃহে আমাদের আশ্রয় নির্দিষ্ট করে নির্দয় বিধাতা আজ কি অনর্থই না করেছেন! আমি এক মুহূর্তও চোখের পাতা এক করতে পারি নি।" তার সেই কথা শুনে সকলে তার সহিত একবাক্যে ঐরূপ বিশ্রী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য বিধাতার উপর প্রভূত দোষারোপ করতে লাগল। এইরূপে অনিদ্রায় ও কষ্টে কিছুক্ষণ অতীত হলে, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ছিল, সে এক উপায় নির্ধারণ করে বলে উঠল, "ভগিনীগণ, আমি এমন এক উপায় ঠাওরেছি যা অবলম্বন করলে আমরা সকলেই সুখনিদ্রা লাভ করতে পারব।" তার সে কথা শুনে অন্য সকলে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, "বল, বল, কি সে উপায়?" সে তখন বলল, "সকলে নিজের নিজের মাছের চুপ্ড়ি নিয়ে সেগুলি জলে ভেজাও ও তারপর

নিজের মাথার কাছে রাখ। মাছের গন্ধে আমাদের সকলেরই শীঘ্র নিদ্রা আসবে।" তার সেই কথা শুনে এবং তার সত্যতা উপলব্ধি করে তারা সকলেই সেরূপ করল। তীব্র মৎস্যগন্ধে মধুর কুসুমগন্ধ দূরীভূত হলে, তারা অচিরে নাসিকাধ্বনি-সহকারে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ল।

এই উপাখ্যানের সাহায্যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব অভ্যাসজনিত স্বভাবের প্রাধান্যই দেখিয়েছেন। অভ্যাসের ফলেই কুসংসর্গী ব্যক্তি সাধুসঙ্গ পেয়েও তা সহ্য করতে পারে না, কুসংসর্গের প্রতি তার সমধিক প্রীতি থেকেই যায়। কামিনীকাঞ্চনসংসর্গী পুরুষ কখনও সেই আসক্তি পরিত্যাগ করে শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দময়, নিরবয়ব পরমব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করতে পারে না।

অতএব—ইহা নিশ্চিত যে অভ্যাসের দ্বারাই স্ত্রীপুরুষ সকলেরই স্বভাব গঠিত হয় এবং সকলেই স্ব স্ব অভ্যাসের অনুবর্তন করে। সেজন্য কদভ্যাস পরিত্যাগ করে সদ্ভাবের অনুষ্ঠান করলে, সকলেই সৎস্বভাবের অধিকারী হয়ে ক্রমে বিমল ঈশ্বরানন্দের উপভোক্তা হতে পারে ॥৪॥

——

VIDYODAYA

1896

pp 193-199

(ভাদ্র)

শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিঃ

কৃপণেষু যথার্থেষু স্পৃহাস্তি বলবত্তমা।
তথৈব তব লোভোঽস্তু শ্রীহরেঃ পাদসেবনে ॥১॥

As a miser has a very strong yearning for Gold even so be thy yearning for the service of God.

বঙ্গানুবাদ—কৃপণের যেমন অর্থের প্রতি প্রবল স্পৃহা থাকে, তোমারও সেইরূপ শ্রীহরির পাদসেবায় প্রবল স্পৃহা হোক্ ॥১॥

ফলোদয়ে ক্ষয়ং যান্তি যথা পুষ্পদলানি বৈ।
জ্ঞানোদয়ে তথা হ্যত্র মানমোহমদান্ধতাঃ ॥২॥

As when the fruit grows from the flower, the petals thereof disappear of themselves, so when true knowledge comes, the darkness of glory, imfatuation and vanity verily goes off.

বঙ্গানুবাদ—ফলোদয় হলে যেরূপ পুষ্পের দলগুলি ঝরে পড়ে, জ্ঞানোদয় হলেও সেরূপ লোকের মান, মোহ ও মদান্ধতা আপনা হতেই চলে যায় ॥২॥

হৃদাকাশমিদং যাবদ্ বাসনাতমসাবৃতম্।
ব্রহ্মসূর্য্যোদয়স্তাস্মিন্ তাবদ্ বৈ সম্ভবঃ কুতঃ ? ॥৩॥

So long as the cloud of desire covers this broad expanse of our heart, how can there be any possibility of the sunshine of the knowledge ?

বঙ্গানুবাদ—যতক্ষণ এই হৃদয়াকাশ বাসনার ঘন মেঘে আবৃত থাকে, ততক্ষণ এতে ব্রহ্মসূর্যের উদয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥৩॥

তাবদ্ গুঞ্জতি ভৃঙ্গোঽয়ং যাবৎ পুষ্পং ন গচ্ছতি ।
পুষ্পালিঙ্গনমাসাদ্য নিঃশব্দো মধুপঃ সদা ॥৪॥
তথায়ং পণ্ডিতস্তাবদ্ বাদতর্কপরায়ণঃ ।
প[illegible]ঘোষণায়োচ্চৈঃ শাস্ত্রার্থকথনোৎসুকঃ ॥৫॥
শাস্ত্রাণাং প্রতিপাদ্যস্য সর্বেষামীশ্বরস্য তু ।
যাবন্ন লভতে ভক্তিং পাদপঙ্কজযুগ্ময়োঃ ॥৬॥
যদা তু তৎকৃপালেশাৎ তদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ।
তদালোকননির্বৃত্যা নিশ্চেষ্টো জায়তে তদা ॥৭॥

So long as the bee is outside the flower, it emits a buzzing sound ; but no sooner is it inside the flowcr, than it becomes at once silent. Similarly the learned man so long (he) wants to show his pedantry by big high-sounding arguments on scriptural texts, as long as he does not realize the almighty (God), the end and aim of all Shastras. But when through His grace he at last sees and loves Him, he then, calmly enjoys Him and becomes quiet.

বঙ্গানুবাদ—ভ্রমর যতক্ষণ ফুলের বাইরে থাকে, ততক্ষণই সে গুঞ্জন করে; কিন্তু ফুলের উপর বসার পর সে নিঃশব্দে মধুপান করে। সেইরূপ পণ্ডিতব্যক্তিও যতক্ষণ সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ না করেন, ততক্ষণই স্বীয় পাণ্ডিত্য ঘোষণার উদ্দেশ্যে তর্কবিচার-পরায়ণ ও শাস্ত্রার্থকথনে সমুৎসুক থাকেন। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় যখন তাঁতে পরা ভক্তি লাভ ও তাঁর দর্শন লাভ হয়, তখন (তিনি) সমস্ত প্রকার তর্কবিচারে বিরত হয়ে প্রশান্তচিত্তে ঈশ্বরানন্দ সম্ভোগ করেন ॥৪-৭॥

চিত্তে মায়াপরিচ্ছিন্নে বিভুর্নৈব বিকাশতে।
রূপং মলসমাচ্ছন্নে দর্পণে কিং প্রকাশতে ? ॥৮॥

When the mind becomes covered and soiled with ignorance it does not reflect God. Does a mirror covered over with dirt ever reflcct any image ?

বঙ্গানুবাদ—মন যখন অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন ও মলিন থাকে তখন ঈশ্বর তাতে প্রকাশিত হন না। ধূলিমলিন দর্পণে কি প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় ? ॥৮॥

যথা ঘনঘটাকাশে সূর্যমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
মহামায়া তথৈবেহ বিভুমাবৃত্য বর্ততে ॥৯॥
মায়ায়াং বিগতায়ান্তু বিভুঃ সর্ব্বত্র ভাব্যতে।
জলদেহপগতে সূর্যো যথা সর্বত্র দীপ্যতে ॥১০॥

As the clouds cover the sun in the sky, so Nescience hides and conceals the Lord. As when the clouds disperse, the sun shines in all its glory, so when Māyā goes away, the Lord is revealed everywhere.

বঙ্গানুবাদ—আকাশে নিবিড় মেঘ যেমন সূর্যকে ঢেকে রাখে, মহামায়াও সেরূপ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে আবৃত করে রেখেছেন। মেঘ অপগত হলে যেমন সূর্য আপন প্রভায় দীপ্যমান হয় তেমনই মায়া অপগত হলে ঈশ্বর সর্বত্র স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়ে ওঠেন ॥৯-১০॥

তরঙ্গসঙ্কুলেহম্ভোধৌ চন্দ্রবিম্বানি খণ্ডশঃ।
খেলন্তীব যথা চন্দ্রং সম্বিভজ্য সহস্রশঃ ॥১১॥
তথা সুচঞ্চলে চিত্তে সংসারাবদ্ধচেতসাম্।
পবিত্রেহপি ব্রহ্মভাবাঃ ক্ষণমায়ান্তি যান্তি চ ॥১২॥

As in the troubled sea-surface the broken images of the moon are reflected and made, as it were, to dance, so in the

unsettled, though pure mind, of a worldly man, the partial images of God appear at times.

বঙ্গানুবাদ—তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের উপর চন্দ্রের প্রতিবিম্ব যেমন সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে নৃত্য করে, সেরূপ সংসারাবদ্ধচিত্ত ব্যক্তির চঞ্চল মন পবিত্র হলেও, তাতে ব্রহ্মভাব ক্ষণে আসে, ক্ষণে যায় অর্থাৎ স্থায়ী হয় না ॥১১-১২॥

সহস্রবৎসরব্যাপি-তমঃপূর্ণগৃহোদরম্ ।
সর্বত্র দ্যুতিমদ্ভাতি দীপযোগাদ্যথাঞ্জসা ॥১৩॥
মনোমলং কিল্বিষাখ্যং সহস্রজন্মসঞ্চিতম্ ।
শ্রীহরেঃ করুণালেশাৎ তথা তূর্ণং পলায়তে ॥১৪॥

As the darkness of a thousand years suddenly vanishes from inside a room by striking a lamp, so the accumulated impurities of a thousand births at once vanish from the mind by a particle of Divine grace.

বঙ্গানুবাদ—সহস্র বৎসরের অন্ধকার ঘরের অভ্যন্তর যেমন প্রদীপ জ্বালা মাত্র তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ আলোকিত হয়ে ওঠে, সেরূপ সহস্র জন্মের সঞ্চিত চিত্তের কলুষ-অশুদ্ধি শ্রীহরির কণামাত্র করুণালাভে মুহূর্তে দূরীভূত হয় ॥১৩-১৪॥

ত্যজন্তি সাত্ত্বিকাঃ সর্বং কথং গোবিন্দমানসাঃ ।
ধনং ধান্যং যশোমানং পুত্রদারগৃহাদিকম্ ? ॥১৫॥
বিস্মৃত্য নিখিলান্ ভোগান্ বিহায় জীবিতস্পৃহাম্ ।
পতঙ্গোঽয়ং যথা যাতি প্রদীপ্তজ্বলনং প্রতি ॥১৬॥
তথাপি মক্ষিকা তূর্ণং তুচ্ছীকৃত্য স্বজীবিতম্ ।
পরমানন্দমাস্থায় মধুভাণ্ডে নিমজ্জতি ॥১৭॥

তথেতররসান্ সর্বান্ বিস্মৃত্য সন্থিহায় চ।
শ্রীবিষ্ণুমুপগচ্ছন্তি ভগবৎপরমায়ণাঃ ॥১৮॥

Why does a devotee whose mind is filled with God give up all lucre, name, fame, home, wife and children? As an insect, forgetting its enjoyments, cares little for its life and springs into the flame or, as a bee, caring a fig for its life, falls into the honeypot with great glee, even so a devotee who has made God his sole refuge goes into Him, forgetting and giving up all other minor enjoyments.

বঙ্গানুবাদ—কী কারণে গোবিন্দগত-প্রাণ সাত্ত্বিক ভক্ত ধন, যশ, মান, স্ত্রী-পুত্র, গৃহ প্রভৃতি সব কিছুই পরিত্যাগ করেন ? যেমন পতঙ্গ সমস্ত প্রকার আনন্দোপভোগ, এমন কি, জীবনের আকাঙ্ক্ষাও বিস্মৃত হয়ে প্রদীপ্ত অগ্নির প্রতি ধাবিত হয়, অথবা যেমন মধুমক্ষিকা নিজের জীবন তুচ্ছ করে পরম আনন্দে মধুভাণ্ডে নিমগ্ন হয়, ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তি সেইরূপ সকল তুচ্ছ বৈষয়িক আনন্দোপভোগ বিস্মৃত হয়েও পরিত্যাগ করে শ্রীবিষ্ণুতে উপগত হ'ন ॥১৫-১৮॥

একং জলং যথা ভিন্ননামভির্ব্রুবতে জনাঃ।
'ওয়াটরি'তি বা কেচিদ্ 'আকোয়া' ইতি বা পরে ॥১৯॥
'পানী'তি বা বদন্ত্যেকে ত্বভিন্নং সলিলং ভুবি।
তথৈবং সচ্চিদানন্দং নামভির্বহুভিঃ পৃথক্।
বদন্তি ভিন্নপুরুষা 'আল্লা' 'গড্' 'জিহোবে'তি বা ॥২০॥

As one water in called by some *jala*, by others *aqua*, by some others *pani*, so one God is called differently by different men as *Allah*, *Jehova*, Ishwara etc.

বঙ্গানুবাদ—পৃথিবীতে একই জলকে লোকে যেমন বিভিন্ন নামে অভিহিত করে, কেউ 'ওয়াটার' বলে, কেউ 'আকোয়া' বলে, আবার কেউ বা 'পানী' বলে, সেইরূপ একই সচ্চিদানন্দকে বিভিন্ন ব্যক্তি 'আল্লা', 'গড্', 'জিহোবা' প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত করে থাকে ॥১৯-২০॥

"অধুনৈব ময়া দৃষ্টঃ কৃকলাসো মনোহরঃ।
বৃক্ষশাখাগ্রভাগেঽস্মিন্ রক্তবর্ণঃ সমুজ্জ্বলঃ ॥২১॥*

পত্রান্তরং প্রবিষ্টোঽসৌ ইদানীন্তু ন দৃশ্যতে।
কিং ভ্রাতঃ স ত্বয়া দৃষ্টঃ সরটো ভৃশমদ্ভুতঃ" ॥২২॥

"ভ্রাতর্ময়াপি দৃষ্টোঽসৌ নূনং পীতো ন রক্তভাক্।"
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বাঽব্রবীত্তং প্রথমোঽধ্বগঃ ॥২৩॥

"কিং কামলরুজা ভ্রাতর্দৃষ্টিস্তে কলুষীকৃতা ?
কথং ত্বং মন্যসে পীতমমুং কোকনদচ্ছবি" ? ॥২৪॥

পরিহাসমিমং শ্রুত্বা তমুবাচ ততোঽপরঃ।
"নাহং কামলবানস্মি ন মে দৃষ্টির্ভ্রমাত্মিকা ॥২৫॥

পীতং দ্রক্ষ্যামি শোণং চেদ্ যাস্যামি দুষ্টদৃষ্টিতাম্।
পীতান্ সরটনিবহান্ বিধাতা সৃষ্টবান্ পুরা ॥২৬॥

রক্তোঽসৌ সরটো নূনং নবসৃষ্টিস্তবাধুনা ॥"।
ইত্থং বিবদমানৌ তৌ তৃতীয়ঃ প্রাপ্তবান্ পথি।
সাগ্রহং সমকালং তং প্রাপ্য পৃচ্ছতঃ স্ম তৌ ॥২৭॥

---

* শ্লোকসংখ্যা মূলে ছিল না, বঙ্গানুবাদ করার সুবিধার জন্য দেওয়া হল। —প্রকাশক।

"ভ্রাতর্যদি বিজানাসি সত্যং নু বদ সাম্প্রতম্।
কিংবর্ণঃ সরটো ভাতি পীতঃ কিমুত লোহিতঃ" ॥২৮॥
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সস্মিতং তাবুবাচ সঃ।
"যুবয়োর্বচনে সত্যং বহুরূপঃ স এব হি ॥২৯॥
পত্রান্তরেঽসৌ হরিতোঽপি ভূত্বা চাপেক্ষতে কালবশাৎ প্রণেয়ান্।
আহার্যকীটানতিতীক্ষ্ণদৃষ্টিঃ স্বপত্রবর্ণাচ্চ সুগুপ্তদেহঃ ॥৩০॥
"আহার্যমাহর্তুমনেকরূপং প্রয়োজনস্যানুমতং স ধত্তে।
স্বভাবমিত্যস্য নিরীক্ষ্য ধীরা ইমঞ্চ নিত্যং বহুরূপমাহুঃ ॥৩১॥
অনন্তভাবস্য চ বিশ্বমূর্তের্দভ্রান্ বিভিন্নানধিগম্য ভাবান্।
পরস্পরং মূঢ়মনুষ্যসংঘাঃ ইত্থং পৃথিব্যাং বিবদন্তি নিত্যম্" ॥৩২॥
যুবাং ততো নার্হথ এবমেব চিত্তে নিধাতুং খলু দীনভাবম্।
নান্যস্য ধর্ম্মং কুরুতঞ্চ নিন্দাং সর্বে বিবাদা হি তমঃপ্রসূতাঃ" ॥৩৩॥

"Even now I have seen a beautiful chameleon of a bright red colour which has just now hid itself amongst thick leaves of the fore-branch of that tree. Have you too seen this strange creature, brother ?"—said one of the two travellers to the other, to whom the latter replied—"Oh yes, I have already seen it, but it is not red, but yellow !" The first wayfarer hearing this replied, "Are your eyes affected with jaundice, brother ? Why do you then think yellow what is red, even like the red lotus ?" At this joke the other replied, 'Friend, I am neither jaundiced nor my eyes are misleading. Had I

---

* মূলে এই শ্লোকটি ছিল না। আমরা শ্লোক-সংখ্যা-পূর্তির জন্য মূলের সঙ্গে ভাবগত সামঞ্জস্য রেখে এই শ্লোকার্ধ সংযোজিত করলাম। —প্রকাশক।

seen red what is yellow, then, of course, my eyes would have been at fault. The Lord, in the beginning, created the chameleons yellow, but this red chameleon must now be your own new creation !" When they were thus quarrelling between themselves a third joined them in their way upon which both of them eagerly asked him at once, "Brother, if you know right, tell us truly whether the chameleon is red or yellow-" Hearing them, the third answered smiling. "Both of you are right, as it is of various forms. Sometimes it becomes green and thus, assuming leaf-colour, it becomes almost imperceptible amongst the leaves and there the keen-eyed creature waits for the insects destined to be its preys. It assumes diverse forms to suit itself to procure its food. The learned, therefore, always call it "Bahurūpa" (of various forms) by observing its nature. Even so, the unthinking men, knowing very little of the few different aspects of the Infinite and Universal Lord, eternally quarrel amongst themselves. You, two, should, therefore, give up bigotry after this, broaden your views without reviling others' religions for, all such petty quarrels proceed from vanity and ignorance."

বঙ্গানুবাদ—দুই পথিক এক পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তাদের একজন অপরজনকে বল্‌ল, "এইমাত্র আমি ঐ বৃক্ষশাখার অগ্রভাগে একটি উজ্জ্বল, লালরঙের, সুন্দর কৃকলাস (গিরগিটি) দেখ্‌লাম; পত্রাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায়, সেটিকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। ভাই, তুমি কি সেই অত্যদ্ভুত প্রাণীটি দেখেছ?" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, "হাঁ, প্রাণীটিকে আমি আগেই দেখেছি। কিন্তু সেটি তো লাল নয়, সেটি হলুদ রঙের।" তার এই কথা শুনে প্রথম পথিক তাকে বলল, "ভাই, কামলা (ন্যাবা) রোগের দ্বারা কি তোমার দৃষ্টিশক্তি আক্রান্ত হয়েছে? তুমি কি ঐ রক্তপদ্মটিকে হলুদে

ভাব্‌ছ ?" এরূপ পরিহাসবাক্য শুনে অপরজন তখন বল্‌ল, "আমি কামলা রোগাক্রান্ত নই এবং আমার দৃষ্টিও ভ্রান্তিদুষ্ট নয়। হলুদ্‌ জিনিষকে যদি আমি লাল দেখ্‌তাম, তা হলেই আমার দৃষ্টি দুষ্ট হত। পুরাকালে বিধাতা গিরগিটিদের হলুদ রঙের করেই সৃষ্টি করেছিলেন, এই লাল রঙ্গের গিরগিটি অবশ্যই তোমার নিজস্ব নূতন সৃষ্টি।" তারা যখন এইরূপ বিবাদ করছিল তখন তাদের নিকট ঐ পথে তৃতীয় এক ব্যক্তি উপস্থিত হ'ল। তাকে দেখে উভয়ে এককালে সাগ্রহে জিজ্ঞেস কর্‌ল, "ভাই, তোমার যদি জানা থাকে, তা হলে সত্য করে বল দেখি, ঐ গিরগিটির মত প্রাণীটি হলুদ অথবা লাল রঙ্গের ?" তাদের সেই কথা শুনে তৃতীয় ব্যক্তি স্মিত হাস্যে বল্‌ল, "তোমাদের উভয়ের কথাই সত্য, ঐ প্রাণীটি বহুরূপী। এমন কি, কখনও কখনও পত্রের অন্তরালে পত্রেরই মত সবুজ বর্ণ ধরে লুক্কায়িত দেহে সে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কালনির্ধারিত আহার্য কীট-পতঙ্গের অপেক্ষায় থাকে। এইরূপে আহার্য আহরণের নিমিত্ত সে প্রয়োজন অনুসারে নানা রূপ ধারণ করে থাকে। তার এই স্বভাব নিরীক্ষণ করে পণ্ডিতব্যক্তিগণ তাকে 'বহুরূপী' আখ্যা দিয়ে থাকেন। এইরূপ অনন্তভাবময় বিশ্বমূর্তি ভগবানের বিভিন্ন ভাবের কিঞ্চিদংশমাত্র অধিগত করে মূঢ়মনুষ্যগণ পৃথিবীতে সর্বদা পরস্পর বিবাদ করে থাকে। অতএব তোমরা চিত্তে এইরূপ একদেশদর্শী দীনভাব স্থান দিও না এবং অন্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিন্দাও করো না। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারই সকলপ্রকার কলহবিবাদের মূল !" ॥২১-৩৩॥

——

Vol xxvi January, 1897 (মাঘ) No. I

বিদ্যোদয়ঃ, সংস্কৃতমাসিকপত্রম্ ।

Edited by Pandit Hrishikesa Sastri

মাঘ—১৩০৩

VIDYODAYA

1897

pp. 11—16

Instructions of Ramkrishna Paramahansa

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসোপদেশাবলী ।

যথা বিলিপ্তে তু রসৈঃ প্রকাশতে কাচস্য পৃষ্ঠে প্রতিরূপসঞ্চয়ঃ ।
হৃল্লগ্নশুক্রে চ তথোর্ধ্বরেতসামাদর্শবৎ সর্ববিভুঃ প্রকাশতে ॥১॥

As a pane of glass, being smeared on one side with mercury, reflects images of whatever is put before it, so the heart of an abstemious man who has never wasted his seminal fluid, being smeared with semen, reflects the image of God, like a miror.

বঙ্গানুবাদ—কাচ-পৃষ্ঠে পারদলিপ্ত থাক্‌লে যেমন তাতে সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয়, সেরূপ ঊর্ধ্বরেতা ব্যক্তির হৃদয়ে শুক্র লিপ্ত থাকায়, তাতে দর্পণের ন্যায় পরমেশ্বর প্রতিবিম্বিত হ'ন ॥১॥

বাষ্পালোকা যথৈবেহ পুরবর্ত্ম গৃহাদিকম্ ।
নানারুগ্‌ভির্দ্যোতয়ন্তি হ্যেককোষাৎ সমাগতাঃ ॥২॥
নানাজাতিকুলোদ্ভূতা অবতারাস্তথা ভৃশম্ ।
সর্বান্ দেশান্ ভাসয়ন্তি হ্যদ্বয়েশাৎ সমাগতাঃ ॥৩॥

As all gaspipes, proceeding from one common central store, light the different streets, and houses of a town with varied intensities, so the Avatāras proceeding from one Almighty God and taking their births in different countries of the world among different nations, shed light of the intelligence throughout the world.

বঙ্গানুবাদ—একই আধার হতে সমাগত গ্যাসের আলো যেমন শহরের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন তীব্রতায় আলোকিত করে, সেরূপ এক অদ্বয় ঈশ্বর হতে সমাগত অবতারগণ নানা জাতি ও নানা দেশ হতে উদ্ভূত হয়ে সেই একই চৈতন্যের আলোক সারা বিশ্বে বিতরণ করেন।২-৩

যথা স্পর্শমণিং স্পৃষ্টা লৌহঃ কাঞ্চনতাং গতঃ।
স্থাপিতং যত্র কুত্রাপি বিকৃতিং নৈব গচ্ছতি ॥৪॥
তথা সদ্গুরুসংসর্গাদ্ যদা নির্ম্মলতাং ব্রজেৎ।
শুভান্বিতো জনঃ কোঽপি ন পুনঃ কিল্বিষী ভবেৎ ॥৫॥

When iron, is once converted into gold with touching of the philosopher's stone, and afterwards you may place it anywhere you like, it will remain always gold. Similarly, when a fortunate man becomes pure after coming in contact with the Sad-Guru, he may then live anywhere he likes, and remain pure for ever without being soiled at all.

বঙ্গানুবাদ—যেরূপ স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ কাঞ্চনে পরিণত হবার পর তাকে যেখানেই রাখা যাক না কেন, তা আর বিকৃত হয় না, সেইরূপ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি সদ্গুরুসংসর্গে একবার চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করবার পর যেখানেই বাস করুন না কেন, পুনরায় আর কলুষিত হ'ন না ॥৪-৫॥

যথা স্পর্শমণেঃ স্পর্শাৎ তরবারো হ্যয়োময়ঃ।
হিরণ্ময়ত্বমাসাদ্য ন তু রূপং ত্যজেৎ স্বকম্ ॥৬॥

তথাপি পূর্ববন্নান্যদ্ধিংসিতুং ক্ষমতে হ্বসৌ।
তথা হরিপদস্পর্শাৎ কশ্চিৎ পুণ্যবতাং বরঃ ॥৭॥

নির্মলত্বং সমাসাগ্ন পূর্বদেহং সমাশ্রয়েৎ।
তথাপ্যসৌ পুনর্নেহ গচ্ছেদ্বৈ রিপুবশ্যতাম্ ॥৮॥

Although an iron sword, being converted into gold by the touch of the philosopher's stone, does not change its form, yet it loses the power of inflicting any mortal wound, like before. Similarly, when a great righteous man becomes internally pure with the touch of the feet of the Almighty, although he does not change his former shape, still he is never again led by any evil thought.

বঙ্গানুবাদ—যখন স্পর্শমণির স্পর্শলাভ করে কোন লৌহনির্মিত তরবারি স্বর্ণময় হয়ে যায়, তখন সে তার নিজ রূপ ত্যাগ করে না বটে, কিন্তু তা দ্বারা আর পূর্বের ন্যায় কোন হিংসাত্মক কার্য সম্ভব হয় না। সেইরূপ যদি কোনও পরম পুণ্যবান্ ব্যক্তি হরিপাদ-স্পর্শের ফলে সংশুদ্ধি লাভ করেন, তবে তিনি পূর্বদেহ আশ্রয় করে থাকেন বটে, কিন্তু আর কথনও রিপুর বশবর্তী হন না ॥৬-৮॥

অয়স্কান্তগিরিগু´প্তঃ সমুদ্রসলিলান্তরে।
বিশ্লেষয়ত্যয়ঃকীলান্ পোতেভ্যঃ ক্ষণমাত্রতঃ ॥৯॥

তথা হরিকৃপাকর্ষান্নরো বিগতবন্ধনঃ।
তৎ-প্রেমার্ণবগর্ভে বৈ হ্যাত্মারামো নিমজ্জতি ॥১০॥

As a load-stone rock, hidden under the ocean, drowns down a vessel by drawing from it all its iron nailings, so when the mercy of the Lord draws asunder and undoes all

the worldly ties of a man, it then drowns him at once in the ocean of divine love, full of eternal bliss.

বঙ্গানুবাদ—সমুদ্রের জলমধ্যে লুক্কায়িত চুম্বকপাহাড় যেমন মুহূর্তের মধ্যে জাহাজের সমস্ত কীলকজা স্ক্রু পেরেক প্রভৃতিকে আকর্ষণ করে উপড়ে ঐ জাহাজকে জলমগ্ন করে, সেইরূপ শ্রীহরির কৃপাকর্ষণে মানুষ সর্বপ্রকার বন্ধন হতে বিনির্মুক্ত ও আত্মারাম হয়ে তাঁরই প্রেমের সমুদ্রে নিমগ্ন হয় ॥৯-১০॥

মূলাদীনি সুসিদ্ধানি ভজন্তে মৃদুতাং যথা।
অসিদ্ধানি যথা তানি সন্ত্যেব কঠিনানি চ ॥১১॥
নিষ্ঠুরোঽপি তথা সিদ্ধঃ পুরুষো জায়তে যদা।
কোমলত্বমবাপ্নোতি কাঠিন্যং সম্বিহায় সঃ ॥১২॥
অসিদ্ধঃ স্বল্পসিদ্ধো বা স্বভাবাদ্ বিকৃতো ভবেৎ।
মৃষাচারী মৃষাভাষী সুদুষ্টো জায়তে ধ্রুবম্ ॥১৩॥

When brinjals, potatoes etc. become boiled or Siddha, they then become soft; similarly, when men becomes Siddha or perfect, they then become soft in their nature; while like the unboiled or half-boiled vegetables the imperfect men of the world are hard in their nature and merely increase the number of the hypocrites and the wicked. (Here is a pun upon the world "Siddha" which means both "boiled" and "perfect".)

আলু, মূলো প্রভৃতি সব্‌জি যেমন অসিদ্ধ অবস্থায় শক্ত থাকে, কিন্তু সিদ্ধ হলে নরম হয়ে যায়, সেরূপ মানুষ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর হলেও, সিদ্ধ অর্থাৎ ঈশ্বর-দর্শন লাভের পরে কাঠিন্য পরিহার করে প্রেমময় হয়ে যায়। অসিদ্ধ বা অল্পসিদ্ধ মানুষ স্বভাবতঃ বিকৃতভাবাপন্ন হয় এবং সে কেবল মিথ্যাচারী, মিথ্যাভাষী ও অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। (এখানে সিদ্ধশব্দ দু-অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে—এক অর্থ অগ্নিপক্ক অন্য অর্থ (ঈশ্বর-দর্শনের ফলস্বরূপ) জ্ঞানবান বা পূর্ণ-কাম ॥১১-১৩॥

স্বপ্ন-মন্ত্র-হঠ-কৃপা-নিত্যত্বাদি-বিভেদতঃ।
সিদ্ধাঃ পঞ্চবিধা জ্ঞেয়াঃ পৃথ্বীশোভাবিবর্দ্ধনাঃ ॥১৪॥
স্বপ্নকালে যদা কোঽপি মন্ত্রং প্রাপ্য তু চেতনম্।
তেনৈব সিদ্ধিমাপ্নোতি স্বপ্নসিদ্ধঃ স উচ্যতে ॥১৫॥
গুরুদত্তং শুভং মন্ত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
যো জপ্ত্বা সিদ্ধিমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধঃ স এব হি ॥১৬॥
হঠাৎ প্রাপ্য ধনং দীনো ভবেত্তূর্ণং ধনী যথা।
দুষ্টোঽপি সাধুতামেতি সহসৈব ক্বচিদ্ভুবি ॥১৭॥
দীর্ঘকালতপস্যাভির্যৎ ফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ।
মুহূর্তেনৈব তৎ প্রাপ্য হঠসিদ্ধঃ স জায়তে ॥১৮॥
দীনং হীনং যথা দৃষ্ট্বা ধনী কৃপাপরায়ণঃ।
তস্যাপনয়তি ক্লেশং ধনদানেন সর্বথা ॥১৯॥
বীক্ষ্য কঞ্চিদ্ দীনচিত্তং দুরাচারং নরং তথা।
করোতি সাত্ত্বিকশ্রেষ্ঠং গোবিন্দো দীনবৎসলঃ ॥২০॥
তস্যৈব নরদেবস্য সর্বপূজ্যস্য বৈ তদা।
কৃপাসিদ্ধ ইতি খ্যাতির্ভবতীহ ধরাতলে ॥২১॥
কুষ্মাণ্ডালাবুবল্লীনাং যথা ফলোদয়াৎ পরম্।
পুষ্পাণি সম্ভবন্তীহ ফলানি চ ততঃ পরম্ ॥২২॥
তথা যে নিত্যসিদ্ধাস্তে জন্মসিদ্ধা ভবন্তি বৈ।
তেষামাজন্মসিদ্ধানাং কর্তব্যানীহ সন্তি ন ॥২৩॥

তথাপি তেঽনুতিষ্ঠন্তি যানি কর্মাণি সিদ্ধয়ে।
তান্যেব লোকশিক্ষার্থং নিত্যসিদ্ধাস্ত এব হি ॥২৪॥

There are five clases of perfect men according to their inspirations, as they get them either through dreams or by repeating certain symbolic words (mantras) or by mere accident or through the grace of God or by their own inherent perfection. These men are the ornaments of our mother Earth. When in the state of dream a man hears some living words which enliven and illumine him and thus make him perfect, he is called a 'Svapna-siddha'. When by the repetition of certain holy symbolic words (Mantras), fallen from the lips of his spiritual guide, a man attains perfection, he is called a 'Mantra-siddha'. As a pauper suddenly becomes rich by getting some hidden treasure, so when a wicked man suddenly becomes good and perfect, he is called 'Hatha-siddha.' As when a wealthy man, taking pity upon a poor helpless wretch, dispels his poverty and dejection by enriching him through his munificence, similarly when the merciful Lord taking pity upon an immoral and wicked man with satanic principles, makes him one of His best devotees, then that all-honored man-god is known throughout the world as a 'Kripā-siddha'. As the gourd or pumpkin creeper brings forth fruits first and then flowers, similarly when a man is perfect, even from his birth, and when, having no duty to perform, he works merely for the good of mankind by becoming an exemplary character, he is called a 'Nitya-siddha'.

বঙ্গানুবাদ—পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ সিদ্ধগণ (সাধারণতঃ) পাঁচ প্রকার হয়ে থাকেন; যথা—স্বপ্নসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, হঠাৎসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ।

যখন কেউ স্বপ্নের মধ্যে সিদ্ধ-মন্ত্র পায় এবং তার সাহায্যেই সিদ্ধিলাভ করে, তখন তাকে স্বপ্নসিদ্ধ বলা হয়। গুরুদত্ত সর্বসিদ্ধি-প্রদায়ক শুভ মন্ত্র জপ করে যে সিদ্ধি লাভ করে, সে মন্ত্রসিদ্ধ। যেরূপ কদাচিৎ কোনও দীন দরিদ্র ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে হঠাৎ ধনলাভ করে শীঘ্র ধনী হয়ে যায়, সেরূপ পৃথিবীতে কদাচিৎ কোনও দুষ্ট লোকও (সাধু-সন্তদের কৃপায়) সহসা সাধু হয়ে যায় এবং দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যার দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, মুহূর্তের মধ্যে তা সম্প্রাপ্ত হয়ে হঠাৎ-সিদ্ধ রূপে পরিগণিত হন। কখনও কখনও দেখা যায়, কোনও দীনহীন দরিদ্র ব্যক্তি কোনও ধনীর নজরে পড়ে যায় এবং ঐ ধনী কৃপাপরবশ হয়ে ধনদানপূর্বক সর্বপ্রকারে তার দৈন্যক্লেশ দূরীভূত করেন। সেরূপ কোনও কোনও দীনচিত্ত দুরাচার ব্যক্তিকে দেখে দীনবৎসল গোবিন্দ কৃপাপরবশ হন এবং তাকে সাত্ত্বিকশ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত করেন। তখন সেই সর্বপূজ্য নরদেব পৃথিবীতে 'কৃপাসিদ্ধরূপে' খ্যাতি লাভ করেন।

লাউ কুমড়ো প্রভৃতি লতানো গাছে আগে ফলোদয় তার পর ফুলের উদ্ভব হয় এবং সেগুলি হতে পরে ফল জন্মায়। তেমনি যাঁরা নিত্যসিদ্ধ, তাঁরা জন্ম হতেই সিদ্ধ থাকেন, তাঁদের সাধন-ভজন করে সিদ্ধ হতে হয় না এবং ইহজগতে তাঁদের কর্তব্য বলে কিছু থাকে না। তথাপি তাঁরা সিদ্ধি-লাভের জন্য যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তা কেবল লোকশিক্ষার জন্যই হয়ে থাকে। কারণ তাঁরা তো নিত্যসিদ্ধই ! ॥ ১৪-২৪॥

যথা দূরতো হট্টকোলাহলোঽয়মবোধ্যঃ সদা ভাতি সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ।
সমীপে তু বাণিজ্যকার্যোত্থশব্দাঃ ক্রয়াদ্যর্থমুত্থাপিতা ভান্তি নিত্যম্ ॥২৫॥
তথা সৃষ্টিকাণ্ডমনন্তং বিলোক্য হ্যনীশং স্বতন্ত্রং বদন্তীহ মূঢ়াঃ।
সুধীঃ সূক্ষ্মদর্শী তু জানাতি নিত্যং বিধাতাস্য নেতা প্রভুর্বিশ্বকর্তা ॥২৬॥

From a distance a busy market appears full of noise and turmoils, but at a near view everything there appears to be

in perfect order and bargaining and transactions seem to be carried on with nice precision. Similarly shallow and superficial judgment cannot find any system in the infinite workings of the world, but when one dives deep into its mysteries, he finds there a well-ordered system moving on under the guidance of one infinitely intelligent power, known as God.

বঙ্গানুবাদ—যেমন দূর হতে হাটের কোলাহলশব্দ সকল মনুষ্যের পক্ষে অবোধ্য ও অর্থহীন বলে প্রতিভাত হয়, কিন্তু নিকটে গেলে ঐ শব্দই ক্রয়-বিক্রয়াদি বাণিজ্যকার্য হতে উত্থিতরূপে অর্থবহ হয়ে ওঠে, সেরূপ মূঢ়ব্যক্তিগণ এই অনন্ত সৃষ্টিকাণ্ড দেখে একে ঈশ্বরবিহীন ও স্বয়ংচালিত বলে থাকে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী, সুধী ব্যক্তিগণ জানেন যে, বিধাতাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিত্য-পরিচালক, কর্তা এবং প্রভু ॥২৫-২৬॥

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্

লোকান্ বিলোক্য নবভৌতিকভোগলগ্নান্
মগ্নাংশ্চ নাস্তিকবিচারপরম্পরাসু।
ভক্ত্যা বিহীনহৃদয়াংশ্চ সমুদ্দিধীর্ষুঃ,
শ্রীরামকৃষ্ণভগবান্ স্বয়মাবিরাসীৎ ॥১॥

বৈরাগ্যবোধভজনত্রয়সঙ্গমেন,
সচ্চিৎসুখার্থমনপায়মুপায়রূপম্।
সন্দেশমৌপনিষদং বিশদীবিধাতুম্,
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভগবান্ স্বয়মাবিরাসীৎ ॥২॥

কান্তাসু বিশ্বজননীমবলোকয়ন্তং,
তুল্যাশ্মকাঞ্চনমতিং সদসদ্বিবেকম্।
নিত্যং করামলকসিদ্ধসমাধিযোগং,
শ্রীরামকৃষ্ণচরণৌ শরণং প্রপদ্যে ॥৩॥

বিদ্যা-বিলাস-বিদুষোঽপি জগত্যনেকা-
নেকান্তমদ্ভুতরসানকরোৎ স্বকীয়ান্।
কৃচ্ছান্বিতেষু করুণা-বরুণালয়ঃ সন্,
শ্রীরামকৃষ্ণভগবান্ দ্যুতিমাতনোতু ॥৪।

অদ্বৈতমার্গমমলং চিরশান্তিবীজং,
সংস্থাপয়ন্নতুলযত্নপরঃ পরার্থঃ।
বন্দে তমন্ধতমসাবৃতজীববৃন্দে,
প্রজ্বালিতো জগতি যেন বিবেকদীপঃ ॥৫॥

স্তোত্রমিদং সাহিত্যাচার্য, এম্-এ শ্রীভণ্ডারকারোপাহ্বেন
ত্র্যম্বকশর্মণা বিরচিতম্ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণস্তুতিঃ

নমঃ শ্রী রামকৃষ্ণায় রামকৃষ্ণস্বরূপিণে ।
নরান্ ভ বাম্বুধেঃ পারং নেতুং নৌরিব যঃ স্থিতঃ ॥১॥

সর্ব গঃ সর্বসাক্ষী যঃ সর্বধর্মময়ঃ প্রভুঃ ।
স্বভা ব তঃ কৃপাসিন্ধুরিন্দুশ্চিন্তানলোষ্মণঃ ॥২॥

স সং তো যোঽকিঞ্চনত্বে সমহেমাস্ম্যমৃত্তিকঃ ।
মাতু রা রাধনাসক্তো বিহিতেশ্বরদর্শনঃ ॥৩॥

নিষ্কা ম লোকসৎকার্যপরঃ পরমতত্ত্ববিৎ ।
কৃত কৃ ত্যো নরেন্দ্রোঽভূদ্‌যস্য সঙ্গতিমাত্রতঃ ॥৪॥

বিতৃ ষ্ণঃ সংস্থতৌ রামকৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
সর্ব দে বময়ঃ পূর্ণঃ সর্বজ্ঞো বিশ্বপূজিতঃ ॥৫॥

মান ব স্য স্বরূপং হি নিত্যং শুদ্ধং তথামলম্ ।
বিশ্ব স্য শান্তয়ে সর্বনরৈকত্বমতোঽব্রবীৎ ॥৬॥

সদ্ব স্তু নঃ প্রকাশেন সর্বধর্মসমন্বয়াৎ ।
যৎকী র্তি র্দেশমর্যাদামতিক্রম্যাভিতো যযৌ ॥৭॥

স্তুতিরিয়ং সাহিত্যাচার্য, এম্-এ শ্রীভণ্ডারকরোপাহ্বেন ত্র্যম্বকশর্মণা

বিরচিতম্ ॥

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম
হতে প্রকাশিত কয়েকখানি
বাংলা গ্রন্থ :—

১। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা ২.৫০
২। শিবানন্দ-পত্রসংগ্রহ ৪.০০
৩। প্রার্থনা .৫০
৪। শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের স্মৃতিকথা ২.০০
৫। স্বামীঅচলানন্দের জীবনী ও পত্রাবলী ২.০০
৬। মহাপুরুষ স্বামী-শিবানন্দ ৩.০০

প্রাপ্তিস্থান—

(ক) রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত।
(খ) মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা।
(গ) উদ্বোধন কার্যালয়।
(ঘ) বেলুড় সারদাপীঠ, শো রুম, বেলুড় মঠ।
(ঙ) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী।

দক্ষিণেশ্বরের ৺ভবতারিণীর মন্দির
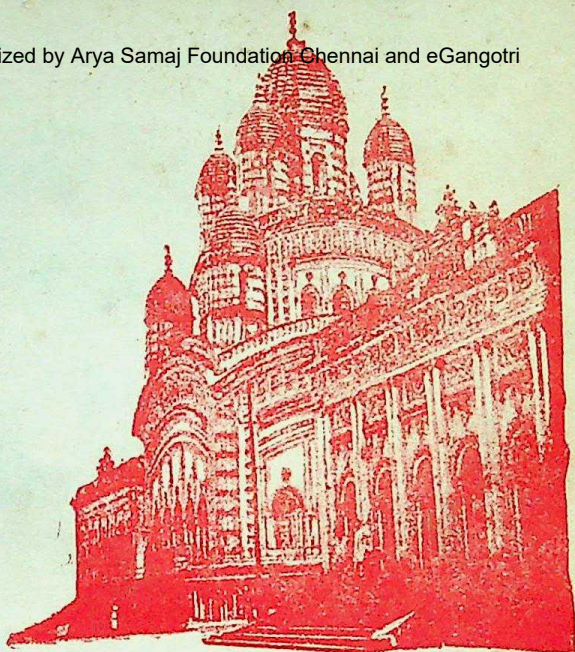
বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম হতে প্রকাশিত
কয়েকখানি বাংলা গ্রন্থ

স্বামী অপূর্বানন্দ-রচিত বা সংকলিত :

১।	শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ—১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড ১ম সংস্করণ (প্রতি খণ্ড)	৬.৫০
২।	দিব্যরামায়ণ—৩য় সংস্করণ	১০.০০
৩।	শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (অন্বয়, অনুবাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর আলোকে লিখিত টীকা-সমেত) ২য় সংস্করণ	১০.০০
৪।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদানামামৃতম্‌ (অনুবাদ স্বরলিপি ও ১৮টি ভজনগান সমেত) ৩য় সংস্করণ	১.২৫

প্রাপ্তিস্থান—(১) রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত, (২) মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা। (৩) উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার। (৪) বেলুড় ইণ্ডাস্ট্রিয়েল শো-রুম, বেলুড় মঠ প্রভৃতি স্থান।